## INDEX

## PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

**Friday, March 16, 1973.**

**The Assembly met in the Legislative Assembly Buildings, Agartala on Friday the 16th March, 1973 at 11 A. M.**

### PRESENT

**Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, Chief Minister, 4 Ministers, Deputy Speaker, 3 Deputy Ministers, 44 Members.**

**Mr. Speaker** :—To-day in the List of Business are the following question to be answered by the Ministers concerned. Starred Question Shri Ananta Hari Jamatia.

### STARRED QUESTION

**Shri Ananta Hari Jamatia** :—Question No. 136 Sir.

**Shri S. M. Sen Gupta** :—Question No. 136 Sir.

### STARRED QUESTION NO. 136
**By Shri Anantahari Jamatia**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

**প্রশ্ন**

১। ইহা কি সত্য যে সরকারের স্থায়ী বাসিন্দা ও স্থায়ী প্রজা হয়েও Non-Tribal to Non-Tribal transfer of Land করতে সরকারের অনুমতি নিতে হয় ?

২। যদি সত্য হয় তবে কেন ? এবং ত্রিপুরা সরকারের ভূমি সংস্কার আইনের কত নং ধারা অনুযায়ী।

**উত্তর**

১। না, কেবল মাত্র যে ক্ষেত্রে একজন একটি তাহার ভূমি এলটমেন্টের তারিখ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে হস্তান্তর করিতে চান এবং সে ক্ষেত্রে অ-উপজাতি উপজাতি রিজার্ভ এলাকায় জমির মালিক হইয়া তাহার ভূমি অপর অ-উপজাতির নিকট হস্তান্তর করিতে চান, সেই ক্ষেত্রে অনুমতি আবশ্যক।

২। একজন এলটির দ্বারা ভূমি হস্তান্তর উপরোক্ত বাধা নিষেধ TLR & LR Act, 1960 এর ৯৮ ধারার বলে প্রবর্তিত ১৯৬২ ইং সনের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার (ভূমিবণ্টন) নিয়মাবলীর ১৫নং নিয়মে এবং উপজাতি পার্ব্বত্য রিজার্ভ এলাকার একজন অ-উপজাতি ভূমি মালিকের দ্বারা ভূমি হস্তান্তর উপরোক্ত বাধা নিষেধ ১৩৫৩ ত্রিপুরা সনের (১৯৪৩ইং) ৩২৫নং উপজাতি রিজার্ভ আদেশের ২নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে এবং এই আদেশ বলবৎ আছে।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে কোন অ-উপজাতির সম্পত্তি সেটেলমেন্ট থেকে জরীপ হয়ে ওর নামে যদি নামজারী হয়ে থাকে, সেই জমি বাঙ্গালীর কাছে হস্তান্তর করতে অনুমতি লাগে কিনা ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—এই প্রশ্নে উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে।

**শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা** :—যে সমস্ত অ-উপজাতি ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকায় বসবাস করছে, তারা কি অনুমতি নিয়ে বসবাস করছেন এবং সরকার থেকে অনুমতি পেয়েছেন কি তারা ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :— সরকার থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রশ্ন উঠে না, কোন কোন ক্ষেত্রে যদি ট্রাইবেলরা অনুমতি চায়, তাহলে বিশেষ ক্ষেত্রে কোন কোন সময় দেওয়া হয়।

**শ্রীবুলু কুকী** :—এখানে উত্তরে বলেছেন যে এ্যালটেড জায়গাগুলি দশ বছরের মধ্যে ট্রান্স-ফারএ্যাবল নয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যদি এই মেয়াদের মধ্যে কেউ ট্রান্সফার করে তাহলে তার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—এটাতো আইনের মধ্যে আছে যে হস্তান্তর করা যায় না, যদি কোন কেস আসে তাহলে দেখা যাবে, আইনের প্রভিশন অনুসারে ব্যবস্থা করা হবে।

**শ্রীবুলু কুকী** :—আইনটাই আমি জানতে চাইছি, আইনে কি বলে। আইনে আমি কিছু দেখছি না বলেই প্রশ্ন করেছি।

**শ্রীবাজুবান রিয়াং** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি নন-ট্রাইবেল টু নন-ট্রাইবেল জমি হস্তান্তরের জন্য কতটি দরখাস্ত সরকার পেয়েছেন এবং এর কতটি মনোনীত হয়েছে এবং কতটি পেণ্ডিং আছে ?

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার** :—অর্ডার প্লীজ, অর্ডার প্লীজ।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—অ-উপজাতি জমি অ-উপজাতির কাছে বিক্রী করলে তাতে কত দরখাস্ত আছে, এটা যদি প্রশ্ন হয়ে থাকে তাহলে এই প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে উঠে না। যদি ট্রাইবেল রিজার্ভে না পড়ে থাকে।

**শ্রীবাজুবান রিয়াং** :—ট্রাইবেল রিজার্ভে পড়েছে।

**মিঃ স্পীকার** :—প্লীজ টেক ইউর সীট।

**শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া** :—আমার কথা হচ্ছে এই যে উপজাতি রিজার্ভ এলাকার যে সমস্ত বাঙ্গালী জমি দখল করে আছেন, তারা নন-ট্রাইবেলের কাছে জমি ট্রান্সফার করতে তাদের পারমিশান দেওয়া হয়ে থাকে এবং পারমিশান পেতে বেগ পেতে হয় কিনা ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—নন-ট্রাইবেল টু নন-ট্রাইবেল যদি রিজার্ভ এরিয়ায় পড়ে, আইনগত ব্যবস্থা আছে, সেই ভাবে কার্য করা হয়।

**শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া** :—ট্রাইবেল এলাকাতে তাদের অধিকার দেওয়া হল কেন ? যদি তারা সেই হস্তান্তরের অধিকার না পায় ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনে এটা রিজার্ভ আইনের মধ্যে আছে সরকার সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকার ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে পারেন বিশেষ ক্ষেত্রে এই রকম কোন কেস আমাদের কাছে আসে নি। রিজার্ভ এলাকায় অ-উপজাতি আর অ-উপজাতির মধ্যে জমি ট্রান্সফার হচ্ছে না বা হবে না রিজার্ভ আইনে এইরকম কিছু নাই। রিজার্ভ আইনের বহির্ভূত প্রশ্ন আসে না।

**শ্রীবাজুবান রিয়াং** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ট্রাইবেল অ্যারিয়ার মধ্যে যে সব উপজাতি জমির মালিক এবং জোতদার তারা তাদের জমি উপজাতিদের কাছ হস্তান্তরিতের প্রমাণ চাইয়া সরকারের কাছে কতটা দরখাস্ত করেছে আজ পর্যন্ত এবং কতটা দরখাস্ত মনজুর হয়েছে এবং কতটা পেণ্ডিং আছে ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—এই প্রশ্নটা সেপারেট প্রশ্ন হয়ে আসা উচিত, এতটা মেটেরিয়ালস যে প্রশ্নটা এই হাউসে এসেছে তার মধ্যে দেওয়ার কথা নয়।

**শ্রীবাজুবান রিয়াং** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ট্রাইবেল রিজার্ভ অ্যারিয়ার মধ্যে যে সব নন ট্রাইবেল জোতদার আছে তাদের সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছে। সুতরাং আমার প্রশ্ন অত্যন্ত রিলেভেন্ট, আপনি জিজ্ঞাসা করুন এইটা রিলেভেন্ট অর নট ?

**মিঃ স্পীকার** :--উনার পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় উনি বলেছেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি, এই সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন কি না যে সমস্ত উপজাতিদের জমি হস্তান্তরিত হয়েছে অ-উপজাতিদের হাতে এবং উপজাতিদের নামেই রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—অ-উপজাতীদের কাছে যদি এই রকমভাবে জমি হস্তান্তরিত হয়ে থাকে, সেইটা আমার জানা নেই। সেইটা অনুমোদিত হতে পারে না। যদি ট্রাইবেল টু ট্রাইবেল হয়ে থাকে তাহলে এর মধ্যে কোন বক্তব্য থাকতে পারে না।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :—কতটা জমি হস্তান্তরিত হয়েছে, সেই সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন কি না ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—আমি যতটুকু বুঝি যে ট্রাইবেলের জমি ট্রাইবেলের কাছে গেছে। এইটা কমপ্লেন না আসা পর্যন্ত আমরা জানি না।

**মিঃ স্পীকার :—শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী, শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।**

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪৩।

**শ্রীমুনছড় আলী :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪৩।

প্রশ্ন

১। ক্র্যাশ রুরেল এ্যামপ্লয়মেন্ট স্কীম চালু হওয়ার ফলে এ পর্যন্ত কতজন লোকের কর্ম সংস্থান করা হইয়াছে।

২। এই স্কীমে প্রাপ্ত সব টাকা সরকার ব্যয় করিয়াছেন কি না এবং

৩। না করলে কি কারণে ব্যয় করা হয় নাই?

উত্তর

১। ক্র্যাশ স্কীম ফর রোরেল এ্যামপ্লয়মেন্ট স্কীম চালু হওয়ার ফলে ১৯৭১-১৯৭২ আর্থিক বৎসরে ১১১৫ জন লোকের এবং ১৯৭২-৭৩ সালের প্রারম্ভ হইতে এপর্যন্ত ১৮৭৫ জন লোকের কর্ম সংস্থান হইয়াছে।

২। ১৯৭১-৭২ সালে মোট ৩৪·৯৮ লক্ষ টাকার মধ্যে কেবল মাত্র মং ৫,৫১,৮২৮·৮২ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে এবং ১৯৭২-৭৩ সালে মোট ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৩ইং তারিখ পর্যন্ত মং ২১,০৯,৩১১·৭২ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

৩। ১৯৭১-১৯৭২সালে ব্যয় হ্রাসের কারণ (১) বাংলাদেশ হইতে আগত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের ত্রাণ কার্যে কর্মচারীদের বহুলাংশে ব্যাপৃত। ২) ভারত-পাক বিরোধের হেতু স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ না করায় ও বিশেষত সীমান্ত অঞ্চল বিঘ্নিত থাকায় ৩) শরণার্থী পুনর্বাসন বিভাগ ও সামরিক বিভাগ পল্লী অঞ্চলের বেকারদের বিকল্প কর্ম ব্যবস্থা হওয়া। কিন্তু ১৯৭২-৭৩ সালে প্রাপ্ত টাকা যথারীতি ব্যয়িত হইতেছে।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :**—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানেন কি যে সাউথ ডিষ্ট্রীক্টের টাকা ওয়েষ্ট ডিষ্ট্রীকটের অ্যাকাউনটসে নেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে সাউথ ডিষ্ট্রীক্টে কাজের অসুবিধা হয়েছে?

**শ্রীমুনছড় আলী :**—এক ডিষ্ট্রীক্টের টাকা আর এক ডিষ্ট্রীকটে নেওয়া হয়েছে এই রকম কোন তথ্য আমার জানা নেই।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :**—আপনি এই খবর সংগ্রহ করবেন কি না?

**শ্রীমুনছড় আলী :**—মাননীয় সদস্য যেহেতু এই প্রশ্ন এই হাউসের মধ্যে তুলেছেন আমি নিশ্চয়ই তার খবর নেব।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :**—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সাউথ ডিষ্ট্রিক্টের টাকা ওয়েষ্ট ডিষ্ট্রীকটে নেওয়া হয়েছে স্যার, এবং এইটার তদন্ত করার জন্য আমি দাবী করছি।

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে তিনি এই বিষয়ে খবর নেবেন।

**শ্রীসমীর বর্মন :**—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৭২-৭৩ সালের সব টাকা খরচ হয়েছে?

**শ্রীমুনছড় আলী :**—এখনও খরচ হয় নাই তবে খরচ হবে আমি আশা করছি।

**শ্রীসমীর বর্মন** :—কত টাকা খরচ হবে সাপ্লিমেন্টারী স্যার।

**মিঃ স্পীকার** :—এক সঙ্গে দুইটা সাপ্লিমেন্টারী করবেন না।

**শ্রীমুনছুড় আলী** :—এই পর্য্যন্ত ২১৯,৩১৭·৭২ পয়সা খরচ হয়েছে ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত। আশা করি এর মধ্যে বাকী টাকাও হয়ে যাবে।

**শ্রীআবদুল ওয়াজিদ** :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বছরে টেষ্ট রিলিফের জন্য যে টাকা খরচ হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছেন সেইটা কোন ডিষ্ট্রিক্টে কত টাকা খরচ হয়েছে সেইটা বলতে পারবেন কি ?

**মিঃ স্পীকার** :—This should be a separate question.

**শ্রীতাপস দে** :—এক ডিষ্ট্রিক্টের টাকা অন্য ডিষ্ট্রিক্টে যে নেওয়া হয়েছে সেইটা মাননীয় মন্ত্রীমশায় এই সেশনে জানাবেন কি ?

**শ্রীমুনছুড় আলী** :—হ্যাঁ, এই সেশনে জানাবো।

**শ্রীঅনিল সরকার** :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে ক্র্যাশ স্কুলের এ্যামপ্লয়মেন্টের স্কীমএ যে লক্ষ্য বছরে ১০ মাস কাজ দিতে হবে সেইটুকু কার্যকরী হয়েছে ?

**শ্রীমুনছুড় আলী** :—নীতি যতটুকু আমাদের ততটুকুই কার্য্যকরী হয়েছে।

**শ্রীঅনিল সরকার** :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে এইটুকু বুঝা গেছে যে ত্রিপুরায় আমাদের ১ হাজার গ্রামীণ বেকারদের কাজ দেওয়া হয়েছে, এইটা এক হাজার না বেশী ?

**মিঃ স্পীকার** :—This should be a separate question.

**শ্রীঅনিল সরকার** :—স্যার, এটা রিলেভেন্ট কোয়েশ্চান। মন্ত্রী মহাশয় যদি না পারেন তাহলে নোটিশ ডিমাণ্ড করতে পারেন।

**মিঃ স্পীকার** :—ইউ শুড নট চেলেঞ্জ মাই ডিসিশান। এই বিষয়ে আমি আমার ডিসিশান বলে দিয়েছি।

**শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত** :—১৯৭২ ইং সনে যে ১,৮৭২ জনকে কাজ দেওয়া হয়েছে তাদের স্কেল কি ?

**শ্রীমুনছুড় আলী** :—৪ টাকা করে ডেইলী।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :— ১৯৭২—৭৩ সনে যে ১,৮৭২ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এর মধ্যে এডুকেটেড বেকার আছে কিনা এবং তাদের সংখ্যা কত। তারা কত করে পেয়েছে ?

**শ্রীমনসুর আলী** :—এক সমানেই পেয়েছি।

**Mr. Speaker** :— Shri Kalipada Banerjee and Shri Naresh Ch. Roy (bracketed).

**Shri Naresh Ch.Roy** :—Question No. 393

**Shri S. M. Sengupta** ( Chief Minister ) :—Mr. Speaker, Sir, question No. 393.

## STARRED QUESTION NO. 393.
**By Shri Kalipada Banarjee**

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় Touristদের আকর্ষণ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ;

২। ১৯৭০ ইং সনের জানুয়ারী ১৯৭৩ ইং হইতে সনের এই পর্য্যন্ত কতজন Tourists ভ্রমণ করেছেন ;

৩। ঐ ভ্রমণকারীদের দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় (places of Tourists interest) স্থানগুলি কি কি ?

৪। ভ্রমণকারীগণ ত্রিপুরা সরকার হইতে কি কি সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকেন ?

উত্তর

১। পত্রিকা সমূহে ডিসপ্লে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, ম্যাগাজিন, সাময়িকী এবং সর্ব ভারতীয় পত্রিকাতে বিশেষ ক্রোড়পত্রের প্রকাশনা এবং উপযুক্ত স্থানে হোর্ডিং স্থাপন ছাড়াও প্রয়োজনীয় ইনফ্রাষ্ট্রাকচার গঠন ক্রমে পর্যটকদের দ্রষ্টব্য আকর্ষণীয় স্থান নির্বাচন ও তাহা উন্নয়ণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এই রাজ্যে পর্যটন এখনও প্রাথমিক পর্য্যায়ে রয়েছে। তাই সবকিছুই গোড়া থেকে সুরু করতে হচ্ছে।

২। আলোচ্য সময়ে ত্রিপুরায় আগত কোন পর্যটকই অধিকারের সহিত যোগাযোগ করে আসেন নি। তাই পর্যটকদের কোন পরিসংখ্যান আমাদের তালিকাভুক্ত করার সুযোগ ছিলনা।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান সমূহে যাওয়ার ব্যাপারে পর্যটকগণ যোগাযোগ করলে এই দপ্তর যাতায়াত, রাত্রি বাসের স্থান নির্বাচন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ দান করে তাঁদের সম্ভাব্য সকল রকমের সাহায্য করে থাকেন।

**শ্রীনরেশ রায় :**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কতগুলি কথার উল্লেখ করে বলেছেন যে এইগুলি করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে এইগুলি ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যে টুরিষ্টদের আকর্ষণীয় কোন জিনিষ নাই।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**—এই প্রশ্নের জবাব আগেই দেওয়া হয়েছে যে এটা প্রাথমিক পর্যায়ে আছে এবং আমরা মনে করি যে ত্রিপুরায় পর্যটকদের আকর্ষণীয় অনেক স্থান রয়েছে। না হলে পত্রিকায়, মেগাজিনে, ক্রোড়পত্রে যেগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি দেওয়া হত না।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :** আমার ৩নং প্রশ্নটা ছিল যে ভ্রমণকারীদের দর্শণীয় ও আর্কণীয় স্থানগুলি কি কি ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন প্রশ্ন উঠেনা। তাহলে আকর্ষণীয় স্থান সরকারের তালিকাতে নাই তাই কি বুঝতে হবে ? তাহলে টুরিষ্টরা আসবেন কেন ? খবরের কাগজে লক্ষ লক্ষ টাকা বিজ্ঞাপন দেন কেন ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—বলা হয়েছে টুরিষ্টদের জন্য থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা এখনও করা যায় নি, এটা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। ত্রিপুরাতে আকর্ষণীয় স্থান নেই সেটা বলা হয় নি।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী** :—আমি স্থানগুলি চেয়েছিলাম। উদয়পুরে মা'র বাড়ী আছে, আর সুজা মস্‌জিদ আছে। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানেন কি যে ত্রিপুরাতে সুজা মস্‌জিদ আছে ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় সদস্যরা যদি খবর দেন এইভাবে তাহলে আমরা উপকৃত হব।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী** :—তাহলে ডিরেক্টরেট আছে কেন ? শুধু বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কি কাজ নেই ওদের ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কথাটা হচ্ছে যে একটা প্রাথমিক পর্য্যায়ে রয়েছে। আকর্ষনীয় স্থান নতুনভাবে করা যায়। ডুম্বুর ফল্‌স রয়ে গেছে। সেটা হয়ত আজকে দর্শনীয় নয়। কিন্তু হয়ত হতে পারে। যদি মাননীয় সদস্যদের এমন কিছু সাজেশান থাকে যে কোন জিনিষ দর্শনীয় স্থান হতে পারে তাহলে আমাদের নোটিশে আনলে আমাদের সুবিধা হয়। সেজন্য আমি তাঁদের সাহায্য করার জন্যই এই কথা বলছি।

**শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত** :—১নং প্রশ্নের উত্তরে বলছেন পত্র পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারব। এখন ইমিডিয়েটলী নাই। কারণ এটার সংগে এই প্রশ্নটা আসে না বোধ হয়।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী** :—যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে সাময়িকিতে প্রকাশ করছেন, কোন্ কোন্ সাময়িকীতে প্রকাশ করলেন এবং কোথায় কোথায় প্রকাশ করেছেন সেই সাময়িকীর নাম বলতে পারেন কি ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা মাননীয় সদস্যকে আপনার মারফত অনুরোধ করছি বলতে।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য আবার স্পষ্ট করে প্রশ্নটা বলুন।

**শ্রীকালিপদ বানার্জী** :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে সাময়িকীতে লেখা বেড়িয়েছে সেইসব লেখাগুলি আমাদের দৃষ্টিতে পড়ল না। সেই সব লেখাগুলি এই মন্ত্রী সভার এম, এল, এ'দের সরবরাহ করবেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, লেখাগুলি মাননীয় সদস্যরা সবাই পত্রিকা পড়েন এটাই আশা করা যায় এবং যে সব বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে সেটাও প্রকাশ্য জায়গায় এবং যারা আমি আগেই বলেছি যারা মেগাজিন, সাময়িকী সর্ব্ব ভারতীয় পত্রিকা সব জায়গায় আছে—যদি তাদের কাছে কোন ইনফর্মেশান না গিয়ে থাকে তাহলে বিজ্ঞাপন যেগুলি বেরিয়েছে—হোর্ডিং পাঠাতে পারব না—বিজ্ঞাপনগুলি পাঠাতে পারব।

**শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত** :—স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের স্থানগুলি টুরিষ্টদের আকর্ষণীয় স্থানগুলি নির্ব্বাচিত হয়েছে বলে উত্তরে আমরা জানতে পারি নাই—সেই হেতু পূর্ব্বাঞ্চলে এডভ্যার্টাইজ ইত্যাদি দিয়ে অর্থ ব্যয় না করিয়া টুরিষ্টদের আকর্ষণীয় স্থানগুলি আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অর্থ ব্যয়ের কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবেন কি ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে—মাননীয় সদস্যের প্রস্তাবটা আমরা স্মরণে রাখব।

**শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা প্রস্তাব করছি সবাইকে আকর্ষণীয় স্থানগুলি ঘুরিয়ে দেখবার পরিকল্পনা নেওয়া হউক।

**শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বিভিন্ন স্থানে দমদম এয়ার পোর্টে যাওয়ার রাস্তাতেও একটি হোটেলের ছবি দিয়ে আকর্ষণ করা হতো টুরিষ্টদের সেই হোটেলের ছবিটি সরানো হয়েছে কি না সেখান থেকে ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটি ঠিক ফলো করতে পারিনি।

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য আপনার প্রশ্নটি আবার পরিস্কার করে বলুন।

**শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য** :—টুরিষ্টদের হোটেলে থাকার জন্য ছবি দিয়ে ত্রিপুরার সরকার একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছে সেই বিজ্ঞাপনটি এখনও আছে কি না—দমদমে ছিল— সেটি সরানো হয়েছে কি না—যেহেতু আমাদের কোন হোটেল নাই।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—এটা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে টুরিষ্টদের জন্য কোন হোটেল সেখানে আগে ছিল কি না আর তার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে কি না এটা অনুসন্ধান করতে হবে।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী** :—কার স্বার্থে এই হোটেলটি ব্যবহার করা হতো এটা তদন্ত করা হবে কি না ?

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন তো অনুসন্ধান করে দেখবেন।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী** :—না, আমি তদন্ত চাই। একটা হোটেলের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে আমাদের কোন হোটেল নাই আমাদের গভর্ণমেন্টের কোন হোটেল নাই। কেন সেটা করা হল দরকার হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—আমি আগেই বলছি এটা অনুসন্ধান করে দেখা হবে।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী** :—অনুসন্ধানের কথা বলছি না শাস্তির কথা বলা হচ্ছে।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—অনুসন্ধান না করে শাস্তির করা যায় না।

**শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সেই হোটেলটিতে যে ছবি দেওয়া হত সেই হোটেলটির জন্য ভাড়া কত দেওয়া হয়েছে ত্রিপুরা সরকার থেকে ?

**মিঃ স্পীকার** :—এটা অনুসন্ধানের বিষয়।

**শ্রীসমীর বর্মন** :—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তরে দর্শনীয় স্থান নেই টুরিষ্টদের তাহলে কিসের উপর এই টাকাগুলি খরচ হল জানতে পারি কি ? এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হলো যেখানে আকর্ষণীয় দর্শনীয় স্থান নেই সেখানে টাকাগুলি কিসের উপর খরচ হল ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—এই প্রশ্নের জবাব আগেই দেওয়া হয়েছে—এই কথা বলা হয়নি আকর্ষনীয় করে তোলার মত অবস্থা নেই।

**শ্রীসমীর বর্মন** :—আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য টাকা খরচ করা হয়েছে উনি বলেছেন স্যার, নইলে এই এডভার্টাইজমেন্টে কিসের উপর খরচ করা হল—এই যে আকর্ষণীয় করার স্থান নাই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হল হোটেলের একটা ছবি দেওয়া হল ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সে—যেখানে টুরিষ্টদের আকর্ষণীয় জায়গাই নাই—আমরাও দেখেছি দমদমে—এই টাকা কেন খরচ করা হল ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—একই প্রশ্ন বার বার এসে যাচ্ছে। সেই প্রশ্নের জবাবও আমি দিয়েছি আমাদের এখানে নেই এটা নয় টুরিষ্টদের আকর্ষণীয় করার জন্য যে যে জায়গা আছে হতে পারে নুতন জায়গাও হতে পারে ত্রিপুরায় ভ্রমণ করার জন্য—ডেভেলাপ করলে কি গড়ে উঠতে পারে সেই সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দেওয়া।

**শ্রীসমীর বর্মন** :—নীরমহলের মত একটা ছবি দেওয়া হয় ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সে—যেখানে সাপের জন্য মানুষ ঢুকতে পারে না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না (গণ্ডগোল)...এই জন্য এডভার্টাইজে টাকা খরচ হচ্ছে যেখানে মানুষ ঢুকতে পারে না...
(গণ্ডগোল)...

**মিঃ স্পীকার** ঃ—মাননীয় সদস্য কালীবাবু আপনি দেখছি একজন বলতে সুরু করলেই আপনি বলতে সুরু করতে থাকেন ..

**শ্রীসমীর বর্মন** :—মানুষ যেখানে ঢুকতে পারে না সাপের জন্য সেখানে কোন বসার জায়গা নাই অথচ সেখানে একটা ছবি দেওয়া হয়েছে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স অফিসে এবং তার জন্য আমাদের টাকা দিতে হচ্ছে এডভার্টাইজ দেওয়া হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে স্যার।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কথা যেগুলি বলা হচ্ছে হয়তো মাননীয় সদস্যের অনেক অভিজ্ঞতা থেকেই বলছেন—টুরিষ্টদের আকর্ষণ করার জন্য—এটা এক বছরের বা এক দিনের চেষ্টাতে হয় না টুরিষ্টদের আকর্ষণ করা সেটাও একটা ট্রেডের মত এবং তার জন্য প্রাথমিক কতগুলি আয়োজন করতে হয় ব্যবস্থা নিতে হয় সেজন্য আগের থেকে আকর্ষণ করতে না পারলে টুরিষ্ট আনা যায় না কারণ টুরিষ্টদের মার্কেট বড় টাইট...

**শ্রীসমীর বর্মন** :—আমার প্রশ্ন হল স্যার, যেখানে নীরমহলে মানুষ যেতে পারে না যেখানে বসার কোন ব্যবস্থা নাই—সেই অবস্থায় ফটো দিয়ে ভাড়া দিচ্ছি এডভার্টাইজ করতে গিয়ে টাকা খরচ করছি...(গণ্ডগোল)...আমার কথা অত্যন্ত পরিষ্কার—আকর্ষণ করতে হয় সেটি আমরা জানি স্যার . (গণ্ডগোল)...

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য একজন কথা বলুন ...(গণ্ডগোল)...

**শ্রীসমীর বর্দ্ধন** :—স্যার আমার কথা অত্যন্ত পরিষ্কার—মাননীয় মন্ত্রী বলেন নি নীর মহল বলে একটি আকর্ষণীয় স্থান আছে উনি বলছেন নেই অথচ সেটি আকর্ষণীয় স্থান বলে এডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া হয়েছে—কিসের জন্য দেওয়া হয়েছে আমার প্রশ্ন হল এটা।

**শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা আমি আগেই বলেছি যে, এই জিনিষগুলি দেখানো হয়েছে যদিও টুরিষ্ট ডিপার্টমেন্টে, তবুও আমাদের কতকগুলি ডিফিকালটিজ রয়ে গেছে। কারণ আমাদের কমিউনিকেশন ডিফিকালটি আছে। প্রাথমিক পর্য্যায়ে আমরা যদি সেগুলি ডেভলাপমেন্ট না করি তাহলে আমরা টুরিষ্টদের কাছে সেটা আকর্ষণীয় করে তুলতে পারব না। কাজেই আমরা এখানকার আকর্ষণীয় স্থানগুলি ডেভলাপমেন্ট করার জন্য, টুরিষ্টদের থাকার জন্য এইগুলি করার চেষ্টা করছি। এখনও সেগুলি প্রাথমিক পর্য্যায়ে রয়েছে।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে উত্তর দিয়েছেন সেটা গোলমেলে, ভালভাবে তদন্ত করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা, এটা আমি জানতে চাই।

**শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত** :—একজন টুরিষ্টের জন্য আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ছবি দিয়ে দিলেই হল না, সেটা ডেভেলাপমেন্ট না করে কারণ টুরিষ্ট যদি আসতে আরম্ভ করে তাহলে অসুবিধা হতে পারে। টুরিষ্ট বাইরে থেকে একবার এসে যদি ফিরে যায়, তাহলে সে আর এখানে আসবে না, সেইজন্য কতকগুলি স্থান নির্ব্বাচন করা হয়েছে এবং আপনারা সকলেই জানেন, ত্রিপুরা রাজ্যে নূতন কোন স্থান যদি থাকে, কোন মাননীয় সদস্য যদি বলেন তাহলে সেগুলিও নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেগুলি ডেভলাপমেন্ট করা দরকার, সেগুলি এখনও প্রাথমিক পর্য্যায়ে আছে।

**শ্রীসমীর বর্দ্ধন** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ভিজিট ত্রিপুরা বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল সেটা ঠিক কিনা ?

**শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত** :—ভিজিট ত্রিপুরা দেওয়া হয়েছে কিনা অর্থাৎ মাননীয় সদস্যরা যদি প্রেস করতে থাকেন, তাহলে আমি দুই একটি জায়গার নাম বলতে পারি। (১) উজ্জয়ন্ত পেলেস, (২) নীরমহল (ডেভলাপমেন্টের দরকার) (৩) তারপর দেবতামুড়া, উণকোটি পাহাড় এমন করে আরও হতে পারে, ডুম্বুর হবে এমন করে নূতন জায়গা যেগুলি আছে, সেইগুলি ডেভলাপমেন্ট করা যদি না যায়, টুরিষ্টদের যদি আকর্ষণীয় না করা যায় তাহলে তারা সেখানে আসবেন না। মাননীয় সদস্যরাও নূতন জায়গার নাম বলতে পারেন, যেগুলি ডেভলাপমেন্ট করে টুরিষ্টদের রাখা যেতে পারে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলব যে এইগুলি প্রাথমিক পর্য্যায়ে রয়েছে বলে আমি নাম বলছিলামনা। আমাদের এ্যাডভার্টাইজমেন্ট যেটা করা হয়েছে, সেখানে নাম দেওয়া আছে কোন্ কোন্ জায়গায় ভিজিট করবে না করবে কিন্তু টুরিষ্টরা সেটা আকর্ষণীয় অনুভব করেনি। আমাদের দৃষ্টিতে যেগুলি আকর্ষণীয়,

টুরিষ্টদের দৃষ্টিতে সেগুলি আকর্ষণীয় নাও হতে পারে। আমার মনে হচ্ছে, যতটুকু সম্ভব এইগুলিকে যদি ডেভলাপমেণ্ট করে আকর্ষণীয় করা যায়, হয়তো কোনদিন এইগুলিই আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

**শ্রীসমীর বর্ম্মন** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানতে চাই দুই বছর আগে ভিজিট ত্রিপুরা বলে এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট দেওয়া হয়েছিল কি না ?

**শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, একই প্রশ্নের উত্তর বারবার দিতে হচ্ছে। হয় আমি বুঝাতে পারছি না, অথবা মাননীয় সদস্যরা বুঝতে পারছেন না, যাই হউক সেটা দুর্ভাগ্য। আমরা বারবার ভিজিট ত্রিপুরা দিয়ে যাব সেইসব স্থানগুলি আকর্ষণীয় করে রাখার জন্য আগে থেকে আমাদের মার্কেট তৈরী করতে হবে, যার জন্য এটা করতে হবে। আমরা যেগুলি আমাদের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় মনে করি টুরিষ্টদের যাতে সেইগুলি আকর্ষণীয় জায়গা হতে পারে, সেগুলি সেইভাবে ডেভলাপমেণ্ট করার প্রয়োজন। কিন্তু আগের থেকে আমাদের চাহিদাকে সৃষ্টি না করা যায়, তাহলে আমরা যার জন্য সেগুলি ডেভলাপমেণ্ট করতে চাই, সেই চাহিদা পূরণ হবে না। কাজেই আমরা যেমন একদিকে বিজ্ঞাপন দেব, অন্যদিকে আমরা সেগুলির ডেভলাপমেণ্ট করব যাতে যেদিন থেকে টুরিষ্টরা আসতে থাকবে সেদিন থেকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে। কাজেই বিজ্ঞাপনের সংগে সংগে আমাদের সে ডেভেলাপমেণ্টের কাজগুলিও করে নিতে হবে।

**শ্রীসমীর বর্ম্মন** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ১৯৭০ সালে বাইরে থেকে একজন ফরেনার এখানে তিন দিনের জন্য থেকে গেছেন, কিন্তু টুরিষ্ট ডিপাটমেণ্ট থেকে তাঁকে কোন সাহায্য দেওয়া হয় নি।

**শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত** :—এই প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি, আমাদের সংগে টুরিষ্ট হিসাবে কেউ যোগাযোগ করেনি।

**শ্রীসমীর বর্ম্মন** :—টুরিষ্ট হিসাবে এসে সেখানে তিন দিন থেকে গেছে, টুরিষ্ট ডিপার্টমেণ্টকে জানানো হয়েছে, কিন্তু টুরিষ্ট বিভাগ থেকে কোন সহযোগিতা করেনি, এটা সত্যি কি না ?

**শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা যে ১৯৭০ সনে একজন টুরিষ্ট এখানে তিনদিন থেকে গেছেন এবং টুরিষ্ট বিভাগ তাকে কোন সহযোগিতা করেনি এবং যদি সত্য হয় তাহলে সেই অফিসারের বিরুদ্ধে ৩১১নং ধারা প্রযোজ্য হবে কিনা ? কারণ এর সংগে ষ্টেটের প্রেস্টিজ ইনভলভড।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য যেভাবে প্রশ্নটা উত্থাপন করছেন, তার জবাব এখন আমি দিতে পারছিনা, কারণ হল অনুসন্ধান না করে বলতে পারছিনা। তবে এইটুকু বলতে পারি, যদি বিজ্ঞাপন অনুযায়ী কোন টুরিষ্ট এখানে এসে থাকেন, তাহলে আমাদের এই দুরবস্থা দেখে আর কোনদিন এখানে আসবেন না, সেইজন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে যেমন এ্যাট্রাকশান করতে হবে, তেমনি ডেভেলাপমেণ্টও করতে হবে। কাউকে শাস্তি দেবার প্রশ্ন এতে নেই। যদি এইরকম কোন ঘটনা হয়ে থাকে, পর্যটন বিভাগ কোন সাহায্য দেয়নি, তাহলে কেসের মেরিট দেখে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**মিঃ স্পীকার ঃ**—মাননীয় সদস্য অনিল সরকার অনেকবার উঠেছেন।

**শ্রীঅনিল সরকার ঃ**— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা মনে করেন কিনা ত্রিপুরার ১২লক্ষ মানুষ যেখানে মাসে মাথাপিছু ৩০টাকা খরচ করতে পারছেন না, বিজ্ঞাপন দিয়ে বাইরে আলোকিত করা, টাকা খরচ করা একটা বিলাস কিনা, এবং এই আকর্ষণ টুরিষ্টদের কাছে যত না কার্যকরী হয়েছে, টুরিষ্ট দপ্তরের আকর্ষণীয় হয়েছে বেশী, সেটা সত্য কি না ?

**শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বুঝতে পারছিনা যদি এটা রিফ্লেকশান হয়ে যায় কাওও উপর, তাহলে আমার বলার কিছু নেই। তবে বর্তমান যুগের সঙ্গে যিনি বক্তা তিনি হয়তো একটু পিছিয়ে আছেন। টুরিষ্টদের আকৃষ্ট করার জন্য এ্যাড-ভান্স কানট্রি এবং আন ডেভলাপ্ড কানট্রী সবাই চেষ্টা করছেন টুরিষ্টদের আকর্ষণীয় করার জন্য। কারণ টুরিষ্টদের আকর্ষণীয় করে তুলতে পারলে স্টেটের যে একটা আয় হয় সেটার বেনিফিট পিপলসের কাছে যায়। মাননীয় স্পীকার, স্যার এই সম্পর্কে আমি কিছু বলছি না। কারও উপর যদি রিফ্লেকশান হয়ে থাকে, আমি দুঃখিত।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :**—টুরিষ্ট ডিপার্টমেন্ট কোন সন থেকে চালু হয়েছিল ?

**শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :**— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে সেপারেট কোয়েশ্চান এলে বলতে পারব।

**শ্রীনরেশ রায় ঃ**—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কথা হল, টুরিষ্ট ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিশেষ তদন্ত করে দেখবেন কি তারা কি কাজ করছেন ?

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে প্রশ্ন করলাম, স্যার, আমার প্রশ্ন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সেইটা কোন সনে চালু হলো, এই প্রশ্নের জবাব আমি পাইনি।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, খয়রাতি সাহায্য, কৃষি দাদন, অভাব ফ্লো, কৃষি ঋণ ইত্যাদি পাইতে গাঁও প্রধানদের কারও অনুমোদন পাওয়ার কোন নিয়ম আছে কি এই ব্যাপারে ?

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তরে বলেছেন যে এইটা সেপারেট প্রশ্ন হলে আসা উচিত।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :**—এইটা বললেই তো হতো স্যার।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**—এই ব্যাপারে গাঁও প্রধানদের অনুমোদন নেওয়ার কোন দরকার নেই।

**মিঃ স্পীকার :**—আমি মাননীয় সদস্যের কাছে অনুরোধ করছি আপনারা হাউসের কাজ চলতে দিন।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ**—কিন্তু টেষ্ট রিলিফ ইত্যাদি স্কীম সমূহ প্রস্তুত এবং কার্যে৷ পরিণতির জন্য গাঁও পঞ্চায়েতের সহিত আলাপ আলোচনা করা হয়। খয়রাতি সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের ব্যাপারে গাঁও পঞ্চায়েতগুলির সহিত আলোচনা করা হয়।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন যে প্রধানদের এই ব্যাপারে অনুমোদন দেওয়ার কোন নিয়ম নাই। তাহলে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রধানদের কাছে যে চিঠি লিখে দেওয়া হয়েছে যে আপনারা অনুমোদন করে লিস্ট তৈরী করে দিন সেই। কি প্রহসন? না তাদের ক্ষমতা যে আছে তার ক্রমবিকাশ হচ্ছে তার একটা লক্ষণ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের জবাবে আমি এইটুকু বলতে পারি যে গাঁও পঞ্চায়েতটা, গাঁও প্রধানদের বাদ দিয়ে নয়।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :— মাননীয় স্পীকার, আমি জিজ্ঞাসা করি, গাঁও পঞ্চায়েতটা গাঁও প্রধানদের বাদ দিয়ে নয় কিন্তু যেহেতু আমরা পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দিয়েছি এবং দিচ্ছি এবং কালকেও উত্তর পেয়েছি যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে, ১৯৬৪ সালের ৩রা অক্টোবর কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রধানদের কোন অনুমোদন বা পঞ্চায়েত সদস্যদের কোন অনুমোদন দেওয়ার নিয়ম নেই বলেছেন তাহলে কিভাবে ক্ষমতাটা তাদের কাছে ডিস্ট্রিবিউট করা হলো?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রশ্নের জবাবেই আছে গাঁও পঞ্চায়েতকে কনসাল্ট করার কথা এবং সেখানে আছে গাঁও প্রধানদের সঙ্গে আলাপ করলে গাঁও পঞ্চায়েতের সবটাই বুঝা যায় তবে সেইটা করে নিতে পারেন সেইটা হচ্ছে প্রাথমিক প্রশ্ন। কিন্তু সাধারণত: গাঁও প্রধান এবং গাঁও পঞ্চায়েতকে একই ইউনিট ধরে নিয়ে আমরা গভর্ণমেন্ট থেকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিই।

**শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস** :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি এই কথা বুঝাতে চান যে গাঁও পঞ্চায়েতের সঙ্গে যে আলাপআলোচনা হয় সেইটা অত্যন্ত সৌজন্যমূলক? এইটা গাঁও পঞ্চায়েতের কোন ক্ষমতা মিন করে না?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—এইটা ক্ষমতাটা সব সময় আইনে যে বেঁধে দিতে হয় এইটা বোধ হয় ঠিক নয়। ক্ষমতাটা অনেক সময় কনভেনশনের উপরই ডু করে থাকে যে এইটা গভর্ণমেন্টের ইচ্ছানুযায়ী কোন স্কীমের, যে কোন স্কীম করতে গাঁও পঞ্চায়েতের সঙ্গে কনসাল্ট করা হয় তাহলে বুঝা গেল যে গভার্ণমেন্ট গাঁও পঞ্চায়েতগুলিকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ আস্তে আস্তে করে নিচ্ছেন এবং একটা কনভেশন গড়ে তুলছেন।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি নিজেও একজন গাঁও প্রধান। কাজেই আমি জানি বি, ডি, ও অফিস থেকে বলা হয় পঞ্চায়েত থেকে এইভাবে লিষ্ট করে দেও টেষ্ট রিলিফের টাকা দেব ইত্যাদি। আমি নিজে দিয়েছি পঞ্চায়েতের সঙ্গে কনসালট করে। এইটা কনসালট করা হয় মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন সেটা কি কনসালট করা হয় না গাঁও প্রধানদের ইনসালট করা হয়, সে ক্ষেত্রে?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যদি গাঁও প্রধান হিসাবে এখানে বক্তব্য রাখেন তবে আমার বলার কিছু নাই। মাননীয় সদস্য হিসাবে তাকে আমি এইটুকু বলবো যে গাঁও প্রধানরা যদি গাঁও পঞ্চায়েতের সঙ্গে ডিসকাশন করেও থাকে এবং তা রিকমেনডেশন করে থাকেন তাহলে তো সইটাই ঠিক মতই চলছে।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :**—আমি রিকমেনডেশন লিষ্টেও দিয়েছি সেইটার একটাও এ্যাপ্রসেন্ট হয়নি এর পরিবর্তে অন্যরা যা দিয়েছে তা গৃহীত হয়েছে। পঞ্চায়েতের কোন মর্যাদা দেওয়া হয়নি। এই বিষয়ে তিনি পুংখানুপুংখ রূপে তদন্ত করবেন কিনা? বিশেষ করে পূর্ব নওয়াগাঁও গাঁও পঞ্চায়েত এবং জিরানীয়া ব্লক।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**—যেহেতু একটা স্পেসিফিক বিষয়ের কথা বলা হয়েছে তদন্ত করে দেখা হবে।

**শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ :**—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন্দ্রবাবু যা বলেছেন যে গাঁও প্রধানদের লিষ্ট অনুযায়ী কৃষিঋণ, দাদন ইত্যাদি দেওয়া হয় নাই তাহলে আমি বলতে চাই যে আমার রাজনগর ব্লকে যে কৃষিঋণ, দাদন দেওয়া হয় যদি গাঁও প্রধানদের লিষ্টে না দেওয়া হয়, এম, এল, এ'র লিষ্ট না দেওয়া হয় তাহলে সে লিষ্ট করছেন কারা, এস, ডি, ও বাড়ীতে বসে লিষ্ট করেছিলেন না অন্য কেউ করেছেন সে উত্তর আমি এক্ষনই চাই।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রশ্নটা এই প্রসঙ্গে বোধ হয় আসছে না কারণ এইটা কোন কোন কর্মচারীর উপর রিফ্লেকশন করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি কোথাও এই রকম ঘটনা ঘটে থাকে যে পঞ্চায়েত, গাঁও প্রধান কিংবা এম,এল,এ'দের মর্যাদা দেওয়া হয় না তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।

**মিঃ স্পীকার :**—শ্রীনিরঞ্জন দেব।

**শ্রীনিরঞ্জন দেব :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৪৫।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৪৫।

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) ত্রিপুরায় বম্বে মানি লেণ্ডার্স এ্যাক্ট চালু হবার পর থেকে এ পর্যন্ত কতজন মহাজনকে আইন ভংগের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে? | ১) কাউকেও না। |
| ২) যদি কাউকেও শাস্তি দেওয়া না হয়ে থাকে তার কারণ? | ২) আইনের বিধানগুলি ভংগের জন্য ডাইরী মোকদ্দমাগুলি বাদীপক্ষ প্রমাণ করতে পারে নি। |

**শ্রীনিরঞ্জন দেব :**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে প্রাক্তন মন্ত্রী শচীনবাবু বিশালগড়ের অন্তর্গত দুর্গানগর বাজারে প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন যে যারা বে-আইনী ভাবে দাদন করবেন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে?

**Mr. Speaker :**—The question hour is over. The ministers may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred Questions and also the starred questions which are not replied orally.

**শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কালকেও বলেছি যে ১০ মিনিট আগে যদি আমরা বিটেন অ্যানসার পাই তাহলে হয়ত আমাদের সাপ্লিমেন্টারী কম হবে এবং আমাদের হাউসের মাধ্যমে আমাদের অভাব অভিযোগ জানতে পারব।

**মিঃ স্পীকার** :—আপনার এই প্রস্তাব আমার বিবেচনাধীন আছে।

**শ্রীঅনিল সরকার** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, জিরো আওয়ারে আর একটি কথা আমরা পত্র পত্রিকায় লক্ষ্য করেছি যে হাউসের মাইক অ্যারেঞ্জমেন্ট প্রেস গ্যালারী থেকে এখানে যে কি আলোচনা হয় সেটা তারা ডিস্টিন্‌কট বুঝতে পারেন না।

**মিঃ স্পীকার** :—সাউণ্ড অ্যারেঞ্জমেন্টটা যে ডিফেক্ট আছে তা আমরাও অনুভব করছি। সেজন্য ফিলিপস্ কোম্পানীতে এক্সপার্টকে লিখেছিলাম। এক্সপার্ট এসে পৌছেছেন, আমি আশা করি এটা শীঘ্রই দূর হয়ে যাবে।

**Mr. Speaker** :—I have received Calling Attention Notices from the following members—Shri Sushil Ranjan Saha, Shri Pakhi Tripura and Shri Abhiram Deb Barma. The notice of Shri Sushil Rn. Saha is on the subject—"গত সোমবার ১২-৩-৭৩ ইং তারিখে অমরপুরে প্রচণ্ড ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি এক এক ব্যক্তি নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

Notices of Shri Pakhi Tripura and Abhiram Deb Barma have been bracketed—'গত ১৫-৩-৭৩ ইং তারিখে চম্পকনগর বাজারে অগ্নিকাণ্ড এবং ৮-৩-৭৩ ইং তারিখে মধ্যরাত্রে বুলংবাসা বাজারের (অমরপুর মহকুমা) অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে'। I have given consent to the Motion of Shri Sushil Rn. Saha, Shri Pakhi Tripura and Shri Abhiram Deb Barma. I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notices will be shown on the order paper for statements.

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা ২২ তারিখে আমি দিতে পারব।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা কলিং অ্যাটেনশান নোটিশ দিয়েছিলাম। সেটা আপনি রিসিভ করেছেন কিনা আমি জানতে পারি নি।

* * * * * *

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য আমি আপনার কলিং অ্যাটেনশান নোটিশ কেন ডিস-এলাউ করেছি এবং এই বিষয়ে লোকসভার যে ডিসিশান রিগার্ডিং কলিং অ্যাটেনশান সেটা আমি পড়ে শুনাচ্ছি।

**Mr. Speaker** :—The Speaker has formally declined to give reasons for disallowance of the notice or enter into argument in that regard with the members in the House.

**( Expunged as ordered by the Chair )

**Question of Breach of Privilege.**

I have received notices of Breach of Privileges from the following members :—

1. Shri Anil Sarkar.
2. Shri Bajuban Riyan.
3. Shri Ajoy Biswas.

I shall deal the notices separately. Question of breach of privileges raised by Shri Anil Sarkar, is that on 15. 2. 73 Shri Purnamohan Tripura, Member of Tripura Legislative Assembly was arrested at Kailashahar Town under order of Shri Byomkesh Dutta, S. D. O., Kailashahar. After arrest Shri K. K. Jha, D. S. P., Tripura North, with the consent of Shri Dutta, got Shri Tripura hand-cuffed and roped. In that condition, it has been alleged by the mover, that Shri Tripura was demonstratively dragged on the public road. This has been contended that actions as stated above of Shri Dutta, S . D. O. and Shri Jha, Dy. S. P. has breached the privilege and contempt of the members of the House.

Since handcuffing of a member of the House, is a very serious matter, I wanted to get more facts by consulting the Parliamentary Practices and similar privilege cases of other Legislature, if any.

In the meantime, I have come across to fact that the Privilege Committee of the Second Lok Sabha in their fourth and fifth report dealt with a case of handcuffing of a member, and in accordance with their recommendation, the Ministry of Home Affairs issued a circular to all State Government wherein it has suggested that prisoners in Police custody and prisoners under trial and convicts--should not be handcuffed, as matter of routine.

But it is not possible only on basing the Govt. of India's circular to determine if any breach of privilege and contempt has been committed in the case referred to above.

I, therefore, under rule 154 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Tripura Legislative Assembly refer the case to the Committee on Privileges for examination, investigation or report and acquaint the House thereof.

Then the question raised by Shri. Bajuban Riyan and Shri Ajoy Biswas.

Shri Bajuban Riyan has alleged that on 15. 2. 73, Shri Radharaman Deb Nath, M. L. A. was arrested while he was participating in a peaceful Satyagraha before the Office of the B. D. O., Mohanpur Block. The police under instruction of the officer-in-charge of Sidhai P. S. demonstratively humiliated Shri Debnath, snatched away his wrist watch and fountain pen and used filthy language against him. Thus, Shri Riyan has contended that the O. C. Sidhai P. S. has lowered the dignity of the House before the eyes of the people and committed contempt of the House.

To establish prima-facie in the case, investigation is necessary. I, therefore, under Rule 154 of the Rules of procedure and conduct of Business of the Tripura Legislative Assembly refer the case to the Committee on Privileges for examination, investigation or report and acquaint the House thereof.

Next Question has been raised by Shri Ajoy Biswas, M L. A. The fact is stated by Shri Biswas, is that on 11-2-73, Shri Pakhi Tripura, M. L. A. was addressing tribal people at Bolongbasa Bazar. The Officer-in-charge of the Central Reserve Police stationed at Bolongbasa sent a batch of C.R.P. to stop Shri Tripura from addressing. When Shri Tripura refused to do that the C. R. P. threatened to kill him. This incident, Shri Biswas contended, has lowered the dignity of the House.

This is a case, which requires investigation.

I, therefore, refer the case to the Committee on Privileges under Rnle 154 of the Rules of Procedure and conduct of Business for examination, investigation or report and acquaint the House thereof.

GOVERNMENT BUSINESS (Legislation)
INTRODUCTION OF BILLS.

**Mr. Speaker** :—Now, the first item in the List of the Busness is introduction of Government Bills. First the introduction of 'The Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 2 of 1973). I would request the Hon'ble Chief Minister to move his motion for leave to Introduce the bill.

**Shri Sukhamoy Sengupta** :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce 'The Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 2 of 1973.)

LEAVE TO INTRODUCE THE BILL
( The Bill was then put to vote and carried ).

Mr. Secretary then read the long title of the Bill, viz.—'A Bill to provide for taking over for a limited period, in the public interest, of the management and control of the Ramthakur College, Agartala and the Ramkrishna Mahavidyalaya, Kailashahar, Tripura with a view to securing proper and efficient management thereof and in all matters incidental and ancillary thereto.'

**Mr. Speaker** :—I would now call on the Hon'ble Chief Minister to move his motion to introduce the 'Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 2 of 1973.)

**Shri Sukhamoy Sengupta**:—Mr. Speaker, Sir, I beg to move 'that the Tripura Educational Institutions (Taking over of management) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 2 of 1973) be introduced.

( The question was then put to vote and carried )

**Mr. Speaker** :— The copies of the Bill have been circulated to the members on 14. 3. 73.

**Mr. Speaker** :—The question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Chief Minister "That the Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 2 of 1973) be introduced"

Then it was put to vote and introduced. The copies of the bill have been circulated to the Members of 14.3.1973.

## THE INDIAN STAMP (TRIPURA AMENDMENT) BILL, 1973 (TRIPURA BILL NO. 5 OF 1973)

**Mr. Speaker** :—Next, the Indian Stamp (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 5 of 1973). I would request the Hon'ble Chief Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

**শ্রীবাজুবান রিয়াং** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিল হাউসে ইনট্রোডিউস হওয়ার আগে...

**মিঃ স্পীকার** :—Let the Hon'ble Chief Minister move the Bill first. আপনি পরে বলবেন আপনি অনুগ্রহ করে পরে বলুন...

**শ্রীবাজুবান রিয়াং** :—বিলের ফাষ্ট ষ্টেজে—হাউসে এলাউড হবে কি হবে না এটা ভোটে দেওয়া...

**মিঃ স্পীকার** :—আপনি পরে বলুন—মুভ হওয়ার পর বলুন।

**শ্রীবাজুবান রিয়াং** :—না মুভ হওয়ার আগে...

**মিঃ স্পীকার** :—নো

**Shri Sukhamoy Sengupta**—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce 'The Indian Stamp (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 5 of 1973)'.

**শ্রীবাজুবান রিয়াং** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের হাউসে...

**মিঃ স্পীকার**—আপনি অপোজ করছেন...

**শ্রীবাজুবান রিয়াং**—আমি আমার বক্তব্য রাখছি...অপোজ করছি না...

**মিঃ স্পীকার** :—আপনি পরে বলবেন...(গণ্ডগোল) শুনুন "if the Motion is opposed Mr. Speaker may permit a brief explanatory statement from the mover and from the Member who opposed and without further debate, put the following question. আপনি কি অপোজ করছেন?

**শ্রীবাজুবান রিয়াং**—না স্যার, বক্তব্য রাখছি।

**মিঃ স্পীকার**—বক্তব্য রাখা সেটি ভিন্ন কথা। আপনি বক্তব্য রাখতে হলে পরে বলবেন।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা** :—মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং যখন বক্তব্য রাখতে চাইছেন তখন তিনি তার অপোজ করছেন।

**মিঃ স্পীকার** :—হাঁ, দ্যাটস রাইট

**শ্রীবাজুবান রিয়াং** :—আমি অপোজ করছি না আমি বক্তব্য রাখছি...

**মিঃ স্পীকার** :—এটা বুঝতে পারলাম না...

**শ্রীবাজুবান রিয়াং** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি পেলে আমি আমার বক্তব্য রাখতে পারি—বিলের ফাষ্ট ষ্টেজে আমি বক্তব্য রাখতে পারি...

**মিঃ স্পীকার** :—আপনি অপোজ করছেন কি...

**শ্রীবাজুবন রিয়াং** :—আমি যদি বক্তব্য না রাখতে পারি আমি অপোজ করছি না সাপোর্ট করছি আপনি বুঝবেন কি করে?

মিঃ স্পীকার :—আপনি অপোজ করলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এক্সপ্লানাটরী ষ্টেটমেন্ট করবেন। আপনি অপোজ করছেন বললেই হবে। আপনারা পরে ডিসকাশনের সুযোগ পাবেন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—এর উপর আমাদের বক্তব্য এবং অবজার্ভেশান রাখা হউক সেটা আমরা চাইছি। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে বলতে পারি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগে এক্সপ্লেনাটরী ষ্টেটমেন্ট দেবেন এই বিষয়ে আপনি যদি অপোজ করেন।

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ইনট্রডিউসড না হলে হাউস কি অপোজ করতে পারে ?

মিঃ স্পীকার :—(বাজুবনের দিকে) আপনি পরিস্কার করে বলুন আপনি অপোজ করছেন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—আমি অপোজ করছি, স্পষ্টভাবে বলছি।

মিঃ স্পীকার :—উনি স্পষ্ট করে বলছেন উনি অপোজ করছেন।

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ইণ্ডিয়ান ষ্টাম্প (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৩ যেটা ইনট্রডিউস করার জন্য এসেছে, সেই কারণে যে এটা এখানে চালু আছে। এটা এমন একটা নুতন কিছু নয়। ষ্টাম্প ডিউটি যেটা এখানে অলরেডি চালু আছে এটা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া রিহ্যাবিলিটেশান এবং রিলিফের টাইমে এটা ইনট্রডিউস করেছিলেন, এখন পর্য্যন্ত সেটা কনটিনিউ করছে। আমরা এটাকে কন্টিনিউ রাখতে চাই সেইজন্য এটা ইনট্রডিউস করার জন্য আবেদন করা হচ্ছে। যদি কোন সময় সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এটা তুলে নিতে চান, যাতে তখন এটা আমাদের এখানে চালু রাখা যায়, সেইজন্য এই বিল আনা হয়েছে। এটার কারণ শুধু রিলিফের ব্যাপারেই নয়, ষ্টাম্প ট্যাক্স যার জন্য বসেছিল, সেই স্টেজ এখনও আমরা পার হইনি। বাংলাদেশের লোক অন্যত্র চলে গেলেও আমরা তার ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারি নি। ১৫ লক্ষ লোকের বাস যেখানে সেখানে আরও পনের লক্ষ লোককে আমরা জায়গা দিয়েছিলাম ১৯৭১ সনে, তাতে যে বিপর্যয় অবস্থা হওয়ার কথা ছিল, সেই বিপর্যয় আমরা অতিক্রম করে এসেছি, কিন্তু সেই অবস্থা ত্রিপুরায় এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে আমরা বলতে পারি যে আমাদের এই ষ্টাম্প ডিউটি আরও কিছুদিন কন্টিনিউ করা দরকার। এবং এটা জনসাধারণের স্বার্থের জন্যই দরকার। যারা এসেছেন, এখানে ক্যাম্পে ছিলেন কিংবা যারা গভর্ণমেন্টের তত্বাবধানে ছিলেন, তারা হয়তো সবাই চলে গেছে, কিন্তু আমরা জানি কোথাও কোথাও তারা নিজেদের ঘরবাড়ী তৈরী করে বসবাস করছেন। তার মানে পপুলেশান ফিগার এমন একটা অবস্থায় এসেছে ১৯৮১ সনের সেন্সাস'এ গিয়ে তা ধরা পড়বে। এর ফলে উদ্ভূত অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য আমাদের ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে আসতে হবে। এটা কনটিনিউয়াস প্রসেস, যেটা চলে আসছে ১৯৭১ সন থেকে সেটা কন্টিনিউ-করে ত্রিপুরাতে রাখতে চাই সেই ধাক্কাটা সামলাবার জন্য। সেইজন্য এই বিলটা এখানে ইনট্রডিউস করার প্রশ্ন উঠেছে। আমি আশা করি মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের ত্রিপুরার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিবেচনা করে এই বিল ইনট্রডিউস করার পক্ষে কোন বাধার কারণ হবে না।

**শ্রীবাজুবান রিয়াং :**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 'ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাম্প বিল, ১৯৭৩ ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল আজকে হাউসে ইনট্রডিউস করার যে পারমিশান চেয়েছেন এবং লীভ চেয়েছেন, এই বিলটাকে আমি অপোজ করছি। কেন? উনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন ত্রিপুরার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে রিফিউজী লেভি দিচ্ছি—ইনষ্ট্রুমেন্ট চার্জ ব্যাপারে এটা চালিয়ে যাওয়া, এটা আমরা সমর্থন করতে পারছি না। কারণ আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি এবং রেডিওতে শুনেছি, কেন্দ্রীয় সরকার জরুরী অবস্থাতে এই লেভি সারা ভারতবর্ষের মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল কিন্তু বর্তমানে চলতি সেশানে—লোকসভায় অর্থাৎ পার্লামেন্টে এটাকে তুলে দিচ্ছেন এবং গতকালকের নিউজ'এ শুনেছি এটাকে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং এই ট্যাক্সটা যখন বসান হয়েছিল, দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাম্প, আমাদের এখানে যখন চালু করা হয়েছে, তখন আমাদের ত্রিপুরায় ইউনিয়ন টেরিটোরী ছিল। এখন আমাদের ত্রিপুরার পূর্ণ রাজ্য হয়েছে। বিলের ষ্টেটমেন্ট অফ অবজেক্ট এণ্ড রীজন্স'এ আমরা দেখছি ত্রিপুরা যখন পূর্ণ রাজ্য হয়েছে, সেটটহুড যখন হয়েছে, সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার যে কাজটা জনসাধারণের ভালোর জন্য করতে চায়, আমাদের এখানে সেটা করতে দেওয়া হবে না। কেন করতে দেওয়া হবে না? এটা ফিনানশ্যাল রিসোর্স হবে। এই যে ইনষ্ট্রুমেন্ট চার্জের উপর—অর্থাৎ সিনেমা দেখতে গেলে ১০ পয়সা, রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প'এর জন্য ১০ পয়সা লাগবে, এই যে ১০ পয়সা, এটা ফিনানশ্যাল রিসোর্স হিসাবে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট রাখতে চায়। আমরা জানি বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় যখন ত্রিপুরায় রিফিউজী আগমন হয়েছিল, ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ত্রিপুরা এফেকটেড হয়েছে এবং ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষ কি ভাবে তাদের সাহায্য করেছিল, সেটা ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষ জানে। এই ত্রিপুরার মানুষ যখন জানবে যে এই ১০ পয়সা কেন্দ্রীয় সরকার তুলে দেওয়া সত্বেও এই সরকার চালু রাখতে চায়, তখন জানি না ত্রিপুরার জনসাধারণ ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের ভাল করবে না মন্দ করবে, সেটা জনসাধারণ বিচার করবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ১০ পয়সা শুধু ত্রিপুরার ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য রাজ্যে যেখানে কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট বেঁচে আছে, এইগুলি তারাও রেখেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইটুকু শুধু বলতে চাই যে এই বিলটি ইনট্রডিউস না করে, কেন্দ্রীয় সরকার যা করছে, আমরা সেটাকে মেনে নেয়া। আমি হাউসকে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব যাতে আমরা বিলটি প্রথম ষ্টেজেই এই হাউসে আসতে না দিয়ে এটাকে বাতিল করে দেওয়া হয়। এই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**Mr. Speaker :**—Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Chief Minister for leave to introduce 'The Indian Stamp (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 5 of 1973).'

**The leave to introduce the bill was granted by show of hands.**

(23 was in favour of the bill and 17 was against the bill)

**Mr. Speaker** :—Now, I would call on the Hon'ble Chief Minister to move his motion to introduce 'The Indian Stamp (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 5 of 1973).'

**Next, the Indian Stamp (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 5 of 1973). I would request the Hon'ble Chief Minister to move his motion for leave to introduce the bill.**

**Shri Sukhamoy Sengupta** :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce 'The Indian Stamp (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 5 of 1973).'

**Mr. Speaker** :—Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Chief Minister for leave to introduce 'The Indian Stamp (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 5 of 1973).'

The bill was then put to voice vote and carried.

The leave to introduce the bill is granted.

**Mr. Secretary** :—A bill further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) in its application to Tripura.

**Mr. Speaker** :—I would call on the Hon'ble Chief Minister to move his motion to introduce 'The Indian Stamp (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 5 of 1973).'

**Shri Sukhamoy Sengupta** :—I beg to move that the Indian Stamp (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 5 of 1973) be introduced.

**Mr. Speaker** :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister, that the Indian Stamp (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 5 of 1973) be introduced.

The bill was then put to voice vote and introduced.

**Mr. Speaker**—Next, the Tripura Amusements tax bill, 1973 ( Tripura bill No. 4 of 1973). I would request the Hon'ble Chief minister to move his motion for leave to introduce the bill.

**Shri Sukhamoy Sen Gupta**—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Amusements Tax bill, 1973 (Tripura bill No. 4 of 1973).

**Mr. Speaker**—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister for leave to introduce the Tripura Amusements) Tax Bill, 1973 (Tripura bill No. 4 of 1973.)

The bill was then put to voice vote and carried.

**Mr. Secretary**—A bill to make an addition to the public revenue of Tripura and for the purpose to impose taxes on entertainments and other amusements and on certain forms of betting.

**Mr. Speaker**—I would call on Hon'ble Chief Minister to move his motion to introduce the Tripura Amusements Tax bill, 1973 ( Tripura bill No. 4 of 1973.)

**Shri Sukhamoy Sen Gupta**—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Amusements Tax bill, 1973 ( Tripura bill No. 4 of 1973) be introduced.

The bill was then put to voice vote and introduced.

**Mr. Speakar**—Next, the Tripura Motor Vehicles (Tripura Amendment) bill, 1973 (Tripura Bill No. 1 of 1973.) I would request the Hon'ble Chief Minister to move his motion for leave to introduce the bill.

**Shri Sukhamoy Sen Gupta**—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave of the House to introduce the Tripura Motor Vehicles ( Tripura Amendment ) Bill, 1973 ( Tripura bill No. 1 of 1973).

**Shri Amarendra Sarma**—Mr. Speaker, Sir, I oppose the bill.

**Mr. Speaker—He wants to get explanatory statement on this point.**

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিল ইন্ট্রডিউস করার জন্য এই বিধানসভার মাননীয় সদস্যদের অনেকেই টি, আর, টি, সি, সম্পর্কে উৎসাহী হয়েছিলেন এবং গত রাজ্যপালের ভাষণের (এই বছরের আগের বছর) মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছিল যে টি, আর, টি, সি, একটা কর্পোরেশনের মধ্যে এনে যাতে সাধারণ পাবলিকের সুযোগ সুবিধা হয় সেই জন্য এই কর্পোরেশন গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনেক আগেই অনুভব করা হয়েছিল। যাতে সাধারণ পাবলিকের সুবিধা হয় সেজন্য এই কর্পোরেশন গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই সেদিন অনুভব করেছিলেন। আমরা ত্রিপুরা সরকার রোড অ্যাণ্ড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন গঠন করে জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে বাস ব্যবহার করার ব্যবস্থা করেছি। এই বিলটা এমন একটা কিছু কঠিন কিছু নয়। কারণ এই বিলের মধ্যে দিয়ে আমরা যে কমিটমেন্ট সেদিন করেছিলাম এবং হাউসে যে মতামত সেদিন অনুভব করেছিলাম তারই ভিত্তিতে এই বিল আনয়ন করা হয়েছে। এই ষ্টেট কর্পোরেশনের কাজের সুবিধার জন্য যেমন বাস চালু করার ব্যাপারে যেমন কতগুলি আইন কানুন পরিবর্ত্তন করার দরকার ছিল, সঙ্গে সঙ্গে এস, টি, এ, যেটা সেটারও পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা নতুন অবস্থার জন্য দরকার হয়েছে। পাবলিক সার্ভিস যেটা অপেন করা হল সেটা যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে এবং আমাদের ভেহিকেলস ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে সহযোগীতা কিংবা জনসাধারণের স্বার্থকে সামনে রেখে ট্রান্সপোর্ট সম্পর্কে যে অথরিটি সেই অথরিটির মধ্যে জনস্বার্থ যাতে রিপ্রেজেন্টেড হয় তার জন্য এই বিলে ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বুঝতে পারলাম না যে এই বিলটা অপোজ করার কারণ কি।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা এই বিলের ষ্টেটমেন্ট অব অবজেকশনের ভিতর বিশেষ করে একটা জিনিষ দেখছি—"Hitherto the State Transport authority, Tripura have been issued temporary permit to all buses in Tripura which is not strictly legal in view of the provision of section 62 and section 68 of this Act." যেখানে ষ্ট্রিকটলী লীগেল পারমিশান দেওয়া হয় নি সেখানে সমস্ত কিছু স্ক্রুটিনি না করে, সমস্ত কাগজ পত্র পরীক্ষা না করে এই বিলটার জন্য লীভ আমরা কি করে গ্র্যান্ট করতে পারি। সুতরাং আমি লীভ গ্র্যান্ট করার জন্য এটা অপোজ করছি। কারণ এটা জানা কথা যে বিভিন্ন বাসের যখন পারমিশান দেওয়া হয়েছে তখন নানা ধরণের দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারে পরীক্ষা না করে এই বিল ইন্ট্রডিউস করা চলে না। আমি এই বক্তব্য রাখছি।

**Mr.Speaker**—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister for leave to introduce 'the Motor Vehicles (Tripura Amendmeni) Bill, 1973 (Tripura Bill, No. 1 of 1973).'

(The motion was put and carried by voice vote.)

**Mr. Speaker**—The leave to introduce the Bill is granted.

(Secretary read the long title of the bill, i. e.—'A Bill to amend the Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act IV of 1939) in its application to the State of Tripura.')

**Mr. Speaker**—I would request the Hon'ble Chief Minister to move his motion to introduce 'the Motor Vehicles (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 1 of 1973).'

**Shri Sukhamoy Sengupta**—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that 'the Motor Vehicles (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 1 of 1973) be introduced.

(The question was put and carried by voice vote.)

**Mr. Speaker**—The Bill is introduced. Copies of the bill have been circulated, to the members on 14-3-73.

## THE TRIPURA BOARD OF SECONDARY EDUCATION BILL, 1973 (TRIPURA BILL NO. 8 OF 1973)

**Mr. Speaker**—Next, 'the Tripura Board of Secondary Education Bill, 1973 (Tripura Bill No. 8 of 1973).' I would request the Hon'ble Chief Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

**Shri Sukhamoy Sengupta**—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce 'the Tripura Board of Secondary Education Bill, 1973 (Tripura Bill No. 8 of 1973).'

(The question was then put and carried by voice vote.)

**Mr. Speaker**—The leave to introduce the Bill is granted.

(Secretary read the long title of the Bill, viz. A Bill to provide for the regulation, control and development of secondary education in Tripura.)

**Mr. Speaker**—Now, I shall call on the Hon'ble Chief Minister to move his motion to introduce the "The Tripura Board of Secondary Education Bill, 1973 (Tripura Bill No. 8 of 1973).'

**Shri Sukhamoy Sengupta**—Mr. Speaker, Sir, I beg to move 'that the Tripura Board of Secondary Education Bill, 1973 ( Tripura Bill No. 8 of 1973), be introduced.

(The question was put and carried by voice vote).

**Mr. Speaker**—The Bill is introduced. Copies of the Bill have been cirlated to the members on 14-3-73.

Next item in the list of Business is private Members' Resolution.

I would call on Sri Samar Choudhury to move his Resolution that—"এই বিধানসভা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, যেসকল ভূমিহীন কৃষক খাস জমি এবং রিজার্ভভুক্ত জমি দখল করিয়া চাষাবাদ করিতেছে সেই সকল জমি দখলকার ভূমিহীনদের নিজ নিজ নামে বিনা নজরে অনতিবিলম্বে রায়তি স্বত্ব প্রদান করা হউক"।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করি "এই বিধানসভা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে সকল ভূমিহীন কৃষক খাস জমি এবং বন বিভাগের রিজার্ভ ভূক্ত জমি দখল করিয়া চাষাবাদ করিতেছে সেইসকল জমি দখলকার ভূমিহীনদের নিজ নিজ নামে বিনা নজরে অনতিবিলম্বে রায়তি সত্ব প্রদান করা হউক।" মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে গত বছরের পর বছর ধরে ভূমিহীনরা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গার খাসের—সরকারী জমিগুলি আবাদ করে সেই জমিগুলিতে চাষবাস করে নিজেদের আয়ের ব্যবস্থা করে আসছে। তারপর তারা বারবার সরকারের কাছে আবেদন করেছে, দরখাস্ত করেছে—মিটিং করে মিছিল করে আবেদন করেছে, ডেপুটেশান দেওয়া হয়েছে সরকারের কাছে, কিন্তু আজ অবধি তাদের সেইসব জায়গায় তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হচ্ছে না, এমন কি তাদের রায়তি সত্ব দেওয়া হচ্ছেনা—সেই জমিতে আজ তাদের অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা ত্রিপুরাতে দুই ভাবে খাস জমি দেখতে পাই—একটি হচ্ছে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের অধিকারে আর একটি অংশ রেভেনিও ডিপার্টমেন্টের অধিকারে। রেভিনিও ডিপার্টমেন্টের আণ্ডারে যে সমস্ত জায়গাগুলি ছিল সেই সমস্ত গ্রামেই জোতদাররা, শহরের জোতদাররা, বিভিন্ন মহাজনরা বিভিন্ন ভাবে এইসব ভূমিহীনদের উচ্ছেদ করছে। সরকার বেকারদের কাজ দিতে পারেনা অশিক্ষিত বেকার গ্রামে দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৬১ এবং ১৯৭১ এই দুইটি রিপোর্ট পাশাপাশি তুলনা করলে দেখা যায় আজকে চাষীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। গ্রামের ভিতর যারা ক্ষেতমজুর তাদের মাথা গোজার জায়গা নাই, তাদের বাড়ী ঘরের জায়গা নাই। ইদানিং দেখা যাচ্ছে সমস্ত গৃহহীনদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, ৫ কানি ৮ কানি ১০ কানি জায়গা কোনরকম আবাদ করে সেই জমিগুলিতে চাষ করে এই ভূমিহীনরা তাদের জীবিকার সংস্থান করতো, তারপর দেখা গেল পুনর্বাসনের প্রসেসিংয়ের ঠেলায় সেই ভূমিহীনদের সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত দেওয়া হল না—তাদের রায়তি সত্বও দেওয়া হলনা, দেখা গেল মাত্র ১০ গণ্ডা জমিতে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হল। এই হচ্ছে গৃহহীনদের পুনর্বাসনের নামে এক-

প্রহসন চলছে কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রের। মাননীয় স্পীকার স্যার, সব চাইতে রাক্ষুসে ক্ষুধা হচ্ছে বন বিভাগের, সেই বিভাগ অনেক গ্রাম গ্রাস করেছে। আমি এই বিধানসভায় হিসাব রাখছি সারা ত্রিপুরায় বন অঞ্চল ১৯৫৮-৫৯ ইং সনে ছিল ৪,১১০·৮০ স্কোয়ার কিঃ মিঃ তার ভিতর সেটি বেড়ে ১৯৬৭-৬৮ ইং সনে ৬,৩৩৯·০৪ স্কোয়ার কি. মি. হল। এই ভাবে সম্প্রসারণ হচ্ছে, তার রাক্ষুসে ক্ষুধা বাড়ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের বুকে এই সমস্ত নিম্ন ভূমিহীন গরীব কৃষকরা তারা যেন কোথাও ঠাই না পায়—আজকে প্ল্যানটেশান—রাবার বাগানের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। আজকে মানুষ মারা যাচ্ছে, মানুষ চাষ করতে পারে, না উৎপাদন করতে পারে না, অথচ বন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা বুঝতে পারতাম যদি এই জায়গাগুলিতে প্ল্যান্টেশান করার হেতু হচ্ছে সেগুলি থেকে সরকারের আয় হচ্ছে—আমরা কি দেখতে পাই—একটা বিরাট অংশকে প্রটেক্টেড এরিয়া, করে রাখা হয়েছে—রিজার্ভ এরিয়া। বস্তুত সারা ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে প্রটেকটেড এরিয়া একমাত্র সহর বাজার কতগুলি বস্তি ছাড়া আর বাকী সমস্ত অংশই প্রটেকটেড এরিয়া। জোতের ভিতর খুঁটি গেড়ে গেড়ে রিজার্ভ ফরেষ্ট করা হচ্ছে জোর জবরদস্তি করে। এখানে বলা হলে—বলা হয় কমপ্লেন আসলে ইনকোয়ারী করা হবে—কমপ্লেন কে করবে কোথায় করবে—গ্রামের সমস্ত মানুষ অশিক্ষিত দরখাস্ত লিখতে পারে না—কাউকে ধরে কোন মুহুরী:ক ধরে দরখাস্ত লিখে কমপ্লেন করা হল ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটিরও ব্যবস্থা হয় নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, রিজার্ভ এরিযার পরিমান ১৯৬৭-৬৮ ইং সালে ছিল ৬,৩৩৯·০৪ স্কোয়ার কি. মি.। মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার ষ্টেটিষ্টিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে যে সব হিসাব বের করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে "not possible for agriculture and other uses" অর্থাৎ কৃষি জাতীয় বা কৃষকদের ব্যবহারের উপযোগী নয়, মাত্র ৪৪২ স্কোয়ার কিঃ মিঃ জায়গা কৃষি কাজে ব্যবহারের উপযোগী। আর বাকি সমস্ত জায়গা অনুপযোগী। মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার মোট আবাদী জমি এই বিধানসভায় প্রশ্নোত্তরে শুনেছি ২৪০ হাজার হেক্টার। মাননীয় স্পীকার স্যার, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট এই সমস্ত গ্রাস করে বসে আছে। আবাদযোগ্য খাসের জায়গা ১৯৭০-৭১ সালের হিসাবে বলছি না, মন্ত্রীরা যে হিসাব দিয়েছেন ২৪০ হাজার হেক্টার আরও আগে ১৯৬৭-৬৮ সালে আমরা দেখেছি ৬,৩৩৯·০৪ হেক্টার বন বিভাগের অধিকার ভুক্ত করে রাখা হয়েছে। প্রপোজ্ড করা হয়েছে আরও বেশী। এখন সারা ত্রিপুরাতে আরও প্রপোজড এরিয়া হিসাবে—বলা হয় রিজার্ভ এরিয়া এক্সটেনশানের জন্য প্রস্তাব এসেছে। আমি অবাক হয়ে যাই মাননীয় স্পীকার স্যার. রেভিনিও ডিপার্টমেন্ট কর্ত্তৃপক্ষ সেই কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে সমস্ত তাদের নিজেদের এরিয়া, ঠিক করে তারপর প্রস্তাব পাঠায় এই এই এলাকা এই এই অঞ্চল আমাদের রিজার্ভ এরিয়া এই সব অঞ্চল রিজার্ভ এরিয়া বলে ফাইনেল ডিক্লারেশান দেওয়া হউক, গেজেট নোটিফিকেশনে করা হউক, আমি অবাক হয়ে যাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যদি করা হত— আমি বলতে চাই রেভিনিও ডিপার্টমেন্টের আণ্ডারে যে সমস্ত খাসের জায়গাগুলি আছে আজকে সেখানে ঢুকতে পারছে না জোতদারদের ধাক্কায়, সেই সমস্ত খাসের জায়গাগুলিতে জোতদাররা চাপ সৃষ্টি করে হাজার হাজার ভূমিহীন পরিবারকে সেখান থেকে

বিস্তারিত করছে। যখন সেই সব জায়গা ভূমিহীনরা চাষের উপযোগী করল নিজেদের শ্রম দিয়ে সেই সব জায়গা আবাদ করল, নিজেদের শ্রম দিয়ে সেই সব জায়গা আবাদ করল, সামান্য কিছু ফসল করার ব্যবস্থা করল, নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করল, তখন সেখানে বন রাক্ষসেরা, ত্রিপুরার বন বিভাগ ব্যাপক ভাবে সমস্ত গ্রাস করে ফেলছে। তাদের উচ্ছেদ করছে—শত শত মামলা ঝুলছে এই সমস্ত ভূমিহীনদের বিরুদ্ধে, সেই সমস্ত খাসের জায়গা থেকে তাদের উচ্ছেদ করার জন্য মামলা ঝুলছে মাননীয় স্পীকার স্যার,......

**Mr. Speaker** :—The House stands adjourned till 2-00 P. M. to-day.

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার** ঃ—আই কল অন্ শ্রীসমর চৌধুরী টু কন্টিনিউ হিজ স্পীচ।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলছিলাম, ভূমিহীনরা কোন রকম সাহায্যের ব্যবস্থা না থাকাতে, এই সরকার-এর অধীনে কোন রকম সাহায্য না পাওয়াতে, তারা নিজেদের চেষ্টায়, নিজেদের দায়িত্বে খাসের জায়গাগুলি দখল করে, আবাদি জমিগুলি দখল করে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আঠারমুড়া রিজার্ভএ শত শত পরিবার সেখানে বাস করে ভূমিহীন, যারা কৃষক, কৃষি চরিত্র, কৃষি কাজ করে চিরদিন কাটিয়েছে, নিজেদের চেষ্টায় সেখানে তাদের পুনর্ব্বাসনের চেষ্টা করেছে। সরকার থেকে সামান্যতম ব্যবস্থা করার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এমন কি তাদের নামে দখলিকৃত জায়গা-গুলির রায়তি সত্ব দেওয়া পর্য্যন্ত হয়নি। লঙথরাই, উত্তালিছড়ায় গত ১৮।৫।৬৫ইং সনে দেড়শ' ভূমিহীন পরিবার চীফ কমিশনারের কাছে দরখাস্ত করেছিল গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে, চীফ কমিশনারের কাছে হাজির হয়েছিল, কিন্তু কোন সাহায্য পায় নাই। রিজার্ভ ফাইনাল সেখানে হয়ে গেল, ঐ সমস্ত পরিবারকে উচ্ছেদ করা হল। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এইটুকু বলতে চাই যে আঠারমুড়া কৈলাশহর' এর রতনবাড়ী মৌজায় বিস্তর ঘনবসতি পূর্ণ এলাকা, সেখানে রিজার্ভ এলাকা সৃষ্টি করা হল। রিজার্ভ ফাইন্যাল। ছামনু গণ্ডাছড়া ঘন-বসতিপূর্ণ এলাকা, সেখানে রিজার্ভ করা হল, ডিমার্কেশান হল, সেখান থেকে ভূমিহীনদের উচ্ছেদ করে দেবার ব্যাপক চেষ্টা চলছে। খোয়াই··· ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, শত শত আদিবাসী সেখানে চাষাবাদ করে, কিন্তু সেখানে রিজার্ভ ফাইনাল করা হল। সোনামুড়া মহকুমার চারটি রিজার্ভ ফাইনাল করা হল। তুগাতলি রিজার্ভ ফরেষ্টের ভিতর এবং বাইরে অসংখ্য পরিবার শুধু কৃষকই নয়, হৃদয়া বাজারে ক্ষুদে ক্ষুদে ব্যবসায়ী অল্প স্বল্প পুঁজী খাটিয়ে জীবিকার সংস্থান এর চেষ্টা করছে, তাদের সমস্ত ব্যবসা, তাদের ঘরবারী উচ্ছেদের মুখে, তারা রিজার্ভের ভিতর পড়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কালাগাঙ রিজার্ভ করা হল, শত শত পরিবার সেখানে তাদের সেই সমস্ত জায়গা রিজার্ভ থেকে বাইরে রেখে তারপর রিজার্ভেশান নির্দ্দিষ্ট করার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। গর্জীর দক্ষিণে এবং লাউগাঙ'এর উত্তরে একটা বিরাট অনুচল ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, সেখানে শত শত পরিবার, ফরেষ্ট—বন বিভাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, আন্দোলন করছে, সেখানে একজন আদিবাসী রমনী মারা গেছে, তা সত্বেও ঐ সমস্ত অনুচলে যে সমস্ত ভূমিহীন রয়ে গেছে, তাদের নিজ নিজ জমিগুলি ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। বড়মুড়া, দেবতামুড়া রিজার্ভ ফাইনাল করা হল, চেলাগাঙ, বগাফা,

আমবাসা, পূর্ব্বাঞ্চলে বিরাট অংশে মণিন্দ্র রিয়ান, হুর্বিজয়, দেবেন্দ্র এই রকম শত শত আদিবাসী উপজাতি কৃষক নিজেদের চেষ্টায় পুনর্ব্বাসনের চেষ্টা করছে, নিজেরা জমি করছে, কোন রকম লোন পায়নি বা কোনরকম সাহায্য তারা পায়নি। প্রত্যেকে সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করেছিল, অফিসে অফিসে ঘুরে ঘুরে কোন রকম সাহায্য তারা পায়নি। নিজেদের জমি নিজেদের চেষ্টায় উন্নতি করার চেষ্টা করেছিল, নিজেদের যাতে বাঁচাতে পারে, নিজেদের উৎপাদন দ্বারা নিজেদের খোরাকী যাতে জুটাতে পারে তার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেখান থেকেও তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। ঐ অঞ্চলে সরকার একটা নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত রেখেছেন। সেখানে বীট অফিসে গেলে দেখা যাবে যে ঐ সমস্ত খাস জায়গা দখল করে যারা খাবার জোগার করছে, তাদের বেগার খাটান হচ্ছে ফরেস্ট অফিস থেকে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি শুনেছি ১৯৬৮ সালে সয়েল কনজার্ভেশান এণ্ড ল্যাণ্ড ইউটিলাইজেশান বোর্ড গঠন করা হয়েছে। আবার আমরা শুনেছি যে ১৯৭০-৭১ সালে ফরেস্ট রি-অর্গেনাইজেশান কমিটি গঠন করা হয়েছিল। একটা কমিটি প্রথমে গঠন করা হয়েছিল, শুনেছি তাদের নাকি নির্দিষ্ট সুপারিশ ছিল। কালাপানিয়ায় রিজার্ভ ফরেষ্ট এন্‌কোয়ারী করেছিলেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জুলাইবাড়ী থেকে সাব্রুম'এর মনু পর্যন্ত ট্রাইবেল বসতি এলাকা; বিরাট একটা অনুচল সেখানে ম্যাপ করে এ্যাকচুয়েল পজেশানে যারা আছে, সেই সমস্ত অকুপেন্টদের হিসাব করে ফাইনাল করা হবে, কিন্তু তা করা হয়নি এই হচ্ছে সরকারের দৃষ্টি। সেই ট্রাইবেল বসতি এলাকায় বিরাট অঞ্চল সেখানে ম্যাস করে এ্যাকচুয়েল পজেশান যাদের, সে সমস্ত খাস জায়গাগুলি সেই ওকুপাইডদের হিসাব করে জমি রিলিজ করে তারপরে ফাইন্যাল করা হবে। না তা করা হয় নি। এই হচ্ছে সরকারের কীর্তি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৭০-৭১ সালে আবার সেই ফরেষ্ট রিজার্ভ রি-অরিয়েনটেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। জানি না তারা কি করছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতি এলাকায় যে যমস্ত খাসের জমি দখলে সেই গরীব কৃষকদের উচ্ছেদের একটা ষড়যন্ত্র চলছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সোনামুড়ার দক্ষিণে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বোর্ড থেকে ১২টি পরিবারকে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। আমি খুব ভালভাবে জানি সে প্রস্তাব আজও ঝুলে আছে। তাও প্রায় ছয় মাস। কেন? কারণ সেইটা রিজার্ভ এলাকা সেখানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে না। নানা রকম প্রসেসিং-এর প্রশ্ন উঠেছে। এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, তুলাতুলি রিজার্ভের কথা আমি বলছি। এছাড়া সোনামুড়া সাবডিভিশনে আরও ৪টি রিজার্ভ ফরেষ্ট আছে। এখানে মাননীয় একজন মন্ত্রী আছেন যার নির্ব্বাচনী এলাকা, কলমছড়া। কলমছড়া থেকে একটা ভূমিহীন পরিবারকে নির্দিষ্টভাবে অনেক আবেদন নিবেদন করে সোনামুড়া এস, ডি,ও-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেখান থেকে ব্যবস্থা করা হলো, সেখানে আমীন গেল, এই আমিন গিয়ে তার নামে এ্যালটমেন্‌ট দেওয়ার জন্য একটা রেকর্ড হলো, মাপা হলো, তারপরে হঠাৎ দেখা গেল ফরেষ্ট রিজার্ভ থেকে সেখানে অতর্কিতে বীট অফিস হয়ে গেল। এই হচ্ছে অবস্থা। জুমের ডেপা, মলছড়, আমি সোনামুড়া মহকুমার কথা বলছি। এই সমস্ত জায়গায় শত শত পরিবার জায়গা দখল করে আছে ১৫।১৬ বছর যাবত। সেখানে তারা আমের চাড়া লাগিয়েছে, কাঁঠালের

চাড়া লাগিয়েছে, এখন এইগুলি বড় বড় গাছ হয়েছে, ফল ফলেছে। এখানে অতর্কিতে বন বিভাগের সম্প্রসারণ হয়েছে। চাপের উপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে তোমাদের বাড়ী ছাড়তে হবে, সেখানে এখন প্ল্যানটেশন হবে। এইতো হচ্ছে। অবস্থা আমি কয়েকটা নাম উল্লেখ করতে চাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। হারান চন্দ্র দাস, পিতা, গোবিন্দ চন্দ্র দাস, রাধাচন্দ্র দাস, পিতা মৃত ধনচন্দ্র দাস, হারানচন্দ্র দাস, পিতা নকুলচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্র চন্দ্র দাস, পিতামৃত বনমালী দাস, অক্ষয় দেবনাথ পিতা গোবিন্দ দেবনাথ, গোবিন্দ দেবনাথ পিতা নবদ্বীপ দেবনাথ, মনোরঞ্জন নাথ পিতা নবদ্বীপ দেবনাথ, গোপাল চন্দ্র দে, পিতামৃত শরতচন্দ্র দে, মংগল চন্দ্র দে, পিতা শরত চন্দ্র দে, মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম আরও শত শত নাম আমার সংগে আছে। জলছড়ে, জুমের ডেপায়, কদমছড়াতে, ধনপুরে, কাঠালিয়াতে, বক্সনগরে এই রকম বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন নামের লিষ্ট এই এ্যাসেম্বলিতে দৃষ্টান্ত হিসাবে বলছি, এই পরিবারগুলি উচ্ছেদের মুখে আছে। বার বার দাবী করেছে তারা কিন্তু কোন ফল হয় নি। এই কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রের ঠেলায় এই সমস্ত যারা ভূমিহীন পরিবার যারা জায়গাগুলি দখল করে নিজেদের খাওয়ার ব্যবস্থা, রোজি রোজগারের ব্যবস্থা করেছিল তাদের কোন ব্যবস্থা হয়নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, খরায় আজকে রাজ্য বিপন্ন। আমরা শুনেছি এবং সরকারের তরফ থেকে বক্তৃতায় শুনেছি, বিভিন্ন হিসাবে শুনেছি কি সাংঘাতিক অবস্থা। অভূতপূর্ব খরা। সারা ত্রিপুরার অর্থনীতি ভেঙ্গে পরার মুখে। এর নাকি সমাজতান্ত্রিক ধাচে মোকাবিলা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, খরার এই অবস্থায় যেখানে নাকি হাজার বেকার জমা হয়ে আছে, এই বিধান সভায় অনেক হিসাব হয়েছে, অনেক হিসাব পেশ করা হয়েছে, আমাদের রাজ্যপালের বক্তব্যেও সেই বেকারদের একটা লিষ্ট আমরা দেখেছি। তারপরে পাহাড়ী এলাকায় এই যে হাজার বেকার, ভূমিহীন, এই যে অসহায় মানুষ, বেকাররা যাদের কোন কাজ জুটছে না, যাদের কোন কাজ নেই, এই অবস্থার মধ্যে আমি যে প্রস্তাব এখানে এনেছি সেই প্রস্তাব খুবই জরুরী। মাননীয় স্পীকার স্যার, ভূমিহীনদের রায়তি স্বত্ব, প্রত্যেকটি জায়গায় যদি না দেওয়া হয় অবিলম্বে, সমস্ত ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যে সমস্ত খাস জমি আছে, যেগুলি দখল করা রয়েছে সেগুলিতে আসলে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টও কিছু করছে না। যদি বুঝতাম সে জমিগুলি সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে, যদি এই সমস্ত জমিকে উদ্ধার করে রায়তি স্বত্ব প্রনয়ন করা হয়, প্রত্যেকটি কৃষককে বসিয়ে দেওয়া হয়, রায়তি সত্ব প্রদান করা হয় তবে ত্রিপুরায় যে খাদ্য ঘাটতি তা অনেকটা পুরণ হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা সবুজ বিপ্লবের কথা শুনেছি। গত কয়েক বছর যাবত আমরা এই বিপ্লবের কথা শুনে আসছি। এই তো সবুজ বিপ্লবের নমুনা, সারা ত্রিপুরাকে শুকনো খরায় মেরে ফেলা হচ্ছে। এই ভূমিহীনরা তারা এই সমস্ত জায়গায় আরও বেশী ফসল ফলাতে পারতো। তাদের এই সমস্ত বাতিল করে দিয়ে তাদেরকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দিয়ে, জমি থেকে উচ্ছেদ করে সবুজ বিপ্লবের কথা শুনানো হচ্ছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখলাম লবনহ্রদের, বিধাননগরে ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করে এই কংগ্রেসের অধিবেশন হলো। কিন্তু ভূমিহীন যারা অসহায় মানুষ তাদের রায়তি সত্ব প্রদান দূরে থাক এতটুকু সহানুভূতি পর্য্যন্ত দেখানো হয় নি। কোটি কোটি টাকা খরচ করে এই রাজপ্রসাদ কিনা হয়, বিধান সভার ভবন করা হয় কিন্তু ভূমিহীনদের ফেলে রাখা

হয়েছে তাচ্ছিল্যভাবে ? তাদের সবুজ বিপ্লবের বক্তৃতা শুনার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মানুষ যেখানে কাজ পায় না, আজকে মানুষ যেখানে অসহায় অবস্থা, এই জন্য তাদের দিকে নজর দেওয়া দরকার, তাই আজকে বেসরকারীভাবে প্রস্তাব আনতে হয়। সবুজ বিপ্লবের বক্তৃতার সংগে যদি বর্ত্তমান সরকার ভূমিহীনদের রায়তি সত্ব প্রদান করার কথা ঘোষণা করতেন তাহলে বুঝতাম যে সরকার কিছু করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি পত্রিকায় দেখেছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ভূমিদান করতে গিয়েছিলেন ৫, ৭, ১০ কাণি করে। ভূমিহীনরা যে যে জমি তাদের নিজেদের দখলে রেখেছে সেইগুলি তাদের নামে রেকর্ড করার জন্য দাবী জানিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন উদ্বোধন করতে, আমি দেখেছি পত্রিকায়, পত্রিকায় আমি তার বক্তৃতাও পড়েছি। বক্তৃতায় উঠেছিল তিনি গৃহহীনদের পুনর্ব্বাসন দিচ্ছেন ১০ গণ্ডা করে। ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রের প্রসেসিংএ আরও কয়েক বছর পরে তিনি রায়তি সত্ব দেওয়ার কথা চিন্তা করবেন। সেই সমস্ত জায়গাগুলির তারা দাবী জানাচ্ছে এই সম্পূর্ণ জায়গাগুলি আমাদের নামে রেকর্ড করা হোক, আমাদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন পত্রিকায় আমি দেখেছি, তিনি বক্তৃতা করেছেন তিনি ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দিচ্ছেন।

**শ্রীরাধা রমন নাথ :**—তিনি বলেছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দান করেছেন। তিনি পরচা দিয়েছেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী :**—মুখ্যমন্ত্রী পরচা তৈরী করে দান করতে গিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, সোনামুড়াতে ১০৭.০২ কিলোমিটার জমি রিজার্ভ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। তার ভিতর গার্ডেন করার জন্য, এখন বাগান আছে, সেই বাগানের জন্য ১,৪৭৯.৮ হেক্টার মাত্র বাগান আছে, আর নুতন বাগান তৈরী হয়েছে ১৯৭২—৭৩এ ১১৫ হেক্টার। মাননীয় স্পীকার, স্যার. সরকারীভাবে জানানো হয়েছে যে মাত্র ৭৩০.৭ হেক্টার জমিতে সমস্ত ভূমিহীনরা দখল করে যাতে আরও বাকী জায়গাগুলি ভালভাবে আছে, সেগুলিতে নাকি কারো দখল নাই। এইভাবে প্রস্তাব এসেছে। সেই জায়গাটকু ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তাঁদের আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা আসুন, গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে দেখুন কত শত শত পরিবার কত জায়গায় বসে আছে যারা নাকি অনাহারে মরে যাচ্ছে, তারা এই সমস্ত ভূমিহীন। তারা এই সমস্ত ভূমিহীন হিসাবে খাসের জায়গা দখল করে বাঁচার চেষ্টা করেছিল, তারা ভূমিহীন হিসাবে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়েছে, অনেক পরিবার। গত পরশু আমি বিধান সভায় যে নামগুলি বলেছিলাম অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে তারা এই ভূমিহীনদের তালিকাভুক্ত। তাদের অন্য কোন জমি নাই। তারা খাসের জায়গা দখল করে বাঁচার চেষ্টা করেছিল। তারপর শেষ পর্যন্ত পথে ঘুরে ঘুরে ছন কাটতে গিয়ে ছনের বোঝা বইতে পারে না, মাথা ঘুরে পড়ে যায়। তারপর তাদের মৃত্যু হয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সমগ্র ত্রিপুরায় এই চিত্র এই বিধান সভায় তুলে ধরে আমার প্রস্তাব আমি আবার পাঠ করে শোনাচ্ছি— "এই বিধানসভা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, যে সকল ভূমিহীন কৃষক খাস জমি এবং বন বিভাগের রিজার্ভভুক্ত জমি দখল করিয়া চাষাবাদ করিতেছেন সেই সকল জমি দখলকার ভূমিহীনদের নিজ নিজ নামে বিনা নজরে অনতিবিলম্বে রায়তি সত্ব প্রদান করা

হউক''। এই প্রস্তাব আমি এই বিধান সভায় রাখছি। আমি আশা করি সকল সদস্য এই প্রস্তাব গ্রহণ করে ভূমিহীনদের ব্যাপারে অবিলম্বে একটি জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মুখ্য-মন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রী সভাকে আহ্বান জানাবেন।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার** :—এখানে রাখা হয়েছে প্রাইভেট মেমবার্স' রিজলিউশান। সেটা হল এই বিধানসভা রাজ্যসরকারকে অনুরোধ করছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে এই লোক খুব হুঁশিয়ার। আমার সরকার যে এটা ৩৪ বৎসর আগে গ্রহণ করেছে যে যারা ৫।৭ বছর আগে দখল করে আছে তাদের জমির অধিকার দেওয়া হবে এটা এই বিধান সভায় গ্রহণ করা হয়েছে। কেমন হুঁশিয়ার ব্যক্তি দেখুন। কাজেই আমি এর বিরোধিতা করবই করব। উনি কয়েকটাই লোকের নাম করেছেন। যখন ইহারা কবি গাইতে গিয়েছিল সোনামুড়ার ঐদিকে হাজীগঞ্জে, তখন ইহারা কবি টপপা গাইতে আরম্ভ করল যে সত্যযুগে ছিলা যোগী ত্রেতাতে হইলা নাথ, দ্বাপরেতে আওন যাওন কলিতে বান্যায় তাঁত। তার নাম হল জোলা। উনি কয়েকটা নাম বলছেন। সেখানে ব্রাহ্মণ নাই কায়স্থ নাই, আছে কি? দেবনাথ। নাথ কমিউনিটি। তখন তাদের বেঞ্চ থেকে একজন সরদার দাঁড়িয়ে বলছে, আরে মশাই আমরা তো মুনি। তখন কবি বলছে, আমার উত্তরটা শুনুন। যোগী অর্থ কি? মুনি ঋষি। সুতরাং সত্যতে ছিলা যোগী, দ্বাপরেতে হইলা নাথ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, হরে রাম, হরে কৃষ্ণ। তখন বলছে সর্দার—তাহলে আমরা কৃষ্ণ? হাঁা, আপনারা কৃষ্ণ দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের সময় আপনারা কাপড় দিয়েছিলেন না? হ্যাঁ। কাজেই এই যে সস্তায় উনি কাজটা করতে চাইলেন এটাকে আমি কি করে সমর্থন করব। উনি লাউগাংগ থেকে বড়মুড়া নিয়ে এলেন। এই কম্যুনিষ্ট পার্টি নারী বাহিনী তৈরী করে ধ্বংস করেছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সত্য কথা বলছি। উনি কথার তুলনা যখন দিচ্ছেন। এই আগুন তারা জ্বালিয়েছিলেন। রাবার প্ল্যানটেশান নারী বাহিনী তৈরী করে ধ্বংস করেছে সি, পি, এম, এর দল।

**শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা** :—পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনার যে বক্তব্য সেটা এই রিজলিউশানের সংগে কোন সম্পর্ক নাই। রাবার বাগানের আগুন —(গোলমাল)

**শ্রীঅনিল সরকার** :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। রাবার বাগানের আগুণ লাগানো সম্পর্কে বলেছেন যে সি, পি, এম, লাগিয়েছে। কোন দল সম্পর্কে এইরকম বলতে পারেন কিনা?

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার** :—কোন দলের নাম উল্লেখ করে বলবেন না।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার** :—কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে সমস্ত রিজার্ভ ফরেষ্ট তারা ধ্বংস করেছে এহেন রাজনীতি তারা করেছে তাই আমার সাজেশান রাখব আর এদের যে ত্রিমুখী অভিযান তাকে ধুলিস্যাত করব। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এর মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীকে বলব আমাদের যে সয়েল কনজার্ভেশান কমিটি যেটি সাব্রুম থেকে আরম্ভ করে সোনামুড়া বিলোনীয়া, কৈলাশহর সমস্ত সাবডিভিশানে আছে সেটি কমিউনিষ্ট পার্টির মেম্বাররাও ভোট

দিয়ে তারাও সেটি করছে। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে বলছি আজকে এই (গণ্ডগোল)...আমার কথা হচ্ছে যারা ভূমিহীন—অনেক ক্ষেত্রে ভূমিহীন তারাই সৃষ্টি করেছে, স্যার। যেমন বিশালগড় জুমিয়া টাকা পেয়ে এসে পর খোয়াই...(গণ্ডগোল)...জানেন স্যার এই গজি মৌজায় ৮০০ পরিবারকে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়া হল এর মধ্যে ৪০ পরিবার... (গণ্ডগোল)...তাই আমার কথা হচ্ছে অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মন্ত্রীর কাছে আবেদন করব জুমিয়াদের যাতে ঠিক ঠিক ভাবে হয় এবং কোন সাবডিভিশানে কত জুমিয়া আছে আগে দেখতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাই আমি বলছি যে আমার সরকার যে উদ্দেশ্যে ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়ার চেষ্টা করছেন সেটি যাতে সুষ্ঠুভাবে ত্বরান্বিত হয়ে যায় আর ফরেষ্ট রিজার্ভে ভিতর যাতে কমিটির রিকমাণ্ডেশ্যানে সরকার জায়গা যদি ছাড়তে পারে তা তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া হউক অন্যথায় ফরেষ্ট ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি জুমিয়াদের জমি দিতে হয় এটা একদিকে বলছি এই কথা আপনারা যদি লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে দেখবেন (গণ্ডগোল যদি জুমিয়াদের জমি দিতে চান যদি গরীবের মঙ্গল চান তাহলে আপনারা একমত হন যাতে তাদের সুন্দর ভাবে উন্নতি করতে পারা যায়...(গণ্ডগোল)...বহুমুখী পরিকল্পনা নিতে হবে। আমার কথা হচ্ছে পতিছড়ি বলে একটা জায়গা আছে স্যার, উদয়পুর থেকে তার ডিষ্টেন্স হচ্ছে ৯—১০ মাইল আর বিলোনীয়া হচ্ছে ২৭ মাইল। তাই ঐ থানের এক জমিদার—প্রতাপশালী জমিদার...

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য আপনি রিজোলিউশান সম্পর্কে বলুন...

**নিশিকান্ত সরকার :**—ভূমিহীনদের প্রসংগে এসে পড়েছে স্যার, এই যে তারা বলছে, এই বিধান সভা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, যে সকল ভূমিহীন কৃষক খাস জমি এবং বন বিভাগের রিজার্ভভুক্ত জমি দখল করিয়া চাষাবাদ করিতেছে সেই সকল জমি দখলকার ভূমিহীনদের নিজ নিজ নামে বিনা নজরে অনতিবিলম্বে রায়তি স্বত্ব প্রদান করা হউক, তার জন্য এই রিজোলিউশানটা আনার দরকার ছিল না। এটা আমাদের সরকার বহু আগেই এই ব্যবস্থা করেছে। আমার কথা হচ্ছে এখন যারা ভূমিহীন আছে, তাদের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন আনতে হবে এটা আমার সরকার করেছে, তাহলে আমার কথা হল এই যে রিজোলিউশানটা এটা আমি সমর্থন করতে পারছি না। আর আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যারা স্ব স্ব অবস্থায় আছে ৫ কানি ৭ কানি ১০ কানির প্রশ্ন আসতে পারে না, যেহেতু তারা ৫ বছর ১০ বছর স্ব স্ব অবস্থায় আছে, কাজেই তাদের অধিকার দেওয়া হউক তাদের পরচা দেওয়া হউক।

তাহলে আমার কথা হল এই রিজলিউশান আমি সমর্থন করতে পারছিনা। আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যারা স্ব স্ব অবস্থায় আছেন ৪।৫ কানি জায়গা নিয়ে, তাদের সেই জমিতে অধিকার দেওয়া হউক, তাদের পর্চা দেওয়া হউক, র‍্যান্ট দেওয়া হউক। আরেকটা কথা হচ্ছে রিজার্ভ ফরেষ্ট—এই যে কমিউনিষ্ট পার্টির প্ররোচনায় যারা সেখানে জমি দখল করে বসে আছে, তাদের উচ্ছেদ করে ভূমিহীনদের সেই সমস্ত ভূমি দেওয়া হউক। অতএব কারণেই আমরা বন রিজার্ভ করতে যাচ্ছি। কারণ, নয়তো সমস্ত বন ধ্বংশ হয়ে যাবে। কাজেই বন রিজার্ভকে আমি সমর্থন করব, কারণ রিজার্ভ না

থাকলে আমরা এখন যে জায়গা নিচ্ছি, সেটা রিজার্ভ না থাকলে কোথা থেকে নিতাম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা সাল বাগানে রাতারাতি ঘরবাড়ী তুলেছে তাদের মধ্যে ভূমিহীন যদি থাকে, তাহলে কলোণীতে নেমে আসতে হবে, কারণ এই অবস্থা চলতে পারে না, তাহলে বন ধ্বংশ হয়ে যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কেন বলছি বনের আমি পক্ষপাতি এবং আবার বনের বিরুদ্ধেও। কেন স্যার, জানেন? অর্থাৎ বাড়ীর কাছে বন সৃষ্টি যাতে না হয়। বন বিভাগ কি করছে জানেন ঐ রাস্তার লাগালাগি বন করছে, ভিতরে যায় না। আসলে সেখানে যায় না তারা। সেখানে তারা বন করবে না বন করবে ফুলকুমারী, মাতাবাড়ী, অতএব কারণেই বন মন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ থাকবে উনি মন্ত্রী হয়ে তার ভিতরে ঢুকেননি, আমার সঙ্গে তিনি চলুন, দেখবেন ভিতরে বন নাই। আর কমিউনিষ্ট পার্টির যে ভূমিহীন তারা সব নারী বাহিনী, তাঁরা নারী বাহিনী তৈরী করেছেন। ইন্দিরা গান্ধীকে ঐ নারী বাহিনীই ভোট দিয়েছে স্যার। যাই হউক, আজকে কথা হচ্ছে বন বিভাগ সম্পর্কে যে রিজল্যুশান এসেছে সেটা বাদ, আর মন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ যে বন রিজার্ভের যে সমস্যা রয়েছে সেটা যাতে তাড়াতাড়ি সমাধান করা হয়, এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :**—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

**শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :**—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছেন, এই প্রস্তাব বর্ত্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং বাস্তবোচিত ভাবে তিনি এই প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছেন, সেই জন্য আমি সমর্থন করছি এবং সমর্থন করে দুই একটি কথা বলতে চাই। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে রিজার্ভের জন্য শতকরা ৬০ ভাগ বন রিজার্ভের জন্য রাখা হয়েছে, অথচ ত্রিপুরা রাজ্যের লোক সংখ্যা ১৬ লক্ষেরও বেশী, এবং বাকী ৪০ ভাগ জমিতে রিজার্ভ মুক্ত রেখে আজকে ১৬লক্ষ মানুষকে চলতে হচ্ছে এই হচ্ছে অবস্থা এবং রিজার্ভের মধ্যে যে সমস্ত জমি আবাদযোগ্য সেই সমস্ত জমিকে রিজার্ভ মুক্ত করে এবং ঐ রিজার্ভ এলাকার মধ্যে যে সমস্ত ভূমিহীন খাস জমির উপর দখল করে চাষ করে আসছে, তাদেরকে যাতে করে ভূমির বন্দোবস্ত দিয়ে তাদের রায়তি সত্ত্ব দিয়ে ভোগ দখলের পূর্ণ অধিকার পেতে পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা ত্রিপুরা সরকার গ্রহণ করেন, তার জন্য এই প্রস্তাব তিনি এখানে উপস্থিত করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা বন চাইনা তা নয়, বর্ত্তমান যুগে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য বন একান্ত প্রয়োজন। বন না হউক আমরা চাইনা, নীতিগত ভাবে আমি তা সমর্থন করি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আজকে বন রিজার্ভের নাম করে, ঐ বন রিজার্ভের মধ্যে যে সমস্ত আবাদযোগ্য ভূমি নিয়ে যারা দখল করে আছেন তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নেয়া। এই যদি করা হয়, যা এখন করা হচ্ছে, ভূমিহীন জুমিয়া, উপজাতি যারা আছে, সিড্যুল কাষ্টের মধ্যে গরীব ভূমিহীন আছে, অন্যান্য অংশের মানুষ যারা কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং খাস জমির উপর জিবিকা নির্বাহ করছে, তাদের উপর সম্পূর্ণভাবে অবিচার করা হচ্ছে, এই জন্য যাতে এই অবিচার তাদের উপর না করা হয়, যাতে তারা জমির অধিকারী হতে পারে, সেইজন্য এই

প্রস্তাবটা উপস্থিত করা হয়েছে। আজকে বন রিজার্ভের নাম করে, প্ল্যান্টেশানের নাম করে কৈলাশহরে তারাপদ জুমিয়া কলোনীতে ১৯৬১ সনে ২১৭টি পরিবারকে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয় ১৯০ টাকার স্কীমে, তারা দীর্ঘদীন পর্য্যন্ত জুমিয়া পুনর্বাসন নিয়ে জায়গা দখল করে আছে, কিন্তু তাদের নামে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে না এই অবস্থায় তাদের রেখে দেওয়া হয়েছে। লঙথরাই রিজার্ভের মধ্যে অনেক আবাদযোগ্য জমি রয়ে গেছে এবং সেখানে যারা বসবাস করছে, চাষাবাদ করছে, জমি দখল করে আছে তারাও জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য, খাস জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন যাবত তারা ত্রিপুরা সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করে আসছে। কিন্তু এদিকে পুনর্বাসন ডিপার্টমেন্ট যখন তাদের জায়গা মঞ্জুর করতে যান, তখন সেখানে অনেক ঝ্যাকড়া দেখা দেয়, অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়, সেটা হচ্ছে এই বন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সেই সমস্ত জায়গা, সেইজন্য পুনর্ব্বাসন দেওয়ার সুবিধা নাই। সদর বিভাগের মধ্যে কি দেখি, বেলবাড়ীর অন্তর্গত দেড়শ পরিবার মত আজকে পাঁচ বছর ধরে সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করছেন, কিন্তু রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত বলে ওদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হচ্ছে না। এই রকম চম্পকনগরের গাঁওসভার অন্তর্ভুক্ত কাশীদাস পাড়ায় এইরকম অবস্থা চলছে। সদরের কোন কোন জায়গায় এবং চম্পকনগরের এলাকার মধ্যে যে সমস্ত খাস জমি আছে, সখানে যে বহু উপজাতী এবং অউপজাতী যারা আছেন খাস জমি দখল করে, তারা সেখানে জমির মালিক হতে পারছে না। বছরের পর বছর তারা অফিসে অফিসে দরখাস্ত করেছে, ধর্ণা দিচ্ছে তথাপি ওদের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। এই অবস্থার ফল কি দাঁড়াচ্ছে? যাদের টাকা আছে তারা জমি করতে পারছে। যাদের সামর্থ্য আছে, যাদের জনবল আছে, তারা কিছুটা সুবিধা আদায় করে নিতে পারছে। কাজেই আজকে সমগ্রভাবে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এই অবস্থা চলছে। তেমনি আমরা আর কি দেখবো, গর্জির কথা শুনে মাননীয় রুলিং পার্টির সদস্য শ্রীনিশী বাবু তার সে নারী বাহিনীর আতংকের কথা এখানে কিছু বলতে পারলেন না। আমি দেখেছি যে গর্জির জনসাধারণ আজ বিক্ষুব্ধ, সেখানকার নারীবাহিনী আজকে বিক্ষুব্ধ কেন, কেন আজকে তারা এই রিজার্ভকে মেনে নিতে পারছেন না। কেন তারা চায় না, কেন আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারছে না? কারণ গর্জির পাড়ার মধ্য দিয়ে সীমানা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং জমির উপর দিয়ে সীমানা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেখানকার গাছগুলি বড় হয়েছে, গাছের ছায়া পড়ছে, ফসল করতে পারছে না এবং তারপর বনবিভাগের কর্ম্মচারী, কৃষি অফিসের কর্ম্মচারী, যারা দুর্নীতিবাজ তারা খাকি পোষাক পরলেই মহারাজ হয়ে যায়। এইসব কারণে তারা বিক্ষুব্ধ বনবিভাগকে স্বীকার করতে পারছে না। সেখানে নারীরাও বুঝেন যে সংসার করতে গেলে তাদেরকেও পুরুষের মত সমান দায়িত্ব বহন করতে হয়। সংসারের দারিদ্র অভাব অনটন তারা বেশী উপলব্ধি করেন। যখন তারা অভাবের তাড়নায় ছেলেমেয়ের মুখে ভাত দিতে পারে না তখন তারাও এই অভিশপ্ত নীতির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠেন। এই জন্য তারা সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হন। এইজন্য আজকে রুলিং পার্টির সদস্যরা আজকে আতঙ্কগ্রস্থ, এই নারীদের ঐক্য দেখে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে শুধু এই মহিলাদের মধ্যে নয়, আজকে শুধু উপজাতীদের মধ্যে নয়, আজকে ত্রিপুরাতে যে ভয়াভহ খরা পরিস্থিতি সেইটা

তো কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু আজকে যারা খরায় কবলিত হয়েছেন, যারা উপোস করে মরছে আজকে সেখানে টেষ্ট রিলিফের কাজ নেই, কোন ব্যবস্থা নেই সেখানে আংকে তারা জীবন ধারণের একমাত্র উপায় করে নিয়েছে ছন, বাঁশ, লাকড়ী সংগ্রহ করা। তারা এইগুলি সমতল ভূমিতে এসে বাজারে বিক্রী করে। সেইদিন দেখেছি চম্পকনগরে এই অভাব গ্রস্থ মানুষ যখন একত্র হয়ে এই ছন বাঁশ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রী করতে আসে তখন সেখানে ফরেষ্ট থেকে পেট্রল বাহিনী গিয়ে তাদের উপর ধরপাকর করে। তাদেরকে জরিমানাও করেছে, আদায় করে পয়সা তারা লুঠ করেছে। এই হল অবস্থা। মাননীয় রুলিং পার্টির সদস্যরা তো দেখেও দেখেন না। এই দৃশ্যগুলি এদের চোখে পড়ে না নিশ্চয়ই পরে কিন্তু নিজেদের দলকে পুষ্ট রাখার জন্য এই গরীব মানুষকে তারা ডুবিয়ে মারতে চায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে রিজিউলিশান এখানে এনেছেন তা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এনেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীনিশীবাবু বলেছেন এইটা সম্বন্ধে সরকার আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আমি জানি না কখন এইটা এই ত্রিপুরার বিধান সভায় পাশ হয়েছে। ওরা আশার আলো দেখিয়ে মানুষকে ভুলাইবার চেষ্টা করছে এবং নিজের মন্ত্রীত্বকে জিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন, অবশ্য রুলিং পার্টির সদস্যরা এইটাকে সমর্থন করার মত তাদের সাহস নেই আমি জানি। তথাপি আমি অনুরোধ করবো যেন তারা এইটাকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন করেন। আজকে খোয়াই বিভাগে যান সেখানে বগাবিল, কেংরাইবাড়ী সেখানে ঘটনাটা কি, সেখানের ঘটনা হচ্ছে বন সম্প্রসারণের নাম করে, প্ল্যানটেশনের নাম করে, গোটা কেংরাইপাড়াতে যে কয়েক পরিবার আছে, তাদের যে বাগান আছে, সে বাগানে আম, কলাগাছ এবং তাদের যে জোত জমি রয়েছে তাদের বাড়ীকে এই রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাহলে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই পাড়ার আধিবাসীদের অধিকারকে বঞ্চিত করে, এই ফরেষ্ট বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেখানে তাদের নিজেদের সৃষ্টি বাগান যে বন নীতির জন্য নষ্ট হয়ে গেল তারা কি করে এই বন নীতিকে সমর্থন করবে? তার মনে কি জেগে উঠবে না বিদ্রোহ? এই অবস্থার হাত থেকে মুক্তির পথ কি সে খুঁজবে না? মাননীয় স্পীকার স্যার, তাই আজকে রুলিং পার্টির সদস্যদিগকে বলবো তারা যেন বাস্তবকে স্বীকার করে নেয় এবং বর্তমান ভূমিহীন ত্রিপুরার উপজাতি এবং অন্যান্য নীচু তলার মানুষের দুঃখকে বুঝবার চেষ্টা করেন। এই অবস্থা থেকে তাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব যেন তারা গ্রহণ করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এই রিজিউলিশনের সমর্থনে রেখে শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :**—শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী।

**শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :**—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এই যে প্রস্তাব রেখেছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এইটার পেছনে কি উদ্দেশ্য রয়েছে। যারা ভূমিহীন, যাদের নাগরিক অধিকার আছে, গণতান্ত্রিক অধিকার যাদের আছে, যারা খাদ্য তৈরী করে, তাদের মাথা গোজবার জায়গা দরকার আমি সেইটা উপলব্ধি করি। এই সরকার

উপলব্ধি করে যাদের মাথা গোঁজবার জায়গা নেই যারা কৃষক তারা ন্যায় সঙ্গতভাবে ভূমির অধিকারী হোক। এই সরকার এইটা চান। এইটা সরকারের রচনায় এবং রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যেও আছে। তথাপি কি উদ্দেশ্যে এইটা এখানে আনা হয়েছে আমি ঠিক বুঝতে পারি নাই। যেখানে খাস ভূমি আছে, যেখানে বনবিভাগের রিজার্ভ বনভূমি আছে সেখানে যারা বসবাস করে তাদেরকে এই স্থানে বিনা নজরে অধিকার দেওয়া হোক। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তাদের চিন্তা কি রকম। আমরা তো বাস্তব অবস্থায় দেখি এই যে দরদী বন্ধুরা যাদের কথা বলেছেন, আমি জিজ্ঞাস করতে চাই, এই যে সাধারণ মানুষ, যারা নিজেদের খাদ্য জোগাতে পারে না, যারা অন্যের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, আপনারা তাদের জন্য কিছু করছেন? কোন দিন করেন নি। যদি করতেন তাহলে এই সরকার যখন ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন তখন আপনারা সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে সরকারকে সাহায্য করতেন। কিন্তু তা করেন নি। বরংচ সরকারের চেষ্টাকে বাঞ্চাল করার চেষ্টা করেছেন। কাজেই আমি দেখেছি তারা যদি সরকারকে সাহায্য করতো তাহলে ত্রিপুরার অর্থনীতি আরও শক্ত হতো। তার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত হত। কিন্তু তারা করেছেন এই জনতাকে অসহায়। তারা করেছেন শুধু রাজনৈতিক বেশ্যাবৃত্তির জন্য। তারা কি এই কথা অস্বীকার করতে পারেন যে যারা অসহায় তাদের কাছে তারা গিয়ে বলেন সরকার যা করছেন তা ভুল, তোমরা তাদের সাথে সহযোগিতা করো না? এই যে বুভুক্ষু মানুষ, জ্ঞানে যারা পশ্চাদপদ, তাদের এই অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তারা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত. লাঞ্ছিত করেছেন তার মানবতাকে। এটা তাদের রাজনৈতিক বেশ্যাবৃত্তির মনোভাবের প্রকাশ ছাড়াও মমত্ব বা মানবতার প্রশ্ন নাই। বাস্তব অবস্থায় তাদের আমি চেলেঞ্জ করে বলি যে এই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যদি আমরা সত্যিকারের কাজ করতাম দেশবাসীর জন্য, যদি তাদের পায়ের নীচে নামিয়ে উপরে উঠার চিন্তা আমরা না করতাম, তাহলে এই অসহায় মানুষের বাহুতে যে বল আছে তাকে অবলম্বন করে তাদের পারিবারিক জীবন, তাদের অর্থনৈতিক জীবনে আমরা সুখী করতে পারতাম। আমি বলতে পারি মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে তারা আসুন আমার সঙ্গে, তারা যা করতে পারেন নি, শুধু কংগ্রেস কর্মীদের সহযোগিতায় তারা বিরাট অর্থনীতি গড়ে তুলেছেন। তাই আমি বলব শুধু কংগ্রেসকে গালাগালি দিয়ে দেশের উপকার করা যাবে না। রাজনৈতিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য, নেতৃত্বের লালসার জন্য ঐ অসহায় জনতার পাশে গেলে জনতার কোন উপকার হবে না। বাক্‌চাতুর্য বক্তৃতার মাধ্যমে অসহায় জনগণের মন নিয়ে খেলা যায়, কিন্তু তার অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হয় না। কাজেই এই যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, যারা একবার ভূমি পেয়েছে, আবার তারা অন্যত্র গিয়ে বসেছে, যারা এই আইনে ন্যায়সঙ্গত ভূমির অধিকার পেতে পারে কিনা তার জন্য উপযুক্ত কমিটি আছে, সরকার সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার সুযোগ দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যারা উদ্বাস্তুনিতে বসেছে, ভূমির ন্যায়সঙ্গত অধিকার যাদের নাই এবং যারা একবার লোন নিয়ে আবার অন্যত্র গিয়ে বসেছে এবং রিজার্ভের প্রয়োজন আছে বলে উপলব্ধি করে আবার রিজার্ভের ভিতরে দখল করে বসে আছে এবং নিজেদের বাসস্থান তৈরী করবার জন্য বুদ্ধি দিয়েছেন। এমন

অবস্থায় এই প্রস্তাব পাশ করা যায় না। তাই আমি এর বিরোধিতা করছি। আমি শুধু বলব যে সরকারের যে প্রস্তাব আছে তাদের অর্থনৈতিক জীবন যাতে শক্তিশালী হয়, সেই বন্দোবস্ত ত্বরান্বিত হয় এবং যে সব কর্মচারীদের উপর এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ত্রিপুরার জনতার অবস্থা লক্ষ্য করে যাতে তাড়াতাড়ি এবং অধিক সংখ্যক লোকের সত্বর ব্যবস্থা করা যায় সেই সুব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও সরকারের কাছে আমি আবেদন রাখব। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করিনি এবং এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি এই কথা বলব যে আদিবাসীদের সত্যিকারের পুনর্বাসন এবং তার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করতে হবে অতীতের চিন্তাধারা এবং জাতি গঠনের চিন্তা নিয়ে কাজ করার জন্য আবেদন রেখেই আমি বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :**—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করছি এই কারণে যে আমরা যখন আগের অধিবেশনে রিজার্ভ ছাড়ার প্রস্তাব এনেছি এবং আমাদের মন্ত্রী মহোদয় রিজার্ভ ছাড়ার কথা, রিজার্ভ ভূমি মুক্ত করার উল্লেখ করেছেন তখন তারা রাতারাতি একটা জনদরদী সাজবার জন্য এই প্রস্তাব এনেছেন। কিন্তু সরকার তাদের এই প্রস্তাব আনার পূর্বেই কোথায় কোথায় রিজার্ভ মুক্ত করা যায় তার ব্যবস্থা করেছেন। গত কাল ধর্মনগর সাবডিভিশনে কত হেক্টার জমি মুক্ত করা হবে তার উত্তর দিয়েছেন। এটা শুধু একটা উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাব। এই প্রস্তাব উত্থাপন করে জনসাধারণের একটা প্রীতি অর্জন করতে চান মাত্র। কিন্তু সত্যি যদি জনসাধারণের দরদী হতেন তাহলে তারা এই প্রস্তাব সত্যিই আনতেন কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু আমাদের মন্ত্রী মহোদয় এই প্রস্তাব আনার আগে তো তারা আনেন নি এই প্রস্তাব। সুতরাং আমাদের মন্ত্রী মহোদয় যখন রিজার্ভ মুক্ত করার চেষ্টা করছেন তখন তারা তাড়াতাড়ি জনদরদী সাজার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। এটা হচ্ছে এবং হবে। সুতরাং আবার এই প্রস্তাব এখানে আনার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমরা মনে করতে পারিনা। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে যারা আদিবাসী আছে এবং অ-আদিবাসী আছেন তাদের আমরা কোনদিন দেখিনি যে উচ্ছেদ হয়েছে। এমন কোন মামলা মোকদ্দমা সরকারের তরফ থেকে করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। হয়ত ফরেষ্ট কেস্ হয়েছে। কিন্তু সেগুলি গাছ কাটার জন্য হয়েছে। কিন্তু জমি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য আজ পর্যন্ত মামলা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তবু কেন এই প্রস্তাব মাননীয় বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে উত্থাপিত হয়েছে আমি বুঝতে পারছি না। আমি শুনেছি আমার পূর্ববর্তী বক্তা মাননীয় সদস্য নিশিকান্ত সরকার বলে গেছেন বিলোনীয়া, সাব্রুম প্রভৃতি এলাকায় তারা নারীদের লেলিয়ে দিয়েছেন রাবার বাগান শেষ করে দেবার জন্য। সেটা ত্রিপুরার মানুষের সম্পত্তি। সেই সম্পত্তি তারা নষ্ট করে দিলেন। আজকেও তারা চান তারা সমস্ত ত্রিপুরার বনভূমিকে বিনষ্ট করে দিতে? আমার সন্দেহ হচ্ছে তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই প্রস্তাব এনেছেন তার জন্য আমি এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। এই প্রস্তাব আনার বহু পূর্বেই সরকার ধীরে ধীরে সুন্দরভাবে কৃষকদের,

জুমিয়া ভাইদের কিভাবে জমি দেওয়া যায়, ভূমিহীনদের কি ভাবে ভূমি দেওয়া যায় তার সুন্দর ব্যবস্থা সরকার করছেন। কাজেই এই প্রস্তাবের কোন প্রয়োজন নাই। তার জন্য এই প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা**ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিধান সভায় আমাদের মাননীয় সদস্য সমর বাবু যে রিজোলিউশান মুভ করলেন তার আমি বিরোধীতা করছি, শুধু বিরোধীতাই নয় আজকে এই হাউসে এই রকম প্রস্তাব আসার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কেন ছিল না তা আমি বলছি। আমাদের সরকার ১৯৭০ সালের ১৫ই আগষ্ট এর মধ্যে যখন কথা দিয়েছেন, ঘোষণা করেছেন ভূমিহীনদের ভূমি দেবেন, বাস্তুহারাদের বাস্তু দেবেন এবং যেখানে আমাদের সরকার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন—মহকুমায় মহকুমায় জরিপের কাজ চলছে সেখানে কিছু কিছু ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়া হয়েছে। আজকে উনারা সস্তায় নাম কিনবার জন্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতেন— দুনিয়ার ভূমিহীন এক হও, দুনিয়ার মজদুর এক হও, বলে চিৎকার করতেন আজ দেখছেন ওরা হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে। তাই তারা আজকে মায়াকান্না কাঁদবার জন্য ওদের পক্ষ থেকে দরদ দেখাবার জন্য আলুথালু হয়ে একেবারে দরদে বুক ফেটে যাচ্ছে। সেজন্য এই হাউসে রিজো-লিউশান মুভ করলেন। এই যে মায়াকান্না এটা জনসাধারণ বুঝতে পারে. আপনারাও বুঝতে পারছেন এরা যদি জুমিয়াদের পক্ষে দুটি কথা না বলে তাহলে তাদের রাজনীতির দাবা খেলার হাতিয়ার হিসাবে যাদের ব্যবহার করতো তারা সরে যাচ্ছে তাদের হাতিয়ার মুঠ করে ধরে হাত শক্ত করার চেষ্টা করছেন। তাতে কিছু হবে না। আপ-নাদের রাজনীতির যে দাবা খেলা সেই দাবা খেলার ইতিহাস যদি আমরা পশ্চিমবঙ্গের ভূমি-হীনদের দেখি, কৃষকদের দেখি, সেখানকার জনসাধারণের দিকে নজর দিন সেখানে আপনাদের কি উদ্দেশ্য ছিল কি আপনারা করেছেন। সেখানে কৃষককে দিয়ে কৃষক খুন করিয়েছেন— মায়ের ছেলেকে খুন করছেন— স্ত্রীর স্বামীকে খুন করেছেন এই ছিল আপনাদের চরিত্র। আর এখন আপনাদের দরদে বুক ফেটে যাচ্ছে। এই কৃষকদের এই ভূমিহীনদের জন্য দরদ দেখা-বার জন্য আপনারা নারী সেনা গঠন করেছিলেন—সেখানে আপনারা বলছেন এই সরকার তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার করেছে। আপনারা যদি মনে করেন সরকারের সম্পদ এমনিভাবে নারী লেলিয়ে নষ্ট করে দেবেন তাহলে সরকার সেটি সহ্য করবে না। সরকারের একটা নিয়ম আছে কানুন আছে। আপনারা যদি মনে করেন আইন আপনাদের হাতে নিয়ে নেবেন তাহলে সরকার সেটি সহ্য করবে না। যেখানে আপনারাও জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন সেখানে গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে এবং গণতন্ত্রের মাধ্যমে সরকার যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে তার জন্য সাহায্য করা আপনাদেরও কর্তব্য বলে আমি মনে করি। আপনারা যদি মনে করেন যে, যেকোন ব্যাপার নিয়ে একটি রিজোলিউশান মুভ করে সস্তায় নাম কিনবেন সেটি হতে পারে না—কারণ আজকে জনসাধারণ বুঝতে পারে। আজকে সরকার ওয়াকিবহাল যেখানে সরকার সচেষ্ট নায্য ভূমিহীনদের কৃষকদের আমাদের সরকার জয়েন্ট বণ্ডের মারফত ১০জন, ৫জন করে মাথা পিছু ১০০ টাকা করে যাদের জায়গা নাই তাদের কৃষি ঋণ দিচ্ছেন।

সিডিউলড্ ট্রাইব এবং সিডিউলড্ কাষ্টদের এই সরকার পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করছেন তাতে আপনাদের সহযোগীতা করা উচিত, তা না করে আপনারা বিরোধীতা করছেন। আমার এই সরকার যখন ভূমিহীন ভাইদের আমার অমরপুর পাইলট প্রজেক্টে তাদের জুমিয়া সেটেলমেন্ট দিচ্ছিল, সেখানে তাদের তাতে সুবিধা হচ্ছিল, সেখানে আপনারা বিরোধীতা করছেন। কারণ আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি ঐ ভূমিহীন কৃষকদের আমার সরকার ভূমি দিয়ে তাদের সুব্যবস্থা করে দেন তাহলে আপনারা সস্তায় মিছিল করার লোক পাবেন না। তাই আপনারা আংকে উঠছেন এটা স্বাভাবিক। কারণ আপনাদের হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তাই অনুরোধ করছি সরকারী পরিকল্পনা আছে, সরকার যেখানে ফিফটি পার্সেন্ট কাজ করে ফেলেছেন —আপনাদের রিজোলিউশান আনার কোন অর্থ ই হতে পারে না। তাই আমি মনে করি আপনাদের যে রিজোলিউশান সেই রিজোলিউশানের কোন অর্থ নেই এবং সেটি সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

**মিঃ স্পীকার ঃ**—শ্রীবুলু কুকী।

**শ্রীবুলু কুকী ঃ**—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি কয়েকটি কথা বলব। কারণ এই প্রস্তাবটি এমনই জরুরী যার ফলে এটা এই বিধান সভায় আমরা চাই এই প্রস্তাব পাশ করা হউক, যাতে সমস্ত জুমিয়া সেই ফরেষ্ট এলাকায় তারা বসবাস করতে পারে, তাদের নামে তৌজি হয় এবং সেখানে তারা চিরদিন বসবাস করতে পারে, সেজন্য আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি যে ত্রিপুরার অধিকাংশ লোক যারা কৃষক আর গ্রামাঞ্চলের মানুষ বিশেষভাবে ফরেষ্টের ভিতর যারা আছে এই ফরেষ্টের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে দৈনন্দিন বাঁচার জন্য তাদের কিভাবে কষ্ট করতে হয়। অবশ্য এখানে এই রুলিং পার্টির যারা আছেন তাদের এটা উপলব্ধি করা কঠিন হবে, কারণ এই গরীব জনসাধারণের সংগে তাদের কোন যোগাযোগ নাই। সেজন্য এই হাউসের মধ্যে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন মূলতঃ ওদের, গ্রামের জনসাধারণ যারা নাকি সেই ফরেষ্টের অত্যাচারে জর্জ্জরিত তাদের সংগে সম্পর্ক আছে কিনা আমার সন্দেহ। কারণ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি বিভিন্ন এলাকাতে যেখানে ফরেষ্টের অন্তর্ভুক্ত—ঐ ফরেস্টের সীমানা গ্রামের মধ্য দিয়ে ফরেস্ট রিজার্ভ করেছে। সেইসব গ্রামের লোকদের প্রতিদিন ফরেস্টের বাবুরা অত্যাচারে জর্জ্জরিত করছে। আমি জানি অম্পি এলাকাতে, তৈদু এলাকাতে ধলাছড়া দীর্ঘদিন ধরে সেখানে পাহাড়ী এবং বাঙ্গালীরা চাষাবাদ করে আসছে। গত এক বছর হয় সেখানে নতুন ফরেষ্ট অফিস স্থাপন করার ফলে তাদের আবাদী জমি—টিলাগুলি ফরেষ্টের অন্তর্ভুক্ত করে জনসাধারণের মনে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে—তাদের বাঁচার পথও আর নাই। আমি জানি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মন্ত্রীরা, রুলিং পার্টির সদস্যরা বার বার এই কথাই বলে থাকেন যে স্পেসিফিক কেইস যদি আপনারা আমাদের কাছে দেন তাহলে আমরা তদন্ত করে দেখব। আমি জানি অম্পি এলাকার…মরসুম পাড়া, তুইবাংলাই জমাতিয়া পাড়া এবং অম্পি বাজার এই মধ্যবর্ত্তী এলাকাগুলি দীর্ঘদিন সেখানকার জনসাধারণ চাষাবাদ করে ফসল ভোগ

করে আসছিল। ইদানিং সেখানে ফরেষ্ট এক্সটেনশান করে নতুন করে প্লেনটেশান করার নাকি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যার ফলে ঐ এলাকার মানুষ ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টকে জানিয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন উত্তর নাই। অথচ এখানে বলা হয়, এই এসেম্বলিতে বলা হয় যে স্পেসিফিক কেইস আমাদের কাছে দিন আমরা ইনকোয়ারী করে দেখব, কিন্তু কোন ইনকোয়ারী করে দেখছেন না। কারণ, আমরা জানি ইনকোয়ারী করার প্রয়োজন উনারা করেন না। এই বুভুক্ষু জনসাধারণ, এই গরীব জনসাধারণ স্পেসিফিক কেস বললেও এনকোয়ারী করে দেখছেন না, কারণ আমি জানি এনকোয়ারী করার প্রয়োজন মনে করেন না। গরীব জনসাধারণ এই যে গরীব লোকেরা তারা দাম পাক, বেঁচে থাকুক তারা তা চান না। বড় গলায় তাঁরা বলবে যে তাঁরা গরীব দরদী, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমার এলাকায় যান, অনেক গরীব কৃষক আছে, ভূমিহীন কৃষক আছে, দীর্ঘদিন ধরে ফরেষ্ট এলাকায় আবাদ করে আছে, ফসল উৎপাদন করছে, সেই সমস্ত জায়গা ফরেষ্ট এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, লাউগাঙ, অম্পি এবং হাওয়াইবাড়ী, তেলিয়ামুড়া, তদুপরি আমার ভাল করে জানা আছে, যে তেলিয়ামুড়ায় গামাইটিলা মহারাজার আমল থেকে আবাদ করে আসছে, কিন্তু ফরেষ্ট এলাকা থেকে সেটা রিলিজ করা হচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা কি বুঝব ? আমরা কি বুঝব যে তাঁরা জমি দিতে চায় গরীব জনসাধারণকে ? তাঁরা তা চান না, কারণ তাঁরা ধনী লোকের, পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং তাদের রক্ষা করতে চায়, গরীবদের জন্য যে আইন, সেটাকে ভায়লেট করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়, কিন্তু গরীব কৃষক সাধারণ এক বোঝা লাকড়ি ফরেষ্ট এলাকা থেকে যদি কেটে নিয়ে আসে, তাকে জরিমানা করা হয়। এর ভিতর দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে এই কংগ্রেস সরকার ধনীদের রক্ষক এবং ধনীদের সার্থটা বড় করে দেখবে। তারপর উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা ঘটনা আমি এখানে বলতে চাই, গত সেশানে এখানে আমার একটা প্রশ্ন ছিল অম্পি এলাকায়—( কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৪০ ) ১৯৭২ পর্যন্ত কতজন লোককে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, উত্তরে পেয়েছি ১২৭ জনকে। তারপর আমি প্রশ্ন করেছিলাম তারা জমি পেয়েছে কি না, এবং ট্রাইবেল মন্ত্রী বললেন যে জমি পেয়েছে এবং তাদের নামে তৌজি দেওয়া হয়েছে—এখানে তিনি বলেছেন কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আমি জানি যে ১৯৭২ সনে যাদের জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, তারা জমি পেয়েছে কি না উনাকে চ্যালেঞ্জ করছি, চলুন আমার সংগে দেখে আসি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তাই আমরা দেখছি যে তাঁরা কথায় যতই বলে থাকুন না কেন যে গরীব কৃষকদের জমি দেব, কিন্তু গত ২৫ বছরে তারা গরীব কৃষকদের জমি যত পরিবারকে দিয়েছে, বিস্তীর্ণ এলাকা ফরেষ্ট একস্টেনশান করে আরও বেশী এলাকা থেকে গরীব কৃষকদের উচ্ছেদ করে দিচ্ছে। সেইজন্যই আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার** :—শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ।

**শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ** :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সামনে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য যে রিজুলুশান এখানে এনেছেন, আমি তাঁর সম্পূর্ণ বিরোধীতা করি। কারণ, আমি মনে করি যে আমার অন্য দলের সদস্য বলে বিরোধীতা করছি তা নয়, যেহেতু আমার দলের নয়, সেইজন্য বিরোধিতা করছি তা নয়, ভাল কাজ করুন, তাহলে বিরোধী পক্ষ বললে প্রশ্ন

নয়, আমরা তা সমর্থন করব। কিন্তু এই যে রিজলুশান এনেছেন, জুমিয়াদের, ভূমিহীনদের জমি দেওয়া, এই যে রিজলুশান, উত্থাপন করা হয়েছে এই চিন্তা ত্রিপুরাতে আজকে নূতন নয়, আমাদের সরকার অনেক বছর আগে থেকে এই চিন্তা করছেন। আমাদের ত্রিপুরাকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হবে, অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে উন্নত করতে হলে আমাদের এই ত্রিপুরার যে ভূমিহীন কৃষক, যে শ্রমিক আছে, তাদেরকে কিভাবে সুষ্ঠুভাবে, সুন্দরভাবে তারা জীবন যাপন করতে পারে, তাদের কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই চিন্তা আমাদের সরকার অনেক আগে থেকেই চিন্তা করছেন। উনারা সেটা জানেন, যদিও এখানে সেটা অস্বীকার করেছেন। আমরা জানি আমাদের সরকার অনেক আগে একটা কমিটি করেছেন, সেই কমিটির মাধ্যমে ইতিমধ্যেই সমস্ত ত্রিপুরায় আমিন দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, পাহাড়ে কন্দরে ভূমিহীনদের একটা তালিকা তৈরী করেছেন, কতজন ভূমিহীন-গ্রামে আছে, কতজন ভূমিতে আছে, বেনামিতে যারা জমি দখল করে আছেন, তাদের মাথা পিছু কার কত জমি আছে, তার একটা হিসাব করছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কিন্তু একটা কিছু সুন্দর জিনিষ, একটা ভাল কাজ, করতে হলে তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়। এটা একটা লোকের সমস্যা নয়, এটা শত শত মানুষের হাজার হাজার মানুষের সমস্যা, সেই সমস্যা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ঠিক নয়। কারণ, প্রতিটি মানুষের বাঁচার অধিকার আছে, গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি, সবারই খেয়ে পড়ে বাঁচার অধিকার আছে, সবারই গৃহে থাকার সমান অধিকার আছে, সেকথা আমাদের সরকারের স্মরণ আছে, তাই এই হাউসের সামনে যে রিজলুশান এসেছে, তার অর্থ হয় না। আমাদের অর্ধ শিক্ষিত মানুষকে বিপথে চালানোর জন্য, মন্ত্রীর বিপক্ষে বলে জনসাধারণের কাছ থেকে হাততালি নেবার জন্য এই প্রস্তাব এখানে এনেছেন। আমার এলাকায় তিনি গেছেন, জমির সেখানে খোঁজ খবর করেছেন এবং ইতিমধ্যে সার্ভে করেছেন, কোন এলাকায় কত খাস জমি আছে, কতজন উপজাতি, কতজন জুমিয়া, কতজন গৃহহীন কৃষক আছে, শ্রমিক আছে, সেইসব মন্ত্রী দেখেছেন, এবং তাদের সম্পর্কে চিন্তা করেছেন। একটা কমিটি আছে, সেই কমিটির মাধ্যমে ইতিমধ্যে ভূমিহীনকে ভূমি দিয়েছেন এবং ১৫ আগষ্টে ঈশানচন্দ্রনগর অনেক ভূমিহীন কৃষক ভূমি পেয়েছে এবং তাদের পরচাও দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে আমাদের সরকার সম্পূর্ণ সচেতন এই বিষয়ে এবং সজাগ। তাঁদের এটা নেই সেটা নেই, এই হাহাকার তাঁদের নিজস্ব সৃষ্টি এবং এটা মানুষকে প্রবঞ্চনা মাত্র কাজেই যেই রিজলুশান এখানে এসেছে, সেটার কোন ভিত্তি নেই। হাউসের সামনে উনারা যেভাবে সরকার পক্ষকে গালাগালি দিচ্ছেন, যেভাবে উনারা অন্যায় ভাষা ব্যবহার করেছেন, তার অর্থ আছে বলে মনে হয় না। উনারা এখানে এসেছেন জনসাধারণের দায়িত্ব নিয়ে, উলঙ্গভাবে উনারা নাচানাচি না করে কি করে সমস্যার সমাধান করে ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়া যায়, বাস গৃহ দেওয়া যায়, তার একটা সমাধান করার জন্য সচেষ্ট হন, কিন্তু তা না করে আমরা দেখছি উনারা নিত্যই মিছামিছি লাফালাফি করছেন, তাতে কোন কিছু যায় আসে না। ত্রিপুরাতে আজকে খরা পরিস্থিতি নিয়ে আমরা চিন্তা করছি, আমার সরকার চিন্তা করছেন কিভাবে খরার সমস্যা সমাধান করা যায়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই খরা সরকারের হাতে সৃষ্ট নয়, এই খরা ভগবানের, এটা বলতে হবে আমাদের অদৃষ্টে ছিল এই খরা। শুধু ত্রিপুরাতেই নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন

রাজ্যে এই খরা হয়েছে। এই খরা কিভাবে মোকাবিলা করতে হবে এবং এই খরা মোকাবিলা করার জন্য আমাদের সরকার কি দ্রুত কাজ নিয়েছে, আমরা দেখেছি মাত্র ১১ মাসে কি না করেছেন, একদিকে ওভারফ্লো করেছে, ডীপ টিউব ওয়েল বসানোর চেষ্টা করেছেন, কৃষকদের ঋণ দেওয়ার চেস্টা করেছেন, গ্রামীণ কৃষকদের কৃষি প্রোগ্রামের মাধ্যমে কাজ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন. আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করব, আপনারা এই বিষয়ে কি সরকারকে সহযোগিতা করেছেন? আমি একজন গ্রামের এম, এল, এ, সুতরাং গ্রাম সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আছে, পাহাড়ি অঞ্চলে ঘুরার অভ্যাস আমার আছে। বাইখুড়া যেখানে নিশিবাবু বলেছেন যে উনারা নারী বাহিনী তৈরী করেছেন, আমি বলব সেটা নকল নারী বাহিনী, কারণ সেই নারীরা যদি তাদের জানত তাহলে তারা সেই নারী বাহিনী করতেন না। তবে আমরা জানি সেই নারী বাহিনী কোন কাজে আসবে না। সেখানে তারা নারী বাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন, নকল নারী বাহিনী। আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের মত যদি নারীরা হতেন তাহলে তারা নারী বাহিনী করতেন না। কারণ, আমরা জানি তাদের সে কথা কোন কাজে আসবে না। তারা নানা অজুহাতে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে রেখেছেন। কারণ তারা জানেন, যেখানে গ্রাম, যেখানে পাহাড়ী এলাকায় যে সব মহিলারা আছেন তারা শুধু রান্না বান্না নিয়ে, ছেলে মেয়েদের যত্ন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কাজেই বাহির জগত সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা খুবই কম। তাই, তারা তাদের কাছে বলে এইটা দিচ্ছে না ঐটা দিচ্ছে না, তোমরা অকুকল আইও, এইভাবে কর, হেইভাবে কর। কিন্তু আমি বলবো সবগুলি অসত্য কথা। উনাদেরকে ঠিক ভাবে বুঝিয়ে বলেননি। আসল অবস্থাটা কি। হয়তো উনারা বলেন যে হ্যাঁ, দেখ মা তুমি তো উপাস কর, এই তোমার পুলামাইয়া উপাস আছে, তুমি আমাদের সঙ্গে গেলে অনেক টাকা পাবে, চল আমাদের সঙ্গে। আমার মনে হয় যে উনারা এই সব কথা বলে এইভাবেই ওদেরকে আনেন মাননীয় স্পীকার স্যার।

**শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :**—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি যেভাবে কথাগুলি বলছেন মনে হয় ব্যংগ করে বলছেন।

**শ্রীমতী লক্ষী নাগ :**—সেটা ব্যংগ নয়, কারণ ট্রাইবেল মিনিষ্টার যখন আমাদের এলাকায় গিয়েছিলেন, তখন আমি ট্রাইবেল মেয়েদেরকে এইভাবেই বক্তৃতা দিয়েছি, আমি সেইটা ফিল করি কারণ ত্রিপুরীদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে, উনারা যেভাবে বাংলা বলেন ঠিক সেইভাবে বললে তারা একাত্ম হয়ে উঠেন।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :**—ঠিক আছে আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

**শ্রীমতী লক্ষী নাগ :**— মাননীয় স্পীকার, আমি দেখেছি, কারণ আমার এলাকাতে যে ট্রাইবেল এলাকা আছে, ৩/৪টা এলাকা আছে, সেখানে আমি ঘুরেছি। সত্যিই গ্রামে যে সব লোক এবং উপজাতি ভাই বোনেরা আছেন, সত্যিই তাদের অদ্ভুত তাদের মন। তাদের সাথে যদি আমরা মিশি তবে বুঝতে পারবো তারা কত সরল। তারা আমাদের মত এত জটিল বুঝেন না, এত সমস্যা বুঝেন না। তাই আমার মনে হয় উনারা গিয়ে বলেন, চল তোমরা জি, আর...দাদন পাবে ইত্যাদি। কারণ আমি জানি আমি যখন ঘুরেছি সেই জায়গায় তারা আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন, এলাকা

এলাকায় তারা আমার সঙ্গে ঘুরেছেন, খোলাখুলিভাবে বলেছেন কোথায় রাস্তা হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে না, কি সুবিধা অসুবিধা আমাকে স্পষ্টভাবে বলেছেন। উনারা আমাকে সরল শান্তভাবে বলেছেন। তাই আমি বলছি উনারা যেভাবে অহেতুক সমস্যার কথা বলেছেন, তারা সমাজে একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছেন আমি মনে করি।

**শ্রীঅজয় বিশ্বাস** :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উনি কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না। মনে হয় আসল বক্তব্যের কাছে না গিয়ে অপ্রাসংগিক কথাই বলছেন।

**শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ** :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী সদস্য এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন তা নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা এইটা চিন্তা করলে সহজে বুঝতে পারি। উনারা জনসাধারনের কাছে গিয়ে এইভাবে অপপ্রচার করেন এইটা জনসাধারণের পক্ষে খুবই খারাপ। কাজেই এই প্রস্তাবকে আমি বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার** :—শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

**শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত** :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এখানে যে রিজিউলিশান এনেছেন তার মধ্যে নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের সরকার ভূমিহীনদের এবং ভূমিহীন কৃষকদের ভূমি দেওয়ার কথা অনেক আগেই চিন্তা করেছেন। তাই মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। ৪৬ নং ধারাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে তপশীলি জাতি ও উপজাতি এবং উদ্বাস্তু ব্যক্তি রেকে কৃষি শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য আমার সরকার পরিকল্পনাধীনে একটি প্রকল্প নিয়েছেন। ১৯৭২-৭৩ সালের মধ্যে ৩০০ ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার লক্ষ্য মাত্রা স্থির হয়েছে। এর জন্য ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। ঐ অর্থ থেকে পূর্ব্ববর্তী আর্থিক বৎসরে পুনর্বসতি প্রদত্ত ভূমিহীনদের মধ্যে দ্বীতিয় দফায় টাকা দেওয়া হবে। ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরে কিছু সংখ্যক ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার আশা করা হচ্ছে। কাজেই রাজ্যপালের এই ভাষণের মধ্যে দেখা যায় যে সরকার এই ব্যাপারে চিন্তা করছেন কি করে সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়। তথাপি উনারা একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রস্তাব এখানে এনেছেন, আমি তার বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী বলছেন, আমরা সমাজতন্ত্রের নতুন ধারা নিয়েছি, ভূমিহীনদের ভূমির কোপ দিতে হবে, সাধারণ মানুষ যারা সমাজে আছেন তাদের কথা আমাদের প্রথমেই চিন্তা করতে হবে। কাজেই এখানেও সমাজতন্ত্রের আভাস আছে। আমরা যদি সমাজতন্ত্র চাই, যারা গৃহহীন লোক যারা গাছতলায় ঘুমান তাদের জন্য পুনর্ব্বাসন দেওয়ার চেষ্টা এবং পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন এবং উনিও এইটা স্বীকার করেছেন। সে জন্য আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাই। উনি আবার বলেছেন আজকে বন সম্প্রসারণ করে আমরা সমস্ত ভূমিকে কুক্ষিগত করেছি এবং বন বিভাগ একটা রাক্ষসের চেহারা নিয়েছে। উনি হয়তো জানেন ত্রিপুরার অর্থনীতি একদিকে যেমন কৃষির উপর নির্ভর করে, আবার অন্যদিকে বন সম্পদের উপরেও নির্ভর করে। বন সম্পদের যদি বিকাশ না ঘটে তাহলে ত্রিপুরাতে অর্থনীতির বুনিয়াদ গড়ে

উঠবে না। এই বন বিভাগ শালবাগান, সেগুনবাগান, রবার বাগান ইত্যাদি বাগান করে আমাদের টাকার আয়ের একটা পথ করে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে ত্রিপুরার অর্থনীতি আরও সুদৃঢ় হবে এতে উনারা আপসোষ করছেন। গতকাল বন বিভাগের উন্নয়ন মন্ত্রী বলেছেন কৈলাসহর এবং ধর্মনগরের এলাকায় প্রায় তিন শো হাজার হেক্টরের উপর জমি ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বিলোনীয়াতে মুহুরীপুর রিজার্ভ এলাকায় বিস্তীর্ণ এলাকা ভূমিহীনকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এই যে সরকারের প্রচেষ্টা যে প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য উনারা হয়তো যারা জোতদার ছেলেকে, ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়ার জন্য যে জমি দেওয়ার জন্য রাখা হয়েছে সে জমিতে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছেন। এমন দুর্নীতির রিপোর্ট আমার কাছে আছে। রাইমাতে এইরকম হয়েছে। শর্মাতে যেখানে ভূমিহীনকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য জমি রাখা হয়েছে সেখানে অন্য লোককে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে C. P. I, (M) তারা সরকারের যে প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা আছে সেটাকে বানচাল করে দিচ্ছে। আমি জানি না তাদের উদ্দেশ্য কি। রাজনীতি আমরা করি, কিন্তু রাজনীতি করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মুখের ভাত কেড়ে নেব এ হতে পারে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়ার কথা নিয়ে ব্যঙ্গ করার কি যুক্তি আছে আমি জানি না। নারী বাহিনীর যে কথা বলা হয়েছে তারা গর্জির নারী বাহিনী নয়। C. P. I. (M) তারা বাইরে থেকে এসেছে। সেই নারী বাহিনীকে বাইরে থেকে এনে গর্জির লোকের বাধা সত্বেও একরের পর একর রাবার বাগান ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে যা নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের একটা বড় সম্পদ। আজকে একটা শিল্প গড়ে উঠতে পারত সেই রাবার দিয়ে। মাননীয় উপধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে তারা বলেছেন ২৫ বছরেও আমরা ভূমিহীনকে ভূমি দিতে পারি নি। এটা সত্যি নয়। আমরা ভূমি দিয়েছি, হাজার হাজার একর ভূমি দিয়েছি। এই বছর আরও ব্যাপকভাবে সার্ভে করা হচ্ছে। তাই আজকে আমরা যেটা করতে যাচ্ছি সেটা নিয়ে বাইরে ঢাক ঢোল পেটানো হচ্ছে। কিন্তু আমার সরকার সজাগ। সেজন্য রিজলিউশনের দরকার হয় না। আপনারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, আপনাদের এলাকায় গরীব আছে, আমাদের এলাকাতেও গরীব আছে। আমরা গরীবের দুঃখ বুঝি, ভূমিহীনের দুঃখ বুঝি। আমরাও তাদের জন্য কিছু করতে চাই। এই প্রচেষ্টাকে আপনারা রিজলিউশন নিয়ে নয়, আমাদের সংগে সহযোগিতা করে আমাদের প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলুন।

**Mr: Deputy Speaker** :—Hon'ble Minister to reply

**Shri Kshitish Ch. Das:**—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী আজকে হাউসে যে রিজলিউশন এনেছেন তার আমি বিরোধিতা করছি। কেন বিরোধিতা করছি তা হাউসের সামনে আমি তুলে ধরছি। তারা সবসময়েই আন্দোলন প্রিয়। এখন আন্দোলনের বাজার আর জমছে না। কাজেই একটা কিছু করা চাই। তারি একটা চেষ্টা মাত্র। মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী মহাশয় বরাবরেই উল্লেখ করেছেন যে তিনি অবাক হয়ে যান। তিনি কথায় কথায় অবাক হয়ে যান। তিনি বলছেন যে যেখানে খুশী সেখানেই নাকি রিজার্ভ করা হচ্ছে। কিন্তু রিজার্ভ যখন করা হয় তখন তা খুশীমত করা হয় না। তার জন্য বন দপ্তরের

একটা নিয়ম কানুন আছে। বন যখন সংরক্ষিত করা হয় রাজ্য সরকার ভারতীয় বন আইনের ৪নং ধারা অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে রিজার্ভ ফরেষ্ট সংরক্ষণের প্রস্তাব করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন এবং এই আইনের ধারামতে ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার নিয়োগ করেন। তারপর ভারতীয় বন আইনের ৫ নং ধারা মতে নুতন কোন স্বত্ব অর্জ্জনের উপর স্বভাবতই বাধা উত্থাপিত হতে পারে। সেজন্য ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার ৬ নং ধারা মতে ঐ বিজ্ঞাপিত জায়গাতে দাবী ও স্বত্ব আনবার জন্য এবং ইহার ফলাফল ও তাৎপর্য্য বুঝিয়ে ঘোষণা প্রচার করেন। ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার ৭ নং ধারা মতে ঐ দাবী বা স্বত্ব তদন্ত করেন এবং ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৬ নং ধারার বিধানমতে ঐ স্বত্ব দাবীগুলি পর্যালোচনা ক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে ১৭ নং ধারা মতে আপীল দায়ের করা যায়। যখন ৬ নং ধারা মতে নির্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া যায় এবং কোন দাবী থাকিলে যখন ঐসব দাবী ৯ নং এবং ১৭ নং ধারা মতে নিষ্পত্তি হইয়া যায় তখন ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের সুপারিশমত ভূমি অধিগ্রহনান্তে সরকারে ন্যস্ত হয়। তখন রাজ্য সরকার ভারতীয় বন আইনের ২০নং ধারা মতে ঐ জমিকে নির্দিষ্ট তারিখ হইতে রিজার্ভ ফরেষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। কাজেই যদৃচ্ছা আমরা করি তা নয়। এমনও হয় যে রিজার্ভ ফরেষ্ট যখন প্রপোজ করা হয় সেখানে যে লোক থাকে না তা নয়। সেই সমস্ত লোকের আবেদন-ক্রমে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়। এইসব বিচার বিবেচনা করার পরেই বন সংরক্ষিত করা হয়। মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী বলেছেন বনের মধ্যে আম গাছ আছে, কাঁঠাল গাছ আছে। এমন কোন যুক্তি নেই যে বনের ভেতর আম কাঁঠাল গাছ থাকবে না। সেটা থাকে আপনারাও জানেন, আমরাও জানি। কাজেই এটা কোন যুক্তি নয়। এইগুলি যথেষ্ট বিবেচনা করার পরেই রিজার্ভ ডিক্লারেশান দেওয়া হয়। এই যে বলেছিলাম ধান ভানতে শীবের গীত। তারা রিজলিউশান সম্পর্কে বলতে গিয়ে চলে গেছেন লবন হ্রদে ৪০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, এই সমস্ত কথায়। ৪০ লক্ষ টাকা কেন? তার বেশীও হতে পারে। আপনাদের যখন কনফারেন্স হয় তখন কি বিনা খরচে হয়? বিনা খরচে হয় না। কাজেই যখন আন্দোলন জমাতে পারছেন না তখন এই সমস্ত কথা বলছেন। যখন কংগ্রেস ক্ষমতায় এল তখন ভূমি-হীন আদিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এক শ্রেণীর আদিবাসীকে তারাই বিভ্রান্ত করেছেন। কারণ, তাদের দলত্যাগ করে যারা আসছে তারা আমাদের কাছে বলছে কেন তারা জুমিয়া পুনর্বাসন নিল না। তারা বলেছে যে তাদের আর্থিক অবস্থা যদি একটু ভালর দিকে চলে তা হলে তারা কম্যুনিষ্টের দিকে থাকবে না, এটা কম্যুনিষ্টরা বুঝতে পারত। তাই তারা বলেছেন যে ঐ আদিবাসীরা যে বুর্জোয়া ব্যবস্থাতে বিশ্বাস না করে। কাজেই তারা এই নীতি চালাচ্ছেন। এই যে নারী বাহিনীর কথা মাননীয় সদস্য চন্দ্রশেখর দত্ত বলেছেন, যারা রাবার গাছ ধ্বংস করেছে সেটাও এই দলেরই প্ররোচনায়। রাবার বাগানের যদি সৃষ্টি হয় তা, হলে তার দ্বারা কলকারখানা সৃষ্টি হবে, ফ্যাক্টরী হবে, তাতে আমাদের ত্রিপুরার লোক কাজ করতে পারবে। ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। কিন্তু ঐ নারী বাহিনী সেইগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ঐ নারী বাহিনীও ঐ এলাকার নয়। এরা অন্য জায়গা থেকে এসেছে। তারা যেখানেই বলবেন ভূমিহীনকে ভূমি দিতে হবে, সেই জায়গাতেই যে তাদের পুনর্বাসন দিতে হবে তা নয়। সরকার

চেষ্টা করছেন ভূমিহীনকে যেখানে উপযুক্ত খাস জায়গা পাওয়া যায় সেখানে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে এস; ডি, ও'দের তরফ থেকে প্রস্তাব মত সেখানেই তাদের বসানো হবে। তাদের জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে কারণ, সরকার চেষ্টা করছে ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া বজন্য যেখানে উপযুক্ত খাস জায়গা আছে রিহেবিলিটেশান দেওয়ার জন্য যদি রেভিনিও ডিপার্টমেন্ট বা এস, ডি, ও'র কাছ থেকে কোন প্রস্তাব আসে তখন ভূমিহীনকে—সত্যিকারের যদি ভূমিহীন হয় তাহলে রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যেও আমরা জমি দিয়ে থাকি—আমরা একজনকেও ছেড়ে দেবনা, ভূমি দেব। রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকেও প্রয়োজন হলে দেওয়া হবে। ভূমিহীনদের জন্য যদি ডিষ্ট্রীক ম্যাজিষ্ট্রেটদের বা এস, ডি, ও'র কাছ থেকে প্রস্তাব আসে তখন ভূমিহীনদের রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকেও এই জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়—তার পরিমান ৪০—৪৫ একর করে পর্য্যন্ত ছেড়ে আসছে। গতকালও আমি বলেছি ৩,১১৮ হেক্টর জায়গা ধর্মনগর সাব-ডিবিসানে ছাড়া হয়েছে। কাজেই ভূমিহীনদের উদ্দেশ্য-মুলক ভাবে রিজার্ভ ফরেষ্টের ভিতর ঢুকিয়ে আন্দোলন করার জন্য রিজোলিউসান আনলে চলবে না। আসলে আমরা চাই একটা কলোনী করে একটা কম্পেক্ট এরিয়াতে তাদের পুনর্ব্বাসন দিতে, যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, জল সেচের সুবিধা ইত্যাদি ব্যাপারে সুবিধা করা যায়—কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হবে সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন যাতে না হয়, কারণ তা না হলে আন্দোলন করা যাবে না। সেই জন্য বিচ্ছিন্ন করার জন্য এই রিজোলিউসান আনা হচ্ছে মাননীয় সদস্য বুলু কুকী মহাশয় বলেছেন স্পেসিফিক কেইস দেওয়া হলেও কোন ইনকোয়ারী করা হয় না—আমি জানিনা তিনি কোন কেইস যদি দেওয়া হয় আমি ইনকোয়ারী করব। কিন্তু আসলে বিরোধীতা করতে হবে—আসল কাজে ঠন ঠন, স্পেসিফিক কিছু না বললে ইনকোয়ারী করব কি করে—আপনারা নজির দিতে পারেন নাই স্পেসিফিক একটাও বলেন নাই, শুধু বলেছেন দিয়েছেন ( গণ্ডগোল )......আর মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা একটা কথা বার বার বলেছেন যে আমরা কংগ্রেসীরা ধনীর দালাল, কিন্তু উনারা হলেন গরীবকে আরও গরীব করতে হবে সেই দালাল—কারণ গরীব না থাকলে দল করা যাবে না। তবে আমরা সরকার পক্ষ থেকে পুনর্ব্বসতির জন্য বরাবর চেষ্টা করে আসছি, এখনও করছি তবে সমস্ত সমস্যার সমাধান এক দিনে হবে না। যখন প্রয়োজন হয় বন দপ্তর থেকে ছাড়ছে এবং ছাড়বে। ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট থেকে বা রেভিনিও ডিপার্টমেন্ট থেকে খাস জায়গাতে ভূমিহীনদের রিহেবিলিটেশান দেওয়ার জন্য প্রস্তাব আসে এবং সাব-ডিভিসানে যদি খাসের জায়গা না থাকে—দরকার হলে রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকেও আমরা জায়গা দিয়ে থাকি। তবে মানুষ রিজার্ভ-এর ভিতর বসলে তাদেরও অসুবিধা হবে, ভবিষ্যতে নানান অসুবিধার সৃষ্টি হবে বলেই একটা কম্পেক্ট এরিয়ার মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কাজেই এই সব যে রিজোলিউশান এবং যা বলা হয়েছে এইগুলি আদৌ ঠিক নয় এবং এর মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে পাই না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে এর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার :**—ডিস্কাশন ইজ ওভার।

**শ্রীসমর চৌধুরী :**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়......

**মিঃ স্পীকার :**—পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

**শ্রীসমর চৌধুরী :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী পক্ষের সদস্যরা অনেকে অনেক কিছু বলছেন.........

**মিঃ স্পীকার :**—চিফ মিনিষ্টার বলবেন।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এনেছেন সেই প্রস্তাবের কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। ছিল না এই কারণে বলছি—আমরা যখন এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সুরু করেছি এবং মাননীয় সদস্য নিজেও স্বীকার করেছেন যে পত্র পত্রিকায় দেখেছেন যে ভূমিহীনদের জায়গা দেওয়া হচ্ছে, জমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে, ফরেষ্টের জায়গা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, এটা মাননীয় সদস্য যখন নিজে স্বাকার করে নিয়েছেন তখন এখানে এই ধরণের প্রস্তাব আসার যৌক্তিকতা ছিল না। তবে এই প্রস্তাবের অর্থ যদি এই হয়ে থাকে যারা বে-আইনীভাবে খাস জমিতে বসে আছে, তাদের প্রথমেই দিতে হবে তাহলে সোজাসুজি উত্তর আমি বলতে পারি সবাইকে দেওয়া যাবে না। কারণ প্রতিটি কেসে আমরা দেখছি যে এর মধ্যে কোন মোরট আছে কি না। আমরা অনেকগুলি ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখেছি যাদের জায়গা অন্যত্র রয়েছে তাদের আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে খাসের জমিতে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি জানি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কিছু খবর রাখেন কি না—যদি না রাখেন তাহলে বলব যে এক চক্ষু হরিণের দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয় এই রকম যেসব ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে জন ধনী আছে অনেক জোতদার আছে যাদের জমি রয়েছে অন্যত্র সেইসব মালিকরা তাদের নিজেদের দালাল দিয়ে খাসের জমিতে বসিয়ে রেখেছে। তাহলে মাননীয় সদস্যের ইচ্ছা কি যে তাদেরও সেখানে জমি দিতে হবে। যদি মাননীয় সদস্যদের মনে এই প্রশ্নটা এসে থাকে যে সবাইকে জমি দিতে হবে তাহলে অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলতে হবে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরাও ধনীর দালাল হয়ে যাবে। আমরা ধনীর দালাল এই কথা শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। সেটি একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার। তাদের ভিতর কারা এই ধরণের ব্যাপারকে সমর্থন করে যাচ্ছে। আজকে এ কথা আমি বলতে পারি এটা হাউসের সামনে বলতে পারি—ষ্টেটমেন্ট করছি যে ভূমিহীন যারা তাদের হোমষ্টেড ল্যাণ্ড দিচ্ছি—১৯৭৩ সনের মধ্যে আমরা কমপ্লিট করে দেব—তাদের জায়গা দেব ১৯৭৩ সালের আগষ্টের মধ্যে—এটা ঘোষণা, এটা আমাদের পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা আমরা কার্য্যকরী করার চেষ্টা করব। আমরা ১৯৭৩-এর আগস্টের মধ্যে কমপ্লিট করব এটা আমাদের পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা মত আমরা কাজ করব। যেমন আপনারা দেখেছেন এর পূর্বে আমরা যা বলেছি, তা আমরা পরিপূরণ করেছি। আমরা যতটুকু পারব, ততটুকুই বলি এবং ততটুকুই করার চেষ্টা করি। একটা মাত্র অনুরোধ করব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যরা যাতে ঐ কাজের মধ্যে বাধার সৃষ্টি না করেন। একথা বলতে হচ্ছে এই জন্যে যে অনেক মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা নাকি মারী বাহিনীর সৃষ্টি করে এখানে বাবারের চাষ বন্ধ করে দিচ্ছেন। এই যে অভিযোগ হয়েছে, সেটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বলছেন, হাউসের সামনে যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই তাদের অভিজ্ঞতা আছে এবং তার মধ্যে সত্যতা রয়েছে। একদিকে আমরা বলব বেকার সমস্যার

সমাধান করুন, রাবার কারখানা গড়ে তুলুন, এখানে পাটের কল গড়ে উঠুক, কাগজের কল গড়ে উঠুক, বেকার সমস্যা সমাধান করা হউক, আর অন্যদিকে আমরা বলব যে এখানে ফরেষ্ট থাকবেনা, সকলকে জমি বন্দোবস্ত দিয়ে দাও, তাহলে আমরা কোনটা করব স্পেসিফিক করে বলে দিতে হবে। আপনারা বক্তব্য রাখতে পারেন, তাতে বাধা নেই, কিন্তু কাজের মধ্যে যদি বাধার সৃষ্টি করা হয়, বা কাজকে পণ্ড করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে আমাদের বুঝতে হবে প্রকৃত পক্ষে আপনারা কাজ চান কি না? আমরা জানি যে এখানে যদি রাবার-এর চাষ করতে পারি তাহলে রাবারের কারখানা গড়ে উঠতে পারে, বেকার সমস্যার কিছুটা সমাধান আমরা করতে পারব। কাজেই যত নারী বাহিনীই সৃষ্টি হউক না কেন, বিরোধী পক্ষের যত বড় অর্গেনাইজেশনই হউক না কেন, এখানে রাবারের চাষ হবে, ফরেষ্ট হবে এবং এই ফরেষ্টের মধ্য দিয়ে কারখানা গড়ে তুলার চেষ্টা করা হবে এটা কাজের কথা। এখানে এসে বক্তৃতা করার অর্থ এই নয় যে বিরোধী পক্ষের সদস্যারা যা খুশী বলতে পারবেন, যা খুশী সমালোচনা করবেন, বাইরে যেয়ে কাজে বাধার সৃষ্টি করবেন, আর আমরা সমস্ত কিছু মেনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকব, এটা হবে না—হতে পারেনা। আমরা বলছি বেকার সমস্যার সমাধান করতে চাই, আমরা বলছি ভূমিহীনকে জমি দেব, আমরা বলছি ভূমিহীন কৃষক আছে তাদেরকে আমরা জমি দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা বলছি খাস জমিতে যারা বসে আছেন তাদের অধিকার স্বীকার করে নেওয়ার জন্য মেরিট অনুযায়ী, আমরা বলেছি এবং আমরা ঘোষণা করেছি—এটাতো নতুন কথা নয়। আজকে এক বছর আগে পরিষ্কারভাবে একথা আমরা বলেছি। যদি তারা চোখ বন্ধ করে না হেটে থাকেন, মাননীয় সদস্যরা তাহলে দেখতে পাবেন প্রতিটি এলাকায়, প্রতিটি মৌজায় আজকে কাজ সুরু হয়েছে—ভূমিহীনদের কি করে জমি দেওয়া যায় তার একটা লিষ্ট করা হচ্ছে, এনকোয়ারী হচ্ছে, তারা যদি চোখ বুঁজে চলাফেরা করতে থাকেন তাহলে আমাদের বলার কিছু নেই। কারণ, আমাদের ভোট পেতে হবে, মানুষের কাছে আমরা কি বলব? আমরা বলব তোমাদের জন্য বিধান সভায় কি চীৎকারই না করেছি, আমাদের চীৎকারের ফলেই সব হয়েছে, অথচ এক বছর আগে যে কথা বলা হয়েছে, সেই অনুসারে কাজ সুরু হয়েছে, কাজ চলছে। যে সমস্ত জায়গা ফরেষ্ট রিজার্ভের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছিল, তার থেকে জায়গা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় সদস্যরা লক্ষ্য করে থাকবেন। এখন ফরেষ্টের ভিতর যদি দিনের পর দিন ঐ ফাঁক মত কাউকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে আমরা এ্যালাউ করতে পারব না। আমরা জানি ফরেস্টের কি দরকার। আমরা জানি আজকে খরার কথা বলা হয়েছে, চিৎকার করা হচ্ছে, বৈজ্ঞানিকরা কি বলবেন, টেকনিক্যাল ওপিনিয়ন কি হবে আমরা জানিনা, তার হয়তো একটা কারণ হতে পারে যে আমাদের বন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। জুমিয়া সেটলমেন্টের কথা বলেছেন। এক এক জন জুমিয়াকে এক জায়গায় সেটেলমেন্ট দেওয়া বা ১০ জনকে এক জায়গায় বসিয়ে দেওয়ার যদি প্রশ্ন তুলে থাকেন, তাহলে আমি বলব যে এতে করে জুমিয়াদের উপকার হবে না। এই ধরণের কাজ সুরু করার ফলে জুমিয়ারা টাকা পেয়েছে কিনা, তারা কাজ করতে পেরেছে কিনা, তাদের কাছে সমস্ত বেনিফিট পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে কিনা, একথাটা বিবেচনা করে দেখা দরকার। আজকে জুমিয়াদের নিয়ে খেলা করলে চলবেনা,

কারণ ওরা জুমিয়া। যেভাবে তারা জীবন যাপন করছে, ত'র থেকে তাদেরকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিয়ে আসতে হবে। যেখানে তারা শিক্ষা পেতে পারে, তাদের কাজের ব্যবস্থা করা যায়, জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, হাসপাতাল করে দেওয়া চলে, সেইজন্য তাদের নিয়ে বড় বড় কলোনী গড়ে উঠার প্রশ্ন। আজকে ফরেষ্টে কোথায় একটা জুমিয়া পরিবার আছে, তাকে আমরা জল দিতে পারিনা, তাকে আমরা হাসপাতাল দিতে পারলাম না, তাদের স্কুল দিতে পারলাম না, তারপর তাদের জন্য একদল উকালতি করবে, সেই উকালতির উপর নির্ভর করে আমাদের সরকার কাজ করবে না। ফরেষ্ট করতে চাই, ফরেষ্ট করব, কারণ ফরেষ্টের প্রয়োজনে তা আমরা করব। এবং এই ফরেষ্টের মধ্যে বেআইনিভাবে যদি দুই একটা ঘর থাকে, তাদের অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে—অন্য জায়গায় তাদের জন্য নিশ্চয়ই বন্দোবস্ত করব, তাদেরকে নিরাশ করবার প্রশ্ন নয়। আমরা কি চাই? আমরা জনপ্রতিনিধি হয়ে এই বিধান সভায় এসেছি, আমরা চাই জুমিয়াদের পুনর্গঠন করতে, কত তাড়াতাড়ি তাদের পুনর্বাসনের কাজ করা যায় এবং কতটুকু করতে পারা যায়। কারণ, আমাদের আর্থিক অবস্থা সীমিত। আমরা একদিকে গড়ে তুলার চেষ্টা করব, অপরদিকে যদি সেটাকে বানচাল করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সেটা তাদের পক্ষে উপকার হবে না। আমরা যদি সবাই এক যোগে কাজ করে যেতে পারি, তাহলে তাদের কাজটা তাড়াতাড়ি করতে পারব। আমরা যতটুকু করতে পারব, তার বেশী করে আমরা বলিনা। আমরা যা বলছি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করছি। আমাদের যে পরিকল্পনা রয়েছে, তার ব্যাখ্যা আপনারা শুনেছেন। ফরেষ্টের মধ্যে হাজার হাজার হ্যাক্টর জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে মানুষের স্বার্থে, ভূমিহীনদের স্বার্থে। এটা যদি কথা হয়ে থাকে বিরোধি দলের মাননীয় সদস্যদের যে ফরেষ্টের প্রয়োজন নেই, এই যদি মাননীয় সদস্যদের লক্ষ হয়ে থাকে যে রিজার্ভ ফরেষ্ট তুলে দেওয়া হউক, তাহলে আমি বলব যে একথা আমরা মানতে পারব না। আজকে সিভিলাইজড কানট্রি যেগুলি আছে, যাদের নামে উনারা বিগলিত হয়ে উঠেন, তারা কি কৃষিতে উন্নয়ন করছেন না, কৃষির উন্নয়ণের জন্য ফরেষ্টের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং ফরেষ্ট তারা নূতন করে করছে। রাশিয়া করছে, জার্মাণী করছে, সর্বত্র ফরেষ্টের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আজকে ত্রিপুরাতে বনসম্পদ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় ছিল, এই বন সম্পদের উপর মানুষকে লেলিয়ে দিয়ে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে সেই বন সম্পদকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এখনও যদি সেই বনসম্পদের কথা ভাববার দিন না এসে থাকে, তাহলে আমরা আগামী দিনের মানুষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি, সেটা চিন্তা করতে হবে। কাজেই আজকে যে প্রস্তাব এসেছে, সেটা না আসাই উচিত ছিল, যেহেতু এই প্রস্তাব আমাদের সরকার আগেই গ্রহণ করেছে এবং বাস্তবায়িত করার জন্য সামগ্রিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি, এবং তাকে রূপায়িত করার কাজ চলছে, আমি বিশ্বাস করি যদি বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যদি এই কাজে সহযোগিতা করেন, তাহলে কাজটা আরও সহজ হয়ে আসবে। এই বলে রিজল্যুশানের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

**শ্রীসমর চৌধুরী :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য পরিষ্কার বক্তব্য আমি রেখে-ছিলাম, সারা ত্রিপুরার একটা বাস্তব চিত্র আমি ধরে তুলেছিলাম, কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি সরকার পক্ষের বিভিন্ন সদস্য, এমন কি বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, এমন কি মুখ্যমন্ত্রী পর্য্যন্ত এই বন প্রসঙ্গে না গিয়ে স্পষ্ট একটা রাজনৈতিক বক্তৃতা এখানে সুরু করেছেন হ্যাঁ, আমরা তাঁদের বক্তব্য এই সমস্ত শুনেও আমার প্রস্তাব এই বিধান সভায় রাখছি এবং রাখার সঙ্গে সঙ্গে এইটুকু বলতে চাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং সরকার পক্ষের সমস্ত সদস্যদের কাছে যে আপনারা দল করুন। আপনারা সহযোগিতার কথা বলেন আমাদের ? সহযোগিতার প্রশ্ন ? যে দল বিধান নগরে ৫ লক্ষ টাকা খরচ করে মন্ত্রীদের ঘর তৈরী করে, ঘরের সামনে কুঁড়ে ঘর করে, সামনে ঢেঁকী রেখে সহযোগিতা চায়, তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা ? আজকে ১৫০টি অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে গেল এবং তারপর অনাহারের মিছিল চলছে তারপর পত্র পত্রিকায় একটার পর একটা খবর ছাপা হয়েছে, সারা ভারতের পত্রিকাগুলি আজকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে আজকে তারা আমাদের বলছেন গোলমাল করবেন না। গোলমাল করে কারা। আজকে আমি সকালে একটা কাট মোশন এনেছিলাম, এই গোলমাল করছে বি, এস, এফ, গোলমাল করেছিল ১৫ তারিখে যে দিন গণ সত্যাগ্রহ চলছিল আর দেখছি হরতালের দিন ১৯ তারিখে আর আজকে গোলমাল দেখছি,—

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**—পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, মাননীয় সদস্য বি, এস, এফ সম্পর্কে যে কথাটা বলেছেন, এই সম্পর্কে বলেছিলেন মাননীয় স্পীকার যে তার রুলিংএ বলেছিলেন যে এইটা এ্যাক্সসেপ্ট করা হয় নি তার আগেই তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করেছেন। সেইজন্য বলা হয়েছে যে রুলিং দেওয়া হয়েছে এখানে সেখানে এই বিধানসভার প্রসিডিংসএর মধ্যে থাকতে পারে না এইটাকে এক্সপাঞ্জ করা হোক কিন্তু উনি এখানে যেভাবে কথাটাকে বলেছেন তাতে কিছু বিকৃত হয়ে যাচ্ছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :**—আপনি রিপ্লাই বলবেন, আপনি এই সমস্ত বলবেন না। পয়েন্টের উপর বলবেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী :**—আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দুটো ত্রিপুরা গড়ে উঠছে ওদের নেতৃত্বে। এক ত্রিপুরাতে একদিকে অনাহার, মৃত্যু এবং আর এক ত্রিপুরাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজপ্রাসাদের এক দিকে ফোয়ারার জল উঠছে অপরদিকে গ্রামে গ্রামে মানুষ জলের অভাবে গ্রাম ছাড়ছে, জলের অভাবে মানুষ তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছে। এই হচ্ছে ত্রিপুরা। গ্রামের যারা না কি অসহায় অবস্থায় পরে আছে, তাদের যে লড়াই, তাদের সে সংগ্রাম ওদের সমাজ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে, ওদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তার সঙ্গে আমরা আছি, এবং থাকবেও সেইটা, অবশ্যই থাকবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি বলেছেন সহযোগিতার কথা, আমরা যারা নাকি ১৫৯ জন লোক বুভুক্ষায় মারা গেল আজকেও স্বীকার করেন নি, যে সব ভূমিহীন অনাহারে মারা গেল এবং তারপরে যারা এই মৃত্যুর মিছিলে লাইন দিচ্ছেন সে সমস্ত যারা স্বীকার করেন না আজও এবং যারা বলেন যে অনাহার মৃত্যু কিছু হয়নি, না না তাদের সাথে আমরা হাত মিলাতে পারিনা, কোনদিন মিলাবও না। তাদের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করে

যাবই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যথেষ্ট যুক্তি সহকারেই আমি আমার প্রস্তাব এখানে রেখেছিলাম, আমি আশা করবো অনেক বক্তা বক্তব্য এখনও রাখেন নি, অন্ততঃ আমি তাদের কাছ থেকে আশা করবো যে তারা সকলে আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন।

**Mr. Dy. Speaker** :—The discussion is over. Now I put the resolution to vote for decision of the House. The question before the House is the resolution moved by Shri Samar Choudhury that,

'এই বিধান সভা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, যে সকল ভূমিহীন কৃষক খাস জমি এবং বন বিভাগের রিজার্ভভুক্ত জমি দখল করিয়া চাষাবাদ করিতেছে সেই সকল জমি দখল করে ভূমিহীনদের নিজ নিজ নামে বিনা নজরে অনতিবিলম্বে রায়তি স্বত্ব প্রদান করা হউক'।

Than the resolution is put to voice vote and lost.

Next resolution is of Shri Jitendra Lal Das. I call on Sri Das, to move his resolution.

**শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে প্রস্তাব এই হাউসে উত্থাপন করেছি সেইটা হল এই যে, এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে শিল্পের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার চরম অনগ্রসরতা এবং তজ্জনিত দুর্বিসহ বেকার সমস্যা সমাধান কল্পে সরকারী পুঁজিতে ত্রিপুরায় অবিলম্বে একটি পাট কল স্থাপন করা হউক।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে আমি এই কথা উত্থাপন করিতেছি না যে ত্রিপুরাতে সরকার এখন পাট কল বা কাগজের কল ইত্যাদি শিল্প স্থাপন করতে চান না। বরঞ্চ ত্রিপুরা সরকার এই বিধান সভায় প্রথম বাজেট অধিবেশনে বলেছেন যে তারা পাট কল সম্পর্কে চেষ্টা করছেন এবং এইবারের রাজ্যপালের ভাষণেও পাট কল এবং কাগজের কল ইত্যাদি সম্পর্কে তারা প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু আমার এই প্রস্তাবের বক্তব্য হলো এই যে ত্রিপুরা সরকার যে পদ্ধতিতে ত্রিপুরা পাটকল স্থাপনের চেষ্টা করছেন যেমন প্রাইভেট পুঁজির মারফতে অথবা সরকার এবং প্রাইভেট কোম্পানীর জয়েন্ট পুঁজিতে, জয়েন্ট সেক্টরের মারফতে পাট কল স্থাপনের যে চেষ্টা করছেন আমি সেদিক থেকে পাবলিক সেক্টর অর্থাৎ সরকারী পুঁজিতে পাট কল স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করার কথা বলেছি। আমি মনে করি প্রাইভেট সেক্টর অর্থাৎ প্রাইভেট পুঁজির মারফতে অথবা প্রাইভেট এবং সরকারী উদ্যোগে পাট কল বা যে কোন রকমের শিল্প স্থাপন ত্রিপুরার ক্ষেত্রে খুবই সম্ভাবনা কম। দৈবাৎ একটা কিছু হয়ে যাবে না এই কথা বলছি না। কিন্তু জেনারেলি বর্তমান সময়ে ত্রিপুরার মত অনগ্রসর রাজ্যে প্রাইভেট পুঁজিতে অথবা জয়েন্ট পুঁজিতে কোন শিল্প স্থাপনে সম্ভাবনা নেই। তার কারণ প্রাইভেট পুঁজি সম্পর্কে বক্তব্য হলো কাউকে কোনদিন পরামর্শ করতে হয় নি। কোন প্রাইভেট কোম্পানীকে শিল্প করার জন্য। কোন প্রাইভেট ক্যাপিটেল বা প্রাইভেট পুঁজি যদি মনে করে কোন রাজ্যে কোন স্থানে শিল্প স্থাপন করবে, তার মুনাফার সম্ভাবনা বেশী আছে তবে তারা নিজেরাই নিজেদের উদ্যোগে, নিজেদের মুনাফার খাতিরেই এই প্রস্তাব করে থাকেন। প্রাইভেট ক্যাপিটল

কোন শিল্প স্থাপনের সময়ে তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে ম্যাকসিমাম প্রফিট। সাধারণতঃ প্রফিট ঃসেই শিল্প স্থাপনের চেষ্টা করেন। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গড়পড়তা ম্যাক্সিমাম প্রফিট যদি কোন জায়গা না পায় তবে তারা সে জায়গায় তাদের পুঁজি নিয়োগ করতে রাজী থাকেন না। কোন কোম্পানী, বিড়লাই হোন, টাটাই হোন বা ডালমিয়াই হোন যে কোন প্রাইভেট কোম্পানীই হোন তিনি যখন কয়েক লক্ষ টাকা অথবা কয়েক কোটি টাকা কোন জায়গায় শিল্পে নিয়োজিত করবেন তখন তিনি বিবেচনা করবেন সে টাকা ভারতের কোন জায়গায় এই পরিমাণ টাকা শিল্পে নিয়োজিত করলে তার ম্যাক্সিমাম প্রফিট হতে পারে। ঠিক সেরকম ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ টাকায় তারা সে পুঁজি তারা নিয়োগ করেন এবং সেই রকম ত্রিপুরার মত অনগ্রসর জায়গা প্রাইভেট পুঁজিতে ম্যাকসিমাম প্রফিট হওয়ার সম্ভবনা নেই। যদি থাকতো তবে ত্রিপুরা সরকার অথবা ভারত সরকার কাউকেই অনুরোধ করতে হতো না। প্রাইভেট কোম্পানী বিড়লাই হোন, টাটাই হোন তারা নিজেদের উদ্যোগে এখানে তারা পুঁজি নিয়োগ করে, নিজেদের মুনাফার খাতিরেই শিল্প স্থাপন করতেন। কাজেই প্রাইভেট পুঁজিতে শিল্পের সম্ভাবনা প্রায় নেই এবং অসম্ভব। জয়েন্ট সেক্টর কি ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়, সরকার এবং প্রাইভোট কোম্পানীর যুক্ত পুঁজিতে যে সেক্টার সৃষ্টি হয় সেইসব সেক্টর সাধারণতঃ সৃষ্টি হয়। সরকারের উদ্দেশ্য থাকে প্রাইভেট কোম্পানীকে কন্ট্রোল করার। সেই কারণে সরকার তার পুঁজি প্রাইভেট কোম্পানীর পুঁজির সংগে যুক্ত করেন। অথচ প্রাইভেট কোম্পানীর উদ্দেশ্য থাকে কোন সরকারী পুঁজিতে পরিচালিত কোন শিল্পকে প্রাইভেট কোম্পানীর কন্ট্রোলের মধ্যে নিয়ে আসা। সেই কারণে প্রাইভেট কোম্পানী চায় প্রাইভেট পুঁজির সাথে সরকারী পুঁজির যোগাযোগ করে জয়েন্ট সেক্টার সৃষ্টি করতে। উভয় পক্ষই চেষ্টা করে যাতে ফিফটি পারসেন্টের বেশী প্রাইভেট কোম্পানী চেষ্টা করে জয়েন্ট সেক্টারের যে পুঁজি সেই পুঁজির ক্ষেত্রে তার প্রাইভেট কোম্পানীর পুঁজি যাতে ফিফটি পারসেনটের বেশী হয়, ম্যানেজমেনট যাতে প্রাইভেট কোম্পানীর হাতে থাকে। এইভাবে যুক্ত সেক্টারের নাম করে প্রাইভেট কোম্পানী জয়েন্ট সেক্টরকে কনট্রোলে নিয়ে আসে। সেই কারণে তারা জয়েন্ট সেক্টরে যায় এবং সেই কারণে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে টাটা মেমোরেণ্ডাম বলে যে কুখ্যাত দলিলের কথা এখন শোনা যাচ্ছে সেই দলিলে ভারত সরকারের কাছে এমন প্রস্তাব করেছিল যে ৭৫ পারসেন্ট প্রাইভেট পুঁজি এবং ২৫ পারসেন্ট সরকারী পুঁজির উদ্যোগে জয়েন্ট সেক্টার করা হোক এবং তার ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব প্রাইভেট কোম্পানীর হাতে থাকুক। এইভাবে ভারতবর্ষে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু জীবিত থাকা কালে ১৯৫৬ সালে যে শিল্পনীতি ঘোষিত হয়েছিল যার মূল বক্তব্য ছিল ভারতবর্ষের পাবলিক সেকটারের প্রাধান্যে পরিচালিত হবে এই বক্তব্যকে নাকচ করে দেওয়ার জন্য নতুনভাবে যে সমস্ত ভিলাই ইত্যাদি সরকারের উদ্যোগে পরিচালিত শিল্প আছে সেই সমস্ত শিল্পকেও প্রাইভেট কোম্পানীর কুক্ষিগত করে ফেলার জন্য টাটা কোমপানী একটা মেমোরেণ্ডাম ভারত সরকারের কাছে দাখিল করে এবং সেই মেমোরেণ্ডামে এই জয়েনট সেক্টারের কথা উল্লেখ করা হয় এবং জয়েন্ট সেকটরের নাম করে সরকারী উদ্যোগে পাবলিক সেক্টারে ভারতবর্ষের যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান হয়েছিল সেই সমস্ত শিল্পকে প্রাইভেট কোম্পানীর কুক্ষিগত করার জন্য তারা চেষ্টা করছেন। আপাততঃ সৌভাগ্যের বিষয় যে কেন্দ্রের শিল্পমন্ত্রী কিছুটা আশা ভরসা টাটা

কোম্পানী মেমোরেণ্ডামের প্রতি দিয়ে থাকলেও আপাততঃ ভারত সরকার সেই জয়েনট সেক্টরের উদ্যোগকে নাকচ করে দিয়েছেন, এটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমরা এখানে মনে করতে পারি না যে একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা, বৃহৎ বৃহৎ শিল্পপতিরা পেছন থেকে সমস্ত রকমের ষড়যন্ত্র তারা পরিচালনা করছে না যাতে জয়েন্ট সেকটারের নাম করে ভারতবর্ষের পাবলিক সেক্টারকে আহত করে দেওয়া যায় প্রাইভেট কোমপানীর কুক্ষিতে নিয়ে আসা যায়, সেই চেষ্টা তারা করছে। কাজেই এই দিক থেকে প্রাইভেট সেক্টার এবং জয়েন্ট সেক্টার, দুই সেক্টারেই শিল্পের সম্ভাবনা ত্রিপুরা রাজ্যে কম। কাজেই একমাত্র সরকারী উদ্যোগে ত্রিপুরায় শিল্প প্রতিষ্টিত হতে পারে, পাবলিক সেকটারে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কাজেই ত্রিপুরা সরকারকে আমি অনুরোধ করব যে তারা যদি মনে করেন, আমি বিশ্বাস কার তারা মনে করেন, কিন্তু তারা যদি এটাকে কার্যকরী করার জন্য আপ্রান চেষ্টা করতে চান তাহলে পাবলিক সেকটারে অর্থাৎ সরকারী উদ্যোগে শিল্পের প্রচেষ্টা চালানো উচিত। যদি না চালানো হয় তাহলে আগামী দীর্ঘদিনের মধ্যেও আমরা দেখতে পারব, অ্যাক্সিডেন্টালী, অ্যাক্সিডেন্টের কথা আমরা ছেড়ে দিচ্ছি, সাধারণভাবে আমরা দেখতে পাব যে প্রাইভেট কোমপানী অথবা জয়েন্ট সেক্টারে কেউ এখানে শিল্প স্থাপন করে নাই। আমাদের এই বিধান সভায় রাজ্যপালের ভাষণে ৩৬,০০০ বেকারের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে ৩,০০০ এর থেকে কিছু বেশী কর্ম্মসংস্থান ব্যবস্থা আছে এবং ২,০০০ এর কিছু বেশী কর্মে নিয়োগ করা হয়েছে, আর না হয় এক হাজারের মত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঢুকানো যেতে পারে কিন্তু এই ৩৬,০০০ বেকারের সমস্যার সমাধান করতে হবে। আসলে যেটার দরকার সেটা হল ত্রিপুরার এই অনগ্রসরতা কাটিয়ে উঠা দরকার। এটাকেই বলা হয় র‍্যাডিকেল চেঞ্জ। আমি এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করতে পারি। মাননীয় সদস্য যদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বলেছিলেন যে কোন গণতান্ত্রিক সরকার র‍্যাডিকেল চেঞ্জ করতে পারে না, গণতান্ত্রিক সরকার চেঞ্জ করে ধীরে ধীরে। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এই কথাটার সঙ্গে পার্থক্য করছি। র‍্যাডিকেল চেঞ্জ মানে একটা হট্টগোলের বিষয় নয়। র‍্যাডিকেল চেঞ্জ মানে গণতান্ত্রিক একটা পরিবর্ত্তন যে চেঞ্জ নতুন অবস্থার সৃষ্টি করে যাতে গণতান্ত্রিকতার একটা চেঞ্জ ঘটে। যেমন আমাদের দেশে বেকার সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে তাতে এমন একটা পরিবর্ত্তন করা এবং একটা ব্যবস্থা করা যাতে কয়েক হাজার বা ফিফটি পার সেন্ট, অর সামথিং বেকারের সমস্যার সমাধানের একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারে। এই রকম একটা ব্যবস্থার নাম গণতান্ত্রিক পরিবর্তন বা র‍্যাডিকেল চেঞ্জ এবং সেই চেঞ্জ করার জন্য আজকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আজকের ভারতবর্ষের যে প্রধান সমস্যা সেই সমস্যা হল এই যে প্রাইভেট সেক্টার বা জয়েন্ট সেক্টার শিল্প সম্প্রসারণের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ লিমিটেড হয়ে গেছে বর্ত্তমান সময়ে। তার কারণ ভারতবর্ষের পুঁজি শতকরা ৬০ ভাগের কাছাকাছি কয়েকটা পরিবারের হাতে জমা হয়ে আছে। তাদের বলা হচ্ছে মনোপলি ক্যাপিটেল। এরা এখন সাবোটাইজ করছে ভারতবর্ষের শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থাকে। তারা দেশদ্রোহীর মত স্যাবোটাইজ করছে। তারা উৎপাদনকে ব্যহত করে নিজেদের পুঁজি এবং ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণ সমস্ত কিছু মিলিয়ে জিনিষপত্রকে একটা কমনোপলি শান

করে, জিনিষপত্র মজুত করতে চায়। উৎপাদনের মাধ্যমে তাদের পুঁজির দ্বারা যে মুনাফা সৃষ্টি হয় তার চাইতে মজুতে মুনাফা সৃষ্টি হয় বেশী। ব্ল্যাক মার্কেটে মুনাফা সৃষ্টি হয় বেশী। দিল্লী এবং মাদ্রাজে সোনার বাজারে ফাটকা বাজারে মুনাফা সৃষ্টি হয় বেশী। সেই ফাটকা বাজারে তারা মুনাফার জন্য পুঁজি নিয়োগ করছে, ব্ল্যাক মার্কেটে পুঁজি নিয়োগ করছে। তারা পুঁজি নিয়োগ করছে না উৎপাদন বাড়াবার জন্য। কারণ ভারতবর্ষের মনোপলি পজিশান জন্মায়ে পরে এবং এটা অ্যাকিউট পজিশানে চলে যাওয়ার পর প্রাইভেট পুঁজি মানে উৎপাদনের মধ্যে যে মুনাফা হয় তার চাইতে ম্যাক্সিমাম মুনাফা হয় জিনিষপত্র কেন্দ্রীভূত করে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে এবং ফাটকা করে, ব্ল্যাক মার্কেট করে, এর দ্বারা মুনাফা সৃষ্টি হয় বেশী। এইখানে একচেটিয়া পুঁজির সাথে, ভারতবর্ষের নয় অন্যান্য দেশের একচেটিয়া পুঁজিদেরও একটা ঐক্য আছে। কাজেই আজকে যদি ত্রিপুরাতেও কোন শিল্প করতে হয়, একটা কোন সেক্টারে সেটা সম্ভব নয়। এটা ত্রিপুরার একটা ন্যাশানেল ইস্যু। কাজেই আমি বিশেষ করে, এটা কোন দলীয় ব্যাপার নয়, সমস্ত দলমত নির্বিশেষে পাবলিক সেক্টারের পুঁজিতে ত্রিপুরায় পাট কলের জন্য প্রস্তাব করতে পারেন। আমি আসামের কথা বলছি। আসামের অয়েল রিফাইনারির জন্য কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট সমস্ত দল এক তীব্র আন্দোলন করেছে তারা কাজেই ত্রিপুরায় সামগ্রীক দিক বেকার সমস্যা শিক্ষার অনগ্রসরতা সমস্ত কিছু বিবেচনা করে আমি এই প্রস্তাব রাখছি এবং আমি বিশ্বাস করি দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে আমরা এই প্রস্তাব করতে পারি যে শিল্পের জন্য অনগ্রসরতা কাটিয়ে তোলার জন্য বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য অবিলম্বে সরকারী উদ্যোগে ত্রিপুরায় একটি শিল্প স্থাপন করা হউক এবং সেজন্য আমি এই প্রস্তাব রাখছি—আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য অনিল সরকার মাননীয় সদস্য আপনি ৫ মিনিট বলবেন। আমাদের সময় অল্প মাত্র আধ ঘণ্টা আছে।

**শ্রীঅনিল সরকার :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে বে-সরকারী প্রস্তাব এসেছে ত্রিপুরায় পাট কল হউক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে—আমি এটাকে কিছু—এটা হউক সমর্থন করি কিন্তু উটার সঙ্গে শুধু পাটকল নয় অন্যান্য শিল্পগুলিও যাতে ত্রিপুরার বেকার সমস্যা সমাধান করতে পারে সেগুলিও হউক। প্রসঙ্গত আমি এই কথা বলতে চাই তিনি তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে —মুভার যে গৌরচন্দ্রিকা এনেছেন এই সম্পর্কে আমার শ্রীরামকৃষ্ণের একটি গল্প মনে পড়ছে কাছিম জলে বাস করে এবং ডিম পারে স্থলে এবং যাই করুক তার মন পরে থাকে ডিমের কাছে। এখানে শিল্প সম্প্রসারণের কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের কথা বলছিলেন। আমি এই কথা বলছি না যে তারা করবে না এবং ইদানিং কালে ভারতের দক্ষিণ পন্থী কংগ্রেস আন্দোলনের যে সুর... (গণ্ডগোল)..এবং সেই হিসাবে এই ধরণের ইলিউশান—প্রস্তাবক কংগ্রেস শাসক গোষ্ঠী সম্পর্কে যে ইলিউশান আনতে চেষ্টা করেছেন আমাদের এই হাউসের সামনে আমাদের এই ধরণের কোন ইলিউশান নাই। আমি মনে করি ভারতবর্ষে শিল্প সম্প্রসারণ করতে গেলে প্রাইভেট সেক্টারের উপর নির্ভর করা যায় না যেহেতু আজকে আমরা জানি গত

পূজায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের টেণ্ডার উপহার দিয়েছেন জানি না কতজন এখানে পাটকল করতে এসেছেন অথচ ভারতের শিল্পপতিরা যারা শিল্প ঋণের শতকরা ৭৫ ভাগ টাকা কয়েকটি পুঁজিপতি নিয়ে যাচ্ছে। তারা ভারতে পাটকল তৈরী করতে চাইছে না আজকে দেখা যাচ্ছে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ায় আফ্রিকায় পাটকল করার জন্য তারা লাইসেন্স নিয়ে যাচ্ছেন এই দিক আমাদের আজকে পরিষ্কার ভারতবর্ষের জমিদাররা ভারতবর্ষের বুর্জোয়ারা ভারতের জনসাধারণের স্বার্থে এখানে শিল্প সম্প্রসারিত করতে পারে না যদি না তাদের প্রফিট রক্ষা না হয় এবং আমরা দেখেছি যে ১৯১৭ সনের আগে রাশিয়ার কাউন্টরা এই রকমই করেছেন যখন তারা দেখল তাদের সঙ্কট তখন ইউরোপের অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে তাদের পুঁজিকে নিয়ে এই ভাবে রপ্তানি করেছে। কিউবার লর্ডরা তাদের পুঁজিকে এই ভাবে অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছে কাজেই প্রাইভেট সেক্টারে শিল্পপতিরা আজকে ত্রিপুরায় শিল্প সম্প্রসারণের জন্য তাদের পুঁজি নিয়োগ করবেন বলে আশা করতে পারি না। এই দিক থেকে আমি মনে করি সরকারের ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগী হওয়া উচিত এবং ত্রিপুরায় শিল্প সম্প্রসারণ করতে গেলে—আজকে ত্রিপুরার ৩৬ হাজারের উপর বেকার আছে ১৮ হাজার শিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত বেকার—অর্থনীতির কি করার যদি কিছু থাকে সেটি হচ্ছে বেকার সমস্যা। আজকে ভারতে ২৫ বছরে বেকার এবং অর্ধ বেকার প্রায় ২১ কোটি। শ্রীমতি গান্ধী বলেছেন যে যদি আমরা ভারতবর্ষ থেকে গরীবি দূর করতে না পারি যদি বেকারত্ব দূর করতে না পারি তাহলে আমরা সবাই ওয়াইপ্‌ড আউট হয়ে যাব। লেট আস ওয়াক এবং কোন একটি বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার সঙ্কটের দিনে এই রকম চিৎকার উঠে—তাই তিনি বলেছেন আসুন আমরা কাজ করি নইলে উচ্ছেদ হয়ে যাব। এই অবস্থায় আমি লক্ষ্য করছি যে ৩৬ হাজার বেকারকে যদি কাজ দিতে হয় কি পরিমাণ পুঁজি ত্রিপুরাতে দরকার। যদি বৃহৎ শিল্পে কাজ দিতে হয় একটা বেকারকে ১৮ হাজার টাকা একটা শিল্পে লাগাতে হয়। যদি ক্ষুদ্র শিল্পে একটি বেকারকে কাজ দিতে হয় সেজন্য দরকার কম করে সাড়ে ছয় হাজার টাকা এবং ৩৬ হাজার বেকারকে যদি ত্রিপুরায় কাজ দিতে হয় তাহলে আজকে দরকার ৬৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা যেটা ভারতবর্ষের কোন পুঁজিপতি রাজি হবে না। আজকে আমাদের ত্রিপুরাতে সম্প্রসারিত রেল নাই তারা বলবে আমি হলদিয়া বন্দরে করব আরব সাগরের পারে করব কিন্তু ত্রিপুরাতে করব না। আজকে ত্রিপুরায় তাদের কাঁচা মাল এবং ফিনিস্‌ড গুড্‌স সরবরাহের কোন সুযোগ নেই। দ্বিতীয়তঃ এত বৃহৎ পুঁজি তারা লগ্নি করতে পারে না ত্রিপুরার ন্যাশনাল স্বার্থে। আজকে আমরা দেখছি আলবেনিয়ায় যেখানে লোক সংখ্যা মাত্র ১৫ লক্ষ অথচ সেখানে প্রতি তিন জনে একজন শিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ার তাদের দেশে বেকার নেই। সেখানে ন্যাশনাল স্বার্থে আলবেনিয়ার প্রতিটি যুবককে কাজ দিতে হয় সেখানে. দুটো হাত নিয়ে জন্ম গ্রহণ করলেই হয় আর আমাদের বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় আমরা লুপ্‌ দিয়ে জন্ম নিরোধ করি। আজ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সেখানে মুখ নিয়ে জন্মায় না হাত নিয়ে জন্মায় এবং সেখানে প্রতি তিন জনে একজন ইঞ্জিনীয়ার। যেহেতু ভারতবর্ষ ধনতান্ত্রিক দেশ—ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা........ (গণ্ডগোল)......আজ ভারতবর্ষের ৭৫টি পরিবার দিল্লীর পার্লামেন্টকে কন্ট্রোল করে তারা

ত্রিপুরাতে বে-সরকারী উদ্যোগে শিল্প সম্প্রসারিত করতে পারে না। এই জন্য আমি বলছি শুধু পাট কল নয় অন্যান্য শিল্পও ত্রিপুরার স্বার্থে এখানে সরকারী উদ্যোগে সমস্ত রকমের শিল্প সম্প্রসারিত করা হউক এবং রেল না হলে শিল্প এখানে সম্প্রসারিত হতে পারে না—আমরা গত ২৫ বছর রেলের খেলা দেখেছি এবং রেলের খেলা যখন সাঙ্গ হল তখন কলের খেলা—পাটকলের খেলা—এবং সেই পাটকলেও দেখছি পূজাতে টেণ্ডার দেওয়া হয়েছে এখন পর্য্যন্ত আমি জানি না মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কতজন টাটা, বিড়লা এসেছেন আমরা এখানে পাটকল খুলব এবং হয়তো আমরা দেখব ত্রিপুরাতে এক লক্ষ বেকার হয়ে যাচ্ছে তখনও পাটকল হচ্ছে না—পত্রালাপ চলছে—কেন না দিল্লী দয়া করে দিচ্ছে আমরা দয়া করে চাইছি—এটা কি পাটকলের পত্রালাপ না দিল্লীর মন্ত্রী সভার সঙ্গে ত্রিপুরার মন্ত্রী সভার প্রেমালাপ আমি বুঝতে পারি না। কাজে এই সরকারের কাছে আমরা কিছু আশা করতে পারি না ঐ জন্যে বাস করা কাছিমের ডিম পারার ইলুউশান আমরা দেখছি……

**Mr. Speaker** :—Hon'ble Member please finish your speach.

**শ্রীঅনিল সরকার** :—কাজেই আমি বলছি এটা ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের দাবি—এই যে আকাঙ্খা যদি বলা যায় ১৬ লক্ষ মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় আকাঙ্খার নাম কি—দেওয়া যায় উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং সেখানে শিল্প নীতির ত্রিপুরায় কি ভবিষ্যত আছে। গত ২৫ বছর ত্রিপুরার জন্য এই সরকার কিছুই করেনি। একটা রেশানের দোকানের মত সমস্ত কন্ট্রাক্টর ঠিকাদার মহাজন কালোবাজারী তাদেরকে বড় করছে—শিল্প নগরী সেখানে কাগজের মণ্ড তৈরী করার জন্য একটা মেসিন আছে আজকে ৩ বছর সেটি অচল হয়ে আছে। সেখানে ২০ জনের মত এমপ্লয়েড আজকে সেখানে ৯ জন এবং সেই শিল্প নগরীর কাগজের মণ্ড তৈরী করার মেসিনটি ধর্ম্মনগর আসার পর উধাও হয়ে যায়। ২৫ বছরে কতগুলি শিল্প নগরীর আইন বোর্ড আছে সেখানে শিল্প হয়নি—অথচ সেখানকার শিল্প অধিকর্ত্তা তারা দুর্নীতির শিল্পকে সমৃদ্ধ করছে এবং সেই দুর্নীতি শিল্পকে সমৃদ্ধ করা জন্য বলছে শিল্প নেই শিল্প হবে না অথচ একটার পর একটা শিল্প অধিকর্ত্তা বেড়ে যাচ্ছে। কতগুলি ডিপার্টমেন্ট খোলা হচ্ছে …

**মিঃ স্পীকার** :—অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার…

**শ্রীঅনিল সরকার** :—আমি অনুরোধ করছি যে ত্রিপুরায় শিল্প সম্প্রসারণের জন্য ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের ত্রিপুরার বেকারদের দাবি—এবং শ্রীমতি গান্ধী যেটি গত বছর আতঙ্ক প্রকাশ করেছেন যদি আমরা কাজ না করতে পারি যদি আমরা দারিদ্র্য দূর করতে না পারি যদি আমরা বেকারদের কাজ দিতে না পারি তাহলে আমরা ওয়াইপড হয়ে যাব এবং আমি জানি…

**মিঃ স্পীকার** :—অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার……

**শ্রীঅনিল সরকার** :—মাননীয় স্পীকার স্যার আর দুই মিনিট বলব। আমি জানি ত্রিপুরার বেকাররা চাকরীর দাবী করছে—এদের কাজ না দিয়ে উদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে—বলা হচ্ছে গুণ্ডামি কর নইলে নির্ব্বাচনে কাজ কর—যারা কাজ করবে না তাদের

বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয়। এই যে গণতন্ত্রের পার্ট ডিচ গণতন্ত্রের কবরের গর্তটা যেটা বিউলাবিজম, ফ্যাসিবাদের মধ্যে প্রকাশ পায় আমি লক্ষ্য করেছি গোটা ভারতবর্ষে আজকে ত্রিপুরাতেও সেটি লক্ষ্য করছি—আজকে তাগড়া জোয়ান যুবককে যে চেয়েছিল ভারতকে গড়ার স্বপ্ন—আজকে সে রকবাজ নইলে সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে না হয় মাগলার...

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আজকে শিল্পের কথা বলতে গিয়ে তিনি রাজনীতির কথা বলছেন, সিনেমা টিকিটের ব্ল্যাক করার কথা বলছেন সেজন্য আমরা বসি নি—যে রিজোলিউশান সেটির উপর বলতে হবে...

**মিঃ স্পীকার** :--রিজোলিউশানের উপরই বলছেন—তবে বেকারের অবস্থা আজকে কি দাঁড়াচ্ছে তাই তিনি বলছেন—প্লিজ ফিনিস ইউর স্পীচ।

**শ্রীঅনিল সরকার** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে যুবকরা কাজ চায় যে যুবকরা চাকরী চায় যে যুবকরা শিল্প চায়—তাদের যে দাবী মন্ত্রীদের কাছে গিয়ে এম, এল, এ,দের কাছে গিয়ে ডেপুটেশান দেয় মন্ত্রীরা এম. এল, এরা তাদের সহানুভূতির কথা বলেন তোমাদের চাকরী হবে। আজকে কংগ্রেসী পরিষদীয় দলের মধ্যেও একই আর্তনাদ—আমরা যে কথা বলেছিলাম ত্রিপুরায় ১০ দফা দাবী কার্যকরী করে বেকারদের চাকরী দেব আজকে আমরা তা দিতে পারছি না...

**মিঃ স্পীকার** :—নাউ ফিনিস ইউর স্পীচ ইউর টাইম ইজ ওভার।

**শ্রীঅনিল সরকার** :—আজকে আমি বলছিলাম এ, যে লাষ্ট ডিচ এবং ক্যাপিটেলিজাম...

**মিঃ স্পীকার** :—প্লীজ ফিনিস ইউর স্পীচ, ইউর টাইম ইজ ওভার।

**শ্রীঅনিল সরকার** :—আজকে যারা কাজ চেয়েছিল, তাদেরকে বিদায় করে দেওয়া হচ্ছে তোমরা ক্রান্ত হউ, শ্রমিকদের বলছেন নিজের কাজ নিজে জোগাড় করে নাও, গরীব কেরাণীর ছেলে, তার টাকা নেই, চাকুরী নেই, পয়সা নেই, তাদের বলা হচ্ছে তোমরা পিক-পকেট কর, রকবাজী কর। কাজেই প্রভাত মুখার্জীর কথা মনে করিয়ে দেয়, বারবার দক্ষিণা চাইলাম দক্ষিণাতো দিলেনা, কুকুর লেলিয়ে দিলে। এই শাসক গোষ্ঠীর কি পলিসী ত্রিপুরার বেকার যুবকদের কাছে, ত্রিপুরার ক্ষুধিত মানুষের কাছে ? ত্রিপুরার মানুষ যে স্বপ্ন দেখে, তাকে যথার্থ বিচার না করে তাদের কুকুর লেলিয়ে দেওয়া। প্রত্যেকটি বিধান সভার আগে, শিল্পের কথা, রেলের কথা, বড় বড় কথা বলেন, বিধান সভায় এসে ভোট দেন। সেই রামকৃষ্ণের গল্প—এক যুবক যাত্রা দেখতে গিয়েছিল পাটি বগলে নিয়ে। যাত্রা আরম্ভ হতে দেরী, ভাবল একটু ঘুমিয়ে নেই, কিন্তু তার ঘুম যখন ভাংগল তখন যাত্রা শেষ। শাসক গোষ্ঠিও বাইরে যখন যান তখন জনগণের কাছে বড় বড় কথা বলেন, বিধান সভায় এসে অনেক কথা বলেন, কিন্তু সেগুলি কার্যকরী করার শেষ মুহূর্তে তাঁদের বিবেক ঘুমায়। ১৯৬৫ সালের পর থেকে মার্কস-বাদী কমিউনিষ্ট পার্টি জনগণের কাছে কোন ইলিউশান রাখেনি, আমরা ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের দাবী ট্রেজারী বেঞ্চের কাছে রাখি। আপনারা বিবেক যদি মানেন, তাহলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার** :—এনি মেম্বার ক্রস দি রুলিং বেঞ্চ? ওনলি ফাইভ মিনিটস।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস যে প্রস্তাবটি হাউসে এনেছেন, প্রস্তাবটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রস্তাবের পক্ষে অনেক কিছু রয়েছে, সেটার মধ্যে ত্রিপুরার আশা আকাংখার কথা রয়েছে, বেকার সমস্যা সমাধানের একটা অংশ এর মধ্যে রয়েছে, রয়েছে যেখানে দেশের কিছু প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসছে ত্রিপুরায় পাটের কল স্থাপনের জন্য। সরকারীভাবে যদি পাট কল স্থাপন করতে পারি, ত্রিপুরার কৃষকদের আশা আকাংখা পূরণ করতে পারি। তাদের যে মেস্তা বা অন্যান্য পাট ত্রিপুরাতে হয়, সেগুলি কাজে লাগাতে পারি, তার সংগে সংগে অনিল বাবু যে চীৎকার করে বলেছিলেন বেকারের কথা, ত্রিপুরাতে বেকারিত্ব বাড়ছে সেই বেকারত্বকেও কাজে লাগাতে পারব আশা করা যাচ্ছে। রাজ্যপাল যে ভাষণ এখানে রেখেছেন সেখানে বলেছেন শিল্পের ক্ষেত্রে আমার সরকার শিল্প দ্রব্যের স্থানীয় চাহিদা অথব স্থানীয় কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে নানা ধরণের শিল্প স্থাপনের নীতি অনুসরণ করেছেন। যোগাযোগের অসুবিধা, বিদ্যুৎ শক্তির স্বল্পতা, যন্ত্রপাতি পরিবহণের ব্যয় বাহুল্য ইত্যাদি প্রতিকূলতা থাকা সত্বেও সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। কাগজ মণ্ডের কারখানা, পাট কল, শৈল চিকিৎসার, কার্পাস শিল্পের ব্যাপারে বেঙ্গল কেমিক্যালস এণ্ড ফার্মাকিউটিক্যালস'এর সহযোগিতার কথাবার্তা প্রায় পাকাপাকি। এই প্রস্তাবে এখানে যে পাটকল স্থাপিত হবে তার একটা রূপ, তার একটা নির্দেশ বা তার একটা ইংগিত তিনি দিয়েছেন, এই নির্দেশকে অসমর্থন করার কোন কারণ নাই। অনিল সরকার মহাশয় এখন এই হাউসে উপস্থিত থাকলে দেখতে পেতেন যে বাস্তব যেসব প্রস্তাব আসে, অপোজিশান থেকেই হউক, আর শাসক গোষ্ঠী থেকেই হউক, এটা আমরা সমর্থন করি, তার একটা নজির দেখিয়ে দিতে চাই যে এই জিতেন্দ্র লাল দাস মহাশয় যে প্রস্তাবটা এনেছেন, আমি সমর্থন করি।

**মিঃ স্পীকার** :—অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাট কল স্থাপন সম্পর্কে মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র লাল দাস মহাশয় যে বক্তব্য রেখেছেন, সেই বক্তব্য রাখার খুব দরকার ছিল। কারণ কল সম্পর্কে রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ করা হয়েছে পাটকল একটা হবে। যদি প্রস্তাবটার অর্থ এই হয়ে থাকে যে এটা পাবলিক সেক্টারে শুধু হউক—এই কামনা নিয়ে যদি করে থাকেন, তাহলে ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থাটা ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার অনুধাবন করা দরকার। অনেক ক্ষেত্রে আমরা ইমোশানের দ্বারা গাইডেড হই। আমাদের আগ্রহ বেশী। আমরা জানি যে আমাদের বেকার সমস্যা আছে, আমাদের কৃষকদের অবস্থা কি এবং পাটকল করার প্রস্তাব যেটা উঠেছে, রাজ্যপালের ভাষণে যখন তার উল্লেখ করা হয়েছে তখন নিশ্চয়ই এটা ধরে নেওয়া যায় এই সরকার পাটকল স্থাপন করছেন বেকারত্ব দূর করার জন্য, কৃষকদের হাতে পয়সা দেওয়ার জন্য। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে পাটকলটা প্রাইভেট সেক্টারে আসবে কি না—এক নং প্রশ্ন। দুই নং প্রশ্ন হচ্ছে জেনারেল সেকটারে হবে কিনা। তিন নং এটা পাবলিক সেকটারে হবে কিনা?

পাটকল হওয়া নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠেনি, এতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এটা এগ্রী করেছেন যে এখানে পাটকল হবে। কিন্তু ফিজিবিলিটি সম্পর্কে অর্থাৎ পাটকল হওয়ার জন্য কি কি দরকার, যেটা কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তার রিপোর্ট আমরা দিয়ে দিয়েছি, কাজেই আশা করা যায় পাটকল শীঘ্রই হবে। এখন যে প্রশ্ন উঠেছে, সেটা একটু অগ্রীম হয়ে যাচ্ছে কিনা? এই কারণে আমি বলছি যে বেকার সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন নিয়ে যদি পাটকলের বিচার করা হয়, তাহলে আমি বলব যে পাটকল যখন হচ্ছে, তখন কিছুটা অন্ততঃ বেকার সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে আমরা যতটুকু রিপোর্টে দেখেছি, প্রায় তিন হাজার বেকারের চকুরী হতে পারে বলে আশা করা যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রাইভেট পার্টি আসবে কি না? যে দর্শন কিংবা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনাটা উঠেছে, প্রাইভেট কোম্পানী তারা আসবে কিনা, তার দ্বারা তাদের মুনাফা কতটুকু হবে, তারা কেন আসবে মুনাফা না হলে, এই ধরণের প্রশ্ন, আজকে শুধু আমাদের বিধানসভায়ই আসেনি, এটা সারা ভারতবর্ষের। এই প্রশ্ন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। আমরা একটুখানি খোলা মন নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমাদের উদ্দেশ্য কি? আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পাটকল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্থাপন হউক। কেন? কারণ আমাদের বেকার সমস্যার সমাধান হতে হবে, আমাদের কৃষকরা যে অল্প দরে পাট বিক্রী করে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সেটা তাড়াতাড়ি সৃষ্টি করা হউক যাতে তাদের হাতে কিছু পয়সা দিতে, কারণ, তারা পয়সা চায়। এখন প্রশ্ন হতে পারে প্রাইভেট পার্টি আসবে কিনা, পাটকল প্রাইভেট পার্টি করবে কিনা? আজকালকার দিনে প্রাইভেট পার্টি যারা তারা অনেকে চিন্তা ভাবনা করে। যদি আসতেও হল, অনেক চিন্তা ভাবনা করে আসে। কারণ, এখন আইন হয়ে গেছে, যে প্রাইভেটই হউক, আর যাই হউক এটা গভর্ণমেন্টের নিতে বেশী সময় লাগে না। কারণ আজকে আইন এমনভাবে হয়ে গেছে যে ওটা প্রাইভেট হোক আর যাই হোক এইটা গভর্ণমেন্টের নিতে বেশী সময় লাগেনা। কাজেই প্রাইভেট কোম্পানী তারা যদি আসতে চানও অর্থাৎ আমাদের গরজটা কতখানি আছে তার উপর একটা ডিপেণ্ড করে। তারা জেনে শুনেই আসবেন এই যদি হয় তাহলে সেইটা পাবলিক প্রপার্টি হয়ে যাবে। জয়েন্ট সেকটারের যে প্রশ্ন তুলা হয়েছে সেখানে পুঁজিপতিরা হয়তো গভর্ণমেন্টকে কন্ট্রোল করবে। ব্যাঙ্ক ন্যাশনেলাইজেশনের পর এই প্রশ্নটা আর একটু তলিয়ে দেখবার দরকার আছে। পুঁজিপতিরা যাদের বোধ হল কন্ট্রোল করার আগেই যে কনট্রোল সে কনট্রোল অনেকটা সরকার হাতে তুলে নিয়েছেন। কাজেই জয়েন্ট সেকটারকে ভয় করার কিছু নেই। আজকের দিনে প্রাইভেট সেকটারকে ভয় করার কিছু নেই। এটা যদি শুধু শ্লোগান দেওয়ার জন্য হয়ে থাকে, প্রাইভেট সেক্টর, প্রাইভেট সেক্টর ন্যাশনেলাইজ, ন্যাশনেলাইজ তাহলে সেখানে বলতে হবে যে কাজটা আসল কথা নয়, শ্লোগানটা আসল কথা। আর কাজটা যদি আসল কথা হয়ে থাকে এইটা যাতে তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এখানে পাবলিক সেক্টারের প্রশ্ন যখন আসবে তখন আসবে আমাদের নো-হাউ কি রকম আছে। আমরা এইটার কতটুকু জানি এই ত্রিপুরার মানুষ কতটুকু এই কাজটা তাড়াতাড়ি করতে চায় তাহলে সেইটা কিভাবে করবো। বাইরের থেকে লোক আনতে হবে, একই জায়গায় গিয়ে ঘুরপাক খাবো। কাজেই

প্রশ্নটাকে মাননীয় সদস্য তুলেছেন প্রস্তাব আকারে যদি সাজেশন হিসাবে রাখা হতো তাহলে এইদিক থেকে কোন প্রশ্ন ছিল না, কিন্তু যেহেতু রিজোলিউশন এনেছেন কাজেই এইটা বর্ত্তমান ত্রিপুরার অবস্থার মধ্যে আউট রাইট সেইটাকে সমর্থন করা কর্ত্তব্য। যেহেতু, আমরা চাই কাজটা হোক, আমরা চাই যে তাড়াতাড়ি করে কাজটা হোক। যদি প্রাইভেট পার্টি না আসে তাহলে আমরা জয়েন্ট সেক্টর দেখবো যদি জয়েন্ট সেক্টরে না হয় তবে আমাদের পাবলিক সেক্টরে করতে হবে। আমরা চাই পাটকলটা। আমরা চাই যে পাটকল কত তাড়াতাড়ি হবে। আমরা চাই যে কৃষকের হাতে কত তাড়াতাড়ি পয়সা দিতে পারি। তাড়াতাড়ি যে ভাবে কাজটা হতে পারে আমাদের সেই পথ অবলম্বণ করতে হবে। এখানে আমরা শ্লোগান দিয়ে বসে থাকবো না। পাবলিক সেক্টরে করতে যদি আমাদের ২/৪ বছর সময় লাগে তার জন্য পাবলিক সেক্টরের জন্য বসে থাকবো না। আমাদের টাকা নেই, টাকা পয়সা নেই, হবে না ধোয়া তুলে শ্লোগান তুলে আমরা বসে থাকবো, তা হতে পারে না। কাজেই জিনিসটা এখন ওপেন রয়েছে, পাবলিক সেক্টর আবার জয়েন্ট সেক্টরও হতে পারে। এইটা নির্ভর করবে এইটা কত তাড়াতাড়ি, যারাই করুক, কত তাড়াতাড়ি এইটা সম্ভব হবে এবং তারপর আমরা বেশী টাকা করে যে কোন পথ দিয়ে অগ্রসর হবো।

**Mr. Speaker** :—I think, you are going to finish here—

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত**—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি শেষ করে দিচ্ছি, মাননীয় সদস্য বোধ হয় আবার জবাব দিবেন। কাজেই এই সম্পর্কে সাজেশন হিসাবে এলে আমরা হয়তো এইটাকে গ্রহণ করি বা মনে রাখতে পারতাম এবং আমাদের মনে আছে, আপনারা জানেন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার মারফতে, আমরা বলছি যে এই পাটকলের জন্য আমরা আজকে থেকে চেষ্টা করছি না, যেহেতু আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই, যোগাযোগের অসুবিধা, রেললাইন নেই। নানা দিক থেকে আমরা বাধা প্রাপ্ত হয়েছি। এবং জুট মিল দেওয়া সম্পর্কে আজকে সারা ভারতবর্ষে মাত্র ৫টা স্যানক্শন হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে, জুট মিল আমাদের হাতে নয়, আমরা করতে পারি না কেন্দ্রীয় সরকারের লাইসেন্স না থাকলে। এই জন্য আমরা গর্ব অনুভব করতে পারি, ত্রিপুরা সরকার, যে আমরা এই ৫টার মধ্যে একটা পাটকল ত্রিপুরায় আনতে পেরেছি। আজ সেখানে আমরা আশা করবো যে পাটকলটা তাড়াতাড়ি করে গড়ে তুলার জন্য যে ভাবে সম্ভব সে ভাবেই আরম্ভ করা যাবে। আজকে সে খাতে কতটুকু লিমিট, কোন খানে লিমিট, সেইটার বোধ হয় বিচার প্রায় শেষ হয়ে গেছে। সে সব বিচারের দিন শেষ হয়ে গেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর একটা কথা বলতে চাই যে মাননীয় সদস্য অনিলবাবু কিছু বলেছেন, সে কাছিমের কথা যেটা উল্লেখ করেছেন সে কাছিমটা কারা, সেই কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারি নাই, আমি ধরে নিয়েছি ওরা বোধ হয় নিজেদেরকেই মিন করে নিয়েছেন। তা না হলে ভদ্রলোক এমন একটা ভাল রিজিউলিশন এনেছেন যে পাবলিক সেক্টরে করার জন্য। কাজেই ওরা নিজেরাই নিজেদেরকে বলেছেন কি না আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এই বলে এই প্রস্তাবের বিরোধীতার অর্থে বিরোধীতা করছি না যদি এইটা সাজেশন হিসাবে আনতো তাহলে হতো, কিন্তু রিজিলিউশন

হওয়াতে এইটাকে আট সাট বেঁধে দিতে চাই না। আমরা ওপেন রাখতেই চাই, সেইটা যাতে করে আমরা তাড়াতাড়ি কাজটা করতে পারি। কাজেই আমি আশা করবো যে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন সেইটা যেন তিনি তুলে নেন।

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস।

**শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি পলিসি ম্যাটারের উপরেই সে প্রস্তাবটা রেখেছিলাম। এই পলিসিটা হলো এই প্রাইভেট অথবা জয়েন্ট সেক্টরে ত্রিপুরার মত অনগ্রর রাজ্যে একটা পাটকল হয়ে গেলে আমার কোন আপত্তি আছে তা নয়। আমার বক্তব্য হলো প্রাইভেট অথবা জয়েন্ট সেক্টরে কয়েক বৎসর চেষ্টা করলেও হবে না। কাজেই, পাবলিক সেক্টরে অবিলম্বে একটা পাটকল স্থাপনের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করবো। এই হলো প্রস্তাবের বিষয় বস্তু। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এইটার প্রতি যে মনোভাব দেখিয়েছেন তার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু, প্রস্তাবটাকে যে ভাবে আছে সে ভাবেই রাখতে চাই। পাবলিক সেক্টরে ত্রিপুরায় অবিলম্বে একটা পাটকল হোক। কারণ জয়েন্ট এবং প্রাইভেট সেক্টরে পাট কল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই আমি এই প্রস্তাবটা উথাপন করেছি। কারণ গভর্ণরের ভাষণে বা ত্রিপুরা সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশনে যে পাটকলের কথা আছে, সে পাট কল সম্পর্কে আবার একটা প্রস্তাব এনে বাহাদুরী জাহির করার মত প্রয়োজনীয়তা পার্টির দিক থেকে বা আমার দিক থেকে নেই। আমি পলিসিগত ভাবেই জয়েন্ট এবং প্রাইভেট সেক্টরের সম্ভাবনা কম দেখে, পাবলিক সেক্টরে ত্রিপুরার জন্য অবিলম্বে ত্রিপুরার কৃষি, ইত্যাদির অনগ্রসরতার কথা বিবেচনা করে অবিলম্বে একটা পাটকল স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করার জন্যই এই প্রস্তাব এনেছি। কাজেই আমি একই ভাবে এই প্রস্তাবটাকে রাখছি এবং আমি অনুরোধ করছি সমস্ত পক্ষকে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা সরকার পক্ষকে যে এই প্রস্তাবটাকে যেন সমর্থন করেন। এইটা কোন ফেক্টরিয়ান দাবী না সেইটা নিতান্তই একটা ন্যাশনেল কজ। কাজেই আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে অনুরোধ করবো যাতে এই প্রস্তাবটা এই হাউসে পাশ হয়।

**Mr. Dy. Speaker** :—Now the discussion of the resolution is over. Now I am putting this resolution to Vote. The question before the House is the resolution moved by Sri Jitendra Lal Das, যে এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে শিল্পের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার চরম অনগ্রসরতা এবং তজ্জনিত দুর্বিসহ বেকার সমস্যা সমাধান কল্পে সরকারী পুঁজিতে ত্রিপুরায় অবিলম্বে একটি পাটকল স্থাপন করা হউক।

The mover of the last resolution is absent so this resolution falls through. The House stands adjourned till 11 A. M. on Monday the 19th March, 1973.

Annexure—"A"

STARRED QUESTION NO. 83
**By Shri Niranjan Deb**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, কন্ট্রাকটার শ্রীকানু চৌধুরী টাকারজলা তহশীল কাছারীর সন্নিকটে সরকারী জমির উপরে একটি বাড়ী তৈরী করিয়াছে, এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে সরকার ঐ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন?

উত্তর

১। হ্যাঁ (তাহার নাম কানু চৌধুরী নহে, কালু চৌধুরী বলিয়া রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে)

২। তাহাকে উচ্ছেদ করার জন্য পশ্চিম জিলার D. M.কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 382
**By Shri Pakhi Tripura**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) অমরপুর গণ্ডাছড়া বাজার কি গত ৩।২।৭৩এ আগুনে পোড়া গিয়াছে;

২) যদি পোড়া গিয়া থাকে ক্ষতির পরিমাণ কত, আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের সংখ্যা কত;

৩) ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকলে তার বিবরণ।

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ক্ষতির পরিমাণ ১,২০,০০০.০০ টাকা—১৬টি দোকান পোড়া গিয়াছে।

৩) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রত্যেককে অনুর্দ্ধ ১০০ টাকা হিসাবে মোট ২,৬০০ টাকা খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 100.
**By Shri Bidya Chandra Deb Barma.**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Deptt. be pleased to State :-**

প্রশ্ন

১) খোয়াই বিভাগের যে সমস্ত জুমিয়া ভুমিহীন পুনর্ব্বাসনের জমি পাওয়ার পরও কোন পরচা পায় নাই, ১৯৭৩ইং সনে তাহাদের নামে জমির রেকর্ড করতঃ পুনর্ব্বাসনের সাহায্য নোটিশ বা পরচা দেওয়া হইবে কি ?

উত্তর

১) সার্ভে ও সেটেলমেন্ট অপারেশনের বুঝারতের সময় যাদের জমি দাখিলিক প্রমাণক্রমে খতিয়ানভুক্ত হইয়াছে কেবলমাত্র তাদেরই পরচা দেওয়া হয়। খোয়াই মহকুমার সমস্ত মৌজার জরিপ ও বন্দোবস্ত কার্য্য অনেক আগেই সম্পন্ন হইয়াছে। কাজেই বর্ত্তমানে জমির এলটমেন্ট প্রাপ্ত জুমিয়া ও ভুমিহীনদিগকে পরচা দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। যদি এমন কোন এলটকৃত ভুমির বন্দোবস্ত না হইয়া থাকে, তবে বর্ত্তমান সরকার কর্ত্তৃক বন্দোবস্ত দেওয়ার কোন অন্তরায় নাই।

STARRED QUESTION NO. 356
**By Shri Ajoy Biswas**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কোন্ কোন্ তারিখে ত্রিপুরা সফর করেছেন ? ঐ সমস্ত তারিখে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট কত টাকা ব্যয় করেছে তার তারিখভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১। ১৯৭১ইং সনে ও ১৯৭২ইং সনে প্রধানমন্ত্রী মোট ৪ বার ত্রিপুরা সফর করিয়াছেন। তাঁহার সফরের তারিখ নিম্নরূপ—

১) ৪।২।৭১ইং
২) ১৪।৫।৭১ইং হইতে ১৬।৫।৭১ইং পর্য্যন্ত
৩) ২১।১।৭২ইং
৪) ২।৩।৭২ইং

১৯৭১ ও ১৯৭২ইং সনে প্রধান মন্ত্রীর সফরসমূহ উপলক্ষে ত্রিপুরার পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট কর্ত্তৃক খরচের বিবরণ নিম্নরূপ :—

| খরচের তারিখ | যে সমস্ত বাবতে খরচ হইয়াছে তাহার বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| ৪।২।৭১ইং | আগরতলা বিমানক্ষেত্র রাস্তা, নতুননগর, দুর্জ্জয়নগর, লিচু বাগান, বিমান ক্ষেত্র বরাবর বেষ্টনী ইত্যাদি প্রস্তুত বাবত | ১৪,২৬৬ টাকা |
| ১৫।৫।৭২ | নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক খরচ | ২৭·৪৫ |
| ২১।২।৭২ | আগরতলা বিমানক্ষেত্র, নতুননগর, দুর্জ্জয়নগর, লিচু বাগান, বিমানক্ষেত্র বরাবর নিরাপত্তা বেষ্টনী ইত্যাদি প্রস্তুত বাবত | ৮,১৮২·০০ |
| ২১।১।৭২ | নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যাবত | ৩৬,৯১৪·০০ |
| ২১।২।৭২ | আসাম রাইফেলস ময়দান (ফেইজ ১) অস্থায়ীভাবে আলোর ব্যবস্থা করা বাবত | ১,৮৬৩·০০ |
| ২৫।২।৭২ | ঐ বাবত | ৬,৭৪৪·০০ |
| ২।৩।৭২ | নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক খরচ | ২১৫·৫০ |
| ২।৩।৭২ | নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা বাবত | ১,৫০৪·০০ |
| | | মোট—৭২,৭২৫·৯৭ |

## STARRED QUESTION NO. 477.

**By Shri Tapas Dey**

**Will the Hon'ble Minister-in charge of the Industry Deptt.be pleased to State .**

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরাতে কতটা চা বাগান রয়েছে ?

২) রাজ্যের মোট কত একর জমিতে চা চাষ করা হয় এবং একর প্রতি গড় উৎপাদন কত

উত্তর

১) ত্রিপুরাতে মোট ৪৯টি চা বাগান আছে।

২) মোট ১৩,৭৬৮ একর জমিতে চা চাষ হয় এবং একর প্রতি গড় উৎপাদন ২১০·৮ কেজি

## STARRED QUESTION NO. 422

**By Shri Jitendra Lal Das**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state—**

প্রশ্ন

১) কোন প্রাইভেট কোম্পানী ত্রিপুরায় পাটকল স্থাপনের জন্য ত্রিপুরা সরকারের কাছে এ পর্য্যন্ত অনুমতি চেয়েছেন কি না ?

২) যদি অনুমতি না চেয়ে থাকেন তবে ত্রিপুরায় পাটকল স্থাপনের জন্য ত্রিপুরা সরকারের যে ঘোষণা আছে তা কার্য্যকরী করার ব্যাপারে public sectorএ ত্রিপুরায় একটি পাটকল স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ত্রিপুরা সরকার কোন প্রস্তাব করেছেন কি না ?

৩) যদি করে থাকেন তবে কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে কি মনোভাব প্রকাশ করেছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) এবং ৩)—বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে ত্রিপুরায় একটি পার্টিকল স্থাপনের অনুমতি দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে একটি Feasibility Reportও তাহারা চাহিয়াছেন। উক্ত Report তৈয়ার হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

## STARRED QUESTION NO. 3
**By Shri Anantahari Jamatia**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। বিগত ১৯৬৪ইং সন হইতে এ পর্যন্ত কতজন ছাত্রছাত্রী I. T. I. Indranagar ও I. T. I. Kailashasahar হইতে Training নিয়াছে ?

২। ট্রেইনিং রত অবস্থায় S.T/S.C ও অ-উপজাতীয়দের কি নিয়মে এবং কত টাকা করে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়, এবং

৩। ঐ ট্রেইনিং প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদিগকে ছোট ছোট শিল্পালয় খোলার জন্য লোন দেওয়ার ব্যবস্থা বা ম্যাকানিক্যাল লাইনে সরকারী চাকুরীতে অগ্রাধিকার দেওয়ায় কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

উত্তর

১। ১৯৬৪ইং সন হইতে এ পর্য্যন্ত শিল্পশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের শিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নিয়ে দেওয়া গেল—

ক) শিল্পশিক্ষণকেন্দ্র, ইন্দ্রনগর—৮০৮ জন।

খ) শিল্পশিক্ষণকেন্দ্র, কৈলাসহর—১১৭ „

২। শিক্ষারত অবস্থায় সমস্ত Scheduled Tribe ও Scheduled Caste ছাত্রছাত্রীদিগকে Welfare of Backward Classes Scheme অনুযায়ী মাসিক মং ৪৫ টাকা করিয়া এবং অ-উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের একতৃতীয়াংশকে D.G.E.T. Schemeএ মাসিক মং ২৫ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে।

৩। এই I.T.I. শিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনের জন্য State Aid to Industries Rulesএ ঋণ পাইতে পারে। অধুনা Technician Entrepreneur Scheme নামে একটি নতুন Scheme চালু করা হইয়াছে ; উক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরাও এই Scheme এর সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে—ইহাতে শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ অর্থই (100%) ঋণ হিসাবে দেওয়া যাইতে পারে।

সরকারী চাকুরীর ব্যাপারে Rural Water Supply এর Mechanic পদে উক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

## STARRED QUESTION NO. 416.
**By Shri Abhiram Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। দুঃস্থ উপজাতি মহিলাদের বিনামূল্যে সূতা ( কাপড় বোনার ) দেওয়ার সরকারের কোন স্কীম আছে কি ?

২। যদি থাকে ১৯৭২ সালে কতজন উপজাতি দুঃস্থ মহিলাকে ঐ স্কীমে সূতা দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। না ; তবে Grant to Tribal Mahila Samity নামীয় স্কীমের অধীন যে সমস্ত সাহায্য উপজাতি মহিলাদিগকে দেওয়া হয় তাহার মধ্যে সমিতির সভ্যদিগকে সূতা দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

২। প্রশ্ন উঠেনা ; তবে Grant to Tribal Mahila Samity নামীয় স্কীমের অধীন ৫৩ জন উপজাতি মহিলাকে সূতা দেওয়া হইয়াছে।

## STARRED QUESTION NO. 469.
**By Shri Sushil Ranjan Saha**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে দক্ষিণ ত্রিপুরায় ক্র্যাশ প্রোগ্রাম স্কীম এর নির্দ্ধারিত টাকার মোট অঙ্ক এক লক্ষাধিক টাকা গত আর্থিক বৎসরে সারেণ্ডার করা হয়েছে ?

২। যদি তাহা সত্য হয় তবে তার কারণ।

উত্তর

১। ইহা সত্য।

২। নিম্নে ব্যয় হ্রাসের কারণ দেওয়া গেল।

১) বাংলাদেশ হইতে আগত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের ত্রাণ কার্য্যে সরকারী কর্ম্মচারীদের বহুলাংশে ব্যাপৃত থাকা।

২) ভারত-পাক বিরোধের হেতু স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ না করায় ও বিশেষতঃ সীমান্ত অঞ্চল বিঘ্নিত থাকায়।

৩) শরণার্থী পুনর্ব্বাসন বিভাগ ও সামরিক বিভাগে পল্লী অঞ্চলের বেকারদের বিকল্প কর্ম্ম-ব্যবস্থা হওয়া।

## STARRED QUESTION NO. 164.
**By Shri Chandra Sekhar Dutta**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ ইং হইতে ১৯৭৩ ইং মার্চ পর্য্যন্ত বিলোনীয়া মহকুমাতে কৃষি ঋণ বাবত মহকুমা শাসক বরাবরে কত টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে ; এবং

২। ঐ মহকুমাতে উপরোক্ত সময়ে কৃষিঋণ দেওয়ার জন্য কত টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল ?

উত্তর

১। ৪,৩৫,০০০ টাকা।

২। ৩,৮৩,৮০০ টাকা।

## STARRED QUESTION NO. 483
**By Shri Amarendra Sarma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী ( ১৯৭৩ ইং ) কদমতলা ( ধর্মনগর ) বাজারে যে অগ্নিকাণ্ড ঘটে তাতে কি পরিমাণ ক্ষয় হয়েছে ?

২। জনসাধারণের ক্ষতি পূরণের জন্য সরকার এ পর্যান্ত কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৬,০৪,৩০০·০০ টাকা।

২। সরকার কর্ত্তৃক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন বিধান নাই। দুঃস্থ ব্যক্তিগণ এবং যাহারা গৃহহীন হইয়াছিলেন তাহাদিগকে মং ৩০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

## STARRED QUESTION NO. 443
**By Shri Subal Chandra Biswas.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ফটিকরায় রাজনগর উদ্বাস্তু কলোনীর প্রত্যেকটি পরিবারকে ত্রিপুরা সরকার যে সব ধানি জমিতে এলটমেন্ট দিয়েছিলেন সেই সব জমির ব্যাপারে সরকার থেকে সব রকম ক্ষতিপূরণ দেওয়া সত্বেও আজ পর্যন্ত ঐ জমিগুলিতে কলোনী বাসীরা দখল পাচ্ছেন না ?

২। কোন্ সালে সরকার ঐ এলটমেন্ট দিয়াছিলেন এবং সরকার কেনই বা দখল দিচ্ছেন না ?

উত্তর

১। না, কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে এলটমেন্ট অনুযায়ী দখল পাওয়া কয়েকজন উদ্বাস্তু এলটকৃত ভূমি হইতে বেদখল হইয়াছে।

২। ১৯৫৩ ইং সনে এলটমেন্টগুলি দেওয়া হইয়াছিল এবং সরকার দখলও দিয়াছিলেন।

## STARRED QUESTION NO. 451
**By Shri Bulu Kuki**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য অমরপুর বিভাগকে কয়েকটি Revenue circleএ ভাগ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

২। যদি থাকে তাহা হইলে কোন্ কোন্ এলাকাকে নিয়া Revenue circle করা হইবে এবং না থাকিলে ইহার কারণ ?

উত্তর

১। অমরপুর মহকুমাটি দুইটি সার্কেলে ভাগ করা হইয়াছে :—যথা অমরপুর সার্কেল ও গণ্ডাছড়া সার্কেল।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে অমরপুর বিভাগকে দুইটি সার্কেলে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং সার্কেল গুলির গঠন নিম্নরূপ :—অমরপুর সার্কেল ৬টি তহশীল নিয়া গঠিত হইয়াছে যথা :—

১) বীরগঞ্জ ২) অম্পিনগর ৩) টইদু বাজার ৪) রামপুর ৫) মালবাসা এবং ৬) নূতন বাজার।

গণ্ডাছড়া সার্কেল ৩টি তহশীল নিয়া গঠিত হইয়াছে, যথা—১) গণ্ডাছড়া ২) রাইমাভেলী এবং ৩) সোনাছড়া ( নাগরাই )।

## STARRED QUESTION NO.515
**By Shri Tapas Dey**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে কতটি সিনেমা হল আছে ? এর মধ্যে রাজধানীতে কয়টি ?

২। সিনেমা হল হতে বার্ষিক সরকারী আয় কত ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় ১০টি।

আগরতলায় ৪টি।

২। মোট বার্ষিক আয় ৭,৬৬,৪১৭·১৭ টাকা।

## STARRED QUESTION NO. 137
**By Shri Subal Chandra Biswas**

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) কৈলাসহরে যে সব কৃষক পূর্বের কৃষিঋণ শোধ করতে পারেন নাই, তাহাদিগকে এবার খরা (১৯৭২-৭৩) পরিস্থিতির জন্যও কৃষিঋণ দিচ্ছেন কি ?

২। না দিয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। কারণ সরকারী লোন পলিসি অনুযায়ী পূর্বঋণ থাকিলে আর লোন দেওয়া হয় না।

## STARRED QUESTION NO. 213
**By Shri Niranjan Deb**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর পানিসাগর ডলুবাড়ী হালাম বস্তীর শ্রীচন্দ্র হালাম কি ১৯৭২ এর শেষভাগে জুমিয়া দাদনের অর্থ দিয়ে দুর্নীতি করার একটি অভিযোগ লিখিত ভাবে মহকুমা হাকিমকে দিয়াছেন ?

২। দিয়ে থাকিলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ঐ ব্যাপারে কি করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। অভিযোগের সারাংশ এই যে জনৈক নৈবঞ্জয় হালাম দাদনের প্রতি দরখাস্তে ৫০০ টাঃ হইতে ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত আদায় করিয়াছে এবং কিছু সংখ্যক হালাম যাহারা পূর্বে দাদন ঋণ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা তাহাদের নাবালক পুত্রের নামে অথবা আত্মীয় স্বজনের নামে পানিসাগর ব্লক ষ্টাফের যোগ সাজসে পুনরায় দাদন ঋণ প্রাপ্ত হইয়াছে। তদুপরি কতগুলি ভূয়া নামে দাদন দেওয়া হইয়াছে। ধর্মনগর মহকুমা শাসক কর্ত্তৃক প্রাথমিক তদন্ত মতে অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন।

## STARRED QUESTION NO. 117
### By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য খোয়াই বিভাগের জলাভাবগ্রস্ত কোন কোন এলাকায় টিউবওয়েলের জন্য দেড়মাস অথবা দুইমাস পূর্ব্বে পাইপ পাঠানো হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তা বসানো হয় নাই।

২) যদি ইহা সত্য হয়, তবে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে।

২) কোন প্রশ্ন উঠে না।

## STARRED QUESTION NO. 432
### By Shri Raimani Reang Chaudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কাঞ্চনপুরের আনন্দবাজার তুইছামা, সাতনলা ইত্যাদি স্থানের রিংওয়েলগুলিতে জল নাই। এইগুলি খনন করার সময়ে কণ্ট্রাক্টার এভাবেই কাজ সমাপ্ত করিয়াছিল ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে, তবে অভূতপূর্ব্ব খরা পরিস্থিতির জন্য কাঞ্চনপুরের আনন্দবাজার, তুই-ছামা, সাতনলা ইত্যাদি স্থানের রিংওয়েলের মধ্যে কিছু সংখ্যক রিংওয়েলের জলের পরিমাণ কমিয়া যায়।

ইহা সত্য নহে যে খননের সময় কাজগুলি যথাযথভাবে সমাপ্ত হয় নাই।

## STARRED QUESTION NO. 417.
### By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) জিরানীয়া ব্লকে পানীয় জলের জন্য কয়টি রিংওয়েল ও টিউবওয়েল কোন কোন গাঁও-সভায় ১৯৭২ ইং সালে দেওয়া হইয়াছে এবং

২) কয়টি কাঁচাকুয়া ঐ সময়ের মধ্যে ঐ ব্লকের মাধ্যমে দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

৯) ১৯৭২ ইং সনে পানীয় জলের জন্য দেওয়া জিরানীয়া ব্লকের রিংওয়েল ও টিউবওয়েলের গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

| গাঁওসভার নাম | টিউবওয়েল/রিংওয়েল | | কাঁচাকুয়া |
|---|---|---|---|
| ১। লক্ষীপুর | ১০ | — | — |
| ২। মজলিশপুর | ৭ | — | — |
| ৩। বেলবাড়ী | ৫ | ১ | — |
| ৪। পূর্ণ দেবেন্দ্রনগর | ২ | — | ৪ |
| ৫। রাধা কিশোরনগর | ৪ | — | ১৩ |
| ৬। জিরানীয়া খলা | ৩ | — | — |
| ৭। জন্মেজয়নগর | ২ | ২ | — |
| ৮। বঙ্কিমনগর | ২ | ২ | — |
| ৯। বৃদ্ধনগর | ২ | — | — |
| ১০। পূর্ববরজলা | ২ | — | — |
| ১১। মান্দাইনগর | ৩ | ১ | — |
| ১২। শিবনগর | ৭ | — | ২ |
| ১৩। খয়েরপুর | ৪ | — | — |
| ১৪। দীনবন্ধুনগর | ২ | — | — |
| ১৫। পূর্বনোয়াগাঁও | ১ | ১ | — |
| ১৬। ওয়াখীনগর | ৩ | ১ | ৬ |
| ১৭। জয়নগর | ২ | — | — |
| ১৮। রাধাপুর | ৩ | — | — |
| ১৯। চাম্পামুড়া | ১ | ১ | — |
| ২০। অশিঘর | ১ | — | — |
| ২১। চম্পকনগর | ১ | — | — |
| ২২। পশ্চিম বরজলা | — | ১ | — |
| ১৩। পাভনী | — | ১ | ৬ |
| ২৪। রামচন্দ্রনগর | — | — | ১৬ |
| | ৬৭ | ১১ | ৪৭ |

২) ঐ সময়ের মধ্যে ঐ ব্লকের মাধ্যমে ৪৭ (সাতচল্লিশটি) কাঁচাকুয়া দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 470
**By Shri Sushil Ranjan Saha**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, উদয়পুর সরকারী গুদাম হইতে কিছু সংখ্যক ফিল্টার ও পাইপ চুরি গিয়াছে ?

২। যদি হ্যাঁ হয়, তবে কবে কখন ও কিভাবে ?

৩। এ পর্য্যন্ত কি এ্যাক্সন নেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ মহাশয়। ইহা সত্য।

২। গত ২।১।৭৩ইং তারিখ—রাত্রিতে উদয়পুর R. W. S, গুদাম ঘরের তালা ভাঙ্গিয়া।

৩। রাধাকিশোরপুর পুলিশ থানাতে কেইশ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা পুলিশের তদান্তাধীনে আছে। Store Guard কে suspend করা হইয়াছে।

STARRED QUFSTION NO. 474
**By Shri Sushil Ranjan Saha**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। অমরপুর বাজার পোড়া যাওয়ার পর এই পর্য্যন্ত সরকার ক্ষতিগ্রস্তের কত বাণ্ডল টিন ও কত ব্যাগ সিমেন্ট দিয়াছেন ?

২) ইহা যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণ না হয় তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। ১০০ বাণ্ডেল জি, সি, আই সিট এবং ৪৪৫ ব্যাগ সিমেন্ট দেওয়া হইয়াছে।

২) উক্ত দ্রব্যাদি খোলা বাজারে পাওয়া যায় এবং চাহিদার তুলনায় মজুতের পরিমাণ অপ্রচুর ছিল।

STARRED QUESTION NO. 59
**By Shri Jatindra Kumar Majumdar**

Will the Minister-in-charge of the Revenue Departm^nt be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) জিরানীয়া ব্লক এলাকার পূর্ব্ব নোয়াগাঁও ভূমিহীন কলোনীর এলটি পরিবারগুলি বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ঋণ বা আর্থিক সাহায্য পাইবে কি ?

২) ঐ কলোনীতে বর্ত্তমানে কত পরিবার Tribal আছে ?

৩) তাহারা সরকারী কোন আর্থিক সাহায্য বা ঋণ এ যাবত পেয়েছেন কি ?

উত্তর

১। হাঁ, উপযুক্ত ক্ষেত্রে পাইবে।

২) ছয়টি পরিবার।

৩) হাঁ, দাদন লোন পাইয়াছেন।

## STARRED QUESTION NO. 516
### By Shri Tarit Mohan Das Gupta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) বিগত দীপান্বিতায় শ্রীশ্রীকালী পূজা উপলক্ষে মেলার ব্যবস্থাপনা ও পূজা অর্চ্চনার জন্য শ্রীশ্রীমাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরে কোন্ খাতে কতটাকা সরকার হইতে বা সরকারী পরিচালনায় ব্যয় করা হইয়াছে ?

খ) ঐ কয়দিনে ভ বৃন্দ হইতে দেয় প্রণামীর সম্পূর্ণ অর্থ আদায় হইয়া তহবিলে জমা হইয়াছে কিনা ;

গ) ইহাতে কত টাকা জমা হইয়াছে ;

ঘ) জমা না হইলে বা আংশিক আদায় হইলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

ক কালীপূজা উপলক্ষে সরকার হইতে টাঃ ৪৫০.৮০ পয়সা ব্যয় হইয়াছে।

খ) হাঁ, প্রণামীবাক্স প্রাপ্ত টাকা সাব ট্রেজারীতে জমা দেওয়া হইয়াছে।

গ) টাকা ১,৩০১.৯৬ পয়সা ;

ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

## STARRED QUESTION NO. 18
### By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কুমারঘাট মোটর ষ্টেশনে গত ১১।১২।৭২ এ অগ্নিকাণ্ডে যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের কি সাহায্য দেয়া হয়েছে, তার পরিমাণ ; এবং

২। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আরো সাহায্য দানের কোন প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকলে তার বিবরণ ;

উত্তর

১। ৩৪টি পরিবারের মধ্যে ১৭টি দুঃস্থ পরিবারকে সঙ্গে সঙ্গেই ৬৯০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

২। হাঁা, ১৮টি পরিবারকে ৫৮,৭৭৫ টাকা ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

## STARRED QUESTION NO. 347
**By Shri Chandra Sekhar Dutta**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ ইং মার্চ মাস হইতে ১৯৭৭ ইং মার্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমায় কতজন গৃহহীন ত্রিপুরাবাসী গৃহ করার জন্য ভূমি ও অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। মহকুমা ভিত্তিক বাস্তব জায়গা প্রাপ্ত গৃহহীনের হিসাব ১৯৭৩ ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত নিয়ে দেওয়া গেল :

| মহকুমার নাম | ব্যক্তির সংখ্যা |
|---|---|
| সদর | ৯৫৩ |
| খোয়াই | ৩৬ |
| সোনামুড়া | ১৭৪ |
| কৈলাসহর | ১১৮৫ |
| ধর্মনগর | ৮২৩ |
| কমলপুর | ১০৯৫ |
| উদয়পুর | ৩৬ |
| বিলোণীয়া | ২১৬ |
| অমরপুর | ৩৪ |
| সাব্রুম | ২৯৫ |
| | মোট—৪৮৩৪ |

গৃহ নির্মাণের জন্য কোন অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় নাই।

## STARRED QUESTION NO. 569
**By Shri Naresh Chandra Roy**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের Survey & Settlement বিভাগের অস্থায়ী কর্মচারীগণের চাকুরীর নিরাপত্তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

২। ইহা কি সত্য যে প্রতি বছর বছরই তাহাদের চাকুরীর extension দেওয়া হয় ?

**উত্তর**

১। ত্রিপুরার জরীপ ও বন্দোবস্ত কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত সরকার জরীপ ও বন্দোবস্ত সংস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ১৯৭০ ইং সনে ইহার কর্মীর সংখ্যা ছিল ৮৬৩ জন। কয়েকটি গ্রাম ব্যতীত উক্ত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রায় শেষ হইয়াছিল বলিয়া উদ্বৃত্ত কর্মীগণ প্রকাশতঃ ছাটাই এর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কিন্তু সরকার এই বিষয়টি সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে সরকারের অন্যান্য বিভাগে অন্তর্ভুক্তির কথা ভাবিয়াছিলেন এবং সেই অনুসারে উক্ত উদ্বৃত্ত কর্মীদের কয়েকশত জনকে অন্য বিভাগে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ১৯৭০ ইং সনে জিলা পুনর্গঠনের সহিত বাকী সেটেলমেন্ট ষ্টাফের ১৪৯টি পদের কর্মীগণদ্বারা একটি স্থায়ী জরীপ ও ভূমিলেখ্য অধিকারের সৃষ্টি করা হয়।

বাকী ১৬৪ জন কর্মী বাকী গ্রাম সমূহের অবশিষ্ট জরীপ ও বন্দোবস্ত কার্য্যের নিমিত্ত জরীপ ও ভূমিলেখ্য অধিকর্তার অধিনে অস্থায়ী জরীপ ও বন্দোবস্ত সংস্থার ভুক্ত আছেন এবং এই হেতু প্রতি বৎসর তাহাদের চাকুরীর ম্যাদ বাড়ান হইতেছে। জরীপ ও ভূমিলেখ্য অধিকর্ত্তা সম্প্রতি তাঁহার অধিকার ( ডাইরেক্টরেট ) সম্প্রসারণ নিমিত্ত কয়েকটি প্রস্তাব দিয়াছেন এবং তাহাতে বাকী অস্থায়ী কর্মীদের বৃহৎ অংশের অন্তর্ভুক্তির সুযোগ সৃষ্টি হইতে পারে। প্রস্তাবগুলি পরীক্ষাধীন আছে।

২। হ্যাঁ। জরীপ ও বন্দোবস্তের অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করার নিমিত্ত মোট ১৮৭ জন অস্থায়ী কর্মীদের চাকুরীর ম্যাদ বৎসর বৎসর সম্প্রসারণ করা হইতেছে। সমস্ত কর্মীদের চাকুরীর ম্যাদ ১৯৭৪ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হইয়াছে।

## STARRED QUESTION NO. 524
**By Shri Naresh Chandra Roy**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Revenue Department be pleased to state :—

**প্রশ্ন**

১। সরকার কি অবগত আছেন যে ঈশানচন্দ্র নগর বিধানসভা নির্বাচনী এলাকায় Test Relief এর মাধ্যমে আরব্ধ করা রাস্তাঘাট, খাল কাটা ইত্যাদি কাজ বন্ধ হয়ে আছে ; এবং

২। যদি বন্ধ হয়ে থাকে তবে ইহার কারণ কি ?

**উত্তর**

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

## STARRED QUESTION NO. 459.

**By Shri Buln Kuki.**

**প্রশ্ন**

১। অমরপুর বিভাগের নাগরাই তহশীলে Military firing Training এলাকার লোকদিগকে দৈনিক জনপ্রতি কি হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় ?

২। ইহা কি সত্য যে অধিকাংশ লোকদিগকে এখনও টাকা দেওয়া হয় নাই ; যদি না হয়ে থাকে উহার কারণ।

৩। ইহা কি সত্য যে গত ২৫।৯।৭২ ইং হইতে ৯।১০।৭২ ইং মধ্যে ৯ দিন Firing দিনের টাকা অদ্য পর্যন্ত দেওয়া হইতেছে না ? সত্য হইলে কখন দেওয়া হইবে ?

৪। ঐ এলাকায় সরকারী কর্মচারীদের বেলায় ইহা প্রযোজ্য কিনা ? না হইলে ইহার কারণ কি ?

**উত্তর**

১। ক) প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ প্রতিদিন ১·২৫ টাকা হইতে ১·৭৫ টাকা হারে।

খ) প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা :—প্রতিদিন ১·০০ টাকা হারে।

গ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক নাবালক : প্রতিদিন ০·৭৫ পয়সা হারে (১২ বৎসর হইতে ১৮ বৎসর)।

২। কিছুক্ষেত্রে এখনও প্রাপ্য টাকা দেওয়া বাকী আছে।

৩। হ্যাঁ। সত্বরই ঐ টাকা বিলি হইবে।

৪। যদি কেহ চান্দমারী কালীন বাড়ীর বাহির না হইতে পারেন অথবা ঐ অঞ্চল হইতে অন্যত্র সরিতে হয় সেইসব ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কোন সরকারী কর্মচারীর ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন উঠেনা।

## STARRED QUESTION NO. 331.

**By Shri Hangshadhwaj Dewan.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue (Sttelement) Dept. be pleased to State :-

**প্রশ্ন**

১) বিগত ১৯৬১ইং সন হইতে ১৯৭২ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সেটেলমেন্ট বিভাগ কর্তৃক যে সমস্ত সরকারী খাসভূমি কৃষকদের নামে রেকর্ড হইয়াছে সেই ভূমির বন্দোবস্ত কার্য্য কতদিনের মধ্যে সম্পন্ন করা হইবে।

**উত্তর**

১) সরকারী ভূমির বে-আইনী দখলের বিষয়গুলি প্রতিটি ক্ষেত্রে যোগ্যতা বিবেচনাক্রমে ১৯৬০ইং সনের ভূমিরাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের বিধান অনুসারে ও ঐ আইনের অধীনে প্রনীত নিয়মাবলী অনুসারে নিষ্পন্ন করা হইতেছে। যতশীঘ্র সম্ভব এই কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে।

## STARRED QUESTION NO. 412.
**By Shri Abhiram Deb Barma**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—**

প্রশ্ন

১) খরা জনিত ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি উদ্ভবের ফলে ত্রিপুরায় ১৯৭২-৭৩ইং এর ৩০শে জানুয়ারী পর্যান্ত কতজনের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব। এবং

২) যাহাদের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে, ঐসব দুস্থ পরিবারকে কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কিনা ?

৩) সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকিলে তাহার পরিবার ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১) ১৯৭২-৭৩ইং এর ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত অনাহারে কোন মৃত্যু হয় নাই।

২ এবং ৩) প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

## STARRED QUESTION NO. 22.
**By Shri Nripendra Chakraborty**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ধর্ম্মনগর জুরী নদীতে ইচাই এলাকায় সম্প্রতি একটি কাচা বাঁধ দেবার ফলে ফসলের ক্ষতি হয়েছে কি ?

২) ক্ষতি হইয়া থাকিলে তাহার পরিমাণ ; এবং

৩) জুরী নদীতে কোন স্থায়ী বাঁধ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা থাকিলে তার বিবরণ ?

উত্তর

১) না। প্রকৃত পক্ষে কোন ক্ষতি হয় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) না।

## STARRED QUESTION NO. 167
**By Shri Chandra Sekhar Dutta**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বহিত্রিপুরাতে কোন্ কোন্ রাজ্যে ত্রিপুরা সরকারের সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র আছে ?

২) কোন রাজ্যে ১৯৭২-৭৩ইং এর মার্চ পর্য্যন্ত ঐ বিক্রীকেন্দ্র হইতে সরকারী আয় কত ও ব্যয় কত ?

৩) ঐ সকল সরকারী বিক্রীকেন্দ্র তত্বাবধানের জন্য কোন্ কোন্ শ্রেণীর কতজন কর্ম্মচারী আছে ?

উত্তর

১) পশ্চিমবঙ্গে।

২) ১৯৭২-৭৩ সালের ফেবরুয়ারী পর্যন্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ ৪০,৬২৯ টাকা. এষ্টাব্লিশমেন্ট খাতে ব্যয় ৫১,৯৮২ টাকা।

৩) তৃতীয় শ্রেণীর—১ জন।

## STARRED QUESTION NO. 323
### By Shri Sunil Chandra Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Communiy Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি Tube well অব্যবহার্য্য অবস্থায় আছে? এবং

খ) চলতি আর্থিক বৎসরে অকেজো নলকূপগুলি মেরামত হইবে কি?

উত্তর

ক) ১৯৭২এর ১লা এপ্রিলের হিসাব মতে ১৩৩৮টি টিউবওয়েল অকেজো ছিল।

খ) হাঁ।

## STARRED QUESTION NO. 322
### By Shri Sunil Chnndra Dutta

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার মোট কয়টি বাজার অগ্নিকাণ্ডের ফলে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে গত ১৯৭০, ৭১ ও ৭২ইং সনে ভস্মীভূত হইয়াছে এবং ঐ অগ্নিকাণ্ডে মোট ক্ষতির পরিমাণ কত?

২) চলতি বৎসরে এ পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট কয়টি বাজার ভস্মীভূত হইয়াছে এবং ইহাতে ক্ষতির পরিমাণ কত?

উত্তর

| ১) সন | আংশিক বা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হওয়া বাজারের সংখ্যা |
|---|---|
| ১৯৭০ ইং | ৫ টি |
| ১৯৭১ ইং | ১৫ টি |
| ১৯৭২ ইং | ১৯ টি |
| | মোট ৩৯ টি |

মোট ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১,৪৬,২৯,৫২৪·০০ টাকা।

২) মোট ৬টি। মোট ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২৩,২৪,৩৫০ টাকা।

## STARRED QUESTION NO. 460
### By Shri Sunil Ch. Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় ব্যক্তিগত মালিকানায় চা বাগানের সংখ্যা কত ?

২। ব্যক্তিগত মালিকানায় চা বাগানগুলি মূলধনের অভাবে বর্তমান সময়ে বিপর্যয়ের সম্মুখীন কি না ?

৩। বাগানগুলির সংকট মোচনের জন্য ত্রিপুরা সরকারের কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় ব্যক্তিগত মালিকানায় চা বাগানের সংখ্যা—২৩।

২। হ্যাঁ।

৩। হ্যাঁ।

## STARRED QUESTION NO. 268
### By Shri Radharaman Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৬১ইং সন হইতে ১৯৭২ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ধর্মনগর সাব-ডিবিশানে রেজিষ্ট্রীকৃত জমির খরিদ্দারগণ তাহাদের স্বীয় নামে নামজারী করিতে পারিতেছেন না ?

২) সত্য হইলে সরকার অনতিবিলম্বে উক্ত খরিদ্দারগণের নামে নামজারীর ব্যবস্থা করিবেন কি ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

## STARRED QUFSTION NO. 134
### By Shri Anantahari Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) মোহরছড়া এলাকায় (হাওয়াইবাড়ী) মডেল কার্পেন্টারী ইণ্ডাষ্ট্রিতে বর্ত্তমানে নিয়মিত কাজ চলিতেছে কি ? উৎপাদন কিরূপ হইতেছে ?

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত মডেল কার্পেন্টারী ইণ্ডাষ্ট্রিতে একটি কৃষি সরঞ্জাম উৎপাদন ও মেরামত কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে ?

৩। যদি সত্য হয় তবে কবে থেকে চালু হইয়াছে ?

৪। কৃষি সম্বন্ধীয় কি কি যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও মেরামত করা এখানে সম্ভব ?

৫। মোট কতজন অফিসার উক্ত প্রশিক্ষনের কাজে যুক্ত ?

উত্তর

১। হাঁ। ১৯৭২—৭৩ ইংরাজী সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ৩০,০০০ টাকার আসবাব পত্র উৎপাদন করা হইয়াছে।

২। না। মডেল কার্পেন্টির জন্য নির্মিত একটি ঘরে কৃষি সরঞ্জাম উৎপাদন ও মেরামত কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।

৩। ১৯৭২ ইংরাজী সনের ডিসেম্বর মাস হইতে।

৪। উক্ত কেন্দ্রে উন্নতধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি যথা Wheel hoe, Rotary paddy Weeder, Seed drill, Dust Sprayer, papdy Thrasher প্রভৃতি উৎপাদন ও মেরামত কাজ করানো সম্ভব।

৫ ইহা প্রশিক্ষন কেন্দ্র নহে। অতএব প্রশিক্ষনের কাজ কোনও অফিসারের যুক্ত থাকার প্রশ্ন উঠেনা। Special Employment Programme এর আওতায় কৃষি সরঞ্জাম উৎপাদন ও মেরামতের কাজের জন্য স্থাপিত কেন্দ্রে মোট ১৫জন লোকের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে ১৪ জন লোক কাজ করিতেছে।

## STARRED QUESTION NO. 267
### By Shri Radharaman Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগরের অন্তর্গত কামেশ্বর গ্রামে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ষ্টেট করার জন্য ত্রিপুরা সরকার কর্ত্তৃক জমি একোয়ার করা হইয়াছে ?

২। সত্য হইলে ঐ একোয়ারকৃত জমিতে ইণ্ডাষ্ট্রীর কোন কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ কি ?

৩। ১৯৭৩—৭৪ইং আর্থিক বৎসরে উল্লিখিত জায়গায় ইণ্ডাষ্ট্রির কোন কাজ আরম্ভ করার সরকারের পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১ Acquire করার জন্য আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা চলিতেছে।

২। Acquisition কার্য্য এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই।

৩। হাঁ।

## STARRED QUESTION NO. 98
### By Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিগত ৫ বৎসরে অর্থনৈতিক সংকটের জন্য বা বিভিন্ন কারণে যে সমস্ত ভূমিহীন জুমিয়াদের জমি হস্তান্তর হইয়াছে—সেই সমস্ত জমি পুনঃ ভূমিহীন জুমিয়াদের ফেরত দেওয়ার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

না, বর্তমানে এমন কোন প্রস্তাব নাই।

STARRED QUESTION NO. 510.
**By Shri Madhusudhan Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

QUESTION

1. Is it a fact that the present term of 191 posts of the Settlement be Organisation will expire on 28. 2. 73.
2. If so whether further continuance to those posts has since been given ;
3. If no. the reasons therefore ?

ANSWER

Minister in charge of the Revenue Department : Chief Minister

1. Yes. The present term of 187 and not 191 posts (including one gazetted Officer ) of settlement Organisation will expire on 28. 2. 73.
2, Yes.
3. Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 157.
**By Shri J. K. Majumder**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Devlopment Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। মজলিশপুর বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রাধীন তুলাকোণা গাঁও পঞ্চায়েত এলাকায় ক্র্যাশ স্কীমের কোন রাস্তার কাজ করা হইয়াছে কি ?

উত্তর

১। না।

STARRED QUESTION NO. 333
**By Shri Hangshadhwaj Dewan**

Will the Minister-in-charge of the RevenueDepartment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর বিভাগের পেচারথল তহশীলাধীনে ১। পেচারথল ২। নলকাটা, ৩। কৱইছড়া মৌজায় বহু আদিবাসীগণের জমি অবৈধভাবে হস্তান্তর হইয়াছে ; এবং

২। অবৈধ হস্তান্তরিত হইয়া থাকিলে তাহার সংখ্যা কত ?

উত্তর

১) এমন কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

## STARRED QUESTION NO. 119
### By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Publicity Department be please to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৯-১-৭৩ইং আগরতলার পত্রিকা সমূহকে কি Anniversary to Statehood on 21. 1. 73. সম্পর্কে কোন বিজ্ঞাপন offer করা হয়েছিল',

২। যদি Offer করা হয়ে থাকে তা কি কি সর্ত্তে,

৩। সর্ত থাকলে তা আরোপের কারণ কি ?

উত্তর

১) হ্যা।

২) পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্তির বর্ষ পূর্ত্তি দিবস পালন উপলক্ষে একটি ৪ পৃষ্ঠায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করার সর্ত্ত ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বিশেষ সর্ত্ত আরোপ করা হয় নাই।

৩) যেহেতু উপলক্ষটি ছিল পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্তির প্রথম বর্ষপূর্ত্তি দিবস পালন, সেহেতু উপরোক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

## STARRED QUESTION NO. 239
### By Shri Anil Sarker

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Relations & Tourism Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আমাদের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উদযাপনের জন্য আগরতলায় আয়োজিত প্রদর্শনীতে প্রতিদিন সরকারী দপ্তর কতৃক মোট ব্যয়ের পরিমান কত ?

উত্তর

২। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী পালনের জন্য কোন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় নাই।

## STARRED QUESTION NO. 421.

**By Shri Kalipada Banerjee**

Will the Minister in-charge of the Publicity Deptt. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান সনে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা প্রদর্শনীর জন্য সরকার মোট কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

উত্তর

১। বর্ত্তমান সনে আগরতলায় পরিকল্পনা প্রদর্শনীর জন্য এখন পর্য্যন্ত সরকারের মোট টাকা ১,৫৫,৭৭৭·৯৪ ব্যয় হইয়াছে ?

## STARRED QUESTION NO. 133 (Postponed)

**By Shri Purna Mohan Tripura**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহরের কোন গাঁওসভায় এ বছর কতগুলি কৃষিঋণ দাদন, বীজধান ও খয়রাতী সাহায্য পেয়েছেন তার গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব।

২। যারা পেয়েছেন, তাদের নাম বাছাই এর ভিত্তি কি ?

উত্তর

১। সঙ্গীয় তালিকায় দ্রষ্টব্য

২। ভি, এল, ডব্লিউ এবং তহশীল এজেন্সি-এর তদন্তক্রমে এবং বি, ডি, ও এবং দায়িত্বশীল সরকারী চাকুরীয়ার সুপারিশক্রমে এগ্রিলোন বিতরণ করা হয়।

দাদন ও জি আর বিতরণ করা হয় গ্রাম প্রধানের সুপারিশ ক্রমে এবং দায়িত্বশীল সরকারী চাকুরীয়ার স্থানীয় তদন্তক্রমে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 133 (POSTPONED)

## LIST OF G.R. DISTRIBUTED GOAN SABHAWISE UNDER KUMARGHAT C. D. BLOCK

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Samrurpar | 11 persons |
| 2. | Rajkandi | 58 ,, |
| 3. | Fatikroy | 95 ,, |
| 4. | Gojulnagar | 111 ,, |
| 5. | Radhanagar | 72 ,, |
| 6. | Pabiacherra | 195 ,, |
| 7. | Betcherra | 48 ,, |
| 8. | Sonalmuri | 44 ,, |
| 9. | Fultali | 73 ,, |
| 10. | Krishnanagar | 34 ,, |
| 11. | Kumarghat | 44 ,, |
| 12. | Jarultali | 72 ,, |
| 13. | Masauli | 29 ,, |
| 14. | Bilashpur | 88 ,, |
| 15. | Paschim Kanchanbari | 34 ,, |
| 16. | Purba Ratacherra | 45 ,, |
| 17. | Dudpur | 25 ,, |
| 18. | Paschim Ratacherra | 47 ,, |
| 19. | Kailashahar Town | 332 ,, |
| 20. | Ichabpur | 80 ,, |
| 21. | Goldharpur | 1 ,, |
| 22. | Tillagoan | 35 ,, |
| 23. | Srinathpur | 28 ,, |
| 24. | Laxmipur | 47 ,, |
| 25. | Kaulikura | 14 ,, |
| 26. | Gournagar | 2 ,, |
| 27. | Rangauti | 28 ,, |
| 28. | Irani | 29 ,, |
| 29. | Chaintail | 23 ,, |

## LIST OF G. R. D:STRIBUTFD GOAN SHABAWISE UNDER CHAUMANU T. D. BLOCK

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Karamcherra | 127 persons. |
| 2, | Dhumacherra | 160 ,, |
| 3. | Manu | 193 ,, |
| 4. | West Masli | 155 ,, |
| 5. | Purba Masli | 52 ,, |
| 6. | Ganganagar | 53 ,, |
| 7. | Kanchancherra | 86 ,, |
| 8. | Chailangta | 215 ,, |
| 9. | South Dhamacherra | 108 ,, |
| 10. | Mainarma | 70 ,, |
| 11. | Kathalcherra | 47 ,, |
| 12. | Chaumanu | 8 ,, |

## LIST OF DADAN LOAN DISTRIBUTED GOAN SABHAWIS UNDER KUMARGHAT BLOCK

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Srimpur | 163 persons. |
| 2. | Srinathpur | 208 ,, |
| 3. | Kaulikura | 44 ,, |
| 4. | Fultali | 161 ,, |
| 5. | Samrupar | 8 ,, |
| 6. | Rajkandi | 20 ,, |
| 7. | Golulnagar | 27 ,, |
| 8, | Radhanagar | 25 ,, |
| 9. | Rabiacherra | 103 ,, |
| 10. | Betcherra | 18 ,, |
| 11. | Sonaimuri | 48 ,, |
| 12. | Kumarghat | 4 ,, |
| 13. | Masauli | 26 ,, |
| 14. | Paschim Kanchanbari | 28 ,, |
| 15. | Purba Ratacherra | 32 , |
| 16. | Paschim Ratacherra | 48 ,, |
| 17. | Goldarpur | 17 ,, |

LIST OF PERSONS OF CHAWMANU AREA BENEFITED UNDER DADAN SCHEME.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Dakshin Dhumacherra | 13 persons. |
| 2. | Manu | 14 „ |
| 3. | Kanchancherra | 17 „ |
| 4. | Purba Karamcherra | — |
| 5. | Paschim „ | 4 „ |
| 6. | Purba Masli | 38 „ |
| 7. | Paschim Masli | 20 „ |
| 8. | Uttar Dhumacherra | 66 „ |
| 9. | Kathalcherra | 17 „ |
| 10. | Mainarma | — |
| 11. | Gainarma | ... |
| 12. | Chailengta | 18 „ |
| 13. | Lalcherra | 6 „ |
| 14. | Durgacherra | — „ |
| 15. | Joy Chandra Para | 2 „ |
| 16. | Paschim Chawmanu | 14 „ |
| 17. | Uttar Longtharai | 31 „ |
| 18. | Purba Chowmanu | — |
| 19. | Manikpur | 73 „ |

AGRI. LOAN

| NAME OF GOAN SABHA. | | PERSONS BENEFITED. |
|---|---|---|
| 1. | Pabiacherra | 4 |
| 2. | Chailengta | 1 |
| 3. | Samrurpar | 8 |
| 4. | Masauli | 13 |
| 5. | Tillagaon | 16 |
| 6. | Gourangar | 16 |
| 7. | Laxmipur | 16 |
| 8. | Betcherra | 1 |
| 9. | Irani | 12 |
| 10. | Kaulikura | 12 |

| NAME OF GOAN SABHA | PERSONS BENEFITTED |
|---|---|
| 11. Dudpur | 6 |
| 12. West Ratacherra | 7 |
| 13. Jarultali | 13 |
| 14. Bilashpur | 20 |
| 15. Kanchanbari | 8 |
| 16. Srinathpur | 8 |
| 17. Goldharpur | 7 |
| 18. Ratachera | 20 |
| 19. Ichabpur | 11 |
| 20. Srirampur | 4 |
| 21. Radhanagar | 2 |
| 22. Kumarghat | 2 |
| 23. Sonaimuri | 1 |
| 24. Rangauti | 3 |
| 25. Katalcherra | 3 |
| 26. Fultali | 6 |
| 27. Chantali | 3 |
| 28. East Masli | 1 |
| 29. Durgapur (Town) | 1 |
| 30. Kacharghat (Town) | 1 |
| 31. Gobindapur (Town) | 1 |
| 32. Bidyanagar (Town) | 1 |

SEEDS

KUMARGHAT

| | |
|---|---|
| 1. Rajkandhi | — |
| 2. Fatikroy | 98 persons. |
| 3. Gakulnagar | — |
| 4. Radhanagar | — |
| 5. Pabiacherra | — |
| 6, Betcherra | — |
| 7. Lonaimuri | 81 „ |
| 8. Fultali | — |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | Krishnanagar | — |
| 10. | Kumarghat | 150 „ |
| 11. | Jarultali | — |
| 12. | Masauli | — |
| 13. | Bilashpur | 208 persons. |
| 14. | Pachim Kanchanbari | 231 „ |
| 15. | Purba Ratacherra | 33 „ |
| 16. | Dudpur | — |
| 17. | Pachim Ratacherra | 30 „ |
| 18. | Gournagar | 63 „ |
| 19. | Tillabazar | 211 „ |
| 20. | Srirampur | 66 „ |
| 21. | Deba Shal (Bagan) | 34 „ |

CHAWMANU

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Durgacherra | 48 persons. |
| 2. | Manikpur | 27 „ |
| 3. | Purba & Pachim Masli | 53 „ |
| 4. | Purba & Pachin Chawmanu | 33 „ |
| 5. | Chailengta | 47 „ |
| 6. | Manu | 72 „ |
| 7. | Kathalcherra | 99 „ |
| 8. | Uttar & Dakshin Dhumacherra | 87 „ |
| 9. | Mainama | 50 „ |
| 10. | Lalcherra | 57 „ |
| 11. | Karamcherra | 105 „ |
| 12. | Sindhu Kr. Para (Forest reserved area) | 66 „ |
| | | 734 persons. |

UNSTARRED QUESTION NO. 387

By **Shri Kalipada Banerjee**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Relations & Tourism Deptt.be pleased to state—

প্রশ্ন

গত ১৯৭০-৭১, ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকার কোন কোন কাগজে কত টাকার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তাহার প্রতিটি কাগজের নাম ও বিজ্ঞাপনের হিসাব।

উত্তর

বিজ্ঞাপন বাবত কোন পত্রিকা কত টাকা পাইয়াছে তাহার বিবরণসহ সংবাদপত্রের তালিকা দেওয়া গেল।

| Sl. No. | Name of papers | Classified Advt. | Display Advt. | Total | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Jagaran (Daily) | 11,421.00 | 3995.92 | 15416.92 | |
| 2. | Ganaraj (Daily) | 4970.00 | 1149.00 | 6117.00 | |
| 3. | Bhabi Bharat (Daily) | 10,366.00 | 3792.60 | 14158.60 | |
| 4. | Dainik Sambad (Daily) | 16,830.00 | 9785.25 | 26615.25 | |
| 5. | Rudrabina (Daily) | — | 27329.30 | 27329.30 | |
| 6. | Janapad (Daily) | 2525.50 | 12865.10 | 15390.60 | |
| 7. | Manush (Bi-weekly) | 6106.00 | 4725.40 | 10831.40 | |
| 8. | Agradut (Bi-weekly) | 4597.50 | 4118.85 | 8716.35 | |
| 9. | Samachar (Weekly) | 3461.00 | 4107.25 | 7568.25 | |
| 10. | Tripura (Weekly) | 3095.00 | 5235.74 | 8330.74 | |
| 11. | Nyayadanda (Weekly) | 3474.00 | 2478.10 | 5952.10 | |
| 12. | Agragati (Weekly) | 3199.00 | 4865.65 | 8064.65 | |
| 13. | Tripura Times (Weekly) | 3458.00 | 3886.15 | 7344.15 | |
| 14. | Tripura Katha (Weekly) | 3464.50 | 3360.90 | 6825,40 | |
| 15. | Bharat Kalyan (Weekly) | 2684.00 | 3385.90 | 6069.90 | |
| 16. | Sandhani (Weekly) | 2934.00 | 1437.80 | 4371.80 | |
| 17. | Vivek (Daily) | 3790.50 | 25760.09 | 29550.59 | |
| 18. | Simanta Prakash (Weekly) | 3029.50 | 11679.50 | 14709.00 | |
| 19. | Yapri (Weekly) | 2866.50 | 16050.85 | 18917.35 | |
| 20. | Nutanbarta (Weekly) | 1262.00 | — | 1262.00 | |
| 21. | Sukumar (Weekly) | 2595.00 | 5459.50 | 8054.50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Marup (Weekly) | 2803.50 | 4453.80 | 7257.80 | |
| 23. | Swadhikar (Weekly) | 2908.50 | 5290.39 | 8198.89 | |
| 24. | Pramod Barta (Weekly) | 2512.50 | 9097.60 | 11610.10 | |
| 25. | Ajker Fariad (Weekly) | 4201.50 | 9879.34 | 14080.84 | |
| 26. | Navajyoti (Weekly) | 2912.00 | 4683 17 | 7595.17 | |
| 27. | Ganasangahti (Weekly) | 1258.00 | — | 1258.00 | |
| 28. | Aryasakti (Weekly) | 2612.00 | 3353.00 | 5965.00 | |
| 29. | Kandari (Weekly) | 1336.00 | 106.40 | 1442.40 | |
| 30. | Darsan (Weekly) | 2818.50 | 4961.62 | 7780.12 | |
| 31. | Nagarik (Weekly) | 1371.50 | 12087.50 | 13459.00 | |
| 32. | Tripura Chronical (W) | 2131.50 | 2640.75 | 4772.25 | from 14-6-72. |
| 33. | Bidrohi (Weekly) | 1060.50 | 3490.75 | 4551.25 | from 21-7-72 |
| 34. | Mahabrata (Weekly) | — | 990.40 | 3990.40 | |
| 35. | Samabayabarta (Weekly) | — | 856.40 | 856.40 | |
| 36. | Kailasahar Barta (W) | — | 2056.30 | 2056.30 | |
| 37. | Nabaraj (Weekly) | — | 164.35 | 164.35 | |
| 38. | Jagiti (Weekly) | — | 250.00 | 250.00 | |
| 39. | Bidroha (Weekly) | — | 3538.12 | 3538 12 | |
| 40. | Janatar Dak (Weekly) | — | 1250.00 | 1250.00 | |
| 41. | Syandan (Weekly) | — | 3325.62 | 3325.62 | |
| 42. | Ganadut (Weekly) | — | 1500.00 | 1500.00 | |
| 43. | Nabadiganta (Weekly) | — | 537.50 | 537.50 | |
| 44. | Purbachal (Fortnightly) | — | 2562.15 | 2562.15 | |
| 45. | Jibanpradeep (Weekly) | — | 2625.00 | 2625.00 | |
| 46. | Hani-kok (Weely) | — | 3037.50 | 3037.50 | |
| 47. | Juba Swami (Weekly) | — | 2093.75 | 2093.75 | |
| 48. | Master (Weekly) | — | 2375.00 | 2375.00 | |
| 49. | Tripura Prakash (Daily) | — | 4007.50 | 4007.50 | |
| 50. | Janatar Rai (Weekly) | — | 625.00 | 625.00 | |
| 51. | Jatrik (Weekly) | — | 1487.50 | 1437.50 | |
| 52. | Kshudartha (Weekly) | — | 9612.50 | 7612.50 | |
| 53. | Ananda Bazar | 47201.67, | 50007.68 | 97,209.35 | |
| 54. | Amrita Bazar | 42794.18 | 24830.04 | 67,624.20 | |
| 55. | Statesman | 40777.60 | 2552.00 | 43,329.60 | |
| 56. | Hindusthan Standard | 8123.00 | ·10347.50 | 18,470.50 | |
| 57. | Basumati | 5385.40 | 726.00 | 6,111.40 | |
| 58. | Jugantar | 15978.88 | 1211.76 | 17,190.64 | |
| 59. | Janabani | — | 1500.00 | 1,500.00 | |
| 60. | Shillong Times | — | 600.00 | 600.00 | |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Assam Tribune | 2854.80 | — | 2,854.80 | |
| 62. | Hindusthan Times | 3344.00 | — | 3,344.00 | |
| 63. | Indian Express, Bombay | — | — | 1,199.00 | |
| 64. | Hindu, Madras | 750.00 | — | 750.00 | |
| 65. | Economic Times | 181.50 | 19057.50 | 19,288.00 | |
| 66. | Times of India | 313.50 | — | 313.50 | |

The list of newspapers showing the amount paid towards cost of advertisement newspapers during the period 1971-72.

| Name of News papers | Cost of Advertisements<br>Classified Advts. | Display Advts. | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jagaran ( Daily ) | 13,700·00 | 1,051·00 | 14,751·00 |
| Ganaraj ( Daily ) | 14,155·00 | 995·90 | 15,150·90 |
| Rudrabina (Daily) upto Nov. '71 | 7,483·00 | 1,643·30 | 2,126·00 |
| Dainik Sambad (Daily) From 9-11-71 | 5,849·00 | 5,825·25 | 11,674·25 |
| Bhabi Bharat (Daily) From 17-12-71 | 3,293·00 | 559·59 | 3,852·59 |
| Manush (Bi-weekly) | 6.165·00 | 1,064·00 | 7,229·00 |
| Tripura (Weekly) | 4,464·00 | 4,793·97 | 9,257·97 |
| Samachar (Weekly) | 4,222·00 | 985·15 | 5,207·15 |
| Ganasangbati (Weekly) | 3,383·00 | 704·90 | 4,087·90 |
| Nyyadanda (Weekly) | 3,987·00 | 1,144 60 | 5,131·60 |
| Yapri (Weekly) | 4,603·00 | 1,427·85 | 6,030·85 |
| Bharat Kalyan (Weekly) | 1,944·00 | 4,057·40 | 6,001·40 |
| Tripura Times (Weekly) | 4,948·00 | 2,586·12 | 7,534·12 |
| Tripura Katha (Weekly) | 3,117·00 | 2,229·20 | 4,346·20 |
| Samabaya Barta (Weekly) | 999·00 | 95·00 | 1,094·00 |
| Agragati (Weekly | 4,657·00 | 2,088·10 | 6,745·10 |
| Aryashakti (Weekly) | 2,779·00 | 1,244·97 | 4,023·97 |
| Vivek (Weekly) | 4,506 00 | 2,396·37 | 6,902·37 |
| Simanta (Weekly) | 4,843·00 | 2,698·47 | 7,541·47 |
| Sandhani (Weekly) | 2,800·00 | 875·90 | 3,675·90 |
| Marup (Weekly) | 2,559·00 | 1,658·70 | 4,217·70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Nutan Barta (Weekly) | 2,327·00 | 957·50 | 3,284·50 |
| Fariad (Weekly) | 3,486·00 | 2,607·97 | 6,093·97 |
| Kandari (Weekly) | 2,528·00 | 1,664·17 | 4,188·17 |
| Sukumar (Weekly) From 16-7-71 | 1,919·00 | 1,336·65 | 3,255·65 |
| Swadhikar (Weekly) From 13-7-71 | 1·747·00 | 1,835·25 | 3,582·25 |
| Agradut (Bi-weekly) | 3,909·00 | 1,111·50 | 5,020·50 |
| Nagarik (Weekly) From 24-7-71 | 1,181·00 | 635·55 | 1,816·55 |
| Promode Barta (Weekly) From 21-7-71 | 1,293·00 | 1,449·12 | 2,742·12 |
| Janapath (Weekly) From 21-7-71 | 1,424·00 | 430·70 | 1,854·70 |
| Navajyoti (Weekly) From 3-8-71 | 1,668·00 | 2,489·00 | 4,157·00 |
| Darsan (Weekly) From 3-8-71 | 1,655·30 | 2,289·03 | 3,944·03 |
| Mahabrata (Weekly) | — | 1,438·20 | 1,438·20 |
| Janapad (Daily) | — | 323·00 | 323·00 |
| Bidrohi (Weekly) | — | 965·20 | 965·20 |
| Tripura Chronicle (Weekly) | — | 484·50 | 484·50 |
| Amaderkatha (Weekly) | — | 1,094·15 | 1,094·15 |
| Bondemataram (Weekly) | — | 159·60 | 159·60 |
| Kailasahar Barta (Weekly) | — | 268·80 | 268·80 |
| Statemen (Daily) | 17,809·41 | 891·00 | 18,700 41 |
| Ananda Bazar (Daily) | 31,706·43 | 1,138·50 | 32,844·93 |
| Amrita Bazar (Daily) | 18,550·28 | — | 18,550·28 |
| Jugantar (Daily) | 13,063·98 | 856·35 | 13,920·33 |
| Hindusthan Std. (Daily) | 4,173·40 | — | 4,173·40 |
| Basumati (Daily) | 5,769·40 | — | 5,769·40 |
| Hindusthan Times (Daily) | 3,656·20 | 831·60 | 4,487·80 |
| Times of India (Daily) | 172·15 | — | 172·15 |
| Hindu (Madras) (Daily) | 750·35 | 903·37 | 1,635·72 |
| Indian Express (Daily) | 2,215·00 | 495·00 | 2,710·00 |
| Economic Times (Daily) | 121·00 | — | 121·00 |
| Assam Tribune (Daily) | 4,047·65 | — | 4,047·65 |
| Jugasakti (Weekly) | 76·00 | — | 76·00 |

The list of news papers showing the amount paid towards cost of advertisement newspaper wise during the period 1970-71.

| Name of Newspapers | Advertisement cost Classified Advt. | Display Advt. | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jagaran (Daily) | 18,028·00 | 3,031·70 | 21,057·70 |
| Bhabi Bharat ,, (upto Feb. '70) | 1,676·00 | 366·70 | 2,042·70 |
| Ganaraj ,, | 18,122·00 | 613·00 | 18,735·20 |
| Rudrabina ,, | 5,978·00 | 6,632·90 | 12,610·90 |
| Tripura Times (Weekly) | 4,513·00 | 2,813·60 | 7,326·60 |
| Vivek ,, | 5,186·00 | 2,081·60 | 7,967·60 |
| Simanta ,, | 3,752·00 | 4,644·09 | 8,396·09 |
| Nyayadanda ,, | 4,002·00 | 910·10 | 4,912·10 |
| Gana Sanghati ,, | 4,381·00 | 2,121·54 | 6,502·54 |
| Tripura ,, | 4,394·00 | 3,492·44 | 7,886·44 |
| Marup ,, | 3,377·00 | 1,752·75 | 5,129·75 |
| Manush (Bi-weekly) | 5,151·00 | 976·60 | 6,127·60 |
| Tripurar Katha (Weekly) | 2,979·00 | 890·15 | 3,860·15 |
| Sandhani ,, | 3,401·00 | 980·40 | 4,381·40 |
| Samachar ,, | 4,675·00 | 976·60 | 5,651·60 |
| Yapri ,, | 4,313·00 | 1,996·90 | 6,309·90 |
| Agradut (Bi-weekly) (From 13-7-70) | 2,212·00 | 862·60 | 3,074·60 |
| Kandari (Weekly) (From 12-2-71) | 181·00 | 1,315·76 | 1,526·76 |
| Nutan Barta ,, | 2,735·00 | 660·90 | 3,395·90 |
| Aryasakti ,, | 3,686·00 | 1,846·90 | 5,532·90 |
| Samabaya Barta ,, | 3,566·00 | 661·20 | 4,227·20 |
| Fariad ,, (From 12-11-70) | 723·00 | 2,277·30 | 2,000·30 |
| Gana Abhijan ,, (Upto July '70) | 1,244·00 | 106·40 | 1,350·40 |
| Agragati ,, | 2,275·00 | 3,129·54 | 5,404·54 |
| Navajyoti ,, | — | 2,551·25 | 2,551·25 |
| Souvenir of Tripura Pradesh | — | 271·70 | 271·70 |
| Sukumar (Weekly) | — | 1,027·90 | 1,027·90 |
| Bidrohi ,, | — | 976·60 | 976·60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Kandari (Weekly) | — | 1,345·76 | 1,345·76 |
| Bharat Kalyan ,, | — | 728·65 | 728·65 |
| Nagarik ,, | 1,380·00 | 1,302·30 | 2,682·30 |
| Upto July '70 | | | |
| Promode Barta ,, | — | 371·80 | 371·80 |
| Swadhikar ,, | — | 389.50 | 389·50 |
| Amader Katha ,, | — | 694·15 | 694·15 |
| Janapath ,, | — | 224·20 | 224·20 |
| Darsan ,, | — | 602·30 | 602·30 |
| Mahabrata ,, | -- | 106·40 | 106·40 |
| Jugantar (Daily) | 14,137·43 | 3,659·06 | 17,796·49 |
| Engineering Times (Fort-nightly) | 726·30 | — | 726·30 |
| Basumati (Daily) | 8,249·60 | — | 8,249·60 |
| Hindusthan Standard ,, | 3,718·00 | 715·20 | 4,633·20 |
| Ananda Bazar ,, | 24,707·39 | 5,346·00 | 30,533·39 |
| Amrita Bazar ,, | 16,665·58 | 3,775·20 | 20,440·78 |
| Statesman ,, | 12,393·55 | 792·00 | 13,185·55 |
| Times of India ,, | 484.22 | — | 484·22 |
| Hindusthan Times ,, | 1,965·15 | — | 1,965·15 |
| Hindu ,, | — | 685·30 | 685·30 |
| Assam Tribune ,, | 3,196 00 | — | 3,196·00 |
| Shillong Times ,, | — | 400·00 | 400·00 |
| Indian Express ,, | 1,749·00 | — | 1,749·00 |
| Economic Times ,, | 288·20 | — | 288·20 |

## UNSTARRED QUESTION NO. 26

**By Shri Bidya Ch. Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। গত ৮ মাসে কোন মহকুমায় কতজন কৃষিঋণ পেয়েছেন তার গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব,

২। তাদের মধ্যে জমি mortgage না করে group bond এ কৃষিঋণ পেয়েছেন তাদের সংখ্যা

উত্তর

১) সঙ্গীয় তালিকা দ্রষ্টব্য।

২) পশ্চিম ত্রিপুরা ১৫৬৩ জনকে।
উত্তর ত্রিপুরা ৬১ ,,
দক্ষিণ ত্রিপুরা ৮০ ,,

| Sl. No. | Name of Goan Sabha | No. of persons given Agri loan. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | DHARMANAGAR SUB-DIVISION | |
| 1. | Brajendranagar | 22 |
| 2. | Kurti | 47 |
| 3. | Kadamtala | 2 |
| 4. | Amtilla | 11 |
| 5. | Fulbari | 8 |
| 6. | Nadiapur | 6 |
| 7. | Sanicherra | 7 |
| 8. | Hurua | 22 |
| 9. | Ragna | 1 |
| 10. | Bhagyapur | 14 |
| 11. | Dharmanagar | 23 |
| 12. | Baruakandi | 16 |
| 13. | Kameswar | 2 |
| 14. | Bagbasa | 3 |
| 15. | Dewanpasa | 8 |
| 16. | Rajnagar | 1 |
| 17. | Halflong | 10 |
| 18. | Uptakhali | 1 |
| 19. | Padmabil | 2 |
| 20. | Deocherra | 3 |
| 21. | Tilthai | 31 |
| 22. | Bilthai | 5 |
| 23. | Panisagar | 7 |
| 24. | Rowa | 9 |
| 25. | Kanchanpur | 22 |
| 26. | Laljuri | 19 |
| 27. | Ujanmachmara | 5 |
| 28. | Uttar Machmara | 3 |
| 29. | Kakricherra | 2 |
| 30. | Kalkata | 17 |
| 31. | Dhanicherra | 16 |
| 32. | Andharcherra | 8 |
| 33. | Pecharthal | 25 |
| 34. | Nabincherra | 1 |
| 35. | Damcherra | 7 |
| 36. | Piplacherra | 1 |
| 37. | Kacharicherra | 1 |
| 38. | Khedacherra | 18 |
| | | 406 |
| | KAMALPUR SUB-DIVISION | |
| 1. | Halahali | 18 |
| 2. | Maharani | 19 |
| 3. | Abhanga | 14 |
| 4. | East Nalicherra | 54 |
| 5. | Kulai | 7 |
| 6. | Kachucherra | 25 |
| 7. | Bamancherra | 16 |
| 8. | West Dalucherra | 25 |
| 9. | Nagbangshi | 20 |
| 10. | Bilashcherra | 23 |
| 11. | Debicherra | 15 |
| 12. | Salema | 16 |
| 13. | Aparaskar | 15 |
| 14. | Kamalacherra | 17 |
| 15. | Kamalpur | 26 |
| 16. | Lalcherri | 22 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 17. | Chotasurma | 28 |
| 18. | Halahali | 20 |
| 19. | Chankap | 12 |
| 20. | Noagaon | 20 |
| 21. | Lumbucherra | 19 |
| 22. | Kalacherra | 23 |
| 23. | Michuria | 24 |
| 24. | Duraicherra | 21 |
| 25. | Manikbhandar | 16 |
| 26. | Baralutma | 27 |
| 27. | Kanchanpur | 13 |
| 28. | Harinacherra | 2 |
| 29. | Kathalbari | 2 |
| | | 559 |

KAILASHAHAR SUB-DIVISION

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1, | Pabiacherra | 20 |
| 2. | Chailengta | 20 |
| 3. | Samrurpar | 23 |
| 4. | Masuli | 10 |
| 5. | Tillagaon | 46 |
| 6. | Gournagar | 33 |
| 7. | Laxmipur | 25 |
| 8. | Betcherra | 30 |
| 9. | Irani | 30 |
| 10. | Kaulikora | 12 |
| 11. | Dudpur | 12 |
| 12. | West Ratacherra | 15 |
| 13. | Jarultali | 20 |
| 14. | Bilashpur | 20 |
| 15. | Kanchanbari | 20 |
| 16. | Srinathpur | 17 |
| 17. | Goldharpur | 14 |
| 18. | Ratacherra | 30 |
| 19. | Ichabpur | 17 |
| 20. | Srirampur | 10 |
| 21. | Radhanagar | 7 |
| 22. | Kumarghat | 9 |
| 23. | Sonaimuri | 10 |
| 24. | Ranguiti | 12 |
| 25. | Kathalchera | 3 |
| 26. | Fultali | 10 |
| 27. | Chantail | 14 |
| 28. | East Masli | 11 |
| 29. | Town Mouja | 10 |
| | | 510 |

SADAR SUB-DIVISION

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1. | Badharghat | 83 |
| 2. | Ishanchandranagar | 69 |
| 3. | Pratapgarh | 154 |
| 4. | Anandanagar | 53 |
| 5. | Madhuban | 40 |
| 6 | Prabapur | 66 |
| 7. | Kamalasagar | 110 |
| 8. | Madhupur | 65 |
| 9. | Gakulnagar | 61 |
| 10. | Bikramnagar | 89 |
| 11. | Ghaniamara | 130 |
| 12. | Rangapania | 81 |
| 13. | Ramnagar | 74 |
| 14. | Amtali | 50 |
| 15. | Pekuarjala | 50 |
| 16. | Takarjala | 100 |
| 17. | Jampuijala | 51 |
| 18. | Uttar Charilam | 99 |
| 19. | Dakshin Charilam | 20 |
| 20. | Madhyacharilam | 61 |
| 21. | Barjala | 20 |
| 22. | Amarendranagar | 50 |
| 23. | Krishnakishorenagar | 40 |
| 24. | Bishalgarh | 100 |
| 25. | Laxmibil | 57 |
| 26. | Golaghati | 80 |
| 27. | Purba Barjala | 41 |
| 28. | Khayerpur | 50 |
| 29. | Radhapur | 42 |
| 30. | West Barjala | 25 |
| 31. | Radhamohanpur | 45 |
| 32. | Meghlipara | 30 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 33. | Purba Noagaon | 46 |
| 34. | Kathiram | 41 |
| 35. | Wakhinagar | 30 |
| 36. | Champaknagar | 17 |
| 37. | Purba Debendranagar | 20 |
| 38. | Laxmipur | 45 |
| 39. | Champamura | 40 |
| 40. | Janmejoynagar | 40 |
| 41. | Sibnagar | 40 |
| 42. | Mandhai | 42 |
| 43. | Tolakona | 40 |
| 44. | Bidyanagar | 40 |
| 45. | Ramchandranagar | 38 |
| 46. | Radhakishorenagar | 32 |
| 47. | Jirania | 40 |
| 48. | Bhrigodasnagar | 22 |
| 49. | Belbari | 31 |
| 50. | Dinabandhunagar | 32 |
| 51. | Majlishour | 36 |
| 52. | Bankimnagar | 26 |
| 53. | Indranagar | 75 |
| 54. | Kunjaban | 50 |
| 55. | Barjala | 88 |
| 56. | Lankamura | 68 |
| 57. | Singarbil | 56 |
| 58. | Narshinggarh | 50 |
| 59. | Gandhigram | 74 |
| 60. | Debendranagar | 40 |
| 61. | Bamutila | 50 |
| 62. | Kalkalia | 50 |
| 63. | Fatikcherra | 50 |
| 64. | Bodhjongnagar | 88 |
| 65. | Uttar Debendranagar | 53 |
| 66. | Barkathal | 15 |
| 67. | Noagaon | 15 |
| 68. | Chandrapur | 20 |
| 69. | Baikunthapur | 51 |
| 70. | Chankhola | 50 |
| 71. | Mohanpur | 50 |
| 72. | Taranagar | 50 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 73. | Bejoynagar | 6 |
| 74. | Taichamuagkurai | 2 |
| 75. | Tamakari | 12 |
| 76. | Dumrakaridak | 10 |
| 77. | Surendranagar | 8 |
| 78. | Kamukchera | 5 |
| 79. | Kalacheri | 2 |
| 80. | Subalsingh | 2 |
| 81. | Mantali | 5 |
| 82. | Balurband | 3 |
| 83. | Dakshin Das Gharia | 4 |
| 84. | Ishanpur | 6 |
| 85. | Meghliband | 3 |
| 86. | Uttar Das Gharia | 4 |
| 87. | Laxmilonga | 20 |
| 88. | Purba Simna | 6 |
| 89. | Paschim Simna | 8 |
| | | 3963 |

SONAMURA SUB-DIVISION

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Khedabari | 273 |
| 2. | Aralia | 74 |
| 3. | Bejimara | 68 |
| 4. | Upendra Chandranagar | 174 |
| 5. | Telkajla | 34 |
| 6. | Grantali | 61 |
| 7. | Melaghar | 20 |
| 8. | Rudhijala | 14 |
| 9. | Bagabassa | 262 |
| 10. | Paschim Nalchar | 387 |
| 11. | Purba Nalchar | 459 |
| 12. | Jumerdhepa | 296 |
| 13. | Chundal | 45 |
| 14. | Dhanpur | 248 |
| 15. | Sovapur | 124 |
| 16. | Chandigarh | 123 |
| 17. | Waharpur | 76 |
| 18. | Birampur | 58 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 19. | Maheshpur | 100 |
| 20. | Birendranagar | 58 |
| 21. | Kathalia | 71 |
| 22. | Nidaya | 138 |
| 23. | Bardwal | 46 |
| 24. | Durlavnarayan | 58 |
| 25. | Khashchowmuhuni | 17 |
| 26. | Chowmuhuni | 362 |
| 27. | Matinagar | 186 |
| 28. | Kulubari | 33 |
| 29. | Anandanagar | 30 |
| 30. | Kalamchara | 198 |
| 31. | Rahimpur | 37 |
| 32. | Boxanagar | 121 |
| 33. | Kalshimura | 167 |
| 34. | Veluarchar | 60 |
| 35. | Takshapara | 63 |
| 36. | Sonamura Town | 88 |
| | | 4682 |

KHOWAI SUB-DIVISION

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1. | Sonatala Goan Sava | 135 |
| 2. | Ganki Goan Sava | 198 |
| 3. | East Rajnagar Sava | 24 |
| 4. | West Rajnagar | 33 |
| 5. | Ratanpur Sava | 37 |
| 6. | Belchara Sava | 67 |
| 7. | Chebri Sava | 39 |
| 8. | Khowai Town | 98 |
| 9. | West Champa Chara | 88 |
| 10. | East Champachara | 20 |
| 11. | North Ram Chandraghat | 41 |
| 12. | East Ramchandraghat | 149 |
| 13. | West Karangichara | 10 |
| 14. | Gournagar Sava | 240 |
| 15. | Behalabari | 35 |
| 16. | Asharambari | 41 |
| 17. | West Bachaibari | 70 |
| 18. | East Singhichara | 133 |
| 19. | West Singhichara | 226 |
| 20. | South Padmabill | 117 |
| 21. | North Padmabill | 95 |
| 22. | Shikaribari | 7 |
| 23. | Bagabil | 9 |
| 24. | West Laxmichara | 27 |
| 25. | Pahanmura | 240 |
| 26. | Kamalnagar Goan Sava | 141 |
| 27. | Madhya Kalyanpur | 73 |
| 28 | Mohorchara | 156 |
| 29. | Sardokarbari | 55 |
| 30. | Durgapur | 152 |
| 31. | South Maharanipur | 150 |
| 32. | Ghilatali | 131 |
| 33. | Teliamura R. F. | 3 |
| 34. | Kunjaban | 58 |
| 35. | Badlabari | 13 |
| 36. | Dwarikapur | 50 |
| 37. | South Ramchandraghat | 100 |
| 38. | Teliamura | 34 |
| 39. | Tuichingram | 5 |
| 40. | South Pulinpur | 127 |
| 41. | Ramdayalbari | 99 |
| 42. | Krishnapur | 109 |
| 43. | Maharanpur | 33 |
| 44. | Kalyanpur | 50 |
| 45. | Promodenagar | 44 |
| 46. | North Gakulnagar | 39 |
| 47. | Bramcharra | 8 |
| 48. | Gayamanibari | 31 |
| 49. | Noncharra | 1 |
| 50. | North Pulinpur | 56 |
| | | 3,897 |

## STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF PERSONS GIVEN AGRI. LOAN GAON SABHA WISE DURING LAST 8 MONTHS

II

| Sl. No. | Name of Sub-Division | Name of Gaon Sabha | No of persons given Agri. loan. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Udaipur | Matarbari | 40 |
| 2. | | Chandrapur village | 50 |
| 3. | | Chandrapur R. F. | 49 |
| 4. | | Moghpuskaraini | 36 |
| 5. | | Gangachhara | 60 |
| 6. | | Garjee | 46 |
| 7. | | Duptali | 38 |
| 8. | | Mirja | 141 |
| 9. | | Rani | 49 |
| 10. | | Kakraban | 17 |
| 11. | | Silghati | 27 |
| 12. | | Amtati | 43 |
| 13. | | Salgarh | 49 |
| 14. | | Jamjuri | 26 |
| 15. | | Palatana | 37 |
| 16. | | Gakulpur | 57 |
| 17. | | Khilpara | 52 |
| 18. | | Bagma | 101 |
| 19. | | Bagbasa | 107 |
| 20. | | Khopilong | 79 |
| 21. | | Kachigong | 40 |
| 22. | | Pitra | 52 |
| 23. | | South Brajendranagar | 35 |
| 24. | | N. Brajendranagar | 30 |
| 25. | | Chhalgaria | 28 |
| 26. | | N. Baramura | 36 |
| 27. | | S. Baramura | 34 |
| 28. | | Laxmipati | 45 |
| 29. | | N. Maharani | 44 |
| 30. | | S. Maharani | 44 |
| 31. | | Baishabari | 26 |
| 32. | | Fulkumari | 48 |
| 33 | | Killa | 30 |
| | | TOTAL :— | 1596 |

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF PERSONS GIVEN AGRI. LOAN GOAN SABHA WISE DURING LAST 8 MONTHS

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1. | Amarpur | Karbook | 24 |
| 2. | | Jalaya | 25 |
| 3. | | Levachhara | 31 |
| 4. | | Natunbazar | 25 |
| 5. | | U. Chellagong | 23 |
| 6. | | D. Chellagong | 49 |
| 7. | | Duluma | 15 |
| 8. | | Malbasa | 24 |
| 9. | | R. P. C. | 25 |
| 10. | | Birgang | 32 |
| 11, | | Rangamati | 61 |
| 12. | | Bampur | 31 |
| 13. | | Sonachhara | 20 |
| 14. | | Ampi | 10 |
| 15. | | Taidu | 10 |
| 16. | | Taichalong | 10 |
| 17. | | Jambukchhara | 10 |
| 18. | | Chagang | 12 |
| 19. | | Amarpur Town. | 30 |
| 20. | | Gandachhara | 71 |
| 21. | | Panjiham (Karbook) | 27 |
| 1. | Belonia. | Ishanchandranagar | 68 |
| 2. | | West Peperiakhola | 36 |
| 3, | | Kamalpur | 16 |
| 4. | | Rangamura | 15 |
| 5, | | Rajnagar | 37 |
| 6, | | Barpathari | 63 |
| 7, | | Kalashi | 14 |
| 8, | | East Pilak | 20 |
| 9. | | Maidya Pillak | 32 |
| 10. | | West Pillak | 54 |
| 11. | | Jolaibari | 55 |
| 12. | | Muhuripur | 36 |
| 13. | | Laongang | 32 |
| 14. | | West Charakbai | 46 |
| 15. | | East Charakbari | 24 |
| 16. | | Birendranagar | 9 |
| 17. | | Laxmichhara | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 18. | Belonia | Krishnanagar | 34 |
| 19. | | Purba Baspadua | 42 |
| 20. | | Hrishyamukh | 55 |
| 21. | | Motai | 86 |
| 22. | | Sarashima including Belonia Town area | 181 |
| 23. | | Srirampur | 6 |
| 24. | | Chittamura | 51 |
| 25. | | Kalbaria | 106 |
| 26. | | Patichharai | 26 |
| 27. | | West Manu | 28 |
| 28. | | Kathaliachhara | 28 |
| 29. | | Chardong | 23 |
| 30. | | East Bagafa | 27 |
| 31. | | Santirbazar | 41 |
| 32. | | Sonaichhari | 23 |
| 53. | | Ratanpur | |
| | | Total :— | 1380 |
| 1. | Sabroom | Silachhari | 11 |
| 2. | | Chorakhapa | 13 |
| 3. | | Rajdharpur | 2 |
| 4. | | Bishnupur | 9 |
| 5. | | Purba Sabroom | 7 |
| 6. | | Paschim Ludhua | 18 |
| 7. | | Baishnabpur | 20 |
| 8. | | Uttar Taichaima | 30 |
| 9. | | Chalitabankur | 18 |
| 10. | | Dakshin Manubankul | 33 |
| 11. | | Sonaichari | 41 |
| 12. | | Purba Jalefa | 93 |
| 13. | | Paschim Jalefa | 47 |
| 14. | | Doulbari | 38 |
| 15. | | Brajendranagar | 88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 16. | | Harina | 22 |
| 17. | | Chalitachhara | 33 |
| 18. | | Magurchhara | 23 |
| 19. | | Goachand | 31 |
| 20. | | Sindhupathar | 37 |
| 21. | | Dakshin Kalapania | 20 |
| 22. | | Manu Bazar | 50 |
| 23. | | Fulchhari | 27 |
| 24. | | Ghoratali | 47 |
| 25. | | Gardhang | 34 |
| 26. | | Madhabnagar | 34 |
| 27. | | Krishnanagar | 19 |
| 28. | | Srinagar | 16 |
| 29. | | Amlighat | 24 |
| 30. | | Sabroom Town. | 31 |
| | | Total :— | 921 |

## UNSTARRED QUESTION NO. 25
**by Shri Bidya Ch. Deb Barma.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত ৮ মাসে কোন্ মহকুমায় Test Relief এর কাজে কত টাকা খরচ হয়েছে তার গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব ;

২) ঐ কাজ গাঁও সভা মাধ্যমে না হয়ে থাকলে তার কারণ , এবং

৩) ঐ কাজে মোট কত লোক কতদিন কাজ পেয়েছেন ?

উত্তর

১) সঙ্গীয় তালিকায় দ্রষ্টব্য ।
দক্ষিণ জিলার সংবাদ সংগ্রহাধীন আছে।

২) সরকারী ব্যবস্থার মাধ্যমে টেষ্ট রিলিফের কাজগুলি সম্পন্ন করা হয়, তবে গাঁও পঞ্চায়েতের সাথে আলোচনাক্রমে করা হয়। গাঁও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ঐ কাজ পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা এখনও অনুভূত হয় নাই।

| ৩) জিলার নাম | কাজ প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা | যতদিন কাজ পেয়েছেন |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| পশ্চিম ত্রিপুরা | ৫৯৩৮ | গড়ে ২০০ দিন |
| দক্ষিণ ত্রিপুরা | সংবাদ সংগ্রহাধীন আছে | সংবাদ সংগ্রহাধীন আছে |
| উত্তর ত্রিপুরা | | |
| ছাউমনু টি, ডি, ব্লক | ২৯৬ | গড়ে ২০০ দিন |
| কুমারঘাট ব্লক | ১০,১৭৫ | গড়ে ২০৩ দিন |
| কমলপুর | ৩,৫৩০ | ২০১৯ দিন |
| পানিসাগর ব্লক | ১.০৩,৩৬০ (ম্যান ডেইজ) | সংবাদ সংগ্রহাধীন আছে |
| কাঞ্চনপুর | সংবাদ সংগ্রহাধীন আছে | সংবাদ সংগ্রহাধীন আছে |

| মহকুমার নাম | গাঁও সভার নাম | খরচের পরিমাণ ( টাকা ) |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| ১) [illegible]মুড়া | মতিনগর | ১১,২১০.০০ |
| | ধনপুর | ২৭,১১৫.০০ |
| | চৌমুনী | ৪৫,১১৭.০০ |
| | কাঠালিয়া | ৪৭,১৫০.০০ |
| | মেলাঘর | ১৫,১৮০.০০ |
| | কাঞ্চনপুর | ১২,৮০০.০০ |
| | ভেলুয়ারচর | ১৫,৩৫০.০০ |
| | বগার আশা | ২৭,৮২০.০০ |
| | বিরামপুর | ৫,৯০০.০০ |
| | আড়ালিয়া | ১১,৫৩৫.০০ |
| | হুন্দুল | ২২,৬১৬.০০ |
| | এন. সি. নগর | ১২,৪০০.০০ |
| | শোভাপুর | ১৫,২৫০.০০ |
| | দুর্লভনারায়ণ | ১৪,৬৬০.০০ |
| | রহিমপুর | ১০,৬০০.০০ |
| | চণ্ডিগড় | ২৮,০৮৫.০০ |
| | বক্সনগর | ১৫.০২০.০০ |
| | রুদিজলা | ৯,৪২৪.০০ |
| | বেজিমারা | ১২,৭৩০.০০ |
| | টৈলকাজলা | ১১,৭৪০.০০ |
| | তকৃছা পাড়া | ২৩,৮৮০.০০ |

| ১ | ২ | ৩ |
|---|---|---|
| ১) সোনামুড়া | জুমের ঢেপা | ১৫,৪৬·০০ |
| | বীরেন্দ্র নগর | ১৯,৯২০·০০ |
| | আনন্দ নগর | ১১,১০০·০০ |
| | মহেশপুর | ২১,৩০০·০০ |
| | নিদয়া | ২০,২০০·০০ |
| | গেদাবাড়ী | ২১,২০০·০০ |
| | কলসিমুড়া | ১২,৪৫০·০০ |
| | গ্রামতলী | ১৮,১৯০·০০ |
| | খাস চৌমুনী | ১০,৯০০·০০ |
| | ওয়েষ্ট নলছর | ১৪,৬৮০·০০ |
| | ইষ্টার্ন নলছর | ১২,১৬২·০০ |
| | পাথারপুর | ১০,০০০·০০ |
| | কুলুবাড়ী | ৩,৮৫০·০০ |
| | বড়দোয়াল | ৪৮০·০০ |
| ২) কমলপুর | হরিণাছড়া | ১৬,২৮৩·০০ |
| | কাঠাল বাড়ী | ১৪,৩০০·০০ |
| | কমলাছড়া | ৬,৭৭৩·০০ |
| | কাঞ্চনপুর | ৬,৩৫০·০০ |
| | কুলাই | ৮,৬৮৬·৫০ |
| | লালছড়ি | ১৪,৫৮৫·০০ |
| | নলিছড়া | ৮,১৫৪·০০ |
| | কচুছড়া | ৩৫,২১১·০০ |
| | সেলেমা | ৩৫,২১১·০০ |
| | ওয়েষ্ট দলুছড়া | ৯,৩০০·০০ |
| | মিচুড়িয়া | ৩৪,৫৭০·০০ |
| | মহারাণী | ১৭,০৮০·০০ |
| | আভাঙ্গা | ৬,৬০২·০০ |
| | ছনকাপ | ১০,৬৮৮·০০ |
| | বড়লুৎমা | ৪,৫৫০·০০ |
| | অপরেশকর | ৭,৫০০·০০ |
| | দেবীছড়া | ৫,৬৪৪·০০ |
| | হালাহালি | ১৬,১৫০·০০ |
| | বামনছড়া | ১৩,৭৭২·৫০ |

| ১ | ২ | ৩ |
|---|---|---|
| ২) কমলপুর | মানিক ভাণ্ডার | ৮,৬০০·০০ |
| | লেম্বু | ২,৫০০·০০ |
| | ডুরাই | ১,৮০০·০০ |
| | কালাছড়ি | ১৮,২৫৬·০০ |
| | নোয়াগাও | ৮,৮০০·০০ |
| | বিলাসছড়া | ১৩, ০০·০০ |
| | কমলপুর | ৯,৭০০·০০ |
| | হালছলী | ৯,৫০০·০০ |
| | নাগবংশী | ১৪,৯০০·০০ |
| | ছোট সুরমা | ২৫,৩৭১·৫০ |
| | কমলপুর টাউন | ৩১,২০০·০০ |
| ধর্ম্মনগর (পানিসাগর ব্লক) | কোর্ত্তী | ২৩,০৭৬ ৫০ |
| | শনিছড়া | ১৮,৭৩১·২৫ |
| | জুড়ি আর, এফ | ১২,৫০২·৭৫ |
| | বিলথৈ | ১৬,৩৭০·২৫ |
| | তিলথৈ | ৮,৮২৬·০০ |
| | নদিয়াপুর | ৭,২৫০·০০ |
| | নবিনছড়া | ১০,০০০·৫০ |
| | রাধাপুর | ১১০·০০ |
| | বড়ুয়াকান্দি | ৫,৪৮৬·০০ |
| | ভাগ্যপুর | ১৭,১২৭·০০ |
| | পানিসাগও | ১৮'২০৩·৬৫ |
| | রোয়া | ৭,৪০৭·০০ |
| | কামেশ্বর | ৭,৯৬৩·০০ |
| | চুপিরবন্দ | ২২৮·০০ |
| | জলেবাসা | ১৩,২৫৭·০০ |
| | বাগবাসা | ৪,৩৯২·২৫ |
| | ব্রজেন্দ্রনগর | ৩,৬০৭·৭৫ |
| | দেওছড়া | ১১,১৪৩·০০ |
| | রাগনা | ১৩,১০২·০০ |
| | কদমতলা | ১১,৩০২·০০ |
| | দেওয়ানবাসা | ১১,৬৪·২৫ |
| | ধর্ম্মনগর | ১৩,০৭৫·৫০ |
| | পদ্মবিল | ৮,৮৬৮·০০ |
| | রাজ নগর | ৩০০·০০ |

| ১ | ২ | ৩ |
|---|---|---|
| ৩) ধর্ম্মনগর (পানিসাগর ব্লক) | উপ্তাখালি | ৯,৬০২·০০ |
| | আমটিলা | ৩,৯৭৭·০০ |
| | ফুলবাড়ী | ৫,৩০০·০০ |
| | হুরুয়া | ৭,৫০০·০০ |
| কাঞ্চনপুর ব্লক | ( গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব সংগ্রহাধীন আছে ) | ১,২৫,০০০·০০ |
| ৪) কৈলাশহর (ছাওমনু টি, ডি, ব্লক) | কাঠাল ছড়া | ৭,০৫০·০০ |
| | ধুমাছড়া | ১৪,৬১৫·০০ |
| | সিন্ধুকুমার পাড়া | ৪,১৭৫·০০ |
| | কাঞ্চনছড়া | ৮,৮৪৫·০০ |
| | করমছড়া | ৫,৮৬৫·০০ |
| | মাছলি (ওয়েষ্ট) | ৯,৭৯০·০০ |
| | মনু | ৬,৭২৪·০০ |
| | ময়নামা | ৪,৩০০·০০ |
| | ছৈলেংটা | ১১,৭২০·০০ |
| ৪) কৈলাশহর (ছাওমনু টি ডি ব্লক ) | দুর্গাছড়া | ২,২৯৫·০০ |
| | ছাওমনু | ১৪,২২৫·০০ |
| | মানিকপুর | ১১,৯২৬·০০ |
| | লালছড়া | ১৯,৮৪৬·০০ |
| কুমারঘাট ব্লক | কুমারঘাট | ১০,১০০·০০ |
| | পাবিয়াছড়া | ৩২,৩০০·০০ |
| | ফটিকরায় | ৪,২৫০.০০ |
| | সুনাইমুড়ি | ৮,৬০০·০০ |
| | কৃষ্ণনগর | ৫,০৭০·০০ |
| | রাধানগর | ৫,৫৩০·০০ |
| | ইষ্ট রাতাছড়া | ৯,৬৫০·০০ |
| | ওয়েষ্ট রাতাছড়া | ৪,১০০·০০ |
| | বেতছড়া | ৮,৯০০·০০ |
| | কাঞ্চনবাড়ী | ১০,৬০০·০০ |
| | মাছলি | ৭,৪০০·০০ |
| | গৌড়নগর | ৪,৩০০·০০ |
| | বিলাসীপুর | ১,০০০·০০ |
| | ফলতলি | ১১,৭০০·০০ |
| | জরুলতলি | ৩,৮০০·০০ |
| | ছলতৈল | ৪,৭০০·০০ |
| | শ্রীরামপুর | ৯,৫০০·০০ |
| | গোলধারপুর | ৯,৪০০·০০ |
| | ইছবপুর | ৪,৬০০·০০ |

| ১ | ২ | ৩ |
|---|---|---|
| ৪) কৈলাশহর কুমারঘাট ব্লক | লক্ষীপুর | ৯,৫০০·০০ |
| | শ্রীনাথপুর | ৭,৭৪০·০০ |
| | টিলাগাঁও | ৫,২০০·০০ |
| | রাঙ্গাওটি | ৯,০৫০·০০ |
| | রাজকান্দি | ১১,৭০০·০০ |
| | কাউলিকুড়া | ৮,২০০·০০ |
| | ইরাবী | ৫,৬০০·০০ |
| | দুধপুর | ৫,১৫০·০০ |
| | গকুলপুর | ৯,৮৫০·০০ |
| | ( গাঁওসভার বাহির ) | |
| | ইরাণী | ৮৩৬·৭৫ |
| ৫) খোয়াই | ইছবপুর | ২,৬২৩·০০ |
| | ভগবান নগর | ৪,৯৫৬·৫০ |
| | ইষ্ট চাম্পাছড়া | ৩৯,৪৫০·০০ |
| | ওয়েষ্ট চাম্পাছড়া | ১৩,৯০০·০০ |
| | ইষ্ট রাজনগর | ২১,৯০০·০০ |
| | শীকারিবাড়ী | ৯,০০০·০০ |
| | গৌড়নগর | ২৫,২৪১·০০ |
| | উত্তর রামচন্দ্রঘাট | ৩৪,৭৫০·০০ |
| | পশ্চিম সিঙ্গিছড়া | ৪৫০,১০৩·০০ |
| | আসারামবাড়ী | ৪৫,৭২০·০০ |
| | পূর্ব্ব সিঙ্গিছড়া | ৫১,১৭২·০০ |
| | পাহারমোরা | ৮,[illegible]০০·০০ |
| | পশ্চিম করঙ্গিছড়া | ১৯,১৭৫·০০ |
| | পশ্চিম লক্ষীছড়া | ১২,২৫০·০০ |
| | সোনাতলা | ১২,০৫০·০০ |
| | পূর্ব্ব বাচাইবাড়ী | ২২,০৫০·০০ |
| | পশ্চিম বাচাইবাড়ী | ৮১,৮৫০·০০ |
| | বগাবিল | ২৯,৭৫০·০০ |
| | গণকী | ৩৯,৫৫০·০০ |
| | পূর্ব রামচন্দ্রঘাট | ২১,৯৫০·০০ |
| | বাইজলবাড়ী | ৭,০০০·০০ |
| | রতনপুর | ২৫,০৯৮·০০ |
| | উত্তর পদ্মবিল | ১৯,২৫০·০০ |

| ১ | ২ | ৩ |
|---|---|---|
| খোয়াই | দক্ষিণ পদ্মবিল | ৮,৫০০·০০ |
| | চেবরী | ৮,২৫০·০ |
| | বেলছেরা | ৯,২৫০·০০ |
| | বেহালাবাড়ী | ২,০৭৫·০০ |
| | খোয়াই টাউন | ১,০০০·০০ |
| | আঠারমোড়া | ১,০৮,৫১০·০০ |
| | গঙ্গানগর | ২৮,৯১০·০০ |
| | তুইচিনগ্রাম | ৩৩,৮৪৪·০০ |
| | মহারাণীপুর | ১৩,১৫০·০০ |
| | দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট | ৩১,৪০০·০০ |
| | দুর্গাপুর | ২৮,৮৬৫·০০ |
| | মোহরছেরা | ৬,৭৮০·০০ |
| | মধ্য কল্যাণপুর | ১৩,২৫০·০০ |
| | ঝিলাতলি | ১৪,৯৫০·০০ |
| | রামদয়ালবাড়ী | ৭,৫০০·০০ |
| | কর্ণমুণিপাড়া | ৬,৫০০·০০ |
| | কমলনগর | ১৬,৪৫০·০০ |
| | কুঞ্জবন | ১৩,২৪৮·০০ |
| | কৃষ্ণপুর | ৩২,০০০·০০ |
| | উত্তর গকুলনগর | ২০,৩৩৪·০০ |
| | উত্তর পুলিনপুর | ১০,৫০০·০০ |
| | তেলিয়ামুড়া | ১১,৫০০·০০ |
| | দারিকাপুর | ৭,০০০·০০ |
| | বাদলবাড়ী | ১৮,৫০০·০০ |
| | লক্ষীপুর | ১১,৫০০·০০ |
| | পুনাছেড়া | ২২,৫০০·০০ |
| | কর্মপারা | ৬,৪০০·০০ |
| | সারদুকরকরি | ১৭,৩০০·০০ |
| | খাস কল্যাণপুর | ৭৫০·০০ |
| | গয়ামণিবাড়ী | ৯,২৮০·০০ |
| | দক্ষিণ পুলিনপুর | ৪,১০০·০০ |
| | দক্ষিণ মহারাণীপুর | ৩,০০০·০০ |
| | রাধারামবাড়ী | ৩,০০০· |

| ১ | ২ | ৩ |
|---|---|---|
| ৬) সদর | মান্ধাই | ৪০,৩৫৪·০০ |
| | আশীঘর | ৩৬,০৭০·০০ |
| | পাটনী | ১৭,৬৮৪·০০ |
| | কাঁথিরাম | ৩৭,০৯৬·০০ |
| | শিবনগর | ১৬,৫৩৮·০০ |
| | পূর্ব্ব নয়াগাঁও | ৫,৯০৭·০০ |
| | পশ্চিম বরজলা | ৫,৫৭৭·৫০ |
| | বেলবাড়ী | ১০,১৮৬·০০ |
| | দীনবন্ধুনগর | ১০,৮২৩·০০ |
| | ওয়াকীনগর | ১১,২৬৯·০০ |
| | বঙ্কিমনগর | ২৫,২৫৮·০০ |
| | পূর্ব বরজলা | ২৬,৮১০·০০ |
| | পূর্ব্ব দেবেন্দ্রনগর | ৮,৬৫০·০০ |
| | জন্মেজয় নগর | ২৯,৩৯২·০০ |
| | জয়নগর | ৮,১৮৮·০০ |
| | রামচন্দ্রনগর | ১৫,৩০৮·০০ |
| | জিরাণীয়া খলা | ২,২৫০·০০ |
| | হারবাঙ্গ এবং খারবাই | ১০,৪৬৯·০০ |
| | চাম্পামুড়া | ৫,১৫৫·৫০ |
| | রাধাপুর | ২,৯৪০·০০ |
| | বৃদ্ধনগর | ৮৯০·০০ |
| | ভৃগুদাসবাড়ী | ৩,০৬২·০০ |
| | খয়েরপুর | ২,৭৫৬·০০ |
| | মজলিসপুর | ২,১৭৬·০০ |
| | চম্পকনগর | ১,১৬৪·০০ |
| | মেঘলিপাড়া | ৪৫৫·০০ |
| | রাধাকৃষ্ণনগর | ১,৫২০·০০ |
| | ছুলাকুণা | ১,২৬৪·০০ |
| | বিশালগড় | ১৩,২৫০·০০ |
| | গকুলনগর | ৫,০০০·০০ |
| | ঘনিয়ামারা | ৪,৪০০·০০ |
| | লক্ষীবিল | ৬,০০০·০০ |
| | ঈশানচন্দ্রনগর | ১,৫০০·০০ |

| ১ | ২ | ৩ |
|---|---|---|
| সদর | কৃষ্ণকিশোরনগর | ৩,৩০০.০০ |
| | জম্পুইজলা | ৪০,৭৯০.০০ |
| | টাকারজলা | ১২,০০০.০০ |
| | প্রভাপুর | ৫,০০০.০০ |
| | আমতলী | ১৬,০০০.০০ |
| | কমলাসাগর | ৭,৫০০.০০ |
| | বরজলা | ১৩,৫০০.০০ |
| | অমরেন্দ্রনগর | ৯,০০০.০০ |
| | পেকুয়ারজলা | ৩,৫০০.০০ |
| | মধ্য খনিয়ামারা | ৯,০০০.০০ |
| | গোলাঘাটি | ৮,০০০.০০ |
| | নরসিংগড় | ৯,৩০০.০০ |
| | সিঙ্গারবিল | ৯,০৬০.০০ |
| | বরজলা | ১৮,৩৮৫.০০ |
| | গান্ধীগ্রাম | ১৭,৯৬০.০০ |
| | লঙ্কামুড়া | ১৩,০১০.০০ |
| | বামুটীয়া | ১১,০০০.০০ |
| | কলকলিয়া | ৬,০০০.০০ |
| | দেবেন্দ্রনগর | ১১,৬০০.০০ |
| | ইন্দ্রনগর | ৭,০০০.০০ |
| | কুঞ্জবন | ৫,০০০.০০ |
| | লক্ষীলুঙ্গা | ১৪,০০০.০০ |
| | বিজয়নগর | ৩,৭৫০.০০ |
| | ফটিকছড়া | ১,৩০০.০০ |
| | নয়াগাঁও | ৫০০.০০ |
| | তুলাকুণা পঞ্চায়েত | ২০,৩৭০.০০ |
| | মেখলিপাড়া | ৯,৬৩৬.০০ |
| | রাধাকিশোরনগর | ১৬,৫১০.০০ |
| | বৃদ্ধনগর | ৩,৮৩০.০০ |
| | চাম্প্যামুড়া | ৫,১৫৫.০০ |
| | খয়েরপুর | ৫,০০০.০০ |
| | চাম্প্যামুড়া পঞ্চায়েত | ১৪,০০৭.০০ |
| | আগরতলা টাউন ও সুবার্ভ এরিয়া | ৮,৩০০.০০ |

| ১ | ২ | ৩ |
|---|---|---|
| সদর | মান্দাই | ৪০,৩৫৪·০০ |
| | হরবং ও খারবাই | ১০,৪৬৯·০০ |
| | আশিগড় | ৩৩,০৭০·০০ |
| | পাটনি | ১৭,৬৮৪·০০ |
| | কাটিরাম | ৩৭,০৯৬·০০ |
| | শিবনগর | ১৬,৫৩৮·০০ |
| | পূর্ব্বনওয়াগাঁও | ৫,৯০৭·০০ |
| | পশ্চিম বড়জলা | ৫,৫৭৭·০০ |
| | বেলবাড়ী | ৩০,১৮৬·০০ |
| | দীনবন্ধুনগর | ১০,৮২৩·০০ |
| | ওয়াকিনগর | ১১,২৬৯·০০ |
| | বঙ্কিমনগর | ২৫,২৫৮·০০ |
| | পূর্ব্ববড়জলা | ২৬,৮১০·০০ |
| | পূর্ব্ব দেবেন্দ্রনগর | ৮,৬৫০·০০ |
| | জামেজয়নগর | ২৯,৩৯২·০০ |
| | জয়নগর | ৮,১৮৮·০০ |
| | রামচন্দ্রনগর | ১৫,৩০৮·০০ |
| | জিরানিয়া খলা | ২৫,৫৫০·০০ |
| | রাধাপুর | ২,৯৪০·০০ |
| | বৃন্দনগর | ৮৯০·০০ |
| | ভৃগুদাসনগর | -,০৬২·০০ |
| | খয়েরপুর | ২,০৫৬·০০ |
| | মজলিসপুর | ২,১৭৬·০০ |
| | চম্পকনগর | ১,১৬৪·০০ |
| | মেগলিপাড়া | ৪৫৫·০০ |
| | রাধাকিশোরনগর | ১,৫১০·০০ |
| | ভুলাকোণা | ১,২৬৪·০০ |
| | কামুকছড়া | ৮,৯৯০·০০ |
| | ডুইচামন কুরুই | ৬,৭৪২·০০ |
| | কালাছড়া | ৮,৮০১·০০ |
| | বোধজংনগর | ৭,৩০১·০০ |
| | দক্ষিনদশ ঘড়িয়া | ৯,১৮৪·০০ |

| ১ | ২ | ৩ |
|---|---|---|
| সদর | ডুমাকুড়িডাক | ৬,৬০৬·০০ |
| | পূর্ব্ব সিমানা | ৮,৮৫৬·০০ |
| | বৈকুণ্ঠনগর | ৯,৯৩২·০০ |
| | উত্তর দেবেন্দ্রনগর | ৮,৬৮৬·০০ |
| | সুবল সিং | ৮,৮৫৭·০০ |
| | পশ্চিম সীমনা | ৭,৪৯৭·০০ |
| | উত্তর দশঘরিয়া | ১১,৭৩২·০০ |
| | ঈশানপুর | ৪,৯০৫·০০ |
| | ছনখলা | ১১,৮৩২·০০ |
| | চান্দপুর | ১২,৫৮৯·০০ |
| | সুরেন্দ্রনগর | ১৬,১৫২·০০ |
| | বড়কাঠালিয়া | ১৮,২৭৪·০০ |
| | মেগলিবন্দ | ৭,৫৫৯·০০ |
| | রমা কড়ই | ৬,২৫০·০০ |
| | মনতলা | ৬,৪৩৭·০০ |
| | বালুয়ার বন্দ | ৬,৬৪৫·০০ |
| | মোহনপুর | ১,৯০০·০০ |
| | তারানগর | ৪,৯৯৭·০০ |
| | নোয়াগাঁও | ৩,০৬২·০০ |
| | বিজয়নগর | ৫২৪·০০ |
| | ফটিকছড়া | ৪০০·০০ |
| | দেবেন্দ্রনগর | ৩০০·০০ |
| | গান্ধীগ্রাম | ৩,০০০·০০ |
| | বামুটিয়া | ২,৭৮০·০০ |
| | বড়জলা | ১,১৪২·০০ |
| | কুঞ্জবন | ১,০১৭·০০ |
| | কলকলিয়া | ৬৫০·০০ |
| | ইন্দ্রনগর | ৫৫০·০০ |
| ৭) উদয়পুর | (তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে) | (তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে) |
| ৮) অমরপুর | (তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে) | (তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে) |

| | | |
|---|---|---|
| ৯) বিলোনীয়া | (তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে) | (তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে) |
| ১০) সাব্রুম | (তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে) | (তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে) |

## UNSTARRED QUESTION NO. 23
**By Shri Bidya Ch. Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১ গত আটমাসে কোন মহকুমায় কতটাকা Crash Programme এ খরচ হয়েছে তার গাঁও সভাভিত্তিক হিসাব।

২। তাতে মোট কত লোক কতদিন কাজ পেয়েছেন?

উত্তর

১। Crash Programme এ গত আট মাসের গাঁওসভা ভিত্তিক খরচের হিসাব এতৎসহ দেওয়া গেল।

২। তাতে মোট ৩১০০ জন লোক গড়ে ১৩৭ দিনের কাজ পেয়েছেন।

| ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | ব্লকের নাম | গাঁওসভার নাম | খরচের হিসাব |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১। | ধর্মনগর | পানিসাগর | ক) কুর্ত্তী | ২০,১২০·৫৪ পঃ |
| | | | খ) ভাগ্যপুর | ৩,৫৯৩·৯৫ ,, |
| | | | গ) ধর্মনগর | ৪,৪৯৩·৬৭ ,, |
| | | | ঘ) শনিছড়া | ১,৩৯৮·০০ ,, |
| | | | ঙ) তিলথই | ১৪,৭৩৬·৪৯ ,, |
| | | | চ) কামেশ্বর | ১৯,৩৮৫·০০ ,, |
| | | | ছ) ধুপিরবান্দ | ৩৬,৭৫৮·৩২ ,, |
| | | | জ) নরুয়া | ২,৩৫১·০০ ,, |
| | | | ঝ) জলুবাসা | ৩৯,৬৫৮·৯১ |
| | | | ঞ) পদ্মবিল | ৩,৫২৫·০০ ,, |
| | | | ট) ব্রজেন্দ্রনগর | ৪,৯৫১·৫২ ,, |
| | | | ঠ) নবীনছড়া | ৩১৮·০০ ,, |
| | | | ড) পানিসাগর | ৫,৭৪৭·০০ ,, |
| | | | ঢ) দেওয়ানপাসা | ৮২·০০ ,, |
| | | | ণ) বরুয়াকান্দি | ৩,৭৪৩·০০ ,, |
| | | | ১৫ | ১,৬০,৮৬৩·১০ পঃ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|---|---|---|---|---|
| | ধর্মনগর | কাঞ্চনপুর | ক) লাঙ্গরঝড়ি | ১০,১১৪·০০ |
| | | | খ) পিপলাছড়া | ৬,৫১৪·০০ |
| | | | গ খেদাছড়া | ৪,৯৭৮·০০ |
| | | | ঘ) বাংগাম | ১১,৭২৮·০০ |
| | | | ঙ) পশ্চিম মনপগ | ৫,৫০৫·০০ |
| | | | চ) কাঞ্চনপুর | ৭.৮৮৫·০ |
| | | | ছ) সাতনলা | ৫,৭০০·০০ |
| | | | জ) দক্ষিণ মাচমারা | ৫,১২২·০০ |
| | | | ঝ) উত্তর মাচমারা | ১৩,১৮৫·০০ |
| | | | ঞ) ভুতশামা | ৯,২০১·০০ |
| | | | ট) লামাছড়া | ২,০৬১·০০ |
| | | | ঠ) দশদা | ৯৮৫·০০ |
| | | | ১২ | ৭০,৬৬২·০০ |
| ২। | কৈলাসহর | কুমারঘাট | ক) ফটিকরায় | ১,৫০০·০০ |
| | | | খ) দুধপুর | ৭,৭৮৪·০০ |
| | | | গ) তিলাগাং | ৯,৩৬৮·০০ |
| | | | ঘ) রামপুর | ৮,৬৬৫·০০ |
| | | | ঙ) মনুলি | ২,৫০০·০০ |
| | | | চ) পুর্ব রাতাছড়া | ৪,০০০·০০ |
| | | | ছ) সমরুরপার | ৪,৬৯৬·০০ |
| | | | জ) পাবাইয়াছড়া | ১১,৪০০·০০ |
| | | | ঝ) কুমারঘাট | ১,৯০০·০০ |
| | | | ঞ) বারাইতলী | ১৭৭৬·০০ |
| | | | ট) বিলাসপুর | ৯,৮৬০·০০ |
| | | | ঠ) পশ্চিম রাতাছড়া | ৬,২৪০·০০ |
| | | | ড) গকুলনগর | ৯,২৬৮·০০ |
| | | | ঢ) সুনাইমুরি | ৯,৯৮৪·০০ |
| | | | ণ) চতনতলী | ৪,৯৪৪·০০ |
| | | | ত) ফুলতলা | ৪,৮০৪·০০ |
| | | | থ) কৃষ্ণনগর | ১,৮০০·০০ |
| | | | দ) রাধানগর | ১,৮০০·০০ |
| | | | ধ) কাঞ্চনবাড়ী | ২,১০০·০০ |
| | | | ১৯ | ১,০৩,৫৮৯·০০ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
|---|---|---|---|
| | ছামনু টি, ডি, ব্লক | ক) ছামনু | ৫,২২২·০০ |
| | | খ) কাঁঠালছড়া | ৬,০৩৬·০০ |
| | | গ) ধুমাছড়া | ১,৫৮০·০০ |
| | | ঘ) মাছলী | ১৩,১৯৪·০০ |
| | | ঙ) মধ্য ছইলেংটা | ১১,৫০৮·০০ |
| | | ৫ | ৩৪,৫৪০·০০ |
| ৩। | কমলপুর কমলপুর | ক) বড়সুরমা | ৪,৮৯৩·০০ |
| | | খ) কাঞ্চনপুর | ২,৩৯৯·০০ |
| | | গ) দেবীছড়া | ৫,৪৪৬·০০ |
| | | ঘ) পশ্চিম ধলুছড়া | ১০,১০০·০০ |
| | | ঙ) কাচুছড়া | ৪,৬০৯·০০ |
| | | চ) বিলাসছড়া | ৪,৭২৭·৮০ |
| | | ছ) নওগাং | ৪,৭৬০·০০ |
| | | জ) নলীছড়া | ১২,৭৫৪·০০ |
| | | ঝ) হালাহালি | ১২,০৬২·০০ |
| | | ঞ) বামুনছড়া | ১১,১২৮·০০ |
| | | ট) ছোটসুরমা | ৫,৬০০·০০ |
| | | ঠ) হরীণছড়া | ১১,৭২৮·০০ |
| | | ড) মুসুরীয়া | ৫,৫৬৪·০০ |
| | | ১৩ | ৯৫,৭৪০·০০ |
| | মোট গাঁওসভা | ৬৪টি | ৪,৬৫,৩১৪·০০ |
| ১। | উদয়পুর উদয়পুর | গকুলপুর | ১৪,১২৮·৫৫ |
| | | উত্তর ব্রজেন্দ্রনগর | ৯,৭৫২·০০ |
| | | পলাতলা | ২৯,৯৯৬·০০ |
| | | কুপিলং | ২,৭৫০·০০ |
| | | কচিগাং | ৪,৯৬৭·০০ |
| | | উত্তর মহারাণী | ১৩,২১৯·৯৫ |
| | | ছয়গড়িয়া | ৯,৬৯৯·০০ |
| | | গড়জি | ১৩,৯৬৯·৪০ |
| | | কাকড়াবন | ১১,৭৫১·২৫ |
| | | রাণা | ৪,৪৬৮·০০ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
|---|---|---|---|
| | উদয়পুর উদয়পুর | মাতারবাড়ী | ৪,২৭১·০০ |
| | | বগাবাসা | ৪,৫৯১·০০ |
| | | বাগমা | ৪,৯৪৬·৭০ |
| | | গণ্ডাছড়া | ৪,৬০৮·০০ |
| | | আমতলী | ২৩,০৬৭·০০ |
| | | দক্ষিণ ব্রজেন্দ্রনগর | ৪,৯৯৯·৬০ |
| | | জামজুরি | ৯,৫৩৩·০০ |
| | | মিরজা | ৮,৭২৪·০০ |
| | | পিতড়া | ১৩,১২৬·০০ |
| | | | ১,৯৬,৬৬৭·০০ |
| | অমরপুর ডম্বুরনগর | লক্ষ্মীপুর | ২৬,৫৯৪·০০ |
| | অমরপুর | ছনগাঙ্গ | ৫,০০০·০০ |
| | | ডলুমা | ৫,০০০·০০ |
| | | ছনগাঙ্গ | ৪,৬১০·০০ |
| | | রাঙ্গামাটি | ৪,৭৬৯·০০ |
| | | তুইছলং | ৫,০ ০·০০ |
| | | আর, পি, এ, সি, | ৪,৮৪৬·০০ |
| | | R.P A.C. | ৪,৮৬৩·০০ |
| | | জল ইয়া | ৪,৯৭৬·০০ |
| | | মালবাসা | ১৯,৬২০·০০ |
| | | অম্পি | ১৯,২৩৬·০০ |
| | | তুইদু | ২০,৬২৩·০০ |
| | | | ৯৮,৫৮৬·০০ |
| ৩। | সাবরুম সাতচাঁদ | দক্ষিণ কালাপানিয়া | ১২,৫৫২·০০ |
| | | বিষ্ণুপুর | ৪,৭০০·০০ |
| | | সিন্দুকপাথর | ১,৫৪৬·০০ |
| | | লুবুয়া | ৪,৭০০·০০ |
| | | ঘোড়াকাপ্পা | ৭,৭৮৫·০০ |
| | | জালেফা | ৪,৬৫২·০০ |
| | | হরিণা | ৪,৬৯৬·০০ |
| | | ভুরাতলী | ৪,৬৩২·০০ |
| | | কালিরবাজার | ৪,৭৬২·০০ |
| | | মোট— | ৫০,০২৫·০০ |

| ১ | ২ | | ৩ | ৪ |
|---|---|---|---|---|
| ৪। | বিলোনীয়া বগাফা | | জোলাইবাড়ী | ২২,৩৭৪·০০ |
| | | | মধ্য পিলাক | ১৪,৯৭০·০০ |
| | | | পাতিছড়ি | ৩,০৫২·০০ |
| | | | কাঠালিয়াছড়া | ৫,০০০·০০ |
| | | | গাধাং | ৯,৭৫৩ ·০০ |
| | | | ওয়েষ্ট চরকাবাই | ৫,০০০·০০ |
| | | | পূর্ব্ব বগাফা | ১০,৭৮৮·০০ |
| | | | মোট— | ৭০,৯৩৭·০০ |
| | | রাজনগর | রাঙ্গামুড়া | ২১,২৪৯·০০ |
| | | | কৃষ্ণনগর | ৮৯৯·০০ |
| | | | কমলপুর | ৫,০০০·০০ |
| | | | মোতাই | ১৭,০১৪·০০ |
| | | | ঋষ্যমুখ | ৫,০০০·০০ |
| | | | কলকলিয়া | ৫,০০০·০০ |
| | | | রাজনগর | ৫,০০০·০০ |
| | | | সিদ্ধিনগর | ১৮,৬৯০·০০ |
| | | | পাইখোলা | ২০,০৯৬·০০ |
| | | | মোট | ৯৭,৯৪৮·০০ |
| | | | সমমোট — | ৫,৩৭,৭৩৭·৮৫ |

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১। | সদর | জিরানীয়া | চম্পকনগর | ২১,৩৪৮·০০ |
| | | | ভগুদাসবাড়ী | " |
| | | | পুর্ব্ব বড়জলা | ১৬,৪৬৪·০০ |
| | | | জিরানীয়া খলা | ৪,৭২০·০০ |
| | | | পূর্ব্ব দেবেন্দ্রনগর | ৪,৬৪৪·০০ |
| | | | মান্দাই ও আসীবর | ১২,২৯৯·০০ |
| | | | রামচন্দ্রনগর, শিবনগ, পাতনী এবং ওয়াখিনগর | ৪০,১৮০·০০ |
| | | | রাধাপুর এবং জন্মেজয়নগর এবং রাধামোহনপুর | ১৯,৮০০·০০ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
|---|---|---|---|
| সদর | জিরানীয়া | রাধাকিশোরনগর | ৯,৩৬৮·০০ |
| | | বঙ্কিমনগর হইতে পুর্ব্ব | |
| | | বড়জলা | ৪,৬২২·০০ |
| | | চাম্পামুড়া | ৪,৮৮৫·৫০ |
| | | ঐ | ৯,৭৭৫·০০ |
| | | লক্ষীপুর | ৪,২০৪·০০ |
| | | খয়েরপুর | ৪,৩৩২·০০ |
| | | বৃদ্ধনগর | ৩,৬৫৫·০০ |
| | | লক্ষীপুর | ১,:০৪·০০ |
| | | ঐ | ৬,৫১৯·০০ |
| | | ঐ | ১,১৫২·২০ |
| সদর | মোহনপুর | ইন্দ্রনগর | ৫,৯৭৬·০০ |
| | | তাবানগর | ৪,৪৬৬·৫০ |
| | | উত্তর দেবেন্দ্রনগর | ১৫,৭৮৪·০০ |
| | | লঙ্কামুড়া | ৪,৪৬০·০০ |
| | | বিজয়নগর | ৮,৯৮৪·০০ |
| | | কালাছড়া | ৪,৯৪২·০০ |
| | | মনতলা | ৯,৭৩২·০০ |
| | | উত্তর বামগড়িয়া | ৮,৮৪৪·০০ |
| | | বালুরবাঁধ | ৪,৯৯৭·৫০ |
| | | দেবেন্দ্রনগর | ৮,৮১৬·০০ |
| | | নড়সিংগড় | ৩,২৫২·০০ |
| | | উত্তর দেবেন্দ্রনগর | ১,৮৮৫·০০ |
| | | বড়কাঠাল | ৩,১১৬·০০ |
| | | পুর্ব সিমনা | ৫,৬৫৬·০০ |
| | | মেঘলিবন | ২,৮৮২·০০ |
| | | নওয়াগাউ | ৩,১৪২·৫০ |
| | | | ৯৬,৭২৬·০০ |
| বিশালগড় | | আনন্দনগর | ২১,৭৬০·০০ |
| | | ঘনিয়ামুড়া | ৬,৪৫৬·০০ |
| | | প্রতাপুর | ৪,৭১২·০০ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|---|---|---|---|---|
| | বিশালগড় | | গকুলনগর | ২৫,৯২০·০০ |
| | | | রাঙ্গাপানিয়া | ৭,০০০·০০ |
| | | | গোলাঘাটি | ১৬,১১৬·০০ |
| | | | দক্ষিণ চড়িলাম | ২৪,৯৬০·০০ |
| | | | বিশালগড় | ১৩,৬৭২·০০ |
| | | | কমলাসাগর | ১৪,১৬৪·০০ |
| | | | মধুপুর | ৭,৮৮০ ·০০ |
| | | | কৃষ্ণকিশোরনগর | ৪,০০০·০০০ |
| | | | রাম নগর | ৪,৭১২·০০ |
| | | | আমতলী | ২৩'১৯৯·০০ |
| | | | | ১,৭৪,৫৭১·০০ |
| | খোয়াই-খোয়াই | | পাহাড়মুড়া এবং | |
| | | | আশারাম বাড়ী | ২,০০০·০০ |
| | | | বাছাই বাড়ী | ১৩,৭২৩·০০ |
| | | | পশ্চিম সিংগিছড়া | ১৪,৪২৩·০০ |
| | | | ঐ | ৯,৩৭০·০০ |
| | | | গনকি | ৯,৬৮৮·০০ |
| | | | পূর্ব্ব চাম্পাছড়া | ৪,৮৪০·০০ |
| | | | বকবিল | ১,৪৬০·০০ |
| | | | ঐ | ৩,৭৫২·০০ |
| | | | চেবরি এবং পশ্চিম রাজনগর | ১৩,৩৮০·০০ |
| | | | সোনাতলা | ১,৮৫২·০০ |
| | | | বনকি | ৬,২১৩·০০ |
| | | | বগাবিল | ১,০২০·০০ |
| | | | চেবরি | — |
| | | | বগাবিল | — |
| | খোয়াই-তেলিয়ামুড়া | | তেলিয়ামুড়া এবং | |
| | | | দক্ষিণ পুলিণপুর | ৫,৯৮২·০০ |
| | | | মধ্য কল্যাণপুর | ৬,৮৭·০০ |
| | | | কমলা নগর এবং | |
| | | | গিলাতলী | ১৬,১০৭·০০ |
| | | | দ্বারিকাপুর | ১৭,৪৫৫·০০ |
| | | | কৃষ্ণপুর | ২৬,৫৯৪·০০ |
| | | | মোহনপুর | ১৮,০০০·০০ |

| ১ | ২ | ৩ |
|---|---|---|
| সোনামুড়া ও মেলাঘর | চৌমুহনী | ৬,৩১০·০০ |
| | খেদাবাড়ী | ১,৯৩০·২৯ |
| | বড় দোয়াল | ৪,৬৭৩·১৮ |
| | দূর্জ্জনারায়ণ | ৩,৯১৩·৪৭ |
| | কুলুবাড়ী | ১১,৯৭৬·০০ |
| | আনন্দ নগর | ৮,৪৪০·০০ |
| | মতি নগর | ৪,৪৪৪·০০ |
| | কলমছড়া | ৪,৭৯৬·০০ |
| | কলসীমুড়া | ২,৯৬৪·০০ |
| | বালুরচড় | ৮,৪৯২·০০ |
| | কাঠালিয়া | ৯,৩৩৬·০০ |
| | টক্কাপাড়া | ১৬,৩৭৬,০০ |
| | খাস চৌমুহনী | ৫,৪৬০·০০ |
| | গ্রামতলী | ৩,৬৪০·০০ |
| | পাহাড়পুর | ১.০৮০·০০ |
| | রহিমপুর | ৪,৩৬৮·০০ |
| | | ৯৬,৮৯৮·১৪ |
| | মোট— | ৭,০০,৭৮১·৬৬ |

## UNSTARRED QUESTION NO. 301.

**By—Shri Samar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া মহকুমায় ১৯৭২এর ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত test relief এর কি কি কাজ হয়েছে এবং প্রত্যেকটি প্রজেক্টএ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ, নারী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক কতজনকে কাজ দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকটি test relief এর প্রজেক্ট এর নাম সহ মোট ব্যয়ের পরিমাণ।

উত্তর

১) সংশ্লিষ্ট তালিকায় দ্রষ্টব্য।

STATEMENT OF T. R. WORKS SINCE APRIL 1972 TO DECEMBER, 1972 UNDER MELAGHAR BLOCK.

| Sl. No. | Name of T. R. Project. | Amount spent | Total mandays generated @ Rs. 2/- per day. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Construction of flood protection embankment at Sikaribari | Rs. 2,250·00 | 1125 |
| 2. | Construction of foot track from Baniacherra freighat to Sikaribari | Rs. 3,700·00 | 1850 |
| 3. | Construction from Raniacherra (Jangaliamura) to Sikaribari | Rs. 4,190·00 | 2095 |
| 4. | Construction from Padmadepha to Melaghar | Rs. 2,600·00 | 1300 |
| 5. | Construction of bundh over Urmaicherra near Akhil Das's house | Rs. 500·00 | 250 |
| 6. | Construction over Barpaharcherra | Rs. 500·00 | 250 |
| 7. | -do- -do- | Rs. 500·00 | 250 |
| 8. | Construction of foot track from Mohanbhog colony (Barmura) to Nalchar Gr. 1 | Rs. 4,850·00 | 2425 |
| 9. | Construction from Sonamura—Udaipur main road to Silaghati Jamatiapara | Rs. 4,850·00 | 2425 |
| 10. | Construction from Mohanbhog (Barmura to Nalchar) Gr. II | Rs. 3.750·00 | 1875 |
| 11. | Flood protection embankment at Kamrangatali | Rs. 2,835·00 | 1417 |
| 12. | Construction of foot track from Gumti river Military road (Kamrangatali) | Rs. 2,600·00 | 1300 |
| 13. | Construction from Bagmara bazar to Rabigopal para/Taksapara' Tri-junction North Taijiling | Rs. 4,980·00 | 2490 |
| 14. | Construction from Mohanbhog-Kukrania to Agartala main road | Rs. 3,700·00 | 1850 |
| 15. | Construction from Silaghati to Barmura at Mohanbhog | Rs. 4,800·00 | 2400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 16. | Construction of bund and excavation & re-excavation of cherra at Mohanbhog cherra | Rs. 400·00 | 200 |
| 17. | Construction of channel from Bardepa at Kamrangatali | Rs. 2,000·00 | 1000 |
| 18. | Construction of foot track at from Santinagar to Induria | Rs. 4,000·00 | 2000 |
| 19. | Construction from Induria to Urmai Via Ulumura Tribal para | Rs. 4,100·00 | 2050 |
| 20. | Construction from Satinagar Colony to Sankar tilla | Rs. 3,100·03 | 1550 |
| 21. | Construction from Barkhala to Induria Gr. I | Rs. 4,515·00 | 2257 |
| 22. | Construction from Dhanpur to Tarapukur via Santinagar | Rs. 4,500·00 | 2250 |
| 23. | Construction of bund over Sonai chari—Lalcherra, Dhanpur | Rs 3,800·00 | 1900 |
| 24 | Construction over Sonaichari at Dhanpur | Rs. 2,600·00 | 1300 |
| 25. | —do— —do— | Rs. 500·00 | 250 |
| 26. | Construction of village road from Batadula main road to Gajaria | Rs. 2,000·00 | 1000 |
| 27. | Construction of foot track from Batadhepa main road to Panchnalia Tribal para | Rs. 3,250·00 | 1625 |
| 28. | Construction from Sonamura —Matinagar to road to North N. G. Nagar | Rs. 3,490·00 | 1745 |
| 29. | Construction from Matinagar to Panchnalia (Matinagar) | Rs. 3,770·00 | 1885 |
| 30. | Construction of Seasonal bund over Sonaichari at Matinagar | Rs. 700·00 | 350 |
| 31. | Special repair of foot track from Bagmara—Taksapara road to Rabigopal para | Rs. 3,000·00 | 1500 |
| 32. | Construction of foot track from Sonamura—Agartala main road to Eas Chowmuhâni (Mayarani Shish Behar) | Rs. 3,700·00 | 1850 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 33. | Construction from Bagmara to Khaschowmuhani | Rs. 5,000·00 | 2095 |
| 34. | Construction from Rabigopal para to Khas chowmuhani S. B. School | Rs. 4,190·00 | 2095 |
| 35. | Excavation of Community Jute reting tank at Taijiling M. T. Colony | Rs. 3,280·00 | 1640 |
| 36. | Construction of foot track from Bagmara to Chowmuhani | Rs. 3,015·00 | 1507 |
| 37. | Improvement of fruits bearing plants garden at Jaijiling M. T. Colony Gr. I | Rs. 5,000·00 | 2500 |
| 38. | —do— Gr. II | Rs. 5,000·00 | 2500 |
| 39. | Construction of foot track from Bagmara/Taijiling road to Bairagi-bazar East Chowmuhani | Rs. 4,500·00 | 2250 |
| 40. | Construction of bund over Chowmuhanicherra | Rs. 1,000·00 | 500 |
| 41. | Excavation of bund near the house of Pradhan Lalindra at Chowmuhani including re-excavation of drain | Rs. 1,000·00 | 500 |
| 42. | Construction of bund at Daidyer mura near the house of Jogendra Das | Rs. 1,012·00 | 506 |
| 43. | Reclamation of waste land at Microsapara | Rs. 4,200·00 | 2100 |
| 44. | Construction of foot track from Raghunath dhepa to Thalibari Tribal para | Rs. 4,750·00 | 2375 |
| 45. | Construction from Kathalia to Kalikhola | Rs. 2,900·00 | 1450 |
| 46. | Construction from Microsapara to Raghunath dhepa | Rs. 2,500·00 | 1250 |
| 47. | Re-excavation of Taisamacherra with the constn. of a bundh over that cherra at Microsapara | Rs. 4,250·00 | 2125 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 48 | Construction of Cherra from Lembacherra at Jagatrampur at Kathalia | Rs. 2,000·00 | 1000 |
| 49. | Construction of bundh over Kamaicherra including re-excavation of channel at Kathalia | Rs. 4,800·00 | 2400 |
| 50. | Construction over Chandicherra at Kalikhola, Kathalia | Rs. 4,500·00 | 2250 |
| 51. | Excavation of channel from Chandicherra to Kalikhola, Kathalia | Rs. 3,000·00 | 1500 |
| 52. | Construction of foot track from Microsapara to Raghunath dhepa | Rs. 3,150·00 | 1575 |
| 53. | Construction of bundh over Madhuacherra at Chaitmaya, Thalibari-Kathalia | Rs. 1,500·00 | 750 |
| 54. | Re-excavation of Paglicherra from Nal dhepa to Nirbhoypur, Kathalia | Rs. 4,500·00 | 2250 |
| 55. | Construction of bundh over Khagdi cherra at Kalamchoura | Rs. 3,000·00 | 1500 |
| 56. | Construction of foot track from Sonamura—Kalamchoura road to Kalamchoura, Paschimpara | Rs. 2,700·00 | 1350 |
| 57. | Construction from Sonamura—Boxanagar road to Kalamchoura new colony | Rs. 2,800·00 | 1400 |
| 58. | Construction of foot track from Bagber to Manikyanagar | Rs. 4,100·00 | 2050 |
| 59. | Construcrion from Veluarchar to Bharibbari | Rs. 2,500·00 | 1250 |
| 60. | Construction from Putia School to Veluarchar | Rs. 2,500·00 | 1250 |
| 61. | Construction of drainage and channel at Valuarchar | Rs. 2 600·00 | 1300 |
| 62. | Construction of foot track from Agri. Firm to Kachigang (East Nalchar) | Rs. 3,360·00 | 1680 |
| 63. | Construction from Bagabasa to Kaliram | Rs. 4,500·00 | 2250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 64. | Construction from Agartala—Sonamura road to Fast Laxman dhepa | Rs. 3,700·00 | 1850 |
| 65. | Construction from Bagarbasa P.W D. road to Bagarbasa Mohanbhog road | Rs. 3,400·00 | 1700 |
| 66. | Construction of bundh excavation & re-excavation of drain at Bagarbasa | Rs. 3,000·00 | 1500 |
| 67. | Construction over Noacherra at East Bagarbasa | Rs. 1,000·00 | 500 |
| 68. | Construction at West Bagarbasa | Rs. 2,100·00 | 1050 |
| 69. | Construction over Laxmandhepa cherra | Rs. 1,000·00 | 500 |
| 70. | Construction of channel from Khankarbari math to the field of Samed Talukdar at Bagarbasa | Rs. 3,000·00 | 1500 |
| 71. | Construction of foot track from Nirvoypur to Birampur | Rs. 4,000·00 | 2000 |
| 72. | Construction from Sonamura—Boxanagar road to (Kabarkhola) Aralia | Rs. 3,000·00 | 1500 |
| 73. | Construction from Aralia School to Khedabari | Rs. 3,235·00 | 1617 |
| 74. | Construction from Aralia to Attamura | Rs. 3,000·00 | 1500 |
| 75. | Construction of bund over Araliacherra at Aralia | Rs. 2,300·00 | 1150 |
| 76. | Construction from Taibandal to Taichakbandal tribal para (Foot track) | Rs. 3,100·00 | 1550 |
| 77. | Construction from Nabakumar Murasingh bari to Chintamani Murasinghbari (Foot track) | Rs. 5,000·00 | 2500 |
| 78. | Construction of foot track from Chandul School to Taisama school | Rs. 4,900·00 | 2450 |
| 79. | Construction of bundh over Karai cherra at South Kamrangatali | Rs. 504·00 | 252 |
| 80. | Construction of foot track from Chintamani Murasingh bari (South Taibandal ) to Siddikumar Tripura | Rs. 3,000·00 | 1500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 81. | Construction of bundh over Chandulcherra | Rs. 500·00 | 250 |
| 82. | -do- over Taibandalcherra | Rs. 762·00 | 381 |
| 83. | Construction of foot track from Sonamura-Boxanagar Road (Karaliamura) to Nabadwip-chandranagar. | Rs. 3,700·00 | 1850 |
| 84. | Re-excavation of cherra from Sonamura to Bangladesh Border. | Rs. 500·00 | 250 |
| 85. | Construction of bundh over Taichamacherra | Rs. 500·00 | 250 |
| 86. | Construction of foot-track from Sonamura—Kathalia (Moggerpar) to Urmai Gr. I | Rs. 3,80 ·00 | 1900 |
| 87. | -do- from Sonamura—Nidaya (Moggerpar) road to Urmai market Gr. II | Rs. 4,000·00 | 20C0 |
| 88. | -do- from Durlavnarayan Kata gang to Kalabari | Rs. 3,300·00 | 1650 |
| 89. | -do- from Bamnipara to Durlav-narayan (Paschimpara) | Rs. 3,000·00 | 1500 |
| 90. | -do- of bundh over Durlav-narayan Barmura at Durlav-narayan | Rs. 2,200·00 | 1100 |
| 91. | Excavation of channel from Chanda-depha to Kachirmukh at Chandul-mura | Rs. 4,900·00 | 2450 |
| 92. | Construction of foot track from Rahimpur to Gourangala | Rs. 4,100·00 | 2050 |
| 93. | Re-excavation of channel from Thalibari to Nirvoypur (Shing-lanali cherra) | Rs. 1,900·00 | 950 |
| 94. | Construction of bundh over Paglichera, Bashpukur | Rs. 1,800·00 | 900 |
| 95. | -do- over Barnarayancherra at Barmura, Bashpukur | Rs. 1,500·00 | 750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 96. | Re-excavation of Chailtatalicherra at Birampur, Bashpukur | Rs. 4,500·00 | 2250 |
| 97. | -do- at cherra and channel from Kalapania to North Paharpur | Rs. 1,800·00 | 900 |
| 98. | Excavation of channel and channel from Rangamura to Barmura, Bashpukur | Rs. 1,500·00 | 750 |
| 99. | Construction of bund over Paglicherra at Machima | Rs. 800·00 | 400 |
| 100. | -do- of foot track from Naldepha to Sonamura Nidya Road | Rs. 2,000·00 | 1000 |
| 101. | Construction of sesonal bund over Maheshpur | Rs. 2,500·00 | 1250 |
| 102. | Excavation of channel from Kamaicherra to Maheshpur | Rs. 5,000·00 | 2500 |
| 103. | Construction of foot track from Kakrigodara to Kayatilla | Rs. 4,800·00 | 2400 |
| 104. | -do- from Monnertilla to Tindhepa | Rs. 2,600·00 | 1300 |
| 105. | -do- from Bhabanipur to Monnertilla | Rs. 3,200·00 | 1500 |
| 106. | Construction of seasonal bundh over Kuruliacherra | Rs. 1,500·00 | 750 |
| 107. | -do- at Nidaya | Rs. 150·00 | 75 |
| 108. | -do- at West Nidaya | Rs. 150·00 | 75 |
| 109. | Construction of foot track from Kalikrishnanagar market to Rajendratilla | Rs. 4,750·00 | 2375 |
| 110. | -do- from Kalikrishnanagar to Sada tilla via Saraswatipur | Rs. 2,800·00 | 1400 |
| 111. | -do- from Kalacherra to Birendranagar | Rs. 4,800·00 | 2400 |
| 112. | Construction of seasonal bundh Kowamaracherra at Maniapather | Rs. 4,520.00 | 2260 |
| 113. | -do- over Manaicherra at Manaipathar | Rs. 2,550·00 | 1275 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 114. | Construction over Kalacherra to Thalibari | Rs. 2,000·00 | 1000 |
| 115. | Construction of foot track from Baxanagar Paschimpara (Naljala) | Rs. 3,100·00 | 1550 |
| 116. | -do- from Boxanagar East to Panchalia (Naljala) | Rs. 4,520·00 | 2250 |
| 117. | Excavation of channel from Sadaramdhepa to Kamtali via Mullar Bundh | Rs. 2,650·00 | 1325 |
| 118. | Construction of foot track from Agartala—Sonamura main road to Poungbari | Rs. 2,500·00 | 1250 |
| 119. | Excavation of Dumburtali Channel at Bejimara | Rs, 2,800·00 | 1400 |
| 120. | Construction of foot track from Bejimara to Barnarayan | Rs. 2,388·00 | 1194 |
| 121. | -do- from Telkajla to Kalamkhet | Rs. 3,550·00 | 1775 |
| 122. | -do- from Takshapara to Barmura | Rs. 4,190·00 | 2095 |
| 123. | -do- from Takshapara to Dalsinghmura to Assampara | Rs. 4,980 00 | 2490 |
| 124. | -do- from Sonamura—Agartala main road (Jumerdhepa) Chailtabari mursumpara | Rs. 4,860·00 | 2430 |
| 125. | -do- from Agartala—Sonamura road to (Biairagibazar) to Kumariagocha | Rs. 4,980·00 | 2490 |
| 126. | -do- from Kamalnagar to Kalabari | Rs. 3,000·00 | 1500 |
| 127. | -do- Baishkhola to Begbar | Rs. 2,600·00 | 1300 |
| 128. | -do- from Ali Mia's tilla (Kalamkhet) to Urmai | Rs. 3.000·00 | 1500 |
| 129. | -do- from Taltala to Khas Choumohani | Rs. 2,370·00 | 1185 |
| 130. | -do- from khas choumohani to Takshapara | Rs. 1,380·00 | 690 |
| 131. | -do- from Sonamura—Agartala road to Bhati Nalchar | Rs 3,500·00 | 1750 |
| 132. | -do- from East Nalchar to Agartala main road | Rs. 3,000·00 | 1500 |
| 133. | -do- from Khedabari to Jalaibari to Khedabari—Jolaibari via Thakurmura School | Rs. 3,650·00 | 1825. |

## UNSTARRED QUESTION NO. 1 (POSTPONED)
**By Shri Nripendra Chakraborty**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenu Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কোন মহকুমায় কোন স্কীমে কতজন শ্রমিককে ১৯৭২ সনে ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত কতদিন Test relief এর কাজে নিয়োগ করা হয়েছে তার বিবরণ :

২) এই শ্রমিকদের মধ্যে নারী কত এবং নাবালক কত :

৩) এই সকল স্কীম কি ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে ?

উত্তর

১) সঙ্গীয় তালিকা দ্রষ্টব্য।

২) নারী—২৭,৯০৬

নাবালক—১৫,৯৩২

৩) বিপন্ন ও খরাক্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় লোকদের প্রতি প্রয়োজনে এবং সেখানকার কৃষকদের উৎপাদনে সাহায্যার্থে জল সেচের সুবিধার জন্য টেষ্ট রিলিফের কাজ গ্রহণ করা হইয়াছে।

SUB-DIVISION WISE LIST OF TEST RELIEF PROJECTS WERE IN OPERATION UPTO 15th AUGUST, 1972 SHOWING NUMBER OF LABOURER IN EACH SCHEME No.—1

| Sl. No. | Name of Test Relief Projects | No.of workers engaged | No. of days employed |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **SADAR** | | |
| 1, | Construction of Road from Murabari to Harishnagar. | 175 | 25 |
| 3· | -do- Murabari (School Tilla) to West Laxmibill | 105 | 22 |
| 3. | -do- Laxmibil to Namapara (West Laxmibil) | 85 | 15 |
| 4. | -do- West Laxmibill to Murabari | 103 | 42 |
| 5. | -do- Nehalchandranagar to Purathal | 143 | 45 |
| 6. | -do- Arabindavidyamandir to Purathal | 75 | 33 |
| 7. | -do- Chandranagar to Ranighat | 128 | 22 |
| 8, | -do- at Charipara (Link Road) | 87 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|
| 9. | Improvement of flood protection bund cum Road at Gajaria | 45 | 17 |
| 10. | Excavation & widening of siltup channel at Radhunathpur West | 60 | 18 |
| 11. | -do· Raghunathpur | 85 | 20 |
| 12. | -do- Ganiamurachhera at Ganiamara | 112 | 18 |
| 13. | Construction of Road from Bisramganj to Padmanagar (Sonamura Road) | 125 | 26 |
| 14. | ·do- Bisramganj to Bagmara-via M. T. Colony | 133 | 21 |
| 15. | -do- M. T. Colony to Bastali | 96 | 15 |
| 16. | -do- Promodenagar to Hirapur | 75 | 19 |
| 17. | ·do- Hirapur to Maharam Bazar | 85 | 17 |
| 18. | -do- Dewanbazar to Moharambazar | 95 | 18 |
| 19. | -do- Karaimura to Kalirambari | 96 | 21 |
| 20. | -do- Latiachhera to Golaghati | 125 | 14 |
| 21. | -do- Pekuarjala to Shymnagar | 65 | 21 |
| 22. | -do- Kalkalia to Kanchanmala | 56 | 18 |
| 23. | -do- Madhyaghaniamara to Takerjala | 75 | 20 |
| 24. | -do- Purbalaxmibil io Kalkalia | 46 | 15 |
| 25. | -do- Road from Jampaijala to Kendari village | 85 | 22 |
| 26. | -do- Amtali to Takerjala | 92 | 20 |
| 27. | -do- Sankatrapara to Taichangchak | 75 | 18 |
| 28. | ·do- Improvement of Road from Gabardi Bazar to Ratanpu | 90 | 15 |
| 29. | -do- Construction of flood protection embankment cum road at Kendarichhera | 82 | 13 |
| 30. | -do- of Bund and clearing of drain at Purba Takerjala | 76 | 15 |
| 31. | -do- Reclamation of 30 acres of marshylan at Tillabari area | 55 | 17 |
| 32. | -do- 30 acres in Tillabari area | 57 | 18 |
| 33. | -do. Excavation of 3 Nos. of jute retting tanks of Jampaijala R. R. Colony | 59 | 20 |
| 34. | -do- 2 Nos. at Jampaijala | 63 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 35. | Construction of water reserver at Gangurai Mursumpara | 65 | 19 |
| 36. | Excavation and widening of oldsitup Channel at Gabardi | 69 | 20 |
| 37. | Improvement of Road from Kunaban to Radhanagar | 55 | 22 |
| 38. | Construction of Bundh at Bejoynagar | 40 | 13 |
| 39. | -do- at Narshingarh | 45 | 13 |
| 40 | -do- at Kalkalia | 36 | 13 |
| 41. | -do- at Barjala | 29 | 13 |
| 42. | Excavation of jute retting tank at Madhyabhubanban | 35 | 13 |
| 43. | Construction of Gandhigram Road | 29 | 13 |
| 44, | -do- Bundh at Laxmilunga | 42 | 13 |
| 45. | Excavation of jute retting tank at Konaban | 40 | 13 |
| 46. | Construction af Bundh at Taranagar | 38 | 13 |
| 47. | Excavation of jute ratting tank at Iranipara under Ashigarh Panchayet | 25 | 13 |
| 48. | -do-at Tucharchhara under Ashigarh Panchayet | 30 | 14 |
| 49. | -do- at Nabaglapara —do— | 26 | 14 |
| 50. | -do-at Sureshpara —do— | 40 | 14 |
| 51. | Construction of Earthen bundh over Harinachhara at Sub Durgapara under Ashinagar Panchayet | 43 | 14 |
| 52. | -do-Bundh at Channel over Churamara river near Kaichanbari | 47 | 19 |
| 53. | -do- over Dumakula Chhera at Sib Durgachoudhury para under Joynagar Panchayet . | 50 | 22 |
| 54. | Excavation of jute retting tank at Ganeswar Sardarpara | 25 | 4 |
| 55. | Construction of flood protection Bund in between Kaichanbari Sachindranagar colony under Purba Barjala Panchayet | 25 | 7 |
| 56. | Excavation of jute retting tank at Sib Ganga Choudhurypara under Joynagar Panchayet | 35 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4. |
|---|---|---|---|
| 57. | -do- at Nabachandrapara under Joynagar Panchayet | 37 | 8 |
| 58. | Excaxation of jute retting tank at Joynagar | 32 | 8 |
| 59. | -do- at Sachindranagar Colony | 15 | 3 |
| 60, | -do- Kaichanberi under Purba Barjala Panchayet | 20 | 3 |
| 61. | -Re-excavation of Channel at Master para under Bankimnagar Panchayet | 25 | 16 |
| 62. | Excavation of jute retting tank at young para under Bankimnagar Panchayet | 27 | 22 |
| 63. | Construction of Bundh over Baralunga Sachindranagar Colony | 29 | 12 |
| 64. | Re-excavation of Channel from Kaila-chend hobrapara at Madhubari under Bankimnagar Panchayet | 30 | 20 |
| 65. | Excavation of jute retting tank at Kutuedari under Radhamohanpur | 10 | 9 |
| 66. | Construction of Bundh at Depadgar-phpara under Raichandranagar | 15 | 31 |
| 67. | Re-excavation of jute retting tank at Rabichandrapara under Ramchandra-nagar | 12 | 13 |
| 68. | Constructian of Ail Bainding from Gurumara to Mukta Sardarpara | 13 | 8 |
| 69. | Construction of Earthen Bund to Gurumara river to Khasiapara under Mandai | 15 | 10 |
| 70. | -do-Channel over Gurumara river near Mandaibazar | 35 | 20 |
| 71. | Re-Excavation of Channel over paddy field Chargoria under Mandai | 27 | 7 |
| 72. | -doc from Ghurumara to kusa Sardar para under Mandai | 42 | 12 |
| 73. | -do-at Mandai | 12 | 20 |
| 74. | -do- Channel from Gurumara to Balamadan and Nepalmura under Mandai | 32 | 15 |
| 75. | Excavation of jute retting tank at Nilkrishna Sepai para (Balam Dham) | 42 | 10 |
| 76. | -do-of Jute retting tank at Korai under Mandhai | 22 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 77. | Excavation Jute retting tank at Nepalmura under Mandai Panchayat. | 35 | 11 |
| 78. | -do- at Sonaram Sepaipara under Mandai | 25 | 13 |
| 79. | -do- at Purba Takerjala (Brajaban) under Gurupada Tea Colony | 35 | 18 |
| 80. | -do- Jute retting tank at Purba Takerjala (Nemaibari) under Gurupada M. T. Colony. | 42 | 21 |
| 81. | -do- at Dulakobra under M. T. Colony. | 43 | 21 |
| 82. | -do- at Radhapur under Gurupada Colony | 35 | 18 |
| 83. | -do- at Purba thakurpara under Purba Debendranagar Panchayat | 31 | 18 |
| 84. | -do- at Tulakuna | 27 | 36 |
| 85. | -do- at Debendrathakurpara under Krishnapur Panchayat. | 18 | 13 |
| 86. | -do- at Lembuchhara under Meglipara Panchayat | 19 | 10 |
| 87. | -do- at Gulak Thakurpara under Bankimnagar Panchayat. | 17 | 13 |
| 88. | -do- at Kapram under Noagaon | 20 | 16 |
| 89. | -do- at G. R. T. at Mandai South under Mandai Panchayet. | 16 | 11 |
| 90. | Construction of flood protection bundh over Ghoramara river near Chantabari under Mandai | 25 | 13 |
| 91. | -do- Bundh over Karai Cherra Chargaria under Mandai | 20 | 9 |
| 92. | -do- over Debtachhera near Nitya Sardar para under Ashigarh. | 14 | 57 |
| 93. | Excavation of Chennal Debtachhara to Chargaria under Ashigarh. | 13 | 62 |
| 94. | -do- Nitya Sardarpara to Gubardhanpara | 13 | 42 |
| | **KHOWAI** | | |
| 1. | Construction of road from 48 M. P. to A. A. Road to Bauraipara. | 35 | 28 |
| 2. | Improvement of Horticulture at Koshidhanpara at Ganganagar. | 20 | 12 |
| 3. | Construction of Bund at Amrita Roajapara, Atharamura. | 19 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | Re-clamation of Horticultural garden at Jurinari | 35 | 2 |
| 5. | -do- at South Tuchindram. | 40 | 29 |
| 6. | Excavation of jute retting tank at Kutch Colony. | 36 | 8 |
| 7. | Construction of Bund on Lungha for fishery cum drinking water arrangement at Mitrajoy Reang, Nona cherra. | 27 | 28 |
| 8. | Construction of road from 49 M. P. of A. A. Road to Churamohan Murechamp para via Mursam para. | 15 | 38 |
| 9. | Construction of link road from Birbasa bari to Muktajoy para. | 40 | 45 |
| 10. | Construction of earthern bound for jute retting tank at Trithamani Reang para at Kakracherra. | 35 | 31 |
| 11. | Mainantence of road from 9/4 M. P. at Ambassa Bagafa Road at Birjoypara Balucherra. | 25 | 8 |
| 12. | Excavation of Channel for improvement of Swad area of paddy land at North Tuichingram. | 15 | 25 |
| 13. | Construction of road 35/2 F.M.P. of A. A. Road to Haldiamukh. | 18 | 32 |
| 14. | Improvement of road from Bagan Bazar to Kakrabari L. L. Colony. | 20 | 40 |
| 15. | Construction of road from Santinagar P. Camp to Rajnagar Police Camp. | 21 | 38 |
| 16. | Construction of road from Ram Durga-bari to Tuai Baglai | 23 | 43 |
| 17. | Improvement of Road from Ampara to Belgang. | 22 | 42 |
| 18. | Construction of Road from Brindaban Ghat to Promodenagar—Natun Bazar. | 18 | 41 |
| 19. | -do- of jute retting tank at Durgapur L. L. Colony. | 16 | 12 |
| 20. | -do- of Road at Laxminarayanpur | 40 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 21. | -do- of Road from Moharcharra Bazar to Duski OP | 35 | 25 |
| 22 | -do- of Road from Bairagipara to Rubbripara under Madhya Kalyanpur. | 15 | 22 |
| 23. | -do- of Road from Duskirai Bari to Santinagar under Gilatali Goan Sabha. | 20 | 15 |
| 24. | -do- of Road from Ramdayalbari land less Coloney School. | 15 | 44 |
| 25 | -do- of Road from Wamlickpara to Ramsingpara | 32 | 27 |
| 26. | -do- of Road from Jatindra Roajapara to Birjoypara. | 30 | 24 |
| 27. | -do- of Road from 18 M. P. of A. B. Road to Ishanchoudhury. | 42 | 29 |
| 28. | -do- of Improvement of Road from Tutabari L. L. Coloney to Debtabari. | 51 | 32 |
| 29. | Construction of Road from Kunjaban Dibirmukam to Gharia Dhapadharpara via Kunjaban L L. Colony | 37 | 33 |
| 30. | Reconstruction of Irrigation bundh on Mackumcharra and excavation of channel at east Santinagar. | 42 | 22 |
| 31. | Improvement of Road from Krishnanagar New market to Ramkrishnapur M. T. Colony. | 35 | 42 |
| 32. | Construction of Road from Jaghapara to Tirthamayeepara under Gakulnagar Gaonsabha. | 28 | 24 |
| 33. | -do- two jute retting tanks at North Pulinpur. | 29 | 2 |
| 34. | -do- of Road from Krishnamangal bazar to Sardukarai via Teliamura R. F. | 30 | 16 |
| 35. | -do- of Road from Gourangatilla to Khash Kalyanpur via Laxminarayanpur L. L. Colony | 37 | 33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 36. | -do of Road from 43 M. P. of A. A. Road to Billadhar reang Choudhury para. | 42 | 37 |
| 37. | -do- of Road from Mainak to Nishikanta Karbari. | 45 | 27 |
| 38. | -do- of Road from South Tuichingram North Tuichingram. | 39 | 21 |
| 39. | -do- of Road from Chakmaghat to Ramkrishnapur M. T. Colony under Laxmipur Gaosabha. | 27 | 6 |
| 40. | -do- Improvement of Road from Champahour to Idankur. | 34 | 42 |
| 41. | -do- from Khampur to Aidumkur | 9 | 32 |
| 42. | -do- from Kalabagan to Tulasikubazar. | 36 | 37 |
| 43. | -do- from Road from East Champachhara to West Champamura. | 35 | 38 |
| 44. | -do- Construction of road from Rambabubari to Dagma. | 38 | 9 |
| 45. | -do- of Road from Bharatchandranagar to Takchaia. | 33 | 8 |
| 46. | Construction from Champahour Trisumption to Kathiachari. | 29 | 5 |
| 47. | -do- from Sonatan Karmakar home to Singhichhera. | 51 | 8 |
| 48. | Improvement of Road at Baidyabil | 45 | 13 |
| 49. | Reclamation of waste land at Karangichhera | 35 | 10 |
| 50 | -do- at Laxmichhera | 30 | 8 |
| 51. | -do- at East Bachaibari | 27 | 7 |
| 52. | Improvement of Road at Banbazar | 38 | 44 |
| 53. | -do- at Sonatala landless colony | 20 | 7 |
| 54. | Reclamation of waste land at West Bachaibari | 35 | 7 |
| 55. | Improvement of Road from Sinchacherra to Gutiatala Panchayat office | 27 | 5 |
| 56. | -do- at Pecharmura | 29 | 6 |
| 57. | Construction of Road Asharambari to West Karangichhera | 30 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 58. | -do- Lathabari School to Jagalong. | 34 | 9 |
| 59. | Construction of Road from Gopalnagar to lengtibari. | 32 | 7 |
| 60. | —do— from Gotiatal Pancyayet office to Lethabari. | 35 | 9 |
| 61. | —do— Murabari to Nath Colony. | 38 | 7 |
| 62. | Improvement of Road from Bachaibari to Gopalnagar. | 36 | 37 |
| 63. | —do— from Singhichhera Pal Colony to Mura. O. P. | 19 | 7 |
| 64. | —do— from 8 K-M. of Asharambari to Behalabari. | 26 | 8 |
| 65. | —do— Irregation of bundh Choudhuryhour under West Rajnagar Gaon Sabha. | 31 | 7 |
| 66. | —do— from Bartailla to Behalabari H. S. School. | 34 | 19 |
| 67. | —do— Bharatchandranagar to Takchaya Colony under East Rajnagar Gaon Sabha. | 35 | 6 |
| 68. | —do— from Dewliatilla Padmabil Road to Barkar via Panchayet tilla under Gurunagar Gaon Sabha. | 45 | 2 |
| 69. | —do— Mulibari to Dalan Tilla under North Padmabil Gaonsabha. | 40 | 1 |
| 70. | Improvement of Road from Bangabill Jumia Colony to Ratanpur Bazar. | 38 | 2 |
| 71. | Construction of Road from Kengrabari Bangabil Jumia Colony. | 36 | 2 |
| 72. | Reclamation and treching of tilla land at Laltilla Colony under North Ramchandra Gaonsabha. | 39 | 6 |
| 73. | Improvement of Road from Laxminarayanpur to Laltilla J. B. School via Sweratakli baza under North Ramchandraghat Gaonsabha | 41 | 7 |
| 74. | Construction of inteinal Road at Dhalabil Colony | 29 | 13 |
| | **SONAMURA** | | |
| 1. | Construction of foot track from Santinagar to Induria. | 103 | 15 |
| 2. | —do— of village Road from Batadjola main Road to Gajaria. | 96 | 13 |
| 3. | Special repair to foot track from Bagmara Taskapara Road to Rabigopalpara, | 88 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | Reclamation of waste land at Microsa para | 85 | 15 |
| 5. | Construction of foot track from Mohanpur Colony (Barmura to Nalchar) | 28 | 8 |
| 6. | —do— from Agri. Firm to Kachaigon (East Nalchar) | 31 | 9 |
| 7. | —do— of Flood protection of embankment of Shikaribari. | 10 | 12 |
| | **DHARMANAGAR SUB-DIVISION** | | |
| 1. | Improvement & extension of buna from Silbari to Kukinala via-Orchard plot of Jhumia families at Nabincherra | 2,640 | 26 days |
| 2. | Construction of bund for protecting cultivated land from Soil errosion of Paulpara | 1,406 | 20 ,, |
| 3. | Constn. of village road from Sanichera to Tongcherra | 1,570 | 53 ,, |
| 4. | Constn. from Brojendranagar School to Sanichera P. W. D. road via Brojendranagar Colony | 1,326 | 60 ,, |
| 5 | Improvement and repairs of village road from Juri Forest Office to Kathal-tilla | 638 | 36 ,, |
| 6. | Constn. of road from Baithangbari road ( near Haralal Mazumder's residence) to Bhairabbari via Balwari centre | 509 | 26 ,, |
| 7. | Constn. of road from Tarakpur Chamtilla to Thalnadirper | 1,135 | 40 ,, |
| 8. | Constn. of road from Jalebasa to Rahumcherra via Madhabpur Barabari & Kunjanagar | 1,606 | 57 ,, |
| 9. | Constn. of village road from Nabincherra to Harimohan Talukdar para | 841 | 13 .. |
| 10. | Reclamation of paddy land at Kshudrakandi | 600 | 36 ,, |
| 11. | Constn. of road from Kaitinthai Halam para to Pekucharra landless colony | 240 | 7 ,, |
| 12. | Improvement of road from Dewanpasa to Sakhaibari-Baruakandi via Mission tilla | 357 | 15 ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 13. | Constn. of road from Dewanpasa to Baldum | 234 | 17 days. |
| 14. | Improvement of road from Sakaibari road to Algapur road via Sakaibari M aszid | 116 | 8 ,, |
| 15. | Constn. of road from Old Halampara to Tarakpur main road | 198 | 4 ,, |
| 16. | Extension of channel from the plot of Bidhu Ghosh to the baranala (Charru-basa) via Degindra Nath residence | 218 | 6 ,, |
| 17. | Constn. of road from A. A. Road (Estern side of Balwari centre, Agnipassa) to Maniklal Halam para | 215 | 4 ,, |
| 18. | Improvement of road from Banglabari to Dasda | 12 | 23 ,, |
| 19. | Improvement of road from Fuldunsai to Jampai | 32 | 8 ,, |
| 20. | —do— from Kalawalabari to Rabindranagar | 40 | 10 ,, |
| 21. | —do— foot track from Dasda to Baganbari | 37 | 8 ,, |
| 22. | Reclamation of work at Manu Sailengta | 50 | 20 ,, |
| 23. | Construction of buud at Das para | 19 | 15 ,, |
| 24. | Reclamation of land at Sibnagar | 32 | 7 ,, |
| 25. | Improvement of foot track from Kashirambari to Subhasnagar | 43 | 7 ,, |
| 25. | Improvement of foot track at Kamarmara | 36 | 10 ,, |
| 27. | Reclamation of work at Tuisama | 26 | 10 ,, |
| 28. | —do— of land at Kamarpara | 60 | 17 ,, |
| 29. | Improvement of play ground at Hmanpui and Vaisam | 529 | 12 ,, |
| 30. | Reclamation work at Nalkata | 44 | 12 ,, |
| 31. | —do— at Tharma-Kathalbari | 65 | 9 ,, |
| 32. | Improvement of road from Thanma Tlangsang | 76 | 20 ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 33. | Reclamation of land at Kaipaiha Chow. para | 18 | 15 ,, |
| 34. | —do— work at Piplacherra | 97 | 8 ,, |
| 35. | —do— work at Damcherra | 166 | 11 ,, |
| 36. | —do— work at Ujan Machmara | 72 | 4 , |
| 37. | Improvement of road from Pecharthal to Assam Agartala road | 65 | 19 ,, |
| 38. | Reclamation work at Karaicherra | 70 | 7 ,, |
| 39. | —do— work at Ramduppara (South Machmara) | 12 | 28 ,, |
| 40. | —do— at Jamaraipara | 55 | 9 ,, |
| 41. | —do— at Khedacherra | 142 | 57 ,, |
| 42. | Improvement of foot track from Kamlapabari Nutan Laljuri Bazar | 44 | 5 ,, |
| 43. | Reclamation work at Jamaraipara | 50 | 5 ,, |
| 44. | Improvement of road from Sibnagar to Laljuri | 30 | 9 ,, |
| 45. | Improvement of foot track from Anandabazar to Subalbari | 51 | 8 ,, |
| 46. | —do—from Anandabazar to Fuldangshi | 115 | 14 ,, |
| 36. | —do— from Anandabazar to S. K. Tlangsang | 198 | 27 ,, |
| 48. | —do— of foot track from Halenpur to Puranjoy para | 34 | 8 ,, |
| 49. | —do—from K. N. Road to Rabidaspara | 60 | 5 ,, |
| 50. | —do— road from Adibashipara to Brikshathal | 32 | 9 ,, |
| 51. | —do—from Puranjoypara to K. N. Road | 40 | 10 ,, |
| 52. | —do— from Brikshathal to Muraibari | 50 | 12 ,, |
| 53. | Reclamation of land at Chandipur | 30 | 5 ,, |
| 54. | Improvement of foot track from Kashirambari to Subashnagar | 75 | 2 ,, |
| 55. | —do— road from Kalagong to Doganga | 60 | 2 .. |
| 56. | Reclamation work at Kanchanpur | 19 | 25 ,, |
| 57. | Improvement of foot track at Sakhan | 124 | 11 ,, |
| 58. | Reclamation work at Sakhan | 117 | 5 ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 59. | Constn. of channel at Kamarmara | 25 | 5 days. |
| 60. | Improvement of foot track from Satnala to Chaitrasing para | 30 | 6 ,, |
| 61, | Constn. of pits at Laljuri | 31 | 8 ,, |
| | | 3,023 | |

## KAMALPUR SUB-DIVISION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Constn. of bund at Sikaribari | 32 | 40 ,, |
| 2. | Reclamation of marshy land and constn. of earthen bund at Rabidhanpara | 35 | 30 ,, |
| 3. | Constn. of village link road at Golacherra | 37 | 53 ,, |
| 4. | —do— bund at Taidubari | 36 | 52 ,, |
| 5. | —do—bund at Haridas Roajapara | 42 | 52 ,, |
| 6 | Reclamation of lunga land at Mendhi | 62 | 28 ,, |
| 7. | Constn. of village road at Malirai roajapara | 44 | 25 ,, |
| 8. | —do— at Chankap | 65 | 27 ,, |
| 9. | —do— of earthen bund at Jamthum | 35 | 12 ,, |
| 10. | Reclamation of land at Sibnkchak | 28 | 20 ,, |
| 11. | Constn. of village link road at Maracherra | 48 | 27 ,, |
| 12. | —do— road from Arjanga to Katalutma | 72 | 26 ,, |
| 13. | —do— from Nagful to Punbua | 66 | 25 ,, |
| 14. | —do— from Bagmara to Dumjakry para | 40 | 33 ,, |
| 15. | —do— from A. A. Road to Paijabari | 56 | 21 ,, |
| 16. | Construction of earthen bund at Kachucherra | 42 | 18 ,, |
| 17. | -do- road from Halahali to Krishnanagar | 76 | 24 ,, |
| 18. | -do- from Shrirampur to Lambo | 48 | 27 ,, |
| 19. | -do- from Bilashcher Colony | 46 | 33 ,, |
| 20. | Improvement of Road from Nagbangshi to Kuchainala | 52 | 30 ,, |
| 21. | Constn. of road from Kamalpur to Hrishipara | 45 | 40 ,, |
| 22. | -do- from singinala to Machucherra | 38 | 32 ,, |
| 23. | -do- earthen bund over Tapanacherra at Kiran Choudhury para | 55 | 10 ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 24. | Improvement of road from East Chulubari to West Chulubari | 48 | 18 days. |
| 25. | -do- from Dolubari to Dhancherra | 58 | 27 ,, |
| 26. | -do- from K. A. Road to Kalachari | 60 | 26 ,, |
| 27. | Improvement of road from Rabidhanpara | 36 | 21 ,, |
| | | 1,302 | |
| | **KAILASHAHAR SUB-DIVISION** | | |
| 1. | Reclamation of waste & Marshy land at Maddya Chailengta | 543 | 6 days. |
| 2. | Improvement of road from Sakan to Subharampara | 280 | 6 ,, |
| 3. | -Do- of road from Lalcharra Deb Barma Basti to Keshab Choudhury para. | 406 | 8 ,, |
| 4. | Levelling of Undulatted land at Manikpur | 551 | 24 ,, |
| 5. | Constn. of road from Bhaibomcherra | 139 | 18 ,, |
| 5. | Impronement of road from Joychandra Roaja Para to Sonarai | 703 | 16 ,, |
| 7. | -do- from Durgacherra to Nanda Karbari Para | 504 | 10 ,, |
| 8. | Reclamation of Marshy & Waste land at Tarabancharra | 477 | 15 ,, |
| 9. | Improvement of road from Dhumacherra Manu road to Saridhan Roaja para | 254 | 3 ,, |
| 10. | -do- of road from Dhumacherra to Kathalcherra | 774 | 25 ,, |
| 11. | -do- from Dhumacherra Jamircherra to Baisnab Roajapara | 254 | 5 ,, |
| 12. | -do- from Kailsh Deb Barma to Kashinath Nepali's Garden Road | 243 | 11 ,, |
| 13. | -do- of road from Kamarcherra to Karamcherra M. T. Colony | 592 | 20 ,, |
| 14. | -do- of road 82 miles to Hazradhan Reang para | 532 | 20 ,, |
| 15. | -do- of road from Kakairam Roaja para to Ishan Roajapara | 755 | 19 ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 16. | -do- of A. A. Road to 77½ miles B. Block Colony Road | 528 | 25 days |
| 17. | -do- of road from Kukicherra Pry. School | 513 | 19 ,, |
| 18. | -do- of road from, Kshetricharra to Joyindra Toaja para | 541 | 7 ,, |
| 19. | Constn. of road from Thalcherra to Gobindrabari | 375 | 28 ,, |
| 20. | -do- of road from West Karamcherra to Haridas Baisnab para | 471 | 12 , |
| 21. | -do- of road from Manu-Chailengta road to Jarulcherra via Garu Basti | 253 | 19 ,, |
| 22. | Improve ent of road from Jogendra Roajapara to Dharmajoy Choudhury para | 780 | 10 ,, |
| 23. | -do- of road from Manikpur to Malidhar | 556 | 9 ,, |
| 24. | Constn. of road from Manu-Chailengta road to near Krishna Bekary house to Jarulcherra road towards Mathoram Tripura | 223 | 18 ,, |
| 25. | Excavation of Irrigation Channel at Tilakpara | 268 | 6 ,, |
| 26. | Improvement of road from Bhaiboncharra T. Colony to Rajdharcharra | 547 | 18 ,, |
| 27. | Reclamation of land at Sadhu Ch. Para | 241 | 13 ,, |
| 28. | -do- at Sidhangcherra | 614 | 10 ,, |
| 39. | -do- at Sagaldema | 375 | 19 ,, |
| 30. | -do- at Rajkandi | 250 | 17 ,, |
| 31. | -do- at Demdum | 125 | 8 ,, |
| 32. | -do- at Panchannagar | 440 | 21 ,, |
| 33. | -do- at Dhatucherra | 385 | 12 ,, |
| 34. | -do- at Belcherra | 261 | 3 ,, |
| 35. | -do- at Dhanbilash | 250 | 12 ,, |
| 36. | -do- at Deoracherra | 263 | 8 ,, |
| 37. | -do- at Fatikcherra | 185 | 12 ,, |
| 38. | -do- at Kanchanbari | 125 | 4 ,, |
| 39. | -do- at Moracherra (Pabiacherra) | 125 | 12 ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 40. | -do- at Kalatilla | 128 | 5 days |
| 41. | -do- at Jalai | 266 | 6 ,, |
| 42. | -do- at Laljuri | 384 | 11 ,, |
| 43. | -do- at Sonaimuri Halam Basti | 250 | 12 ,, |
| 44. | -do- at Chijibagan Deora | 266 | 6 ,, |
| 45. | -do- at Depacharra Kalaigiri | 263 | 5 ,, |
| 46. | -do- at Kumarghat Halam Basti | 100 | 4 ,, |
| 47. | -do- at Moraibari | 86 | 2 ,, |
| 48. | Constn. of road from Rajkandi Pradhan's Para to Kalatilla | 328 | 11 ,, |
| 49. | -do- at Dadhu Ch. Para & Sundanya Chakmapara | 125 | 4 ,, |
| 50. | -do- of road at Jarsen para & Nabajoy Reangpara | 125 | 6 ,, |
| 51. | -do- at Bathanpy & Ramnarayan para of Sidhangchera | 125 | 6 ,, |
| 52. | -do- from Singhibil to Dhanbilash | 503 | 6 ,, |
| 53. | Constn. of road from Surendra Malakar's house to Krishnanagar | 467 | 14 ,, |
| 54. | Constn. of road from Jamtali to Bandarcherra | 226 | 8 ,, |
| 55. | Constn. of foot track from K.K. Road to Laxmicharra | 268 | 8 ,, |
| 56. | Extension of road from Bohakumarpara to Przendra para (Sidhangcherra) | 114 | 1 ,, |
| 57. | Improvement of road from Jalai to Tailen Moktar para | 139 | 3 ,, |
| 58. | -do- from 88 miles to Betcharra via Sadhu Chou. Para | 170 | 3 ,, |
| 59. | -do- of road from Dhanbilash to Radhanagar | 125 | 4 ,, |
| 60. | -do- from Betcharra to Kanchancherra | 23 | 3 ,, |
| 61. | -do- from Golakpur to Depacherra | 52 | 3 ,, |
| 62. | -do- from Demdum to Kanchanbari | 57 | 4 ,, |
| 63. | -do- from Irani Madrassa to Sekhpara | 250 | 6 ,, |
| 64. | -do- from Fultali to Debipur | 250 | 5 ,, |
| 65. | -do- Naidrone village road | 200 | 6 ,, |
| 66. | -do- from Chaintail to Sobhapur | 206 | 6 ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 67. | Excavation of drain at Paglacherra | 266 | 10 days |
| 68. | -do- at Betcherra | 127 | 11 ,, |
| 69. | -do- at Sonaimuri Halam Basti | 224 | 6 ,, |
| 70, | -do- at Fatikcherra | 90 | 5 ,, |
| 71. | -do- in Marshy land at West Kanchanbari | 312 | 11 ,, |
| 72. | Improvement of Play ground at Pabiacharra | 145 | 9 ,, |
| | BELONIA | | |
| 1. | Improvement of bundh of Ekinpur | 399 | 10 ,, |
| 2. | Improvement of from Chothakhota to Tebaria | 256 | 4 ,, |
| 3. | Construction of foot track from Siddhinagar to Bhairabnagar | 648 | 7 ,, |
| 4. | Construction of bundh at Pradhan Kamalpur para, Gabtali | 300 | 4 ,, |
| 5. | Improvement of road from Rajkumar para to Bipinananda para | 210 | Not available. |
| 6. | Improvement of Gabtali colony roads | 264 | 3 days |
| 7. | Improvement of bundh at Dimatali | 300 | 4 ,, |
| 8. | Re-excavation of channel at Batisa | 199 | Not available. |
| 9. | Construction of foot track from Ajgarrahamanpur to Sapmara | 783 | Not available. |
| 10. | Improvement of road from Radhanagar to Anandapur | 886 | 19 days. |
| 11. | Improvement of road from Radhanagar to Srichandrapara | 278 | 5 ,, |
| 12. | Re-excavation on of channel at Baidyanath | 305 | 3 ,, |
| 13. | Construction of bundh at Batisa colony | 281 | 7 ,, |
| 14. | Reclamation of channel at Salia pathar | 167 | 5 ,, |
| 15. | Reclamation of channel at Bordose | 500 | 6 ,, |
| 16. | Construction of bundh Barthali at Barpathari | 327 | 6 ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 17. | Improvement of road from Bhatkhala to Wengcherra | 399 | 9 |
| 18. | Construction of road from Ashram to Jashmura | 500 | 5 |
| 19. | Construction of 2 Nos. bundh | 618 | 9 |
| 20. | Construction of road from Fakiralunga to Kiya | 375 | 13 |
| 21. | Construction of foot track frou Kalabaria to East Kalabaria S. B. School | 1,217 | 16 |
| 22. | Construction of foot track from Bankar to Rajbabu tilla | 528 | 9 |
| 23. | Development of Maicherra Market | 2,674 | 26 |
| 24 | Construction of bundh at Amjadnagar | 515 | 16 |
| 25. | Improvement of road from Sonaichari bazar to Sonaichari S. B. School | 699 | 16 |
| 26. | Improvement of bundh at Debtarnali | 138 | 24 |
| 27. | Improvement of road from Chotakhala to Tebaria | 601 | |
| 28. | Construction of road from Ekinpur to Tebaria | 1,298 | 22 |
| 29. | Improvement of road from Rajkumari para to Bipin Das para | 513 | 51 |
| 30. | Construction of road to Niharnagar to Kamalpur | 879 | 11 |
| 31. | Re-excavation of channel at Batisa Madhya Krishanapur. | 1,271 | 60 |
| 32.. | Construction of foot track from Ajgar Rahamanpur to Sapmara | 1,033 | 20 |
| 33. | Construction of road from Chotakhola to Bairabnagar | 769 | 7 |
| 34. | Improvement of colony road at Rajnagar | 2,250 | 21 |
| 35. | Construction of bundh at Barpathari at Bidurkarta Lake | 288 | 6 |
| 36. | Improvement of flood protection bundh at Lakhimpur | 1,251 | Not available. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 37. | Construction of road from Joychandrapur to Betrangicherra | 547 | 13 |
| 38. | Improvement of road from Joshmura to Kukicherra | 525 | Not available. |
| 39. | Improvement of road from Tiprabazar to Sapmara | 552 | 12 |
| 40. | Improvement of road from Jagatpur to Krishanapur | 821 | 9 |
| 41. | Construction of road from Belonia Hrishyamukh road to North colony | 572 | 8 |
| 42. | Construction of road from Muhuripur to Jharjhari road to Jogendra Bari | 1,361 | 13 |
| 43. | Construction of road Krishanadhan pur colony to Motaisil colony | 548 | Not available. |
| 44. | Improvement of road from Haripur to Ishan Sarkar Para | 631 | 21 |
| 45. | Excavation of channel at Banarkhil | 475 | 7 |
| 46. | Construction of Mohan Sardar para to Lengtibari | 1,137 | 43 |
| 47. | Construction of road from Dhukirambari to Nalua Bazar | 599 | 12 |
| 48. | Construction of road from Rajapur to Lalmira | 1,133 | 14 |
| 49. | Maintenancc of road from Aloycherra to Birratan para | 1,097 | 24 |
| 50. | Construction of road from U. S. road to Takamcherra | 1,592 | 13 |
| 51. | Maintenance of road from Dupajoy Bari to Purba Bagafa | 1,744 | 39 |
| 52. | Construction of road from Industrial Institute to Joyhind road | 1,748 | 22 |
| 53. | Construction of road from Belagakumar tilla to Subhash colony | 2,300 | 45 |
| 54. | Maintenance of road from North colony to Subhash colony | 1,498 | 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 55. | Re-excavation of granage channel at Umachhali Pathar from Baikora swiss gate to Muhuripur River | 12 | Not available. |
| 56. | Maintenance of road from Baikora to Daomicherra | 921 | 39 |
| 57. | Maintenance of road from Baikora to Kalashi via Pituraibari | 499 | 22 |
| 58. | Maintenance of road from charak Bazar to Faika Choudhurypara. | 1,738 | 28 |
| 59. | Construction of road from Kusharghat to Security camp, West charakbai | 2,749 | 18 |
| 60. | Reclamation of waste marshy land at Gaburcherra (Ratanpur) | 425 | 15 |
| 61. | Reclamation of waste marshy land at Shibpur | 400 | 10 |
| 62. | Construction of road from Jogendra Tripura para to Aswami Tripura para | 888 | Not available |
| 63. | Improvement of Muhuripur Market | 425 | 49 |
| 64. | Reclamation of waste marshy land at Muhuripur | 2,930 | 30 |
| 65. | Maintenance of road from Rangacherra to Koaifung. | 461 | Not available |
| 66. | Maintenance of road from Debdaru to Kailash Bazar | 493 | 17 |
| 67. | Reclamation of waste marshy land at Tairuma | 550 | 26 |
| 68. | Reclamation of waste marshy land at South Hichacherra | 381 | 15 |
| 69. | Maintenance of road from Kalashi Forest office to Chottarabari | 2,553 | 44 |
| 70. | Reclamation waste marshy land at Birendranagar | 549 | 26 |
| | (SABROOM) | | |
| 71. | Construction of road trom Mandaroaja para to Mairachara (Taisama) | 1,152 | 78 |
| 72. | Improvement of road from Ailmara to Akyamogpara | 715 | Not available |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 73. | Improvement of road from Budhimangalpara to Manu | 758 | 71 |
| 74. | Improvement of road from Goshe colony | 250 | 70 |
| 75. | Construction of road from U. S. road (Sadhan Tripura para) to Kalimanipara | 250 | 87 |
| 76. | Construction of road from Fakirchandpara to Manughat via Banshipara | 1,162 | 59 |
| 77. | Construction of road from U. S. Road to Taimungbari via Ramgua S. F. Centre | 163 | Not available |
| 78. | Construction of road from U. S. Road to Gaganrajapara | 69 | Not available |
| 79. | Excavation of side drain from the land of Jatramohan Debnath to the land of Haj Kumar Roaja, Gr. I. | 251 | 13 |
| 80. | Improvement of road from North Guachand to Madhya Guachand | 2,629 | 62 |
| 81. | Improvement of road from No. 8 tilla to Sabroom Hospital under Doulbari Gaon Sabha | 2,458 | 51 |
| 82. | Construction of road from Jalefa to Longchand Roajapara under East Jalefa Gaon Sabha | 1,117 | 50 |
| 83. | Improvement of road from Baishnabpur to Budhiroajapara via Kshirode Roajabari under Purba Sabroom Gaon Sabha | 1,718 | Not available |
| 84. | Improvement of road from Durganagar to No. 3. Jalefa under East Jalefa Goan Sabha | 439 | 12 |
| 85. | Improvement of road Kalyannagar to Taibang. | 1,017 | 27 |
| 86. | Improvement of foot track from Harbatali to Manughat. | 639 | 58 |
| 87. | Improvement of road from Ramendranagar to Gobindernath | 1,201 | 15 |
| 88. | Tilla reclamation at Doulbari | 1,401 | 54 |
| 89. | Improvement of road from Gongfira to Jaladas colony | 1,504 | Not available |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 90. | Improvement of road from Baishnabpur to Budhiroajapara via Kshirode roajapara | 1,718 | 75 |
| 91. | Improvement of road from Gongfira to Jaladas colony | 1,504 | 21 |
| | (AMARPUR) | | |
| 92. | Reclamation of Jungle Waste land, Boalkhali | 148 | 12 |
| 93. | Reclamation of Waste land, East Paticheri | 322 | 53 |
| 94. | Construction of New bundh with drain at New Dalapatipara | 45 | 12 |
| 95. | Jungle clearing and construction of road at Bulongbasa | 18 | 15 |
| 96. | Reclamation of Marshy land and construction of Channel at Gatiroy Roajapara | 20 | 15 |
| 97. | Repairing of Bundh and construction of Drain at Dalapatipara | 20 | 6 |
| 98. | Cleaning of Jungle of Road at Bhagirath Roajapara to Gandacherra | 35 | 5 |
| 99. | Construction of channel and bundh. at Kamalakhal (Ram Sadhanpara) | 28 | 8 |
| 100. | Construction of bundh at Karnakishore Roajapara | 28 | 4 |
| 101. | Construction of bundh at Ratannagar & reclamation of land | 13 | 11 |
| 102. | Construction of Drain at repairing of bundh and reclamation of land at Dalapatipara | 46 | 3 |
| 103. | Reclamation of land at Nabada Roajapara | 41 | 15 |
| 104. | Reclamation of land at Dadana Roajapara | 70 | 46 |
| 105. | Construction of bundh and reclamation of land at Ratannagar. | 36 | 12 |
| 106. | Repairing of bundh, construction of drain at Dalapati | 10 | 7 |
| 107. | Construction of new bundh at Dalapatipara. | 18 | 9 |
| 108. | Construction of bundh at Kalachand-bari para | 30 | 4 |
| 109. | Reclamation of Waste land and con-struction of Ail at Santimanipara | 17 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 110. | Construction of link road from South Karboak of Ichachheri | 25 | Within 15th August, 72. |
| 111. | -do- at Ichecheri | 34 | -do- |
| 112. | -do- from Budhimohan Karbhug area | 40 | -do- |
| 113. | -do- from Natun Bazar Jailya road to Reang colony at East Karbhug | 11 | -do- |
| 114. | Excavation compostpit at Duluma | 34 | -do- |
| 115. | -do- at Labachhara | 50 | -do- |
| 116. | -do- at Karbhug | 58 | -do- |
| 117. | -do- at Murmachhera | 10 | -do- |
| 118. | Construction of link road at Chandradhan Reang para, Karbhug | 18 | -do- |
| 119. | Construction of link road at West Karbhug | 35 | -do- |
| 120. | Construction of link road and bundhs at Uttam para at Karbhug area | 25 | -do- |
| | **UDAIPUR** | | |
| 1. | Construction of road from Tepania to Salgarah. | 2116 | Not available. |

## UNSTARRED QUESTION NO. 192
**By Shri Niranjan Deb**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state :—

### প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার সরকারী বাজার ও বেসরকারী বাজারের মহকুমা ভিত্তিক নাম, এবং

২। বেসরকারী বাজারগুলি গ্রহণ করার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন ?

### উত্তর

১। ত্রিপুরার সরকারী বাজার ও বেসরকারী বাজারের মহকুমা ভিত্তিক নাম যথাক্রমে সঙ্গীয় 'ক' ও 'খ' তালিকায় দ্রষ্টব্য।

২। প্রাক্তন জমিদারি তালুক সমূহের অন্তর্গত চা বাগান সমূহে স্থিত বেসরকারী বাজারগুলি সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে। ১৯৬০ইং সনের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমিসংস্কার আইনের ১৩৬(১) (এফ) ধারা মতে ঐ তালুকীভূমি সম্পর্কে আদেশ হওয়ার পর এই বাজারগুলি দখল লওয়ার বিষয় উপজাত হইবে। বাকী বেসরকারী বাজারগুলি জোতভূমিতে অবস্থিত। সুতরাং ঐ বাজারগুলি দখল লওয়ার কোন প্রশ্ন উঠেনা।

KA

STATEMENT SHOWING THE GOVERNMENT HAT/BAZAR

| Sl. No. | Name of Sub-Division. | Name of Hat/Bazar. | Remarks. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | DHARMANAGAR | 1. Kurti Bazar | |
| | | 2. Kadamtala Hat (Part) | |
| | | 3. Fatikuli Bazar | |
| | | 4. Tilthai Bazar | |
| | | 5. Bilthai Hat | |
| | | 6. Machmara Hat | |
| | | 7. Kanchanpur Bazar | |
| | | 8. Laljuri Hat | |
| | | 9. Dasda Hat | |
| | | 10. Damchhara Hat | |
| | | 11. Uptakhali Bazar | |
| | | 12. Kalachhara Bazar | |
| | | 13. Sanichhara Bazar | |
| | | 14. Ramnagar Bazar | |
| | | 15. Kashimnagar Bazar | |
| | | 16. Tarakpur Bazar | |
| | | 17. Fulbari Bazar | |
| | | 18. Gachepur Bazar | |
| | | 19. Ananda Bazar | |
| | | 20. Kherengjuri (Chamtilla) | |
| 2. | KAILASHAHAR | 1. Irani Bazar (Hirachara) | |
| | | 2. Panichowki Bazar | |
| | | 3. Jalai Hat | |
| | | 4. Fatikroy Hat | |
| | | 5. Paschim Kanchanbari Bazar | |
| | | 6. Balai Bazar | |
| | | 7. Betchhara Hat (P.W.D.) | |
| | | 8. Pabiachhara Hat | |
| | | 9. Birashi Mile Hat | |
| | | 10. Dumachhara Hat (part) | |
| | | 11. Mashli Hat | |
| | | 12. Manikpur Hat | |
| | | 13. Chhamanu Hat | |
| | | 14. Ratachhara Hat | |
| | | 15. Halaichhara Bazar | |
| | | 16. Hower Bazar | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 17. Dalugaon Hat | |
| | | 18. Jalai Bazar | |
| | | 19. Babu Bazar | |
| | | 20. Gournagar Cattle Market | |
| | | 21. Chailengta | |
| | | 22. Ratachhara Nutan Bazar | |
| | | 23. Pabiachhara Cattle Market | |
| 3. | KAMALPUR | 1. Kamalpur Hat | |
| | | 2. Manikbhandar Bazar | |
| | | 3. Marachhara Bazar (Part) | |
| | | 4. Salema Bazar | |
| | | 5. Kanchanpur Bazar (Forest) | |
| | | 6. Chulubari Bazar | |
| | | 7. Halahali Hat | |
| | | 8. Ramdurlav Pur Hat | |
| 4. | KHOWAI | 1. Ratanpur Bazar | |
| | | 2. Dakshin Padmabil Bazar | |
| | | 3. Khowai Bazar | |
| | | 4. Asharambari Bazar | |
| | | 5. Chhankhala Hat (Forest) | |
| | | 6. Madhya Kalyanpur Bazar (part) | |
| | | 7. Teliamura Bazar | |
| | | 8. Ghilatali Hat | |
| | | 9. Chebri Hat | |
| | | 10. Padmabil Hat (Hatkata) | |
| | | 11. Belchhara Hat | |
| | | 12. Uttarramchandraghat | |
| | | 13. Bagan Bazar | |
| 5. | SONAMURA | 1. Santir Bazar (Baxanagar) | |
| | | 2. Matinagar | |
| | | 3. Sonamura Hat | |
| | | 4. Melaghar Hat | |
| | | 5. Kamrangatali Hat | |
| | | 6. Taksapara Hat | |
| | | 7. Nidya Hat | |
| | | 8. Bairagi Bazar | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | SONAMURA | 9. Battala Hat. | |
| | | 10. Bagmara. | |
| | | 11. Khas Chowmohani. | |
| | | 12. Velua Char. | |
| | | 13. Durlavnagar. | |
| 6. | SADAR. | 1. Simna Bazar. | |
| | | 2. Mohanpur Bazar. | |
| | | 3. Bamutia Bazar | |
| | | 4. Narsinghar Bazar | |
| | | 5. Gandhigram Hat. | |
| | | 6. Maharajganja Bazar. | |
| | | 7. Battali Bazar. | |
| | | 8. Durgachowmuhani Bazar. | |
| | | 9. Mathchowmuhani Bazar. | |
| | | 10. Ananda bazar (Arundhutinagar). | |
| | | 11. Bisramganj Hat. | |
| | | 12. Sakerkot Hat. | |
| | | 13. Kanchanmala Hat. | |
| | | 14. Pravapur Hat. | |
| | | 15. Ranir Bazar. | |
| | | 16. Mandainagar Hat. | |
| | | 17. Purbabarjalai Hat (Sachindranagar Colony). | |
| | | 18. Nehalchandranagar Hat. | |
| | | 19. Purathal Rajnagar Hat. | |
| | | 20. Lalshimura Hat. | |
| | | 21. Laxmibil Hat. | |
| | | 22. Golaghati Hat (part). | |
| | | 23. Ramnagar Hat. | |
| | | 24. Gandhi Colony Hat. | |
| | | 25. Damdamiya Bazar. | |
| | | 26. Debipur Hat. | |
| | | 27. Bishalgarh Bazar. | |
| | | 28. Ishanganj Hat. | |
| | | 29. Kamalghat Hat. | |
| | | 30. Chandpur Bazar. | |
| | | 31. Zirania Bazar. | |
| | | 32. Hariardula Bazar. | |
| | | 33. Katlamara Bazar. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 34. Charilam (part) | |
| | | 35. Lembuchhara | |
| | | 36. Madhupur. | |
| | | 37. Kabkanta. | |
| | | 38. Mohanpur Cattemalut. | |
| | | 39. Champaknagar. | |
| 7. | SABROOM | 1. Samarendraganj Bazar. | |
| | | 2. Sreenagar Hat. | |
| | | 3. Sukbari Hat. | |
| | | 4. Amlighat Bazar. | |
| | | 5. Kalacherra Hat. | |
| | | 6. Bhuratali Hat. | |
| | | 7. Manughat Bazar. | |
| | | 8. Chalita Bazar. | |
| | | 9. Sonaichhara Hat. | |
| | | 10. Manubazar. | |
| | | 11. Raniganj Bazar. | |
| | | 12. Sabroom Bazar. | |
| | | 13. Silachhari Hat. | |
| | | 14. Gurakappa Hat. | |
| 8 | AMARPUR. | 1. Ampinagar Hat. | |
| | | 2. Sonaicharra Hat. | |
| | | 3. Bampur Hat. | |
| | | 4. Chhelagong Bazar. | |
| | | 5. Nutanbazar Hat. | |
| | | 6. Jalaya Hat. | |
| | | 7. Gandachhara Bazar. | |
| | | 8. Bhulongbasa Bazar. | |
| | | 9. Raima Bazar | |
| 9. | UDAIPUR. | 1. Killa Hat. | |
| | | 2. Barabhiya Hat (Bagma Bazar). | |
| | | 3. Salgarah Bazar | |
| | | 4. Amtali Bazar. | |
| | | 5. Kakraban Bazar. | |
| | | 6. Jamjuri Bazar. | |
| | | 7. Udaipur Bazar. | |
| | | 8. Chandrapur Bazar. | |
| | | 9. Samukchhara Hat. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 10. Gangachhara Hat. | |
| | | 11. Maharani Hat. | |
| | | 12. Garjeechhara Bazar (Forest). | |
| | | 13. Tulamura Bazar. | |
| | | 14. Mirja Bazar. | |
| 10. | BELONIA | 1. Motai Bazar (part). | |
| | | 2. Hrishyamukh Hat. | |
| | | 3. Hichachhara Bazar. | |
| | | 4. Rangamura Hat. | |
| | | 5. Rajnagar Bazar. | |
| | | 6. Anandapur Bazar. | |
| | | 7. Peporiakhola Hat. | |
| | | 8. Rajapur Hat. | |
| | | 9 Belonia Bazar. | |
| | | 10. Charakbai Bazar. | |
| | | 11. Tairumachhara Bazar. | |
| | | 12. Santirbazar Hat. | |
| | | 13. Mukuripur Hat. | |
| | | 14. Barpathari Hat. | |
| | | 15. Krishnanagar Hat. | |
| 1 | DHARMANAGAR | 1. Kadamtala Hat (part) | |
| | | 2. Chandpur Hat | |
| | | 3. Halflong Hat | |
| | | 4. Ananda Bazar | |
| | | 5. Panisagar Hat | |
| | | 6. Jalebasa | |
| | | 7. Pecharthal | |
| | | 8. Premtala | |
| 2. | KAMALPUR | 1. Marachhara Bazar (part) | |
| | | 2. Santir Bazar | |
| | | 3. Kulai Bazar | |
| | | 4. Bamanchhara | |
| | | 5. Kachucherra | |
| 3. | KAILASHAHAR | 1. Debasthal Hat | |
| | | 2. Rang Rung Hat | |
| | | 3. Sreepur Hat | |
| | | 4. Dumachhara Hat (part) | |
| | | 5. Bhadra palli | |
| | | 6. Nepal Tilla | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | KHOWAI | 1. Paschim Bachai Bari Bazar | |
| | | 2. Karangi Chhara Bazar | |
| | | 3. Champahour Bazar | |
| | | 4. Madhya Kalyanpur Bazar (part) | |
| | | 5. Behalabari | |
| | | 6. Belaram | |
| | | 7. Laksmichhara | |
| | | 8. Sonatala | |
| | | 9. Maharanipur | |
| | | 10. Seoratali | |
| | | 11. Santinagar | |
| | | 12. Rajnagar | |
| | | 13. Tuichindrai | |
| | | 14. Chanepeghat | |
| 5. | SONAMURA | 1. Nutan Bazar | |
| | | 2. Kalamchhara | |
| | | 3. Kathalia | |
| | | 4. Nalchhar Hat | |
| | | 5. Uttamura Bazar | |
| | | 6. Kamalnagar | |
| | | 7. Jharajala | |
| | | 8. Machima Bazar | |
| | | 9. Mannaipathar | |
| | | 10. Ajgar Rahaman Bazar | |
| | | 11. Santinagar | |
| 6. | SADAR | 1. Dhighalia Hat | |
| | | 2. Usha Bazar | |
| | | 3. Gholaghati Hat (part) | |
| | | 4. Nowa Bazar | |
| | | 5. Nutannagar Bazar | |
| | | 6. Panchabati Hat | |
| | | 7. Sonaram Hat | |
| | | 8. Kalachhara Hat | |
| | | 9. Charilam Bazar (part) | |
| | | 10. Sunia Colony Sundar Tilla | |
| | | 11. Kalagachia | |
| | | 12. Hezamara | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 13. Barkathal | |
| | | 14. Asrai Bazar | |
| | | 15. Checharia | |
| | | 16. Debendranagar | |
| | | 17. Uttar Anandanagar | |
| | | 18. Dakshin Anandanagar | |
| | | 19. Jarul Bachai | |
| | | 20. Bhati Jarul Bachai | |
| | | 21. Khayerpur | |
| | | 22. Mohanpur (Jirania) | |
| | | 23. Dinabandhunagar | |
| | | 24. Patnipara | |
| | | 25. Radha Kishorenagar | |
| | | 26. R. K. Nagar Bolding | |
| | | 27. Kabra Khemar. | |
| | | 28. Old Agartala | |
| | | 29. Janmejaynagar | |
| | | 30. Amtali | |
| | | 31. Harepur | |
| | | 32. Ghaniamara | |
| | | 33. Durganagar | |
| | | 34. Galivay | |
| | | 35. Dewall | |
| | | 36. Takarjala | |
| | | 37. Sombar | |
| | | 38. Saukumabari | |
| | | 39. Amarendranagar | |

PRIVATE BAZAR SITUATED IN THE TEA GARDEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | SADAR | 1. Laxmilunga Bazar | |
| | | 2. Fatikchhara Bazar | |
| 2. | KHOWAI | 1. Dhalabil Hat | |
| 3. | KAILASHAHAR | 1. Notingchhara Hat | |
| | | 2. Golakpur Hat | |
| | | 3. Jagnnathpur Hat | |
| | | 4. Manuvelly Hat | |
| | | 5. Murtichhara Hat | |
| | | 6. Sonamukhi Hat | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | SABROOM | 1. Jalefa Bazar | |
| | AMARPUR | 1. Taidu Hat | |
| | UDAIPUR | 1. Pitra Bazar | |
| | BELONIA | 1. Motai Bazar (part) | |
| | | 2. Kanchannagar Hat | |
| | | 3. Manubazar | |
| | | 4. Birchandranagar Bazar | |
| | | 5. Laogang Bazar | |
| | | 6. Kalasi Hat | |
| | | 7. Laxmichhara Bazar | |
| | | 8. Mahendraganj Bazar | |

## UNSTARRED QUESTION NO. 196

**By Shri Bidya Ch Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ এর জুলাই থেকে ১৯৭৩ এর ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কোন মহকুমায় টেষ্ট রিলিফের কাজে কত টাকা খরচ হয়েছে এবং কতজন শ্রমিক তাতে কাজ পেয়েছে তার বিবরণ—

২) ১৯৭৩ এর ৩১শে জানুয়ারী কোন মহকুমায় বারটি টেষ্ট রিলিফের কাজ চালু ছিল তার লিষ্ট।

উত্তর

১)

| মহকুমার নাম | টেষ্ট রিলিফের কাজের সংখ্যা | খরচের টাকা পরিমান | কর্ম্ম প্রাপ্ত শ্রমিক সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| সদর | ৫৯৩ | ১০,৯২,০০০/- | ৫,৩৮,১৩৬ |
| খোয়াই | ৩২৩ | ৮,৯২,২১৩/- | ৪,৪৬,১০০ |
| সোনামুড়া | ১৭১ | ৪,২৩,১৩০/- | ২,১১,৫৬৬ |
| ধর্ম্মনগর | ৭৮ | ২,৬২,২৭০/- | ১,৩১,১৩৫ |
| কৈলাসহর | ৪৩ | ২,৯৮,৭৩২/- | ১,৪৯,৩৬৬ |
| কমলপুর | ৩০ | ৩,১৪,৪১০/- | ১,৫৭,২০৫ |
| উদয়পুর | সংবাদ সংগ্রহাধীন আছে। | | |
| বিলোনীয়া | | | |
| অমরপুর | | | |
| সাবরুম | | | |

## SUB DIVISION WISE LIST OF TEST RELIEF PROJECTS WHICH WERE IN OPERATION AS ON 31ST JANUARY, 1973 (SONAMURA SUB DIVISION).

| Sl. No. | Name of Test Relief Projects |
|---|---|
| 1. | Construction of foot track from Rangamatia pacca road to Rangamatia pacca road via Beri. |
| 2. | Construction of foot track from Bamnimura to Durlavnarayan Paschimpara. |
| 3. | Construction of foot track from Dilu Mia's house to Urmai. |
| 4. | Construction of foot track from Karalimura to Gangail. |
| 5. | Construction of foot track from Silaghati to Barmura to Mohanbhog. |
| 6. | Construction of foot track-cum-bundh in between Thakurmura and Khedabari Gr. I. |
| 7. | Construction of foot track-cum-bundh in between Thakurmura and Khedabari Gr. II. |
| 8. | Construction of foot track from Mangal Sardarpara to Khas Chowmuhani via Siberbazar. |
| 9. | Construction of foot track from Suresh Ch. Lascar House to Boxanagar road. (Valuarchar). |
| 10. | Construction of foot track from Kalikhola to Thalibari. |
| 11. | Construction of foot track from Amulya Deb's house to Sonamura Agartala road. |
| 12. | Construction of foot track from Matinagar to Betadhepa. |
| 13. | Excavation of channal from Bhatinalchar to Singhradhepa. |
| 14. | Construction of temporary bundh for Boro cultivation at Microsapara over Dhuptalicherra. |
| 15. | Construction of foot track from Kalshimura to Manikyanagar. |
| 16. | Construction of foot track from Putia to Gourangala. |
| 17. | Construction of foot track from Northpara to Paschimpara via Southpara at Boxanagar. |
| 18. | Construction of foot track from Tafazal Choudhury's house to Kulubari (Uttarpara). |
| 19. | Construction of foot track from Nalchar market to Agri. Farm at east Nalchar. |
| 20. | Construction of foot track from Maicrosapara to Joshmura. |
| 21. | Construction of Temporary bundh for Boro cultivation over Ganga cherra. |

| 1 | 2 |
|---|---|

22. Construction of temporary bundh for Boro cultivation over Gamaicherra at Mamner tilla Nidya.

23. Re-excavation of chennel from Bardhepa to Dhalaicherra at Khedabari.

24. Re-excavation of chennal over Kamaicherra near the house of Gakul Bashi Noatia and Krishanala Debnath 3 Nos.

25. Excavation of chennel from Padmadepha to Gumati at Melaghar for Boro.

26. Construction of temporary bundh over Natherdepha at Baniacherra.

27. Construction of temporary bundh over Jharjariacherra.

28. Excavation of chennel from Debendra House's to Benode Majumder House at East Nalchar.

29. Construction of temporary bundh for Boro over Laxmandhepa cherra at Bagabasa.

30. Construction of temporary bundh for Boro over Choumohanicherra near Chitakhola.

31. Construction of temporary bundh over Rabigopalpara cherra at Rabigopal para.

32. Construction of temporary bundh for Boro over Mohanbhog Paschim para.

33. Construction of temporary bundh for Boro over Chandulcherra.

34. Re-excavation of channel from Bardhepa to Dhaliaicherra at Khedabari.

35. Re-excavation of a channel over Naldhepacherra at Baidyertilla.

36. Excavation of a channel from Kamaicherra to Maheshpur Gr. II.

37. Excavation of a channel over Lembacherra.

38. Excavation of a channel over Gamaicherra.

39. Excavation of a channel over Taibandhalcherra.

40. Excavation of a channel over Mohanbhogcherra at Bagarbasa.

41. Excavation of a channel at Benoy Choudhury para, West Taksapara.

42. Construction of temporary bundh over Taijilingcherra at Kumariakucha.

(KHOWAI SUB-DIVISION)

1. Excavation of 5 (five) Nos. of jute retting tanks at Ganki landless colony Ganki Goan Sabha.

2. Excavation of 6 (six) Nos. of jute retting tanks at Ganki Refugee colony under Ganki Goan Sabha.

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3. | Reclamation of waste land at Tablabari under Ganki Goan Sabha. |
| 4. | Reclamation of waste land at Ganki Refugee coloney (West) under Ganki Goan Sabha. |
| 5. | Reclamation of waste land at Jamtilla under Ganki Goan Sabha. |
| 6. | Construction of link road from Khowai—Champahour Road. |
| 7. | Excavation of (four) Nos. of jute retting tanks at Ratanpur under Ratanpur Goan Sabha. |
| 8. | Improvement of one earthen bund at Ichalicherra under South Padmabil Gaon Sabha. |
| 9. | Excavation of one tank at Indoriabari under Belcherra Goan Sabha. |
| 10. | Excavation of one tank at Belcherra under Belcherra Goan Sabha. |
| 11. | Excavation of channel from Samatal Padmabil to Lankamura under Uttar Padmabil Goan Sabha. |
| 12. | Excavation of channel at Chebri under Chebri Goan Sabha. |
| 13. | Excavation of channel at Battali under East Ramchandraghat Goan Sabha. |
| 14. | Construction of earthen bund on Bemrucherra near the house of Birendra Deb Barma under East Rajnagar Goan Sabha. |
| 15. | Excavation of tank at Naliabari under Rajnagar Gaon Sabha. |
| 16. | Construction of road from Sonacharan Primary School to Khowai—Asharambari Road under West Lakshicherra Gaon Sabha. |
| 17. | Excavation of tank at Murabari under East Singhicherra Gaon Sabha. |
| 18. | Excavation of jute retting tanks 5 (five) Nos. at East Bachaibari under East Bachaibari Gaon Sabha. |
| 19. | Excation of 1 (one) No. of jute retting tank at West Singhicherra Gaon Sabha. |
| 20. | Excavation of 6 (six) Nos. of jute retting tanks at West Karangicherra Gaon Sabha. |
| 21. | Reclamation of waste land at West Singhicherra Gaon Sabha. |
| 22. | Reclamation of waste land at Bagai under East Singhicherra Gaon Sabha. |
| 28. | Reclamation of waste land at Chargharia under West Bachaibari Gaon Sabha. |
| 24. | Construction of road from Khowai—Asharambari Road to Behalabari High School under Lakshicherra Gaon Sabha. |

| 1 | 2 |
|---|---|

25. Excavation of jute retting tank at Nath Colony under East Singhicherra Gaon Sabha.

26. Reclamation and Tracing on Tilla at Laltilla Colony under North Ramchandraghat Gaon Sabha (Group—A).

27. Construction of earthen bund on Hungaticherra to Sonaraibari under Asharambari Gaon Sabha.

28. Excavation of Irrigation channel at Asharambari paddy field under Asharambari Gaon Sabha.

29. Construction of road from Kathiabari to Jaglougbari under West Champacherra Gaon Sabha.

30. Excavation of 8 (three) Nos. of tanks at Naliabari under West Champacherra Gaon Sabha.

31. Excavation of tank at West Champacherra under West Champacherra Gaon Sabha.

32. Reclamation and tracing on tilla land at Sonatila landless colony under Sonatala Gaon Sabha.

33. Clearing of water hycimeth from dead river at Char Ganki under Ganki Gaon Sabha.

34. Construction of road from Nakshatrabari S. E. Centre to Bajalari Sr. School under South Ramchandraghat.

35. Construction of earthern bund at Melkabari under Gayamanibari Gaon Sabha.

36. Construction of road from 23 M. P. of A. A. Road to Ramkalabari under Radharambari Gaon Sabha.

37. Construction of tank for diriking water-cum-fishery purpose at baraibari under Karmapara Gaon Sabha.

38. Construction of irrigation bund on Bemrucherra and excavating of channel at Teliamura R. F. Gaon Sabha.

39. Excavation of 3 Nos. of jute retting tanks at Barcherra under Durgapur Gaon Sabha.

40. Construction of bundh for fishery—cum-drinking water purpose at Mushuripara under Atharamura R. F. Gaon Sabha.

41. Construction of bundh for fishery-cum-drinking water purpose at Sitacherra (Gobindabari) under Atharamura R. F. Gaon Sabha.

42. Construction of bundh for fishery-cum-drinking water purpose at Khirode Deb Barma under Laxmipur Gaon Sabha.

| 1 | 2 |
|---|---|
| 43. | Construction of Road from 41 M. P. of A. A. Road to Raihumchabari under Athara R. F. Gaon Sabha. |
| 44. | Construction of Road from Dhanchakmapara to Debendra Deb Barma para under Uttar Gakulnagar Gaon Sabha. |
| 45. | Construction of road from Manutuicha to Haludia under Atharamura R, F. Gaon Sabha. |
| 46. | Construction of bundh for fishery-cum-drinking water purpose at Chandramani Reang Choudhury para under Atharamura Gaon Sabha. |
| 47. | Construction of bundh for fishery-cum-drinking water purpose at Nabachandra para under Atharamura R. F. Gaon Sabha. |
| 48. | Re-construction of bundh at Bahurai Kalaipara under Atharamura R. F. Goan Sabha. |
| 49. | Construction of bundh for fishery cum-drinking water purpose at Krishna Manikpara under Atharamura R. F. Goan Sabha. |
| 50. | Construction of road from Maithahapara to Sibchandrapara under Atharamura R. F. Goan Sabha. |
| 51. | Construction of bundh at Nabajoypara under Nunacherra R. F. Goan Sabha. |
| 52. | Construction of bundh for fishery-cum-drinking water purpose at Baidya para under Nunacherra R. F. Goan Sabha. |
| 53. | Construction of bundh for fishery-cum-drinking water purpose at Amrita-roajapara under Atharamura R. F. Goan Sabha. |
| 54. | Excavation of tank at Manipur colony at Debthang under Sardukarkari Goan Sabha. |
| 55. | Maintenance of Horticulture garden at Bilyadharpara under Atharamura R. F. Goan Sabha. |
| 56. | Maintenance of Horticulture garden at Masyraipara under Atharamura R. F. Gaon Sabha. |
| 57. | Construction of seasonal bundh over Brahmacherra under West Gakul-nagar Goan Sabha. |
| 58. | Excavation of jute retting tank at Nakshatrabari under South Ram-chandraghat Goan Sabha. |
| 59. | Excavation of Jute retting tank under Akrabari under South Ramchandra ghat Goan Sabha. |
| 60. | Excavation of jute retting tank at Jutdepha under South Ramchandra-ghat Goan Sabha. |

| 1 | 2 |
|---|---|

61. Excavation of jute retting tank at Belfung under Gayamanibari Goan Sabha.

62. Excavation of jute retting tank at Chankhola under Gayamani Goan Sabha.

63. Excavation of jute retting tank at Maglanbari under Gayamanibari Goan Sabha.

64. Excavation of jute retting tank at Tuihasinghbari under Gayamanibari Goan Sabha.

65. Excavation of jute retting tank at Dangarbari under Gayamanibari Goan Sabha.

66. Construction of Channel from bund on Samurucherra under Tuichin Gram Goan Sabha.

( SADAR SUB-DIVISION )

1. Excavation of Channel from Manikum channel and Kairai paddy field under Mandhai Panchyat.
2. Construction of bundh over Bama Sricherra at Bidichandra Para under Belbari.
3. Construction of bundh and channel over Debbacherra at Purba Dhanaipara under Ashigarh Panchyat.
4. Construction of bundh over Bamasri cherra at Chaygheria under Ashigarh Panchyat.
5. Re-construction of bundh and channel over Chicimacherra at Purba Noagaon Panchyat.
6. Excavation of channel near the bundh over Raima under Purba Barjala Panchyat.
7. Excavation of goeide Bank from the paddy field of Satyendra Majumder and Baijoya Thakurpara under Bankimnagar Panchyat.
8. Construction of Bundh over Manikunjcherra at Ashigarh.
9. Excavation of channel over the paddy field of Purba Debendranagar and Joynagar.
10. Construction of Bundh and channel over Ghoramara river at Aiendra Bazar under Paschim Barjala Panchyat.
11. Excavation of 10 Nos. of Katcha wells for drinking water purpose under Belbari Panchyat.
12. Excavation of 6 Nos. Katcha wells at Radhakishorenagar for drinking water.

| 1 | 2 |
|---|---|
| 13. | Constrnction of bundh at Sonkhola over Akhalicherra. |
| 14. | Construction of bundh over Katacherra. |
| 15. | Excavation of jute tank at Syamaprasad Colony. |
| 16. | Excavation of jute tank at Pratapgarh. |
| 17. | Excavation of jute tank at East Pratapgarh. |
| 18. | Excavation of jute tank at Dukly Hrishipally. |
| 19. | Excavation of jute tank at Dukly No 1 Pally. |
| 20. | Excavation of jute tank at Dukly No. 2 Pally. |
| 21. | Excavation of channal at Dukly. |
| 22. | Construction of bundh at Pratapgarh Bangeswar, Howra river Extra. |
| 23. | Plantation programme preparation of pils at Hrishy Colony Srinagar. |
| 24, | 2 Nos. bundh over Dhupcherra. |
| 25. | 2 Nos. bundh over Tailaglai Chhara South Anandanagar. |
| 26. | 3 Nos. budh at Ramjalichhara at South Anandanagar. |
| 27. | Jute tank at Ramthakur Colony. |
| 28. | Construction of bundh at Madhupur in Surjyanagar. T. K. |
| 29. | Excavation of jute tank at Nichentapur in Surjyamaninagar T. K. |
| 30. | Excavation of Channel at Konaban Radhanagar Debipur T. K. |
| 33. | Construction of Kamthanna bundh at Bhowmikpara Madhupur T. K. |
| 32. | Re-excavation of irrigation of tank at Tulakuna. |
| 33. | Construction of bundh over Debtachhara near the house of Kera-mat Ali |
| 34. | Construction of bundh over Debta river at Jagadishpur. |
| 35. | Improvement of village road from Sonatan Das house to Tulakuna Panchyat Tilla. |
| 26· | Improvement of village road from old Agartala to East Champamura (North Tilla) |
| 37. | Improvement of road bundh Sonamura Via Rampur Kalilapura. |

## UNSTARRED QUESTION NO. 218

**By Shri Bhadramani Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state : —

প্রশ্ন

১। বিগত পাক ভারত যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থদের কোন মহকুমায় কি পরিমান অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে তার হিসাব;

২) এখনও ঐ সাহায্য দেওয়া সরকারের বিবেচনাধীন আছে এমন আবেদনকারীর সংখ্যা ;

৩) এই ব্যাপারে সরকার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ?

উত্তর

| মহকুমার নাম | টাকার পরিমাণ |
|---|---|
| ১) সদর | ২,৮৫,৬৫১·০০ |
| ২) সোনামুড়া | ১,১৬,৯৪০·০০ |
| ৩) খোয়াই | ৫,০০০·০০ |
| ৪) ধর্ম্মনগর | ১৪,০৮৮·৭০ |
| ৫) কমলপুর | ৯৭,৩৪৮·২১ |
| ৬) কৈলাসহর | ৮২৫·০০ |
| ৭) উদয়পুর | ৬,২৩৮·৭৫ |
| ৮) অমরপুর | ৩,৫১৫·৩১ |
| ৯) বিলোনীয়া | ৩,৯৯,০৫২·৯৭ |
| ১০) সাবরুম | ২,৯৩,২৫৩·২৬ |

২) ৫৬৮ (১১৬টী দরখাস্ত তদান্তধীন এবং ৪৫২টি দরখাস্ত দেশরক্ষা মন্ত্রনালয়ের বিবেচনার্থে আগরতলা Special Military Estate officer এর নিকট pending আছে। এই সকল দরখাস্ত পশ্চিম ত্রিপুরার)।

৩) হাঁ।

## UNSTARRED QUESTION NO. 394

**By Shri Kalipada Banerjee**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরায় মোট শিল্প নগরীর সংখ্যা কত এবং কোথায় অবস্থিত ?

খ) এইগুলি নির্ম্মানে সরকারে কত টাকা ব্যয়িত হইয়াছে ?

গ) এইসব শিল্প নগরী সমূহে কতটি শিল্প স্থাপিত হইয়াছিল ?

ঘ) কত শ্রমিক নিযুক্ত ছিলেন ?

ঙ) বর্তমানে কতটি শিল্প চালু আছে ?

চ) কোন শিল্প বন্ধ হইয়া গেলে তাহার কারণ কি কি ?

উত্তর

ক) তিনটি অরুনন্ধুতীনগর, উদয়পুর ও কুমারঘাটে।

খ) মং ১৩,৫৭,০৪৪·০০ টাকা।

গ) ৩২টি।

ঘ) ৩৬৫ জন।

ঙ) ১৭টি।

চ) আর্থিক অসুবিধা, বিদ্যুতের অভাব এবং শ্রমিক অসন্তোষ।

## UNSTARRED QUESTION NO. 99.

**By Shri Bidya Ch. Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। খোয়াই বিভাগে গত বৎসর জুলাই মাস থেকে গত আট মাসের মধ্যে কতজন জুমিয়া ভূমিহীনদের কৃষি ঋণ ও দাদন দেওয়া হইয়াছে এবং কি হারে দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর

১। ৩৫১ জন জুমিয়া ভূমিহীনদের প্রত্যেককে ১০০ টাকা হারে মোট ৩৫,১০০.০০ টাকা কৃষিঋণ এবং ৫৪৯১ জন জুমিয়া ভূমিহীনদের ২৫ টাকা হইতে ৫০ টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন হারে মোট ১৭৪,৯১০.০০ টাকা দাদন ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

## UNSTARRED QUESTION NO.86

**By Shri Niranjan Deb**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ সালের মার্চ হইতে ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিশালগড় ব্লকে কত টাকা করিয়া কৃষিঋণ দাদন ও খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর

১। ১৫৪৩ জনকে বিভিন্ন হারে ( ২০০ টাকা হইতে ৪০০টাকা পর্যন্ত ) মোট ৫,২৫,৫০০.০০ টাকা কৃষিঋণ, ৪১০২ জনকে বিভিন্ন হারে ( ৩০·০০ টাকা হইতে ৫০.০০ টাকা পর্যন্ত ) মোট ১,৬৫,০০০.০০ টাকা দাদন ঋণ এবং ৮৫০০ জনকে বিভিন্ন হারে ( ১০.০০ টাকা হইতে ১০০.০০ টাকা পর্যন্ত ) মোট ৩,৬০,০০০০০ টাকা খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 38.
**By Shri Nripendra Chakraborty**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) Khowai, Chamubasti, Banbazar, Santinagar, Sonatala, Lakshminarayan pur, Paschim Rajnagar এবং Paschim Karanagichhara Moujaতে ১৯৬৩ এর পর থেকে মোট কতজন ভূমিহীনের খাস জমি এলট করা হয়েছে তার mouja ভিত্তিক হিসাব ;

২) ঐ খাস জমি কি ভেকেন্ট ছিল, না unauthorised occupationএ ছিল ;

৩) ভেকেন্ট থাকলে উহা কে এলট করেছে। এবং

৪) এলটমেন্ট এ কোন ত্রুটি থাকলে তার বিবরণ।

উত্তর

| | |
|---|---|
| ১) শান্তিনগর— | ৩৫১ জন |
| পশ্চিম করঙ্গিছড়া— | ১১৮ জন |
| পশ্চিম রাজনগর— | ৪০ ,, |
| চামুবস্তি— | ২৩ ,, |
| বনবাজার— | ১৬১ ,, |
| খোয়াই— | নাই |
| সোনাতলা— | নাই |
| লক্ষ্মীনারায়ণপুর— | নাই |

২। বে আইনী দখলে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। উপরোক্ত ১নং আইটেমে উল্লিখিত পশ্চিম রাজনগর মৌজার ৪০টি কেইসের মধ্যে ২০টি কেইস ত্রুটিপূর্ণ দেখা গিয়াছিল, কারণ কিছু জোত ভূমি তদানীন্তন সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক এলটমেন্ট আদেশগুলির অন্তরর্ভুক্ত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে এই সমস্ত কেইসগুলি জোত ভূমির অংশ বাদ দিয়া ৯৫ ধারা মতে সংশোধন করা হইয়াছিল।

## UNSTARRED QUESTION NO. 307
**By Shri Samar Chowdhury.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be please to state—

প্রশ্ন

১) গত ১লা জানুয়ারী ১৯৭২ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭২ এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরার কোন মহকুমায় কত পরিমাণ জোত জমি হস্তান্তর হয়েছে এবং এই হস্তান্তরের সংখ্যা ; এবং

২) তপশিলী উপজাতী রায়তের হাত থেকে এই প্রকার হস্তান্তরের সংখ্যা এবং হস্তান্তরিত জমির পরিমাণ ?

উত্তর

| ১) মহকুমার নাম | জমির পরিমাণ (একর) | হস্তান্তরের সংখ্যা |
|---|---|---|
| ধর্মনগর | ৪৫৫৬.২২ | ৪৭৫২ |
| কৈলাসহর | ১১৬১.৬০ | ৩৮৭২ |
| কমলপুর | ১২০৫ ০০ | ২৯৯৮ |
| খোয়াই | ১০১১.৭৩ | ২৫২৬ |
| সদর | ৩২৮০.০০ | ১৪২০০ |
| সোনামুড়া | ১৮৭৭.১৩ | ৩৭০৮ |
| উদয়পুর | ৫০০০.০০ | ৫৮৪০ |
| বিলোনীয়া | ১৪০৮.০০ | ৩৭৪০ |
| অমরপুর | ৩৫৭.৩০ | ৩০৮ |
| সাব্রুম | ৩৪০.৫০ | ১১৩৫ |

২) হস্তান্তরের সংখ্যা — ২,৫২০

হস্তান্তরিত জমির পরিমাণ — ২১২৯.৪০ একর

## UNSTARRED QUESTION NO. 294

**By Shri Samar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

গ্রামীন বেকারদের কর্মসংস্থা সোনামুড়া ব্লক এলাকায় ১৯৭২ইং ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ক্র্যাশ প্রোগ্রামে কোন স্কীমে কত টাকা বরাদ্দ এবং খরচ করা হয়েছে। প্রতিটি স্কীমে কর্মপ্রাপ্ত বেকারদের সংখ্যা।

উত্তর

গ্রামীন কর্মসংস্থান জরুরী প্রকল্পে ১৯৭২ইং ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭২ পর্যন্ত সোনামুড়া ব্লকে যে স্কীমে যতটাকা বরাদ্দ, খরচ এবং বেকারদের কর্মসংস্থান হইয়াছে তাহা এতৎসংগে দেওয়া গেল।

| Sl. No. | Name of Project | Amount Allotted | Expenditure incurred upto Dec., '72 | Employment provided to unemployed person. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Construction of village Road from Kulubari Mainarma Road to pulaibari Road via Khedabari. | Rs. 9050·00 | Rs. 7708·00 | 193 |
| 2. | Pacharmarghat to Urmai. | Rs. 3685·00 | Rs, 3640·00 | 75 |
| 3. | Barpathar to Birampur. | Rs. 1559·00 | Rs. 1080·00 | 36 |
| 4. | Rahimpur to Valuarchar. | Rs. 4770·00 | Rs. 4312·00 | 104 |
| 5. | Bagmara to Kumariakuchar. | Rs. 960·00 | Rs. 468·00 | 19 |
| 6. | Rangamatia to Bardwal. | Rs. 1980·00 | Rs. 1808·00 | 56 |
| 7. | Provision of construction of village road to connect the villages namely North Kulubari, Luchaibari, Pachnalia & Ghatighar with Sonamura – Boxanagar. | Rs. 18370·00 | Rs. 12400·00 | 226 |
| . | Provision of construction of village road to connect the villages namely-Adampur, Nagarpara, Nagar & Manikya nagar. | Rs 22940·00 | Rs. 13256·00 | 290 |
| 9. | Special repair of village road from Uthamura to Taxapara via Durlavnarayan to Kashchowmahani. | R. 16804·00 | Rs. 8044·00 | 133 |
| 10. | Special repair of the village road from Kathalia to Maniapathar. | Rs. 9050·00 | Rs 9036·00 | 118 |
| 11. | Special repair of village road from Taxapara to Padmanagar via Dayal Singha Mursumpara, East Khashcowmahani. | Rs. 22206·09 | Rs. 18420·00 | 370 |
| | SPUN PIPE CULVERT | | | |
| 1. | On Road Rangamatia to Taijiling 5 Nos. | Rs. 14880·00 | Rs. 6215·74 | |
| | | Rs. 1,26,254·00 | Rs. 86,387·74 | 1620 |

## UNSTARRED QUESTION NO. 377

**By Shri Anil Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(১) ১৯৭২-৭৩ইং আর্থিক বছরে মৎস্যজীবিদের জাল তৈয়ারীর জন্য ত্রিপুরা সরকার কত পরিমাণ ও কত অর্থ মূল্যের নাইলন সুতা দিয়েছেন এবং

(২) যারা এই সুতা পেয়েছেন তাদের মহকুমা ভিত্তিক।

উত্তর

(১) সরকার হইতে মৎস্যজীবিদের কোন নাইলন সুতা দেওয়া হয় নাই।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

## UNSTARRED QUESTION NO. 71

**By Shri Samar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। মেলাঘর ব্লক এলাকাধীন অঞ্চলে কৃষি জমিতে স্থায়ী ও অস্থায়ী সেচপ্রকল্প সম্পর্কিত কি কি প্রস্তাব ব্লক কমিটি হতে ১৯৭১ এবং ১৯৭২ দুই বৎসর সময়ের মধ্যে সরকারের নিকট উপস্থিত করা হয়েছে? প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন পৃথক হিসাব।

উত্তর

১। ১৯৭১ এবং ১৯৭২ সনে মেলাঘর ব্লক এলাকাধীন অঞ্চলে কৃষিজমিতে স্থায়ী ও অস্থায়ী সেচ প্রকল্প সম্পর্কিত কোন প্রস্তাব ব্লক কমিটি হইতে সরকারের নিকট উপস্থিত করা হয় নাই।

তবে বি, ডি, ও মেলাঘর ১৯৭১-৭২ সনে ১৬টি অস্থায়ী বাঁধের প্রস্তাব করেন তন্মধ্যে ৪টি বাঁধ মঞ্জুর করা হয়।

১৯৭২-৭৩ সনে বি, ডি, ও মেলাঘর মোট ২৪টি অস্থায়ী বাঁধের প্রস্তাব করে। কিন্তু খরাজনিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য কৃষি বিভাগের ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে ১০টি এবং টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে ৫০টি অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করা হয়।

## UNSTARRED QUESTION NO. 253

**By Shri Samar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Planning & Coordination Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পরিকল্পনা কমিশন থেকে ১৯৭৩-৭৪ সালের বাৎসরিক পরিকল্পনা রূপদানের জন্য কোন রূপরেখা খুঁজে সরকার পেয়েছেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

## UNSTARRED QUESTION NO. 202.

**By Shri Pakhi Tripura**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revnue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৩ইং এ পর্য্যন্ত মোট কতজন ভূমিহীনকে বাসস্থানের জন্য ১০ গণ্ডা জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ,

২) মোট ভূমিহীনদের কত অংশ এ পর্য্যন্ত বাস্তুভিটা পেয়েছেন ?

উত্তর

১) ১৯৭২ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ৪৮৩৭ জনকে গৃহের নিমিত্ত প্রত্যেককে দশ গণ্ডা পর্য্যন্ত জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

| মহকুমার নাম | সংখ্যা |
|---|---|
| সদর | ৯৫০ |
| খোয়াই | ৩৬ |
| সোনামুড়া | ১৭৪ |
| কৈলাসহর | ১,১৮৫ |
| ধর্মনগর | ৮২৩ |
| কমলপুর | ১,০৯৫ |
| উদয়পুর | ২৬ |
| বিলোনীয়া | ২১৬ |
| অমরপুর | ৩৪ |
| সাব্রুম | ২৯৫ |
| মোট— | ৪৮৩৭ |

২) মোট ৫,৭০৬৩ জন ভূমিহীনের মধ্যে ১৯৭৩ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৪৮৩৭ জনকে বাস্তুভিটার জন্য জায়গা দেওয়া হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 302

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Relations & Tourism Department be pleased to state :—

Question 1) What is the amount spent by each Department of Tripura Government for opening stalls in the Salt lake Exhibition, Calcutta which was organised in connection with the 74th planary Session of the Indian National Congress ?

2) How many employees ( and of which categories ) were engaged for running the stalls ?

Answer 1) Only one pavilion was constructed on behalf of the Tripura Government, and the expenditure incurred towards construction and decoration of the pavilion is indicated below department-wise :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Education Department | 17,351·00 | For Exhibition |
| b) | Panchyat Raj Department | Rs. 6,000·00 | For Exhibition |
| c) | Village Industries & Handicrafts Directorate | Rs. 1,850·00 | For Exhibition |
| d) | Department of Public Relations & Tourism | Rs. 59,983·00 | For construction of the entier pavilion including cost of exhibition & overall decoration charges etc. |
| | | Rs. 27,016·00 | Towards rents charges for the space occupied in Salt Lake are @ Rs. 5/- per sq. ft. |

2) The position indicating Department-wise employees engaged for running the stall is indicated below :

Directorate of Education,

| | |
|---|---|
| Principal, Craft Teaehers' Training Institute. | 1 |
| Supervisor | 2 |
| Professional Craftmen | 2 |
| Sr. Instructor | 4 |
| Instructor | 4 |
| Asstt. Instructor | 1 |
| Librarian | 1 |
| Head Clerk | 1 |
| | 16 |

Dircctorate of Panchyat Raj

| | |
|---|---|
| Directorate of Panchyat | 1 |
| Asstt. District Panchyat Officer | 1 |
| | 2 |

Direetorate of Industlies

| | |
|---|---|
| Inspector | 2 |
| Stenographer | 1 |
| | 3 |

Directorate of Villege Industries & Handicrafts

| | |
|---|---|
| Superintendent | ½ |
| Examiner | 1 |
| Handicrafts Designer | 1 |
| Field Assistant | 1 |
| | 4 |

D. M's. Office (West)

| | |
|---|---|
| Nazir | 1 |
| | 1 |

Directorate of Public Relations & Tourism

| | |
|---|---|
| Chief Organiser | 1 |
| Artist | 1 |
| Assistant Publicity Officer | 1 |
| Stenographer | 1 |
| Demonstrator | 1 |
| Make-up-Man | 1 |
| Carpentar | 1 |
| | 7 |

## UNSTARRED QUESTION NO. 445
**By Shri Subal Chandra Biswas**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৩ ইং সনে Lower Income Groupদের জন্য কত টাকা Housing Loan দেওয়ার বরাদ্দ ছিল ;

২। উক্ত বরাদ্দের কত টাকা খরচ হইয়াছে ;

৩। কৈলাসহর মহকুমাতে কে কত টাকা পেয়েছেন তার হিসাব ?

উত্তর

১। ১৯৭২-৭৩ ইং সনে Low Income Group Housing Scheme এ ১,৬০,০০০ টাকা (এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা) বরাদ্দ করা আছে।

২। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা খরচ হইয়াছে।

৩। এ পর্যন্ত কৈলাসহর বিভাগে শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাসকে তাহার নামে মঞ্জুরীকৃত ১০,৫০০ টাকার মধ্যে দ্বিতীয় কিস্তি ঋণ বাবদ ৫০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

## UNSTARRED QUESTION NO.398
**By Shri Kalidas Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960, 135A ধারা অনুসারে যে সকল বেসরকারী Hat, Bazar Govt. এ vested হয়েছে তাদের নাম ও ঠিকানা।

২। কোন বেসরকারী বাজার যদি Vested in Govt. না হয়ে থাকে তাহলে সেই বাজারের নাম ও ঠিকানা এবং Vosted in Govt. না হবার কারণ।

উত্তর

১। সভার 'ক' তালিকা দ্রষ্টব্য।

২। সরকারে ন্যস্ত না হওয়া বাজারের নাম ও ঠিকানা সভায় 'খ' তালিকায় দ্রষ্টব্য। ১৯৬০ ইং সনের ত্রিপুরার ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১৩৫ ধারা মতে এষ্টেটে স্থিত বাজার সমূহ সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে। এই বেসরকারী বাজারগুলি জোত ভূমিতে অবস্থিত এবং তজ্জন্য এইগুলি সরকারে ন্যস্ত হয় নাই।

'ক'

হাট, বাজারের তালিকা যাহা সরকারে ন্যস্ত আছে

| ক্রমিক নং | বাজারের নাম | মৌজার নাম | মহকুমার নাম |
|---|---|---|---|
| ১। | প্রতাপুর | প্রতাপুর | সদর |
| ২। | জিরাণীয়া | বঙ্কিম নগর | সদর |
| ৩। | রাণীর বাজার | মজলিশপুর | সদর |
| ৪। | আনন্দ বাজার | বাধারঘাট | সদর |
| ৫। | হরিয়ারতলা | রাধানগর | সদর |
| ৬। | কাতলামারা | মেঘলিবন্দ | সদর |
| ৭। | পুরাথল রাজনগর | পুরাথল রাজনগর | সদর |
| ৮। | বাগান বাজার | দ্বারিকাপুর | খোয়াই |
| ৯। | মানিক ভাণ্ডার | মানিক ভাণ্ডার | কমলপুর |
| ১০। | হালাহালি | হালাহালি | কমলপুর |
| ১১। | মেলাঘর | মেলাঘর | সোনামুড়া |
| ১২। | কামরাঙ্গাতলি | কামরাঙ্গাতলি | ,, |
| ১৩। | কাকড়াবন | কাকড়াবন | উদয়পুর |
| ১৪। | আমতলী | আমতলী | ,, |
| ১৫। | তুলামুড়া | পূর্ব মির্জা | ,, |
| ১৬। | মির্জা | পশ্চিম মির্জা | ,, |
| ১৭। | হীরাছড়া | হীরাছড়া | কৈলাসহর |
| ১৮। | ,, | ইরাণী | ,, |
| ১৯। | পাণিচৌকি বাজার | কৈলাসহর টাউন | ,, |
| ২০। | হালাইছড়া | হালাইছড়া | ,, |
| ২১। | হাউবার হাট | বীরচন্দ্রনগর | ,, |
| ২২। | শিবজলার হাট | ,, | ,, |
| ২৩। | জলাই | জলাই | ,, |
| ২৪। | পশ্চিম কাঞ্চনবাড়ী | পশ্চিম কাঞ্চনবাড়ী | ,, |
| ২৫। | বলাই বাজার | ,, | ,, |
| ২৬। | রাতাছড়া | পুব রাতাছড়া | কৈলাসহর |
| ২৭। | পাবিয়াছড়া | পাবিয়াছড়া | ,, |
| ২৮। | বরপাথারি | বরপাথারি | বিলোনীয়া |
| ২৯। | রাণীগঞ্জ | জেন্দ্রনগর | সাবরুম |
| ৩০। | উদ্যাখালি | ইবীর বন্দ | ধর্মনগর |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
|---|---|---|---|
| ৩১। | কালাছড়া | ভ্রুকুমা | ,, |
| ৩২। | শনিছড়া | শনিছড়া | ,, |
| ৩৩। | বিলথৈ | বিলথৈ | ,, |
| ৩৪। | তিলথৈ | পূব তিলথৈ | ,, |
| ৩৫। | রামনগর | দেওছড়া | ,, |
| ৩৬। | কিসিম নগর | প্রত্যেক রায় | ,, |
| ৩৭। | তারাকপুর | কুরতি | ,, |
| ৩৮। | জম্বুবাড়ী | চ ড়াইবাড়ী | ,, |
| ৩৯। | লক্ষীলুঙ্গা বাজার | লুঙ্গিলুঙ্গা | সদর |
| ৪০। | ফটিকছড়া | ফটিক ছড়া | সদর |
| ৪১। | ধলাবিল হাট | ধলাবিল | খোয়াই |
| ৪২। | নটিংছড়া | নটিংছড়া | কৈলাসহর |
| ৪৩। | গোলকপুর হাট | গোলকপুর | ,, |
| ৪৪। | জগন্নাথপুর হাট | জগন্নাথপুর | ,, |
| ৪৫। | মনোবেলী হাট | মনোবেলী | ,, |
| ৪৬। | মুর্তিছড়া হাট | মুরতিছড়া | ,, |
| ৪৭। | সোনামুখি হাট | সোনামুখি | ,, |
| ৪৮। | ফটিকরায় বাজার | ফটিকরায় | ,, |

'খ'

বেসরকারী হাট বাজারের তালিকা

| ক্রমিক নং | মহকুমার নাম | হাট/বাজারের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১। | ধর্মনগর | ১। কদমতলা হাট (অংশ) | |
| | | ২। চন্দ্রপুর হাট | |
| | | ৩। গোচাপুর হাট | |
| | | ৪। হাফলং হাট | |
| | | ৫। আনন্দপুর বাজার | |
| | | ৬। পাণিসাগর হাট | |
| ২। | কমলপুর | ১। মরাছড়া বাজার (অংশ) | |
| | | ২। শান্তি বাজার | |
| | | ৩। কুলাই বাজার | |
| ৩। | কৈলাসহর | ১। হিরাছড়া হাট | |
| | | ২। দেবস্থল হাট | |
| | | ৩। রাংরুং হাট | |
| | | ৪। শ্রীপুর হাট | |
| | | ৫। দামছড়া হাট (অংশ) | |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
|---|---|---|---|
| ৪। | খোয়াই | ১। পশ্চিম বাহাইবারী বাজার | |
| | | ২। কয়ঙ্গী ছড়া বাজার | |
| | | ৩। চাম্পাপুর বাজার | |
| | | ৪। মধ্য কল্যাণপুর বাজার | |
| ৫। | সাবরুম | ১। জালফা বাজার | |
| ৬। | অমরপুর | ১। দৈন্ধু বাজার | |
| ৭। | উদয়পুর | ১। পিত্রা বাজার | |
| ৮। | বিলোনীয়া | ১। মচাই বাজার (অংশ) | |
| | | ২। কাঞ্চন নগর হাট | |
| | | ৩। মনুবাজার হাট | |
| | | ৪। বীরচন্দ্রনগর বাজার | |
| | | ৫। লাউগাঙ্গ বাজার | |
| | | ৬। কলসী হাট | |
| | | ৭। লক্ষ্মীছড়া বাজার | |
| | | ৮। মহেন্দ্রগঞ্জ বাজার | |
| ৯। | সোনামুড়া | ১। নুতন বাজার | |
| | | ২। কলমছড়া হাট | |
| | | ৩। কাঠালিয়া হাট | |
| | | ৪। নলছর হাট | |
| ১০। | সদর | ১। দীঘালিয়া হাট | |
| | | ২। টাকার জলা | |
| | | ৩। গোলাঘাটী হাট (অংশ) | |
| | | ৪। নোয়াবাজার | |
| | | ৫। নুতন নগর বাজার | |
| | | ৬। কাতলামারা বাজার | |
| | | ৭। পঞ্চবটী হাট | |
| | | ৮। সোনারাম হাট | |
| | | ৯। কালাছড়া হাট | |
| | | ১০। চড়িলাম বাজার | |
| | | ১১। জিরাণীয়া হাট | |

## UNSTARRED QUESTION NO. 442
**By Shri Subal Chandra Biswas**

Will the Hon'ble Minister-in-charge, Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কুমারঘাট ব্লকের অন্তর্গত ফটিকরায় গোলদারপুর (উনকোটি সহ), বিলাসপুর, ফুলতলী এবং কাউলীকুড়া গাঁও সভাগুলির লোক সংখ্যা এবং আয়তন অনুপাতে কোন গাঁও সভাতে কতটি রিংওয়েল এবং টিউবওয়েল আছে তার হিসাব।

২। উক্ত রিওয়েল, টিউবওয়েলের মধ্যে কতটি চালু আছে।

উত্তর

১। কুমারঘাট ব্লকের অন্তর্গত ফটিকরায়, গোলদারপুর (উনকোটি সহ), বিলাসপুর ফুলতলী এবং কাউলীকুড়া গাঁওসভার লোক সংখ্যা অনুপাতে টিউবওয়েলের ও রিংওয়েলের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল। গাঁও সভার আয়তন পাওয়া যায় নাই।

| গাঁওসভার নাম | লোকসংখ্যা | টিউবওয়েলের সংখ্যা | রিংওয়েলের সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ফটিকরায় | ২৪৭৩ | ১৪ | ৯ |
| গোলদারপুর | ২৮৯৯ | ৬ | ৯ |
| বিলাসপুর | ৩২১৬ | ১০ | ৫ |
| ফুলতলী | ৪০৭৯ | ৭ | ৭ |
| কাউলীকুড়া | ২১৬৪ | ১০ | ৮ |
| | ১৫৪৫১ | ৪৭ | ৩৮ |

২। উল্লেখিত সংখ্যার মধ্যে ৩৬টী টিউবওয়েল ও ২৭টি রিংওয়েল চালু আছে।

## UN-STARRED QUESTION NO. 156
**By Shri J. K. Majumder**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। Majlishpur Assembly Constituency এর কতটি শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীকে ক্র্যাস স্কীমের কাজের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে (১৯৭৩ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত তাহাদের নাম সহ হিসাব)?

উত্তর

১। ক্র্যাশ স্কীম ফর রুরাল এমপ্লয়মেন্ট প্রকল্প গ্রামাঞ্চলে বেকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য চালু হইয়াছে। শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের জন্য আলাদাভাবে কোন হিসাব রাখা হয় না।

## UNSTARRED QUESTION NO. 309
**By Sri Samar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১) বকেয়া ভূমি রাজস্বের দাবীতে সমগ্র ত্রিপুরায় কত সংখ্যক সংশিত মোকদ্দমা (পুরাতন ও নূতন) বর্তমানে তহিবের রাখা হয়েছে? মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২) ১৩৭২ বাং হতে ১৩৭৬ বাং দুই দফায় মোট ৫ বছরের বকেয়া ভূমি রাজস্ব মকুব করার পর এই সময়ের বকেয়া ভূমি রাজস্ব আদায়ের দাবীতে সকল সংশিত মোকদ্দমা প্রত্যাহার করা হয়েছে কি না?

৩) হয়ে থাকলে কত সংখ্যক মোকদ্দমা প্রত্যাহার হয়েছে?

উত্তর

১)

| মহকুমার নাম | তহিবে রাখা সংশিতের সংখ্যা |
|---|---|
| ধর্মনগর | ৫১১ |
| কৈলাসহর | ৩৭৭ |
| কমলপুর | ৪৬২ |
| খোয়াই | ১,৬৩৬ |
| সদর | ৪,৭০২ |
| সোনামুড়া | ১,৫৪৩ |
| উদয়পুর | ৯৬৬ |
| বিলোনীয়া | ২০২ |
| অমরপুর | ৩৪৭ |
| সাবরুম | ৩৪ |

২) সমস্ত ক্ষেত্রে এখনও হয় নাই, বাকী মামলাগুলি প্রত্যাহারের কাজ চলিতেছে।

৩)

| | |
|---|---|
| সদর | ৫,২০৩ |
| খোয়াই | ১,১৪৯ |
| সোনামুড়া | ২৪৯ |
| উদয়পুর | ২১৬ |
| অমরপুর | ৮৯ |
| বিলোনীয়া | ৩৯৮ |
| সাবরুম | ১১২ |
| কৈলাসহর | ২৫৬ |
| কমলপুর | ৪৬২ |
| ধর্মনগর | ১,১৯৫ |

## UNSTARRED QUESTION NO. 65

**By Sri Samar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমিহীন, গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা কত? (শহরাঞ্চলে (urban) এবং গ্রামাঞ্চলে (rural) পৃথক মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। গৃহহীন পরিবার সমূহের জমি বন্দোবস্ত দিবার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এবং

৩। কতজনকে সেই অনুসারে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১। মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা নীচে দেওয়া হইল। সহর ও গ্রামাঞ্চল ভিত্তিক পৃথক হিসাব প্রস্তুত নাই।

| মহকুমার নাম | ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা | গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা |
|---|---|---|
| সদর | ১১,০০০ | ১০,২০০ |
| খোয়াই | ৭,০০০ | ৬,২০০ |
| সোনামুড়া | ৫,৫০০ | ৫,১০০ |
| কৈলাসহর | ৫৮৮ | ৩,৪৫৩ |
| ধর্মনগর | ৯,৫৫১ | ৮,৪৭৮ |
| কমলপুর | ১,৬৫৮ | ২,৪৮০ |
| উদয়পুর | ২,৭০০ | ১,৫০০ |
| বিলোনীয়া | ১০,০৯৮ | ৭,৫০০ |
| অমরপুর | ৮,৩২৪ | ৮,৩২৪ |
| সাবরুম | ২,৩২৫ | ৮২৮ |
| | ৫৮,১৪৪ | ৫৭,০৬৩ |

২। সরকার গৃহহীনদের গৃহ নির্মানের জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজ হাতে নিয়েছেন।

৩। সরকার ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ পর্য্যন্ত মোট ৪,৮৩৭ জনকে গৃহের জন্য জমি দিয়াছেন।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব দিয়ে দেওয়া হইল।

| মহকুমার নাম | জমি প্রাপ্ত গৃহহীনের সংখ্যা |
|---|---|
| সদর | ৯৫৩ |
| খোয়াই | ৩৬ |
| সোনামুড়া | ১৭৪ |
| কৈলাসহর | ১,১৮৫ |
| ধর্ম্মনগর | ৮২৩ |
| কমলপুর | ১,০৯৫ |
| উদয়পুর | ২৬ |
| বিলোনীয়া | ২১৬ |
| অমরপুর | ৩৪ |
| সাব্রুম | ২৯৫ |
| | ৪,৮৩৭ |

## UNSTARRED QUESTION NO. 70
**By Shri Samar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। মেলাঘর ব্লককমিটি হইতে ব্লক এলাকাধীন অঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্পর্কে গত ১লা এপ্রিল ১৯৭২ হইতে ৩০শে নভেম্বর ১৯৭২ পর্য্যন্ত কি কি প্রস্তাব সরকারের নিকট এসেছে ?

২। এই প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে সরকার কি-কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১। ব্লক এলাকাধীন অঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে কোন প্রস্তাব মেলাঘর ব্লক ডেভলাপমেন্ট কমিটি হইতে সরকারের নিকট আসে নাই। তবে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের নিকট হইতে প্রস্তাব আসে।

২। মেলাঘর ব্লকে উক্ত সময়ের মধ্যে ১২টি নতুন রিংওয়েল ও ১৬টি নতুন টিউবওয়েল এবং ৩৮টি পুরাতন রিংওয়েল ও ১৩৭টি অকেজো টিউবওয়েলের মেরামতের কাজ মঞ্জুর হয়। তন্মধ্যে ৭টি নতুন রিংওয়েল ও ১৪টি নতুন টিউবওয়েলের কাজ এবং ১৪টি পুরাতন রিংওয়েল ও ৮৫টি অকেজো টিউবওয়েলের মেরামত করা হয়। বাকী কাজ চলিতেছে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 399
**By Shri Kalidas Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। T L R & L R Act 1960 এর ১৮৭ ধারা অনুসারে ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত কতজন উপজাতিয় রায়তকে অ-উপজাতীয়র নিকট জমি বিক্রয়ের জন্য Collector permission দিয়েছেন তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২। সাধারণতঃ কি কি কারণে এবং কোন কোন্ ক্ষেত্রে এ ধরণের অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে ?

উত্তর

১।

| মহকুমার নাম | উপজাতি রায়তের সংখ্যা | |
|---|---|---|
| সদর | ১৮৯ | |
| খোয়াই | ১৭২ | |
| সোনামুড়া | ৭৬ | |
| ধর্মনগর | ১ | |
| কৈলাসহর | — | |
| কমলপুর | — | |
| উদয়পুর | ১৯ | |
| বিলোনিয়া | ৪৫৩ | (121 in favour of Govt |
| অমরপুর | ৫ | |
| সাবরুম | — | |

২। সাধারণতঃ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অ-উপজাতিদের নিকট জমি বিক্রয় করার জন্য উপজাতি গণকে অনুমতি দেওয়া হয় :—

(১) পুত্রকন্যাদের বিবাহ এবং শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ বাবত ;

(২) পরিবারবর্গের অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ বাবত ;

(৩) সামাজিক অনুষ্ঠানাদির ব্যয় নির্বাহ বাবত ;

(৪) পছন্দযুক্ত বিকল্প ভূমি ক্রয়ের জন্য ।

## UNSTARRED QUESTION NO. 182
**By Shri Nripendra Chakraborty**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

QUESTION

1) Whether Govt. of Tripura conducted a survey in 1972 in prescribed operational holding forms ;

2) If so, total number of a) Tenants self operated and own, b) Rented (i) for fixed money (ii) for fixed produce (iii) for others and (c) without title, and a Sub-division wise break-up of that figure.

ANSWER

1) Yes.
2) The data are under tabulation.

## UNSTARRED QUESTION NO. 306
**By Shri Samar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া সহরে সরকারের খাসে কয়টি পুকুর আছে ?

২। ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে এই পুকুরগুলি সংস্কারের কোন পরিকল্পনা বা প্রস্তাব আছে কি ?

উত্তর

১। ৫টি।

২। প্রয়োজনমত সংস্কার কার্য্য করা হইবে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 233
**Shri Bidya Ch. Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন কোন শহরের বাজার উন্নয়নের জন্য ১৯৭২-৭৩এ মোট কত টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ১৯৭৩ এর ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে তার বাজার ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১। সোনামুড়া টাউন বাজার উন্নয়নের জন্য ১৯৭২-৭৩ইং সনে ১,০০,০০০·০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল, ১৯৭৩ইং জানুয়ারী পর্যন্ত কোন খরচ হয় নাই।

## UNSTARRED QUESTION NO. 397

**By Shri Kalidas Deb Barma**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—**

প্রশ্ন

১। ১৯৬০-৬১ সালে ত্রিপুরা সরকার court fee বাবত কত টাকা আয় হয়েছে এবং ১৯৭০-৭১ সালে মোট কত টাকা হয়েছে ;

২। ১৯৭২-৭৩এ আয় বেড়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। ১৯৬০-৬১ইং সনে কোর্টফি বাবত ১,১৮,৭৩০.৪০ টাকা আয় হইয়াছে এবং ঐ বাবত ১৯৭২-৭৩ সনে (৮।৩।৭৩ ইং পর্য্যন্ত) মোট ৩,০২,১০৮.৯০ টাকা আয় হইয়াছে।

২। ষ্টাম্পের চাহিদা ক্রমবর্দ্ধমানহেতু।

## UNSTARRED QUESTION NO. 9

**By Shri Baju Ban Reang**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the (Revenue) Survey & Settlement Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে দক্ষিণ চেলাগাঙ্গ লাড়াইয়া গাঁওসভার নামে গত জরিপে প্রায় /১০ (দেড়) কাণি জায়গা দখল রেকর্ড করা হয়েছে ;

২) সত্য হইলে বর্ত্তমানে ঐ জায়গা কাহার হেফাজতে আছে ও কে চাষ আবাদ করে ?

উত্তর

১) স্বত্বলিপিতে দক্ষিণ চেলাগাঙ্গ মৌজার ১৯৫ নং সি, এস, প্লটের .৪৩ একর ভূমি গাঁও পঞ্চায়েতের দখলে আছে বলিয়া রেকর্ড করা হয়েছিল।

২) রাস্তার উত্তর পার্শ্ব বরাবর ০.০১ একর ভূমি দক্ষিণ চেলাগাঙ্গের গৌরহরি দেবনাথের পুত্র শ্রীগৌর গোপাল দেবনাথ উক্ত স্থানে একটি দোকান ঘর করিয়া গত তিন মাস যাবত দখল করিতেছে। বাকী ০.৪২ একর ভূমি দক্ষিণ চেলাগাঙ্গের জৈন বাংঘা রিয়াং এর পুত্র শ্রীচৈত্রহাম রিয়াং এর দখলে আছে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 405
**By Shri Pakhi Tripura**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) Tripura L. R. & L. R. Act, 1960 অনুসারে এ পর্য্যন্ত কয়টি ক্ষেত্রে জোতদার, বর্গাদার (অধীন রায়ত) উচ্ছেদ করার জন্য আদলতের শরণাপন্ন হয়েছেন ;

২) কয়টি ক্ষেত্রে আদালত উচ্ছেদের পক্ষে রায় দিয়েছেন ?

উত্তর

১) ১৬টা, ( ১৫টা কেইস কমলপুর মহকুমায় এবং ১টা কেইস খোয়াই মহকুমায় )।

২) কোন ক্ষেত্রেই নহে ।

## UNSTARRED QUESTION NO. 191.
**By Shri Bidya Chandra DebBarma.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) Khowai Chebri Bazar এ সরকার কি কোন জমি কাকেও বন্দোবস্ত দিয়াছেন ; দিয়া থাকলে সেই রায়তদের নাম ও বন্দোবস্ত দেওয়া জমির পরিমাণ ও বন্দোবস্ত দেওয়ার তারিখ ।

২) যদি বন্দোবস্ত দেওয়া না হয়ে থাকে তবে যারা বেআইনীভাবে বাজারের জমি দখল করছেন তাদের নাম ও তাদের বেআইনী দখলে নেওয়া জমির পরিমাণ ।

উত্তর

১) না ।

২) সংগীয় তালিকা দ্রষ্টব্য ।

## STATEMENT SHOWING THE NAMES OF PERSONS OCCUPYING GOVERNMENT KHAS LAND IN CHEBRI BAZAR UNAUTHORISEDLY.

| Sl. No. | Name of unauthorised occupants as per present inquiry. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Sri Sajani Mohan Paul, S/o. Late Abhoycharan Paul | ·90 |
| 2. | Sri Haridash Roy, S/o. Surendra Roy | ·02+·02 |
| 3. | Sri Rajani Roy, S/o. Prakash Roy | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | Sri Nil Kanta Debnath, S/o. Mathura Mohan Deb Nath | 0·2 |
| 5. | Sri Nagendra Deb S/o. Nabin Deb | ·02 |
| 6. | Sri Haridhan Roy, S/o. Ramesh Roy | ·03 |
| 7. | Sri Nitai Deb Nath, S/o. Sudharsan Debnath | ·03 |
| 8. | Sri Upendra Ch. Das, S/o. Rajani Das | ·03 |
| 9. | Sri Bharat Debnath, S/o. Balu Charan Debnath | ·05 |
| 10. | Sri Phani Bhusan Deb | ·02+·02 |
| 11. | Sri Kalipada Paul, S/o. Kamini Mohan Paul | ·06 |
| 12. | Sri Pratap Ch. Chakraborty, S/o. Pravat Chakraborty | ·04 |
| 13. | Sri Nagendra Paul, S/o. Nabin Paul | ·04 |
| 14. | Sri Anil Das<br>,, Sunil Das } S/o. Hari Charan Das | ·04 |
| 15. | Sri Krishna Charan Paul, S/o. Lalchand Paul | ·03 |
| 16. | Sri Nagendra Biswas, S/o. Gour Charan Biswas | ·03 |
| 17. | Sri Ramesh Ch. Sil S/o. Mahesh Sil<br>Sri Paresh Ch. Sil S/o. Pandal Sil | ·02 |
| 18. | Sri Pramode Paul, S/o. Krishna Paul | ·03 |
| 19. | Sri Jatindra Jogi, S/o. Nabin | ·02 |
| 20. | Sri Upendra Ch. Debnath, S/o. Rupcharan Debnath | ·07 |
| 21. | Sri Mahesh Rudra Paul, S/o. Mathura Rudrapaul | ·03 |
| 22 | Sri Gagendra Rudra Paul, S/o. Sajani Rudra Paul | ·02 |
| 23. | Sri Manindra Deb Barma S/o. Indra Kr Deb Barma | ·03 |
| 24. | Smti. Prabashini Bala Roy, D/o. Raimohan Roy | ·04 |
| 25. | Sri Arun Mohan Roy, S/o. Rai Mohan Roy<br>Sri Gouranga Roy, S/o. Abhoycharan Roy | ·02 |
| 26. | Sri Jogendra Roy, S/o. Durjadhan Roy | |
| 27. | Sri Sudhorsan Chakraborty<br>Sri Ranjit Chakraborty } S/o. Raj Mohan Chakraborty | ·07 |
| 28. | Sri Pravasini Dey, W/o. Amulya Dey | |
| 29. | Sri Brajendra Roy, S/o. Baishnab Roy | ·05 |
| 30. | Sri Amulya Dutta, S/o. Mahim Dutta | ·07 |
| 31. | Sri Dayamoy Sil, S/o. Debendra Ch. Sil | ·07 |
| 32. | Sri Brajendra Roy, S/o. Baisnab Roy | ·07 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 33. | Bazar Committee | ·81 |
| 34. | Sri Girindra Roy<br>Sri Harendra Roy<br>Sri Gandhi Roy } S/o. Gabindra Roy | ·01 |
| 35. | Sri Kishori Mohan Roy, S/o. Kailash Roy | ·01 |
| 36. | Sri Rasamoy Das | ·01 |
| 37.<br>38.<br>39. | Sri Bishnupada Roy S/o. Nagendra Kr. Roy<br>Sri Anil Paul, S/o. Agore Ch. Paul<br>Sri Debendra Deb Barma, S/o. Jia Deb Barma | ·02 |
| 40.<br>41. | Sri Sunil Paul, S/o. Agore Paul<br>Sri Jatindra Sarma, S/o. Thakurchand Sarma | 03 |
| 42. | Sri Sudharsan Paul, S/o. Surjya Gabinda Paul | ·03 |
| 43. | Sri Kumode Dutta<br>Sri Pramode Dutta } S/o. Kailash Dutta | ·04 |
| 44. | Sri Harendra Kr. Chanda, S/o. Sibcharan Chanda | ·03 |
| 45. | Sri Ramani Paul Choudhury. S/o. Dinesh Paul Choudhury | ·03 |
| 46. | Sri Sudhir Dutta, S/o. Girish Dutta | ·03 |
| 47. | Sri Harikrishna Deb, S/o. Digendra Deb | ·03 |
| 48. | Sri Suresh Bir | ·03 |
| 49. | Sri Upendra Ch. Paul, s/o. Surendra Paul | ·03 |
| 50. | ,, Bikram Chand Chupra<br>,, Mohan Lal Chupra } s/o. Joymal Chupra | ·02 |
| 51. | ,, Debendra Ch. Paul, s/o. Krishna Paul | ·03 |
| 52. | ,, Khirode Lal Roy, s/o. Gagan Roy | ·02 |
| 53. | ,, Dharani Roy, s/o. Sushi Roy | ·02 |
| 54 | ,, Barada Paul | ·03 |
| 55. | ,, Lalit Roy, s/o. Lal Mohan Roy | ·02 |
| 56. | ,, Umesh Deb | ·01 |
| 57. | ,, Ramani Paul, s/o. Raj Gobinda Paul | ·02 |
| 58. | ,, Rajani Roy, s/o. Prakash Roy | .04 |
| 59. | Smti. Gobinda Rani Roy, w/o. Kamini Roy | .04 |
| 60. | Sri Prafulla Das<br>,, Gopal Das } s/o. Harendra Das | ·02 |
| 61. | ,, Gopal Roy, s/o. Banka Roy | ·03 |
| 62.<br>63 | ,, Rasamoy Paul s/o. Raman Paul<br>,, Pravat Roy s/o. Prakash Roy | ·02 |

## UNSTARRED QUESTION NO. 310
**By Shri Samar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the land Revenue Department pleased to state—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া মহকুমায় কি পরিমান খাস জমি কত সংখ্যক ভূমিহীনদের চাষাবাদে বে-আইনী দখলরূপে বর্ত্তমানে আছে ; এবং

২) কি পরিমাণ খাস জমি কত সংখ্যক রায়তের চাষাবাদে বে-আইনী দখলে বর্ত্তমানে আছে ?

উত্তর

১) ৫৫৬৫·১৩ একর খাস জমি ৪১৪৩ জনের বে-আইনী দখলে আছে।

২) এরূপ কোন তথ্য রাখা হয় না।

## UNSTARRED QUESTION NO. 406
**By Shri Pakhi Tripura**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) Khowai Town এ ১৯৭৩ সালে কি কোন লটারীর লাইসেন্স দেয়া হয়েছে, দেয়া হলে যাদের দেয়া হয়েছে তাদের নাম :

২) এই লটারী সম্পর্কে সরকার কোন অভিযোগ পেয়েছেন কি ? পেয়ে থাকলে তার বিবরণ ;

৩) ঐ অভিযোগ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) সরকার কোন অনুমতি দেন নাই কিন্তু দেখা যাইতেছে যে ১৯৭২ইং সনের ডিসেম্বর মাসে একটি লটারীর অনুষ্ঠানের জন্য খোয়াই এর মহকুমা শাসক খোয়াই এর যুবশক্তি কমিটীকে অনুমতি দিয়াছিলেন।

২) না, ১৯৭৩ সালে এমন কোন অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

## UNSTARRED QUESTION NO. 230

**By Shri Kalidas Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

### প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর সহরের ব্যবসায়ী শ্রীবৃন্দাবন ত্রিবেদী অনেক সরকারী খাস জমি ও জোতের অন্তর্ভূক্ত বলে দাবী করেছেন এবং ভূমিহীনদের ঐ জমি থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা করেছেন ?

### উত্তর

১) তদন্তে প্রকাশ করে যে ইহা সত্য নহে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 228

**By Shri Kalidas Deb Barma.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

### প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে খোয়াই সুবলছড়ার শ্রীগুপ্ত গুরুং এর জোতের জমি সরকার ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করার কথা বিবেচনা করেছেন ;

২) যদি সত্য হয়, উহা কিভাবে বন্দোবস্ত দেওয়ার কথা বিবেচনা করেছেন ?

### উত্তর

১) না।

২) প্রশ্নে ১ নম্বর আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

## UNSTARRED QUESTION NO. 193
**By Shri Niranjan Deb**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন চা বাগানে কত বাড়তি জমি ( Excess Land ) আছে তার বাগান ভিত্তিক হিসাব।

২। ঐ জমি সরকার ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করার সিদ্ধান্ত সরকার নিবেন কি ?

উত্তর

১। ৫৬টি চা বাগানের মধ্যে ৩৫টির জরীপ কার্য্য শেষ হইয়াছে এবং নিম্নোক্ত ৫টি চা বাগানের বন্দোবস্তীয় সীমানার মধ্যে বাড়তি জমি পাওয়া গিয়াছে।

| বাগানের নাম | বাড়তি জমি |
|---|---|
| মালাবতী | ৮.৯৭ একর |
| বাংরুং | ৪.১২ ,, |
| নটিংছড়া | ২৬.২৫ ,, |
| শোভা | ৩৭.৫১ ,, |
| সরোজিনী | ৪০.৭৭ ,, |

অবশিষ্ট ২১টি চা বাগান সম্পর্কিত তথ্য জরীপ কার্য্য সম্পন্ন হইলে পাওয়া যাইবে।

২। যেহেতু বাড়তি জমি বন্দোবস্তীয় জমির সীমানার মধ্যে কাজেই ঐ জমি বন্দোবস্তীয় জমির অংশ বিশেষ এবং সেই কারণে ইহা ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করার কোন সুযোগ নাই।

## UNSTARRED QUESTION NO. 33
**By Shri Nripendra Chakraborty**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আগরতলা শহরে যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সরকারী খাস জমি "বে-আইনী দখলে" রেখেছেন তাদের নাম।

২) এই সকল জমি বন্দোবস্ত দেয়ার জন্য কি করা হচ্ছে ?

উত্তর

১) এবং ২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 163

**By Shri Chandra Sekhar Dutta**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

**প্রশ্ন**

১) ১৯৭২ ইং মার্চ হইতে ১৯৭৩ ইং ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কতজন ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া হইয়াছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২) প্রতি পরিবারকে কত কাণি ভূমি দেওয়া হইয়াছে ?

**উত্তর**

১। মোট ৩০৪৭ জন ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া হইয়াছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ।

| মহকুমার নাম | ভূমিহীনের সংখ্যা |
|---|---|
| সদর | ৯৫৩ |
| খোয়াই | ৩৬ |
| সোনামুড়া | ১২৪ |
| কমলপুর | ৩৮৪ |
| কৈলাসহর | ৪৪৪ |
| ধর্মনগর | ২৫১ |
| উদয়পুর | ৩৭ |
| বিলোনীয়া | ২০৬ |
| সাব্রুম | ৪৬১ |
| অমরপুর | ১৫১ |
| | মোট—৩০৪৭ |

২) ত্রিপুরা ভূমি বন্টন আইন, ১৯৬২ অনুসারে প্রতি পরিবারকে কৃষি কাজের জন্য অনধিক দুই আদর্শ একর পর্য্যন্ত জমি দেওয়া হইয়াছে।

# PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Tuesday, the 20th March, 1973.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 20th March, 1973.

## PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, the Deputy Speaker and 49 members and the Chief Minister.

**Mr. Speaker** :—To-day in the following questions are to be answered by the Ministers concerned. Now I call on Shri Kalipada Banerjee.

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪১৯।

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নং ৪১৯।

প্রশ্ন

১) আসামে ভাষা হাঙ্গামার সময়ে ডিব্রুগড় মেডিকেল কলেজে পাঠরত ত্রিপুরার যে সব ছাত্র ত্রিপুরায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন তাহাদের পড়াশুনার কোন ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন কিনা ;

২) যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে সেগুলি কি কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ। সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

২) আসাম প্রত্যাগত ৩ জন ছাত্রকে স্থানীয় জি, বি, হাসপাতালে পি, আর, সি, এ, কোর্সে সম্পূর্ণ করার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া অন্যান্য ছাত্রদের আসামের বাহিরে মেডিকেল কলেজে পড়াশুনার সুযোগ করিয়া দেওয়া যায় কি না জানিতে চাহিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ এবং রাজস্থান সরকারকে লেখা হইয়াছে। উক্ত ছাত্রদের শিলচরে মেডিকেল কলেজে ট্রান্সফার করার জন্য আসাম সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

**শ্রীবিনোদ বিহারী দাস** :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে সমস্ত ছাত্র সেখান থেকে অত্যাচারিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন তারা কি সবাই সেখানে চলে গেছেন ? পি, আর, সি, এ, যারা পড়ছেন তাদেরকেই কি শুধু পি, আর, সি, এ পড়ার জন্য এখানে জি, সি, এবং ভি, এম, হাসপাতালে সুযোগ দেওয়া হয়েছে ? যারা নাকি কোর্সটা পড়ছেন মানে ষ্টাডি কোর্স যেটা এম, বি, বি, এস কোর্স যেটা নাকি পি, আর, সি, এ কোর্সটা এম, বি, বি, এস, পাশ করে পড়তে হয়, তারা কি সবই সেখানে ফিরে গেছে ?

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে,

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :**—তিনি কি বলছেন সেটা বুঝতে পারছি না। মাননীয় মিনিষ্টার কি বলছেন যে ছেলেরা আসাম চলে গেছে? সেই ডিব্রুগড় কলেজে চলে গেছে?

**মিঃ স্পীকার :**—আপনার প্রশ্ন আবার পড়ে শুনান।

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :**—এক নং প্রশ্ন উত্তরে বলেছি যে হ্যাঁ, সুযোগ সুবিধানুযায়ী কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। ২নং প্রশ্নের উত্তর—আসাম প্রত্যাগত ৩ জন ছাত্রকে স্থানীয় জি, বি, হাসপাতালে পি, আর, সি, এ, কোর্স সম্পূর্ণ করার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাছাড়া অন্যান্য ছাত্রদের আসামের বাহিরে মেডিকেল কলেজে পড়াশুনার সুযোগ দেওয়া যায় কিনা জানিতে চাহিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ এবং রাজস্থান সরকারকে লেখা হইয়াছে। উক্ত ছাত্রদের শিলচর মেডিকেল কলেজে ট্রান্সফার করার জন্য আসাম সরকারকেও অনুরোধ করা হইয়াছে।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :**—মাননীয় স্পীকার স্যার এখানে কোথায় আছে ছেলেরা তারা কি আগরতলায় আছে?

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যতটুকু জানি বেশীর ভাগ ছেলেই তারা আসামে চলে গেছে।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :**—তা হলে কয়জন ছেলে আসামের ডিব্রুগড় কলেজে পড়তো, কয়জন ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল এবং কয়জন গেছে আর কয়জন রয়েছে?

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যতটুকু জানা আছে ২০ জন ছেলের মধ্যে ১৯ জন চলে গেছে এবং একজনের কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে কি কারণে এই ছেলেরা ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল?

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই প্রশ্ন উত্তরে বলেছি যে আসামে ভাষা হাঙ্গামার জন্য তারা ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় অবগত আছেন কি যে অনেক ছাত্র-ছাত্রী তারা ইতিমধ্যে একটি পরীক্ষায় তারা অ্যাপিয়ার হতে পারে নি।

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :**—এখানে যখন ছিল তখন তারা পরীক্ষা দিতে পারে নি।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানেন কি যে একজন মন্ত্রী এই ত্রিপুরারাজ্য থেকে ছাত্রদের ব্যাপারে আসামে গিয়েছিলেন? যদি জানেন মন্ত্রী মশায় তাহলে জানাবেন কি যে এইটা ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি গিয়েছিলেন কি না?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা ক্যাবিনেটের বিষয়বস্তু না। তবে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে উনি গিয়েছিলেন।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে যিনি গিয়েছিলেন তিনি ছাত্রদের পড়ার ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং কেন ব্যর্থ হয়েছেন? কি কারণে ব্যর্থ হয়েছেন?

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ছাত্ররা এখন চলে গেছেন সুতরাং বার্থতার কোন প্রশ্নই আসে না।

**শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু মাননীয় সরকার থেকে আসামে পড়তে পারবে না তার জন্য ডিবরুগড় পাঠরত ছাত্রদের কলিকাতাতে বা পশ্চিম বংগে, কাছাড়ে এবং রাজস্থানে পড়ানো যায় কি না তার জন্য সরকার থেকে যখন প্রচেষ্টা করেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি কারণ ঘটলো যার জন্য ১৯জন ছাত্র আবার তাদেরকে ডিবরুগড় পাঠানো হলো এবং এইটা পাঠানো হলো এই পাঠানো মধ্যে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে ছাত্রদেরকে কোন অ্যাসুর করা হয়েছে কি না? তাদের এ যাওয়ার মধ্যে তাদের পূর্ণ সিকিউরিটি এর ছধ্যে থাকবে? এই দুইটা প্রশ্নের উপর ক্ল্যারিফিকেশন সহ চাই।

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু দিন আগে ৬-১-১৩ইং তারিখে আসাম হইতে স্বাস্থ্য ও হোম দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী, ডেপুটি সেক্রেটারী হোম ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সহ কলেজের তিনজন ছাত্র প্রতিনিধি এবং তিনজন প্রফেসর লইয়া গঠিত একটি দল ত্রিপুরায় এসেছিল ছাত্রদের এবং অভিভাবকদের বাজী করাবানোর জন্য। ইহার ফলে ১৩জন চলে গিয়েছে এবং পূর্বেও সেখানে ৩ জন ছিল। বাকী ১ জনের মতামত এখনও জানা যায় নি।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সে একজন এখন কোথায় আছে?

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যতটুকু জানি, পরস্পর খবরে জানি এখন না কি কলিকাতায় আছে।

**শ্রীঅনিল সরকার** :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে ছাত্রদের ডিবরুগড় দেওয়া হয়েছিল তারা যাবার পর সেখানে সে ছাত্রদিগকে সেখানকার ভাষা দাংগাকারীরা কুখ্যাত র‍্যাগিং প্রথায় তাদেরকে অত্যাচার করেছে অথচ যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী গিয়েছিলেন তিনি তার কোন প্রতিবাদ করেন নি?

**মিঃ স্পীকার** :—দিস শোড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি, ছাত্ররা সেখানে চলে যাবার পর তারা হিউমিলেটেড হয়েছে কি না? মাননীয় মন্ত্রী তার প্রতিবাদ করেছেন কি না?

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইটা সেপারেট কোয়েশ্চান।

**শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আসাম থেকে যে মন্ত্রীরা—

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি আর একটা কোয়েশ্চান করতে পারেন না। পয়েন্ট অব অর্ডার। I have got one supplementary question. He can not reply like that it is a separate question. It is only for the Hon'ble Speaker to decide.

**মিঃ স্পীকার** :—আপনার প্রশ্নটা কি ছিল?

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সে ছাত্রছাত্রীরা যাবার পর তারা হিউমিলেটেড হয়েছে কিনা এবং তার কোন প্রতিবাদ করেন নি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যিনি গিয়েছিলেন এটা সত্যি কিনা?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ছেলেরা যখন সব ফিরে এসেছে তখন এর দ্বারা বুঝা যায় যে তারা হিউমিলিয়েটেড হয়েছিল যার ফলে তারা ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। যিনি মন্ত্রী হিসাবে তাদের সংগে গিয়েছিলেন, কারণ আমাদের ছেলেদের ইন্টারেষ্টা আমাদের কিছুটা দেখতে হয়, সেজন্য একজন মন্ত্রী তাদের সংগে গিয়েছিলেন। যাওয়ার পর তিনি সেখানে যতদিন ছিলেন সেখানে কোন রকম অসুবিধা হয় নি এবং যার ফলে সেখানে নর্মালসীর একটা অবস্থা বুঝতে পারা গিয়েছিল এবং সেখানে কোন গোলমাল হয় নি। তার পরের ঘটনা আমাদের ছেলেরা চলে এসে বলেছেন। তার সংগে এখানে প্রতিবাদ করার প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আসামের মন্ত্রীরা যে আমাদের ছেলেদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন তারা তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন কিনা এবং আমাদের সরকার অ্যাস্যুর্ড হয়েছেন কিনা তাদের কাছ থেকে যে তারা আমাদের ছেলেদের নিরপত্তা বিঘ্নিত হবে না?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকারের নিরাপত্তাবোধ হয়েছে কি না হয়েছে এই প্রশ্ন বোধ হয় উঠে না, কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন উত্তরে যে সেখানে একটা টীম এসেছিল যে টীমের মধ্যে মন্ত্রী, প্রিন্সিপাল এবং ছাত্র রিপ্রেজেনটেটিভ ছিল। তাঁরা ছেলেদের সংগে আলাপ করেছেন আলাপ করার পর ছেলেরা পার্সুয়েডেড হয়েছে কিংবা বুঝতে পেরেছে যে এবার হয়ত কিছু হবে না। কাজেই ত্রিপুরা সরকারের নিরাপত্তা বোধ হয়েছে কিনা এই প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী** :—স্যার, মন্ত্রী ফিরে আসার পরে ছাত্ররা হিউমিলিয়েটেড হয়েছে, সবই স্বীকার করেছেন। তারপর যখন মন্ত্রী, ছাত্র প্রতিনিধি, ইউনিভার্সিটির ভাইসচেনসেলার ইত্যাদি আসাম থেকে এলেন, তারপর তারা আমাদের সরকারকে কনভিনস করাতে পেরেছেন কিনা যে আমাদের ছেলেদের উপর আর অত্যাচার হবে না। এটা আমাদের কনসার্ন ত্রিপুরার ছেলেরা বাইরে গিয়ে হিউমিলেটেড হবে এটা আমরা সহ্য করতে পারব না।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—যে টীম এসেছিল, সেই টিমের লোকের ছাত্রদের সংগে, গার্জেনদের সংগে এবং ত্রিপুরার সরকারের সংগে আলাপ করেছেন। আলোচনা করার পর ছেলেদের এবং অভিভাবকদের ধারনা হয়েছে যে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং যেহেতু ছাত্রপ্রতিনিধিরা, অধ্যাপকেরা নিজেরা এসেছেন তখন ত্রিপুরা সরকারের এই আশ্বাসের প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে আসামের মন্ত্রীরা এসেছেন আলোচনা হয়েছে। তাতে আমাদের সরকার সন্তুষ্ট কিনা যে সেখানে ছেলেরা নিরাপদে থাকতে পারবে?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—যে ছেলেরা ফিরে এসেছে তারা যদি নিরপত্তা বোধের পরিচয় না পেত তাহলে তারা যেত না।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :—আমি সরকারের কথা বলছি।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—এখানে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ছাত্র প্রতিনিধি এসেছেন অধ্যাপক এসেছেন, তাঁরা তাদের নিয়ে চলে গেছেন। এর পর কোন প্রশ্ন উঠতে পারে বলে আমার ধারনা নাই। আগের বারে যখন নর্ম্যালসীর কথা বলা হয়েছিল তখন আমাদের একজন মিনিষ্টার গিয়েছিলেন। তারপর যখন এদের টীম এল তারা ত্রিপুরা সরকারের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে যে এটা লজ্জার ব্যাপার সেজন্য এবং ছেলেরা যেহেতু বুঝেছে যে নিরপত্তার তার কোন চিন্তা নেই এবং গার্জেনরা যারা মূলতঃ দায়ী তারাও নিশ্চিত হয়েছেন যে তারা থাক্ তখন এই ব্যাপারে আর চিন্তা নাই। আর ছেলেরা যখন আগের বার ফিরে এসেছিল তখন ত্রিপুরার সরকার অন্য জায়গায় চিঠিপত্র লিখেছেন, সেখানে নির্ভর করে বসে থাকা সংগত নয় বলে মনে করে তারা যখন অ্যাসুরেন্স পেয়েছে তখন আর এই কথা উঠে না।

**শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত** :—স্যার, এই যে এতবড় একটা ঘটনা হল যার ফলে মন্ত্রী পর্যন্ত এগিয়ে এলেন, এমন যে একটা ঘটনা হল এবং ছাত্ররা ভেবেছে যে তাদের ক্যারিয়ার নষ্ট হচ্ছে এবং ত্রিপুরা অন্য জায়গায় তাদের ভর্তির সুযোগ করে দিতে পারেন না, এই জন্য হয়ত ছেলেরা গিয়েছে। কিন্তু আমরা জানতে চাই যে যে অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন তাতে ত্রিপুরার সরকার সন্তোষ্ট কিনা। ত্রিপুরা সরকার সন্তোষ্ট হলেই আমরা সন্তোষ্ট। সেটাই আমরা জানতে চাই। না হলে এত কথার পরেও আমরা সন্তোষ্ট হতে পারি না।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরার সরকারের সংগে এরা আলাপ করেছেন এবং ত্রিপুরা সরকারের এইটুকুই দায়িত্ব যে আমরা যখন ষ্টাইপেণ্ড দিয়েছি ছেলেদের সেজন্য ত্রিপুরার সরকারের দায়িত্ব আছে যে তারা সেখানে থাক্। নিরাপত্তা বোধটা ছেলেদের এবং গার্জেনদের ব্যাপার। তবে এইটুকু আমি বলতে পারি যে ছেলেরা যেভাবে আমাদের কাছে বলেছেন যে তারা মোটামুটি আশ্বস্ত হয়েছে যে এবার কিছু হবে না সেজন্য আমরাও নিশ্চিন্ত আছি।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি মনে করেন না যে ত্রিপুরা সরকার এই দাংগাবাজদের কাজের কোন নিন্দা করেন নাই বলেই এই ছাত্ররা সাহস পাচ্ছে না সেখানে যেতে?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার কি করেছেন না করেছেন সেটি মোটামুটি ভাবে মাননীয় সদস্যদের জানা আছে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—আপনারা নিন্দা করেছেন কি না?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গুণ্ডামী যেখানে হচ্ছে হত্যা যেখানে হচ্ছে মারপিট হচ্ছে —অনেষ্ট সিটিজেন হিসাবে—সরকার হিসাবে নিশ্চয়ই তার প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং করা হবে। এর মধ্যে কোন প্রশ্ন নেই।

**শ্রীঅনিল সরকার** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—যখন দেখা গেল ডিব্রুগড় মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন মন্ত্রী নিজের উদ্যোগে ছাত্রদের নিয়ে যাওয়া হল— কিন্তু সেখান থেকে যখন টিম আসল তখন সেখানে ছাত্রদের নিরাপত্তার অভাব আছে কি না

সেজনা টিমের সংগে আলোচনা হল তখন সেই বৈঠকে কি কারণে এখানকার মন্ত্রী সভার একজন মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন না।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, এতক্ষন আলোচনার পরেও যদি এটা ক্লিয়ার না হয়ে থাকে তাহলে আমি নাচার—এই বলে এটার উত্তর আমি দিতে চাই—আমরা ছেলেদের ভবিষ্যত ভেবে চিন্তা করেছিলাম ছেলেরা এমনি যেতে পারবে না একজন মন্ত্রী গিয়ে সেখানকার অবস্থা দেখে তারপর যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে ছেলেদের সেখানে রেখে আসবো আর যদি না মনে করেন তাহলে উনি চলে আসবেন। সেই অবস্থায় মন্ত্রী ফিরে যাওয়ার পর যে ঘটনা ঘটেছে তারজন্য ছেলেরা ফিরে এসেছে—এমন কোন ঘটনা আজ পর্যন্ত ঘটেনি যে সমস্ত টিম এসেছে—যে টিমের রেস্পনসিবল যারা আছেন তারা সমস্ত গ্যারান্টি দিচ্ছে সেই অবস্থায়—যেহেতু ডিবরুগড়ের যাওয়ার পরের ঘটনাটা সেই সরকারের দায়িত্ব এবং ইনষ্টিটিউশানের রিপ্রেজেনটেটিভ এসেছে—অফিসার এসেছে—এর চাইতে নিরাপত্তা আর কি হতে পারে আর কে দিতে পারবে।

**মিঃ স্পীকার :**—শ্রীরাইমনি রিয়াং চৌধুরী।

**শ্রীরাইমনি রিয়াং চৌধুরী :**—প্রশ্ন নং ৪৩৪

**মিঃ স্পীকার :**—৪৩৪

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :**—প্রশ্ন নং ৪৩৪

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। কাঞ্চনপুর এলাকায় বর্ত্তমান বৎসরে কতজন ভূমিহীন জুমিয়াকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে ? | কাঞ্চনপুর এলাকায় বর্ত্তমান বছরে ১০৮ জন ভূমিহীন জুমিয়াকে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার প্রস্তাব আছে। |
| ২। ইহা কি সত্য যে পর পর আবেদন করা সত্বেও বহু জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইতেছে না ? | ইহা সত্য নহে। |

**শ্রীবাজুবান রিয়াং :**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সরকারী হিসাব মতে কত ভূমিহীন জুমিয়া পরিবারকে কাঞ্চনপুর এলাকায় পুনর্ব্বাসন দেওয়ার বাকী আছে এবং কবে পর্যন্ত সমস্ত ভূমিহীন জুমিয়া পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া যাইবে ?

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :**—আই ডিমাণ্ড নোটিশ। এটার জন্য আলাদা প্রশ্ন করতে হবে।

**শ্রীবাজুবান রিয়াং :**—মাননীয় স্পীকার স্যার···

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেপারেট কোয়েশ্চানের কথা বলছেন।

**শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি কাঞ্চনপুর ব্লকের পেচারথল মৌজার উজান বাঘাইছড়ির হরিমোহন তালুকদার পাড়ায় মোট ৮১ পরিবার জুমিয়াকে গত বছর ট্রাইবেল আমিন জমি জরীপ করে দিয়েছিলেন সেই অনুসারে তারা জুমিয়া পুনর্বাসনের প্রার্থনা করেছিল।

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য এটাও একটা পৃথক প্রশ্ন হওয়া উচিত।

**শ্রীসুবলচন্দ্র বিশ্বাস** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ১০৮ পরিবারকে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়ার প্রস্তাব আছে—এটা কি এই মার্চ মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে ?

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী** :—মার্চ মাসের মধ্যে—সেটি এখন প্রস্তাব আসলেই হবে… (হাস্যধ্বনি)…

**শ্রীসুবলচন্দ্র বিশ্বাস** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই যে বললেন প্রস্তাব আছে ১০৮ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার—সেটি মার্চ মাসের মধ্যে হবে কি না ?

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী** :—প্রস্তাব যখন আছে নিশ্চয়ই হবে।

**শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়** :—স্যার, এখানে মুল প্রশ্নে আছে কাঞ্চনপুর এলাকায় বর্ত্তমান বৎসরে কতজন ভূমিহীন জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে—সেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উনি বলেছেন ১০৮ জনের পুনর্বাসন দেওয়ার প্রস্তাব আছে। তাতে আমি প্রশ্নের উত্তর বুঝতে পারলাম না।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে কাঞ্চনপুর এলাকায় বর্ত্তমান বছরে কাঞ্চনপুর এলাকায় বর্ত্তমান বছরে--কথাটার একটু গুরুত্ব আছে—১০৮ জন ভূমিহীন জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়ার প্রস্তাব আছে তার মানে এই মার্চের মধ্যে অর্থাৎ এই বছরের মধ্যে শেষ হবে।

**শ্রীনরেশচন্দ্র রায়** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এতদিন পর্যন্ত—এই মার্চ মাসের আগ পর্যন্ত এই বছরে কতজনের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ?

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী** :—সেই প্রস্তাব এখনও পরীক্ষা নীরিক্ষা চলছে এবং সেটি আসলেই হবে।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এর মধ্যে ২,৫১১ এবং ৫,০২৪টি জুমিয়া ফেমিলিজ তাদের সেটেলমেন্ট দেওয়া হয়েছে ১৯৭২ ৭৩ সনে।

**শ্রীবাজুবান রিয়াং** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ১০৮ পরিবারের প্রস্তাব আছে সেগুলি কোন স্কীমের ?

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী** :—১,৯১০ টাকার স্কীমের মধ্যে আছে।

**শ্রীরাইমনি রিয়াং চৌধুরী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে কাঞ্চনপুরের ১০৮ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওযার প্রস্তাব আছে সেগুলি কোন কোন ভিলেজের বা কোন কোন রোভিনিও ভিলেজের

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী** :—উক্ত ১০৮ জনের প্রস্তাব মহকুমা শাসক (দক্ষিণের) নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এটা (গণ্ডগোল)…

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য আপনারা সকলে যদি এক সংগে কথা বলতে থাকেন—

**শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :**—স্যার, মন্ত্রী মহোদয় যদি এই রকম পেঁচিয়ে উত্তর দেন তাহলে পার্লিমেন্টারীর আর শেষ হবে না—এটা উত্তর দেওয়া হয় নি।—মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন কাঞ্চনপুর এলাকার কোন কোন ভিলেজ বা বেভিনিও ভিলেজগুলিতে এই বছর পুনর্ব্বাসন দেওয়া হচ্ছে—কাঞ্চনপুর একটা বিরাট এলাকা...

**শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :**—প্রশ্নটা জানতে চাওয়া হয়েছিল ধর্ম্মনগরের জন্য এই খাতে কত বরাদ্দ ছিল.. (গণ্ডগোল)

**শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :**—না, কাঞ্চনপুরের কথা বলা হয়েছে

**শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :**—কাঞ্চনপুর এলাকার ছোট ছোট এলাকা ভাগ করে প্রশ্ন করা হয় নি।

**মিঃ স্পীকার :**—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :**—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯১ স্যার।

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :**—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯১ স্যার।

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। তপশিলী জাতির জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ (হাউসিং লোন) দানের পদ্ধতি কি, | তপশিলী জাতির গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ দানের কোন পরিকল্পনা নাই। |
| ২। ত্রিপুরায় ১৯৭২-৭৩ সালের জন্য এই খাতে কত বরাদ্দ ছিল এবং এই আর্থিক বছরে এ পর্যন্ত কোন্ মহকুমায় কত টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে। | প্রশ্ন উঠে না। |
| ৩। ধর্ম্মনগরের জন্য এই খাতে বরাদ্দ কত ছিল (১৯৭২ আর্থিক বছরের জন্য)? | প্রশ্ন উঠে না। |

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই তপশিলী জাতিদের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য কোন সাহায্য দেওয়া হয় কি না?

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :**—তপশিলী জাতির গৃহ সংস্কারের জন্য তিনশত টাকা সাবসিডি দেওয়ার প্রকল্প আছে এবং ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বছরে মহকুমা ভিত্তিক এ্যালটমেন্ট নিয়ে প্রদত্ত হল।

**মিঃ স্পীকার :**—এটার দরকার নাই। আপনি শুধু ধর্ম্মনগরের ফিগারটা বলে দিন।

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :**—ধর্ম নগরে তিন হাজার টাকা।

**শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই তিন শত টাকা করে যে তপশিলি জাতির গৃহ সংস্কারের জন্য দেওয়া হয়, সেটা কি কি ধরণের পরিবারকে তিন শত টাকা করে দেওয়া হয়?

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :**--এটা শুধু গৃহ সংস্কারের জন্য তিন শত টাকা সরকার থেকে দিয়ে থাকে।

**শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :**—এটা কি সবাই পাবে?

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :**—না, সবাই পাওয়ার ব্যবস্থা নাই।

**শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :**—কোন বিবেচনায় সেটা দেওয়া হয়?

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :**—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে গৃহ নির্ম্মাণের যে অনুদান সেটা দেবার সময় একজন প্রার্থীকে কি কি বিচার করে বাছাই করা হয়?

**শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :** আমার উত্তর আমি পাই নাই স্যার।

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :**—এ্যালটমেন্টের ভিত্তিতে মহকুমা শাসক এবং মহকুমা অফিসার তদন্ত করিয়া সেই তদন্ত রিপোর্ট সহ তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতি উন্নয়ন সংস্থার অধিকর্ত্তার নিকট মঞ্জুর করার জন্য প্রেরণ করেন।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :**—আমার জবাব পেলাম না স্যার, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত করেন, এস, ডি. ও, তদন্ত করেন, রিপোর্ট করেন, সেটা আমার কথা নয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে কি বিচার করে তাঁরা করেন?

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :**—এটা তপশিলি জাতির মধ্যে যারা গরীব, যাদের গৃহ নির্ম্মাণের কোন সামর্থ নাই, ওদের সরকার সাহায্য দিয়ে থাকেন এই ভিত্তিতেই মহকুমা শাসক তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়ে থাকেন।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে তিন হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল, এই তিন হাজার টাকায় কতজন তপশিলী জাতি এই সাহায্য বা অনুদান পেয়েছেন?

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :**—এখনও বছর শেষ হয় নাই, এটা চলতি বছরের জন্য।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :**—কাউকে দেওয়া হয় নাই, এটা কি সত্য?

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :**—ইহা সত্য নয়।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার :**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রশ্ন ছিল, ত্রিপুরায় ১৯৭২-৭৩ সালের জন্য এই খাতে কত বরাদ্দ ছিল এবং এই আর্থিক বছরে এ পর্যন্ত কোন মহকুমায় কত টাকটা ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে--সারা ত্রিপুরায় কোন সাবডিভিশনে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে?

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :**—সদর—২৪,৬০০, খোয়াই—৭,৩০০, কমলপুর—৭,০০০, ধর্ম্মনগর—৩,০০০ সোনামুড়া—৭,১০০, উদয়পুর—৭,৯০০, অমরপুর—৪,২০০, সাব্রুম—৫,৮০০, কৈলাসহর—৩,৩০০ বিলোনীয়া—৩,০০০।

**শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :**—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে তপশিলী জাতিকে গৃহ নির্ম্মাণের জন্ম সাহায্য দেওয়া হয়, তপশিলী জাতি যদি ভূমিহীন হয়, তাহলে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য সাহায্য দেওয়া হয় কি না ?

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :**—ভূমিহীনকে দেওয়া হয় না, যাদের ভূমি আছে, তাদের মধ্যেও যারা গরীব আছে, তাদের দেওয়া হয়।

**শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে উনি গৃহ নির্ম্মাণের জন্য তপশিলী জাতিকে সাহায্য হিসাবে তিন শত টাকা করে দিচ্ছেন বর্ত্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হিসাবে তিনশত টাকা সাহায্য-এ কি তাদের হয় ?

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :**—এটাতো সাহায্য, মানে যেখানে পাঁচশত টাকা, সেখানে তার অর্দ্ধেক দেবে। এটাতো সাবসিডি।

**শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন তিনশ' টাকা সাহায্যে তাদের হয় ?

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :**—গৃহ নির্ম্মাণ খাতে দওয়া হয়। যেখানে একটা ঘর তৈরী করতে পাঁচ শত টাকা লাগে, তার অর্দ্ধেক তাকে সাবসিডি হিসাবে দেওয়া হল।

**শ্রীঅনিল সরকার :**—এই গৃহ সংস্কারের জন্য ত্রিপুরাতে কত তপশিলী জাতি দরখাস্ত করেছেন ১৯৭২-৭৩ সনে এবং কতজনকে দেওয়া হয়েছে, এই দুইটি সংখ্যা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :**—এটাতো আলাদা প্রশ্ন। ভিন্ন করে মাননীয় সদস্য প্রশ্ন দিলে উত্তর দেব।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কোন পত্র পত্রিকায় জানান হয়েছিল কি যে এই অনুদান পাওয়ার জন্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন ?

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :**—সেটা এ্যাডভাটাইজমেন্ট করতে হয় না, সেটা স্বাভাবিকভাবে ডিপার্টমেন্ট'এ দিতে হয়।

**মিঃ স্পীকার :**—শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া।

**শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :**—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯৬।

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :**—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯৬।

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) ত্রিপুরার হাসপাতালগুলিতে বর্ত্তমানে রোগীদের জন্য মাথাপিছু খাদ্যের বরাদ্দ কত টাকা ; | মাথা পিছু খাদ্যের জন্য বরাদ্দ অর্থের সীমা নাই, রোগীদের নির্দ্দিষ্ট খাদ্য দেওয়া হয়, দাম যাহাই হউক। |
| ২) এবং যে টাকা বরাদ্দ আছে, বর্ত্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সময়ে তা যথেষ্ট কিনা ? | প্রশ্ন উঠে না। |

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যারা ইনডোর পেশান্ট, তাদের গড়পরতা খাদ্য বাবত খরচ কত করতে হয় একদিনের ডায়েটের জন্য ত্রিপুরা সরকারকে কত খরচ করতে হয় ?

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন কেন্দ্রে খাদ্যের জন্য রোগীদের দৈনিক গড়পরতা ব্যয় বিভিন্ন। ভি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালে আনুমানিক—চার টাকা এবং অন্যান্য স্থানে ২.৬০ পয়সা।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এই গড়টা গত এক বছরে কত পার্সেন্ট বেড়েছে ?

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় এই কথা স্বীকার করবেন কি যে এই গড়টা না বাড়ায় আমাদের যে রোগী তাদের খাদ্যের কোয়ালিটিতে চরম অবনতি ঘটেছে ?

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথাটা ঠিক নয়।

**শ্রীঅনন্ত হরি জমাতিয়া** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, রোগীর জন্য কোন নির্দ্ধারিত নেই তাহলে আমরা কি বুঝবো স্যার, রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী যতই প্রয়োজন ততই পাওয়া যাবে ?

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে ডাক্তাররা যে প্রেসক্রিপশন করবে, কোন রোগের কোন ডায়েট সেই অনুপাতেই দেওয়া হয়।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করলে যে খরচ পড়বে সবটা ডায়েটই কি দেওয়া হবে ?

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ৬ নং পর্য্যন্ত ডায়েটের তালিকা আছে যে নং তারা উল্লেখ করেন সে অনুযায়ীই দেওয়া হয়।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ভি, বি, এবং ভি, এম,-এ ৪ টাকা আর অন্যান্য হসপিটালে ২.৬০ পয়সা এই ডিফারেন্স যে হচ্ছে এইটাতো সাঙ্ঘাতিক ডিফারেন্স। এই ডিফারেন্সের কারণ কি ?

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দামের তারতম্য হেতু এই রকম হয়ে থাকে। মূল্যের তারতম্যের ফলে।

**মিঃ স্পীকার** :—উনি বলেছেন দামের তারতম্য হেতু এই রকম হয়েছে।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :—এই যে তারতম্য কি এইটা ? বুঝি নাই।

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই টা হতে পারে আগরতলার দাম বেশী এবং মফঃস্বলে দাম কম। এই জন্য দামের তারতম্য হয়েছে।

**শ্রীসুনীল দত্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় সর্ব্বত্র প্রায় মূল্যমান একই রকম। কোন কোন ক্ষেত্রে মফঃস্বলে কোন কোন জিনিষের দাম আগরতলা থেকেও বেশী।

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে মফঃস্বলে ভেজিটেবল এর দাম কম থাকে যেমন দুধের দাম মফঃস্বলে সাধারণত কম থাকে।

**শ্রীঅনিল সরকার** :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রোগীদের যে খাদ্য দেওয়া হয় গত ডিসেম্বর মাসে প্রায় গোটা ডিসেম্বর মাস ৪ টাকা করে যে খাদ্য দেওয়ার কথা সেখানে সকাল বেলার টিফিনে ডিমের বদলে গোল আলু সিদ্ধ দিয়েছে?

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে এই তথ্য জানা নেই।

**শ্রীবিনোদ বিহারী দাস** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি এখানে বলেছেন যে ভি, এম, এবং জি, বিতে ৪ টাকা এবং মফঃস্বলে ২.৬০ পয়সা, সমস্ত রোগীর জন্য কি একই ব্যবস্থা? যারা টি, বি, পেশেন্ট তাদের জন্য কি এই ডায়েটই দেওয়া হয়?

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি গড়ের কথা বলেছি ভি, এম এবং জি, বিতে ৪টা এবং মফঃস্বলে ২.৬০ পয়সা।

**শ্রীবিনোদ বিহারী দাস** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি বলেছেন যে গড়পড়তা দেওয়া হয়। এখন যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে তাতে মন্ত্রীমশায় রাজী আছেন কি যে একটা তদন্ত কমিটি বসিয়ে সেখানে দেখা, এই টাকায় হয় কি না?

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে মূল্যের সঙ্গে ডায়েটের কোন সম্পর্ক নেই। আমি বলেছি যে ডায়েটের যে লিষ্ট দেওয়া হয়েছে সেই লিষ্ট অনুযায়ী দেওয়া হয়।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানেন কি গত মে মাসের ১লা থেকে ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত এই রেট কমানোর জন্য অফিসে রেশন সাপ্লাই বন্ধ ছিল এবং ডায়েটের রে—

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য আপনার পৃথক প্রশ্ন হওয়া উচিত।

দাম কম এই জন্য রেশন সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেছে। সেইজন্য আমার পেশেনটরা না খেয়ে রয়েছিল। কন্ট্রাক্টররা সাপ্লাই করতে রিফিউজ করেছে। আজকের দিনে ৫ টাকার মাছ, ডিম কোন কিছু স্বাভাবিক দরে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা মফঃস্বল হাসপাতালে দেখেছি। কাজেই মাননীয় মন্ত্রীমশায় স্বীকার করেন কি যে, যে দামে কন্ট্রাক্ট করা হয়েছিল সেই দামে সাপ্লাই দেওয়া সম্ভব কিনা? কাজেই তদন্ত করে এই সমস্ত রেট পালটাবার জন্য মাননীয় মন্ত্রীমশায় তদন্ত কমিটি বসাবেন কি না?

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইটা টেণ্ডার কল করা হয় এবং টেণ্ডারে যে লয়েষ্ট হয় তাকেই দেওয়া হয়।

**শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছেন যে রোগীর জন্য কোন টাকা নির্দিষ্ট নেই, আবার বলেছে টেণ্ডার কল করা হয়, যদি কোন টাকা নির্দিষ্ট না হয় তবে টেণ্ডার কল করা হয় কেন?

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টেণ্ডার কল করা হয় এই জন্য যে সমস্ত আইটেম লাগবে তার উপরেই টেণ্ডার দেওয়া হয়, রিকিউজিশন দেওয়া হয় এবং টেণ্ডার কল করা হয়।

**শ্রীবিনোদ বিহারী দাস** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন ছিল এই যে ব্যাপারটা যতটুকু গোলমেলে মনে হচ্ছে তাতে সেখানে একটা তদন্ত কমিটি বসিয়ে দেখতে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় রাজী আছেন কি না ?

**শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা যে রেট এইটা বর্তমান অবস্থায় একটু অস্বাভাবিক হতে পারে, মনে হতে পারে, এইটা সত্যি কথা। সেইজন্য নুতনভাবে টেণ্ডার এইটা ওল্ড রেট এ চলছে বলে ৪ টাকা, অ্যাভারেজ পরে যাচ্ছে নূতন টেণ্ডার কি করে, যারা সাপ্লাই করবে তারা হয়তো তাদের অবস্থা বুঝে, জিনিসপত্রের দাম বুঝে তারা নিশ্চয়ই বুঝে তারা সেইটা দেবেন টেণ্ডার কল করা হয়েছে। তার জন্য তদন্ত কমিটি হবে কি না সেইটা আজকেই ঠিক করে বলা যাচ্ছে না। এমনও হতে পারে, রোগী যখন অ্যাভারেজ যেটা করা হয়েছে, অনেক পেসেন্ট তাদের উপুস করে থাকতে হয়। সেজন্য অ্যাভারেজ করা হয়েছে। যেমন সারজিক্যাল কেস আছে, এই রকম অনেক কেস আছে, তাদের উপুস করে থাকতে হয়। কারও হয়তো ৫ টাকা কারও হয়তো ২ টাকা পরেছে প্রেশক্রিপশন অনুযায়ী এই রকম হয়ে থাকে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা সবই নূতন টেণ্ডারের মধ্যে দিয়ে দেখা হবে যে এইটা কতটুকু করা হবে কি হবে না। কাজেই তা এইটা ইম্প্রেচুর যে তদন্ত কমিটি করা হবে কি না।

**শ্রীবাজুবান রিয়াং** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে রোগীদের যে খাদ্য দেওয়া হয় এবং তাদের জন্য যে খাদ্য বরাদ্দ আছে এর মধ্যে প্রতিদিন কত ক্যালরী খাদ্য বরাদ্দ আছে ?

**মনোরঞ্জন নাথ** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি ডায়েট লিষ্ট অনুসারে দেওয়া হয়। কত নম্বর ডায়েট লিষ্ট বললে আমি দিতে পারব।

**মিঃ স্পীকার** :—শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত।

**শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত** : -কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০৪।

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী** : মাননীয় স্পীকার, স্যার কোয়েশ্চন নাম্বার ৫০৪।

**প্রশ্ন**

১। ত্রিপুরার তপশালি জাতির লিষ্টভুক্ত হওয়ার জন্য কৈবর্ত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মালো জাতি কোন আবেদন সরকার পাইয়াছেন কিনা এবং

২। যদি হয়, সরকারের কি সিদ্ধান্ত এই ব্যাপারে ?

**উত্তর**

১। হ্যাঁ।

২। বিগত ১২।১০।৬৮ সালে পার্লামেন্টে জয়েন্ট কমিটির সংগে আলোচনার পর ত্রিপুরা সরকার জালো, মালো এবং মল্লবর্মণ সম্প্রদায়কে তপশীল জাতির লিষ্টভুক্ত করার জন্য ১৯৬৭ সালে প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলে সুপারিশ করিয়াছেন। ঐ বিল এখনও পার্লামেন্টে পাশ হয় নাই।

**শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত** :—স্যার, এর জন্য যে কমিশন আছে তারা তাদের রিক-মেণ্ডেশান সিডিউল কাষ্টের লিষ্টে এটা এনক্লুড করেন। এটা বিল হয়না। যাই হোক আমার প্রশ্ন হচ্ছে সরকার এটা জানেন কি যে এডুকেশন অব সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে তারা ১০।৬।৬১ ইং তরিখে ১৩।৯।৭১ এস সিপি (১) ডেটেড ১০।৬।৭১ এ একটা সার্কলার বিভিন্ন ষ্টেটে সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার এবং এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে পাঠিয়েছে। সেই সাকুলারে তারা বলেছেন ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে যারা সিডিউলড কাষ্ট বলে গণ্য হবে তাদের পার্শ্ববর্তী বা অন্যান্য রাজ্যেও গণ্য করার জন্য এই সাকুলার দেওয়া হইয়াছে। ত্রিপুরা সরকার কি এই সাকুলার পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তা হলে জালো যারা তারা ইনক্লুডেড হয়েছে এবং মালরা ইনক্লুডেড হয়নি, তাহলে গভর্ণমেন্ট এই সাকুলার বলে অবিলম্বে এদের সিডিউলড কাষ্ট বলে ঘোষণা করবেন কিনা?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এক সংগে এতবড় একটা প্রশ্ন করলে সেটা উত্তর দেওয়া কঠিন।

**মিঃ স্পীকার** :—আপনার প্রশ্নটা সংক্ষেপে করুন।

**শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত** :—আমি ক্লীয়ার করলাম যে সাকুলার যেটা এসেছে তাতে সরকারের দৃষ্টি পড়েছে কিনা? যদি না পড়ে থাকে তাহলে এখন দৃষ্টি দিয়ে সেটা কার্যকরী করবেন কিনা?

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী** :—এটা পরে খোঁজ করে জানানো হবে।

**শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে শব্দকর বা বাদ্যকর সম্প্রদায় ত্রিপুরাতে একটা জাতি আছে তারা এখনও তপশীলভুক্ত হয় নাই। কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামে তাদের তপশীলভুক্ত জাতি বলে গণ্য করা হয়। মাননীয় সদস্য তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত যে সাকুলারের কথা বললেন সেই সাকুলার বলে শব্দকর যারা আছে তারা অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থায় জীবন যাপন করে। তাদের অবিলম্বে তপশীল জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা?

**শ্রীহরিচরণ চৌধুরী** :—সেটা আলাদা প্রশ্ন করা উচিত।

**শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত** :—স্যার, আমি তো একটা চিঠির কথা বললাম যে এইরকম যদি সরকারী চিঠি থাকে তাহলে তারা সেই চিঠির এফেক্ট দিবেন কিনা?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলি তোলা হয়েছে সেগুলি বিশদভাবে দেখে হাউসের সামনে রাখা হবে। একটা অসুবিধা হয়ত হয়েছিল যে প্রশ্নটার উত্তর হয়েছে এখনে, সেটা হল ইউনিয়ন টেরীটরি হিসাবে আমাদের কতগুলি রিক-মেণ্ডেশান দিতে হয় এবং সেটা লিষ্টভুক্ত করা হয় কেন্দ্র থেকে। এটা কি হয়েছে সেটা সবটা মিলিয়ে এবং আশে পাশে যা আছে এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যদি এইরকম কোন জাতি থাকে তাহলে তাদের ডেফিনিটলী করা হবে।

**শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :**—আমি যতটুকু জানি মালো কমিউনিটি থেকে যে রিপ্রেজেনটেশান দিয়েছে সেখানে তারা এই চিঠির কথা উল্লেখ করেছে। সেই রিপ্রেজেনটেশান তাঁদের দৃষ্টিতে পৌঁচেছে কিনা? আমার কাছে একটা কপি আছে তাদের রিপ্রেজেনটাশনের তাতে দেখা যায় তারা এই চিঠির কথা মেনশান করেছেন। সেইরকম চিঠি তারা পেয়েছেন কিনা?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**—মাননীয় স্পীকার, স্যার যে রিপ্রেজেনটেশন আছে তারপরেও কতগুলি জিনিষ করার দরকার আছে। সার্কুলারের পার্শ্ববর্তী রাজ্যের কথা রয়েছে। সেগুলি তারা কিভাবে ডীল করেছেন সেটা ও পরীক্ষা করে দেখার আছে। কাজেই এটা দেখে করা হবে।

**মিঃ স্পীকার :**—শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :**—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩৬।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**—মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩৮।

প্রশ্ন

১) গত আর্থিক বৎসরে (১৯৭২-৭৩ সনে) সরকারী কর্ম্মচারীদের অভার টাইম খাতে কত টাকা খরচ হয়েছে?

২। অভারটাইম বন্ধ করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

উত্তর

১। গত আর্থিক বৎসরে (১৯৭২-৭৩) সরকারী কর্ম্মচারীদের অভারটাইম বাবত ১৩,৮৫,৪৮১ ৪১ পয়সা খরচ হইয়াছে। সেটা অ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীয়েট হিসাব বাদে।

২। সরকারের কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই যে ওভারটাইমের হিসাব, তার মধ্যে সমস্ত ক্লাস ফোর এমপ্লয়ীজ, ম্যানেজারিয়াল ষ্টাফ, চৌকিদার, হোমগার্ড এদের অভার টাইম দেওয়া হয় কিনা?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, ওভারটাইমের খরচ যা করা হয়েছে তাই দেওয়া হয়েছে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে চেয়েছিলাম মাননীয় মন্ত্রীর কাছে—কতগুলি কেটিগরিজ অব গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ আছে—যারা বিশেষ করে ক্লাস ফোর কেটাগরির অন্তর্ভুক্ত তারা ওভার টাইম পায়না সেটি সত্যি কিনা এবং যদি না পায় তবে কি কারণে পায় না।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা হল গত আর্থিক বছরে সরকারী কর্মচারীদের ওভার টাইম বাবদ কত খরচ হয়েছে এবং আমি বলেছি ১৩,৮৫,৪৮১.৪১ টাকা।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে টাকাটা ১৩ লক্ষ এই টাকাটা কাদের দেওয়া হল এটা ক্লাস ফোর কত পেল ক্লাস থ্রি কত পেল ?

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য আপনি ব্রেক আপ চাইছেন......

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—হ্যাঁ, ক্লাস থ্রি কত পেয়েছে ক্লাস ফোর কত পেয়েছে সেই ব্রেক আপটা আমাকে দিন স্যার।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে সরকারী কর্মচারীরা মোট কত পেয়েছে সেটিই জানতে চাওয়া হয়েছে উনি যেটি চেয়েছেন সেটির জন্য আলাদা প্রশ্ন করতে হবে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই প্রতিশ্রুতি দেবেন কি যে ওভারটাইম সমস্ত কেটিগরিজ অব এমপ্লয়িজ তারা সবাই পাবে যারা ওভার টাইম করেন এই প্রতিশ্রুতি আপনি দেবেন কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমাদের সরকারের আইন আছে যাদের দওয়া যায় তাদেরই তাদের দচ্ছে।

**Mr. Speaker**—Now the question hour is over. The Ministers may lay on the Table of the House to the reply to the Unstarred Questions and also to starred Questions which were not answere l orally.

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কালীপদ ব্যানার্জী মহাশয়ের একটি কোয়েশ্চান ছিল ১৩।৩।৭৩ ইং তারিখে সেটির উত্তর এখন আমি টেবিলে লে করছি।

**Mr. Speaker** : —Yes, you may please lay it on the table of the House. There are two Calling Notices to which the Minister concerned agreed to make a Statement today the 20th March, 1973. First, I would call the Minister-in-Charge of the Police Department to make a statement on the Calling Attention Notice of Shri Jitendra Lal Das of 14. 3. 73 :—

**গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ ইং তারিখের বিলোণীয়া শহরের বাজারে কয়েকজন দোকানদারের উপর কিছু সংখ্যক সি, আর, পি, পার্সনেল-এর দুর্ব্যবহার ও হামলা সম্পর্কে।**

**শ্রীমন্মথময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী বিলোনীয়া বাজারে গোলমাল শুনার পর দিনই যাহাতে উত্তেজনা বৃদ্ধি না পাইতে পারে তজ্জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ও সি, আর, পি,র কমান্ডেন্ট একযোগে বিলোনীয়া বাজার পরিদর্শন করেন। ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয় যে সাধারণ ব্যাপার নিয়া বিলোনীয়া বাজারের কয়েকজন দোকানদার ও সি, আর, পি-র কয়েকজন লোক আহত হন। এই ব্যাপারে বাজারের দোকানদারগণ বা সি, আর, পি, পার্সোনেল দায়ী তাহা নিরূপিত হইবে পুলিশ কর্তৃক

তথ্যানুসন্ধানের পর—উভয় পক্ষই থানায় অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ করিয়াছেন এবং তৎ মূলে থানার পুলিশ অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ঘটনা সত্য এবং কে দায়ী তাহা পুলিশ অনুসন্ধানেই নিরূপিত হইবে। তবে সরকার সঙ্গে সঙ্গেই যথোপযুক্ত প্রতিবিধান করিয়াছেন। পুলিশ সুপার ও কম্যাণ্ডেন্টের সম্মিলিত পরিদর্শনে উত্তেজনা প্রশমিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া সি, আর,পি, প্লেটুনকে অন্যত্র পরিবর্তন করা হইয়াছে এদিকে সি, আর, পি, কর্তৃপক্ষ নিজের লোকদের মধ্যে কে দোষী নির্দ্ধারণ জন্য একটি কোর্ট অব এনকোয়ারী বসাইয়াছেন (ইহা তাঁহাদের নিজস্ব বিষয়)। জানা যায় ২৪।২।৭৩ ইং রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকায় সি, আর, পি, ও বিলোনীয়া বাজারের লোকদের মধ্যে সাধারণ মারপিট হয়। ফলে জনসাধারণের মধ্যে ৫ জন আহত ও সি, আর, পি,র ৩ জন আহত হন এবং চিকিৎসার পর তাহাদিগকে হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

নিম্নলিখিত মতে দোকানদার ও সি, আর, পি, বিলোনীয়া থানায় নালিশ করেন :—

২৪।২।৭৩ ইং রাত প্রায় ৯-০৫ মিঃ সময় শ্রীহরিশঙ্কর দত্ত নামে এক তরকারী বিক্রেতা বিলোনীয়া থানায় এক নালিশ দায়ের করে। অভিযোগ প্রকাশ দুইজন সি, আর, পি,র লোক মদে নেশাগ্রস্ত হইয়া তাহার সহিত তর্কাতর্কি করে এবং তাহাকে গালিগালাজ করে এবং কিছুপরে ৬ জন সি, আর, পি,র লোক সাদা পোষাকে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং নিজেদের কোমর বন্ধনীর দ্বারা দোকানদারকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে ফলে ৫ জন আহত হয়। এই অভিযোগমূলে বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩/৩২৩ ধারা বলে ১৩(২) ৭৩ কেস এজেলা ভুক্ত করা হয়।

অন্য দিকে বিলোনীয়া সি, আর, পি, ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক (O. C.) ২৪।২।৭৩ইং তারিখ রাত্রি ৯-১০ মিঃ আর একটি পালটা নালিশ বিলোনীয়া থানায় দায়ের করে। নালিশের মর্ম্মমতে দেখা যায় যে যখন সি, আর, পি,র কয়েকজন লোক বাজারের ভিতর দিয়া যাইতেছিল তখন বাজারের লোক তাহাদিগকে বিদ্রূপ করে এবং অশ্লীল ভাষায় গালি গালাজ করে কিন্তু সি, আর, পি,র লোক পালটা উত্তর দিতে উদ্যত হইলে বাজারের লোক এবং সি, আর পি, লোকদের মধ্যে বচসা হয় এবং তখন প্রচণ্ড হট্টগোল সৃষ্টি হয় এবং ৩ জন সি, আর পি,র লোক আহত হয়। বিলোনীয়া সি, আর, পি ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত উক্ত কার্য্যকারকের নালিশ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩/৩২৫ ধারা মূলে ১৪(২)৭৩ নং মোকদ্দমা এজেলা ভুক্ত করা হয়।

**শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :—** পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে সি, আর, পির লোক বাজারে শঙ্কর দত্ত নামে দোকানদার তার দোকানে মাল খরিদ করতে গিয়ে জোর করে দোকানদারকে দাম না দিয়ে চলে যায়। এবং পরে সাদা পোষাকে আরও কয়েকজন সি, আর, পি,র লোক এসে দোকানদারকে মারধোর করে এই বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—** এই সম্পর্কে ষ্টেটমেন্ট বলা হইয়াছে তদন্ত চলছে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—** মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি সেদিন বাজারবার ছিল এবং এতে বহু দোকানদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেজন্য বিলোনীয়ার দোকানদারগণ সরকারের কাছে আবেদন করেছে—যদি অবগত থাকেন তাহলে তাদের সাহায্য দেওয়া হবে কি ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—** এই প্রশ্নের জবাবও এর মধ্যে আছে—যেহেতু তদন্ত চলছে কাজেই এই সম্পর্কে কোন কথা বলা যাচ্ছে না।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন এই ভাবে দলবদ্ধ ভাবে সি, আর, পি,র আক্রমণ শুধু বিলোনীয়ায় নয় ত্রিপুরার গ্রামে যেখানে ঘন বসতিপুর্ণ এলাকা আছে সেখানে গিয়ে এই রকম মার ধোর করছে। এখানে একজন গেল তাকে পিটানো হল সেটি আলাদা কথা, কিন্তু আমি আমার ক্যাম্পে চলে গেলাম গিয়ে সেখান থেকে সমস্ত দল নিয়ে এসে বেপোযারা আক্রমণ করলাম দুটোব সিরিযাসন্যাসটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উপলব্ধি করেন কি না।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, যেহেতু দুই পক্ষই অভিযোগ করেছে তদন্ত চলছে কাজেই এই সম্পর্কে কিছুই বলা যাচ্ছে না। আর অন্যত্র যদি কিছু ঘটনা ঘটেও থাকে সেই সম্পর্কে আমাদের বিধানসভায় মাননীয় সদস্যরা এত সচেতন যে প্রায় সবগুলিরই কলিং এটেনশান নোটিশ আসে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব যেহেতু দুই পক্ষই অভিযোগ করেছেন, সেই হেতু তদন্ত ছাড়া কোন কিছু বলা যায় না।

**শ্রীনৃপেন্দ্র ক্রবর্ত্তী :—** মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে ত্রিপুরায় সি, আর, পি ইউনিট আনার কি প্রয়োজন এব এস সি, আব, পি প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাবেন কি ?

**মিঃ স্পীকার :—** দিস ইজ নট এ্যাট অল রিলিভেন্ট টু দিস কোয়েশ্চান।

**শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—** ফেব্রুয়ারী মাসে বিলোনিয়ায় সি, আর, পি,র সংগে এই ঘটনা হয়েছিল, এটা রাত কয়টায় হয়েছে ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—** এটা আগেই ষ্টেটমেন্টে বলা হয়েছে।

**মিঃ স্পীকার—** সময়ের কথা তিনি বলছেন।

**শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—** সাড়ে আটটার সময় সি, আর পি ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কি না। আমরা জানি সি, আর, পি ক্যাম্প থেকে জেনারেলী ঐ সময় বেরুতে পারেনা। কাজেই ঐ টাইমটায় পারমিশান নেওয়া হয়েছিল কি না ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—** সি. আর, পি—এরা তাদের নিজস্ব নিয়মানুযায়ী চলে, ছুটির সময় কি ভাবে তারা চলে, সেটা আমাদের কাছে থাকার কথা নয়।

**Mr.Speaker :—** Second I would Call the Minister in-charge of General Administration Department to make a statement on the Calling Attention Notice of Shri Sushil Ranjan Saha of 14. 3. 73.

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগে কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ-টা পড়ে নেব, তাহলে সুবিধা হবে।

'অমরপুর বিভাগীয় অফিসে গত ২৮।২।৭৩ ইং হইতে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীগণের মহকুমা অফিসারের অফিস কক্ষ বর্জন ও এই কারণে জনগণের হয়রানি সম্পর্কে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, অমরপুর মহকুমা শাসক শ্রী এম এল, রায় তাঁহার অফিসের হেড ক্লার্ক ভিন্ন অন্যান্য ষ্টাফের সততা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন এই অভিযোগে অমরপুর মহকুমা অফিস ষ্টাফ উত্তেজিত হন এবং এই ব্যাপারে গত ২৮।২।৭৩ ইং তারিখে উক্ত ষ্টাফ কাজ করিতে অস্বীকার করিয়া অমরপুর মহকুমা অফিসে একটি বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করেন। ঐ সময় যে সকল জনসাধারণ নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী অঞ্চল হইতে তাহাদের নানাবিধ অফিস সংক্রান্ত কাজে অফিসে উপস্থিত ছিলেন তাহারা ঐ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইলে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। তখন কর্মচারীদের মধ্যে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন অংশের এবং কোন কোন অফিসারের প্রচেষ্টায় কাজকর্ম স্বাভাবিক ভাবে সুরু হয়। এ সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে।

উক্ত ঘটনা সম্পর্কে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসক মহকুমা শাসক শ্রীরায়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ঐ কথিত উক্তি করিয়াছিলেন বলিয়া অস্বীকার করেন এবং বলেন যে ওভার টাইম এ্যালাউয়েন্স দেওয়া, সঠিক সময়ে অফিসে উপস্থিত হওয়া, সরকারী বাড়ীতে থাকিলে ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তাহার কড়াকড়ির জন্য ঐ অফিস ষ্টাফ ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং এই বিষয়ে তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য কিছু একটা অজুহাতের সন্ধানে ছিলেন।

অমরপুর মহকুমা অফিসের কাজকর্ম বর্তমানে স্বাভাবিক ভাবেই চলিতেছে, তবে কোন কোন ষ্টাফ মহকুমা শাসকের অফিসে কাজকর্মের ব্যাপারে কোন কোন ক্ষেত্রে অসহযোগিতার মনোভাব পোষণ করিয়া চলিতেছে বলিয়া জানা যায় এবং এই সম্পর্কে তদন্ত করা হইতেছে।

**শ্রীসুনীল রঞ্জন সাহা** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ২৮শে ফেব্রুয়ারীতে এই ঘটনা ঘটেছে আর আজকে ২০শে মার্চ্চ, ২১ দিন আগে এই ঘটনা ঘটেছে, ট্রাইবেল ইনস্পেক্টার, ফুড ইনস্পেক্টার, ইত্যাদি এই তিন চার জন ছাড়া, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী কাজে যোগদান করেছেন না, তাতে জনসাধারণ এই খরা পরিস্থিতে ষ্টেট রিলিফের কাজের জন্য, তারা মহকুমা শাসকের অফিসে আসেন খয়রাতি সাহার্য্যের জন্য, কৃষি দাদন ইত্যাদির জন্য যখন আসেন, তখন কোন কর্মচারীকে ডাকলে মহকুমা শাসকের অফিসে না যাওয়াতে জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা, তাঁরা ঠিক ঠিকভাবে সার্ভিস পাচ্ছে না, ইহার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

**মিঃ স্পীকার** :—এটা প্রশ্নে দাড়িয়েছে, এটা ক্ল্যারিফিকেশান নয়।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী**:—কলিং এ্যাটেনশান নোটিশে ছিল জনগণের হয়রানি, এই ২১ দিনে কিছু হল না। এই ২১ দিনে যখন কিছুই হল না, গভর্ণমেন্ট এটাকে খুব ভাল দৃষ্টিতে দেখছেন না।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত**: মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে স্টেটমেন্টে বলা হয়েছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করা হচ্ছে, সব কিছুতে অসহযোগিতা করা হচ্ছে এটা সেই ষ্টেটমেন্টে নাই। কাজেই এ যে ব্যাপারে মাননীয় সদস্যের যে মনোভাব সেটা খুব একটা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের কাছে এরকম কোন সংবাদ আসেনি। তবে ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখ জনক, বিশেষ করে এই অবস্থায়। এই সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট বিশেষভাবে তদন্ত করছেন, কারণ এটা জনসাধারণের এবং সরকারী কর্মচারীদের মধ্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী**:—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি এই যে এস, ডি-ওর দুর্ব্যবহার, এ সম্পর্কে জনসাধারণেরও যথেষ্ট অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। এটি ও যেন তদন্তের অন্তর্ভুক্ত হয়, এই জন্য আমি এখানে বলছি।

## QUESTION OF BREACH OF PRIVILEGE

**Mr. Speaker** :—I have received a notice from Shri Chandra Sekhar Dutta, MLA regarding breach of privilege.

The fact of the question is that the Editor, 'RUDRABEENA' has published the news in its issue dated 16. 3. 73 under caption —"অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণ করা অভিনব পদ্ধতি—অভিযোগ ধামাচাপা পড়া সন্দেহাতীত সত্য নং"।

and this has committed a breach of privilege of the Committe members, its chairman and the House.

Under rule 154 of the Rules of Procedure and Conduct of Business I refer the case to the Committee on Privilege for examination, investigation or report and acquant the House therefof.

## PRESENTATION OF BUDGET ESTIMATE FOR 1973-74

**Mr. Speaker** .—Next business of the House is the Presentation of Budget Estimate for 1973-74. Now I call on Shri Debendra Kishore Choudhury, Finance Minister to present before the House, the Budget Estimate for 1973-74.

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী**:—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার মনে হয় রীসেস গিয়ে বাজেট আরম্ভ হলে ভাল হত না? কারণ ব্রেক পড়লে অসুবিধা হয়, এখন যদি রীসেস দিয়ে দেন ..

**শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত**:—আমাদের এখনও আরও ৪০ মিনিট টাইম আছে।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :** —প্রয়োজন হলে আমরা টাইম এক্সটেন্ড করে দিয়ে দেব, আমরা তারপর দুইটার জায়গায় না হয় তিনটায় আবার বসব।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :**— এনি হাউ ব্রেক যাতে না পড়ে।

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় সদস্যরা যদি বলেন, রিসেসের পরেই আরম্ভ হবে।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :** অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ এবং ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরের বাজেট বরাদ্দ পেশ করছি।

**শ্রীনরেশ রায় :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজেট স্পীচের একটা বই আমাদের কাছে বাজেট স্পীচের আগে দিলে ভাল হয় এবং আমরা আরও মনোনিবেশ করতে পারি। প্রত্যেক মন্ত্রী মহাশয়ের কাছেই একটা একটা কপি দেখছি এবং পাশে অফিসারদের হাতেও দেখতে পাচ্ছি। আমরা কেন পেলাম না তা বুঝতে পারলাম না। আমরা পেলে এই পড়াশুনা এবং দেখা এই দুই থেকে বঞ্চিত হতাম না।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ**—আপনারা লাইব্রেরী থেকে নিয়ে নেবেন। বাজেট স্পীচের আগে বই দেওয়া হয় না।

আমি ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ এবং ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরের বাজেট পেশ করছি।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**— ২। আমাদের পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের একটি আর্থিক বৎসরের পূর্তি ও আশা-আকাঙ্খামণ্ডিত আরো একটি বৎসরের শুভারম্ভ হিসাবে এই বাজেটকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বর্তমান বৎসরটি আমাদের নিকট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—কারণ এটি হল চতুর্থ পরিকল্পনাকালের সর্বশেষ বৎসর, আর, যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই রাজ্যের সর্বতোমুখী উন্নয়নের আশা আমরা করছি—সেই পরিকল্পনার জন্য প্রারম্ভিক কাজগুলোও এই বৎসরই করে যেতে হবে। কেন্দ্র থেকে এই রাজ্যের জন্য যে অর্থ সংস্থান করা হয় সে সম্পর্কে ষষ্ঠ অর্থ কমিশন বিবেচনা করবেন—এই কথা আমি গত বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলাম। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে এই রাজ্যের জন্য স্মারকলিপি অর্থ কমিশনের নিকট প্রেরণ করেছেন।

৩। এই মরশুমের আগাম বর্ষণ আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক—কারণ, ক্রমাগত খরা আমাদের দুর্দশাই এনেছে; ইতস্তত. বিক্ষিপ্ত জমিজমা ও পিপাসার্তদের মুখে এই বর্ষণ বহু আকাঙ্খিত বারি সিঞ্চন করেছে। জনগণের এই দুর্দশা লাঘবের জন্য কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের ব্যবস্থা গ্রহণে ও ত্রাণ ব্যবস্থাদি নিতে সরকার কোন উপায়ই বাদ রাখেন নাই। সু-বৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সুষম কৃষি কার্য সম্ভব হলে কৃষকগণ অগ্রগতির পথ ধরে চলতে সক্ষম হবেন বলে আশা করি। যত দীর্ঘস্থায়ীই এই খরা হওক না কেন সরকার তার মোকাবিলা করতে

বদ্ধপরিকর। সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে নির্দেশ রেখেছেন তা' পূর্ণ করার জন্ত এই সরকার সংকল্পবদ্ধ।

৪। আমরা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, আমাদের এই রাজ্যের ওভারড্রাফট (অতিরিক্ত গৃহীত টাকার পরিমাণ) গ্রহণ সম্পর্কে কোনরূপ সমস্যা নেই। তা'ছাড়া ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরে সুদ সহ দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ওয়েজ এণ্ড মিনস্ অ্যাডভান্স (উপায় উপকরণ সম্পর্কিত আগাম) আমরা ইতিমধ্যে পরিশোধ করে দিয়েছি।

৫। বার্ষিক আর্থিক বিবরণীতে আয় ও ব্যয়ের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে এবং পরবর্তী আর্থিক বৎসরের প্ল্যান ও নন প্ল্যান আয় ও ব্যয় সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিয়ে আমি এখন সংক্ষেপে আলোচনা করব। আগামী বৎসরে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ২৫ কোটি ৪৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা ধরা হয়েছে; অপরপক্ষে সংশোধিত বরাদ্দে চলতি বৎসরে রাজস্ব আয় ২৪ কোটি ২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় করের বিভাজনযোগ্য অর্থভাণ্ডার থেকে অতিরিক্ত অংশ পাওয়ায় এবং রাজস্বখাতে আয় বৃদ্ধি হওয়ার ফলস্বরূপ এই বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। বর্তমান বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ থেকে আগামী বৎসরের রাজস্ব খাতে ব্যয়ের নীট পরিমাণ অতিরিক্ত ৬ কোটি ১৭ লক্ষ ২ হাজার টাকা দেখা যাবে। এর প্রধান কারণ সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ কর্মে অতিরিক্ত ব্যয় (৩ কোটি ২ হাজার টাকা)। বাজেট বরাদ্দে মুলধনীখাতে ব্যয়ের পরিমাণ ১১ কোটি ২৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা; সে ক্ষেত্রে বর্তমান বৎসরে সংশোধিত বরাদ্দে ঐ ব্যয়ের পরিমাণ ৯ কোটি ৭৯ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। এর প্রধান কারণ হ'ল নিম্নলিখিত খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ:

| | |
|---|---|
| ১। পূর্ত | —টাকা ১ কোটি ৯৭ লক্ষ |
| ২। শিল্প | —টাকা ৩৩ লক্ষ |
| ৩। অপরাপর | —টাকা ২১ লক্ষ |

৬। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভিক কাজগুলোর সূত্রপাত করার বৎসর হ'ল বর্তমান বৎসরটি এবং এই বৎসরটি হ'ল চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ বৎসর; মাননীয় সদস্যগণ জেনে আনন্দিত হয়েছেন যে পরিকল্পনা কমিশন ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরের জন্য ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে ত্রিপুরার জন্ত যত বরাদ্দ হয়েছে—বর্তমান বৎসরের বরাদ্দ সবচেয়ে বেশী।

**পরিকল্পনা ব্যয়:**

৭। এক্ষণে আমি ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরের বার্ষিক পরিকল্পনাকালে কতিপয় দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু বলব।

১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতে বাজেট বরাদ্দ নিম্নরূপ :

| | | সংশোধিত বরাদ্দ ১৯৭২-৭৩ | | বাজেট বরাদ্দ ১৯৭৩-৭৪ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১) | সাধারণ শিক্ষা | টাকা | ৮০·০০ লক্ষ | টাকা | ১৩০·০০ লক্ষ |
| ২) | কারিগরী শিক্ষা | ,, | ৮·০০ ,, | ,, | ১২·৮০ ,, |
| ৩) | চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য | ,, | ২২·৯০ ,, | ,, | ৪১·৭০ ,, |
| ৪) | কৃষি কর্ম্মসূচী | ,, | ১১৭·১৯ ,, | ,, | ৩১০·০১ ,, |
| ৫) | সমবায় ও সমষ্টিউন্নয়ন | ,, | ২১·৭৪ ,, | ,, | ৩৬·৬০ ,, |
| ৬) | সেচ ও বিদ্যুৎ | ,, | ২০৬·০০ ,, | ,, | ২৭১·০০ ,, |
| ৭) | শিল্প ও খনি | ,, | ১৯·০৭ ,, | ,, | ৫৭·৭৫ ,, |
| ৮) | পরিবহন ও যোগাযোগ | ,, | ১৩০·১১ ,, | ,, | ১৭৯·৮৮ ,, |
| ৯) | জল সরবরাহ | ,, | ৩৫·৫০ ,, | ,, | ৪৫·৩৮ ,, |
| ১০) | অনুন্নত সম্প্রদায় কল্যাণ | ,, | ২৫·৪৫ ,, | ,, | ২৭·৪৬ ,, |
| ১১) | অন্যান্য | ,, | ৪০·৯৪ ,, | ,, | ৪৭·৪২ ,, |

৮। মাননীয় সদস্যগণ উক্ত বাজেটে নজর করলেই দেখতে পাবেন যে সমস্ত প্রকারের সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কাজে বর্ত্তমান বৎসরের বরাদ্দ পূর্ব্বের তুলনায় বেশী।

**শিক্ষা :**

৯। ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরের পরিকল্পনা বরাদ্দ লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ ৬২·৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪০০টি নিম্ন বুনিয়াদ বিদ্যালয়, ১৫টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়,৩টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৭টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু করার প্রস্তাব রয়েছে। যথোপযুক্ত সময়ে যাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত কেন্দ্র গড়ে উঠে সেদিকে লক্ষ্য রেখে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের প্রসার করা হচ্ছে। পঞ্চম পরিকল্পনাকালে প্রাথমিক শিক্ষা সকলেই যাতে পেতে পারেন—অনুরূপ একটি পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে কতসংখ্যক শিশুর নাম তালিকাভুক্ত হয়নি তা'নির্ণয়ের জন্য শিক্ষা অধিকার থেকে তা' ব্যাপকভাবে জরীপ করে দেখা হচ্ছে, এই কাজ সত্বরই নিষ্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সংখ্যাগত ও গুণগত উৎকর্ষ অর্জন করাই হ'ল পরিকল্পনাটির সামগ্রিক উদ্দেশ্য।

**চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য :**

১০। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যখাতে ৮২ শতাংশ বর্দ্ধিত বরাদ্দ রয়েছে। এই বৎসরে বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্দ্ধন করা হবে এবং রোগ নিরাময় ও রোগ নিরোধক কাজে সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। দূরবর্ত্তী অঞ্চলের মহারাণী, ছাওমনু ও নাহারনগরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে এবং যথাসময়ে ঐগুলিতে কাজ শুরু করা হবে। বর্ত্তমান ১০৫টি ডিসপেনসারীর সঙ্গে ৩টি এলোপ্যাথিক, ৩টি আয়ুর্ব্বেদিক এবং ৫টি হোমিওপ্যাথিক কেন্দ্র সংযোজন করা হবে। আরো একটি নতুন ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে।

গোবিন্দ বল্লভ হাসপাতালটিকে মেট্রোপলিটান হাসপাতালের সমকক্ষ করে তোলার জন্য অতিরিক্ত রোগ-নির্ণায়ক এবং প্রতিষেধক কাজের সম্প্রসারণ করা হবে। বিশেষজ্ঞের অধীনে ক্যান্সার রোগের নির্ণয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সম্ভব এমন একটি ক্যান্সার চিকিৎসা চালু করা হবে। শিশুদের সাধারণ বৃদ্ধি এবং শরীরের উন্নতি ও পুষ্টি কর্ম্মসূচী সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার প্রস্তাব রয়েছে। বিলোনীয়া ও সাবরুম হাসপাতালে রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা হবে।

১১। পরিবার-পরিকল্পনা কাজের জন্যও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

**বিদ্যুৎ :**

১২। সাধারণভাবে রাস্তাঘাট এবং গৃহনির্মাণ সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে চাইছি না। আমি বিদ্যুৎ পরিকল্পের ১৩১-মূলধনী বরাদ্দ সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করতে চাই। পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য "ইনফ্রা-স্ট্রাকচার" গঠনের বিষয়ে বিদ্যুৎ শক্তিই হল মূল শক্তি। পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ শক্তি ভিন্ন কৃষি ও শিল্পের বিকাশ সম্ভব নয়। চাষের জমিতে জলসেচের জন্য এবং শিল্প কর্মসূচীর অগ্রগতির জন্য যথাসময়ে বিদ্যুৎ গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হবে। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কাজটি বড় মন্থর ও কালক্ষয়ী এবং এর প্রজনন কালও দীর্ঘ। বিদ্যুৎ খাতে ৭৫ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগরতলা ও ধর্মনগরের সাব ষ্টেশন দুইটি বর্তমানে তৈরী হয়ে গিয়েছে। পোলাও থেকে ট্রানসফরমার আগামী বৎসরের মধ্যে এসে পৌঁছুবে বলে আশা করা হচ্ছে, ঐ ট্রানসফরমার চালু হয়ে গেলে আরো আট মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি ত্রিপুরায় পাওয়া যাবে।

**বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জলসেচ :**

১৩। সংশোধিত বরাদ্দ থেকে আগামী বৎসরে ১০০—মূলধনী বরাদ্দে ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত টাকা ধরা হয়েছে। বিলোনীয়া, সোনামুড়া এবং কৈলাসহরের জন্য উপযুক্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কুড়িটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে, ঐগুলি আগামী বৎসরের মাঝামাঝি সম্পন্ন হবে। দীর্ঘকালীন বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যা সম্পর্কে ভারত বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন অবহিত রয়েছেন এবং তাদের সুপারিশ পাওয়া মাত্রই আমাদের বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্ম্মসূচীগুলি ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে এবং পরবর্ত্তী বৎসরগুলিতে কার্য্যকর করা হবে।

**ক্ষুদ্রসেচ :**

১৪। আগের বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পে ৯৫-মূলধনী খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩১—কৃষি খাতে রাখা ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প এবং ৩৭—সমষ্টি উন্নয়ন খাতে রাখা ক্ষুদ্রসেচ এর সঙ্গে ধরা হয় নাই।

১৫। গ্রামাঞ্চলে দ্রুত জল সরবরাহের কর্মসূচী কেন্দ্রীয় সরকারও রচনা করেছেন। ১৯৭২-৭৩ সালের মধ্যে ১৩টি স্থানে জল সরবরাহ করার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ভারত-সরকার ত্রিপুরার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরের জন্য কেন্দ্র অনুদিত প্রকল্পাধীনে আরো ৬০ লক্ষ টাকা ৯৪-মূলধনী খাতে ধরা হয়েছে। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে ব্যাপক জল সরবরাহ পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি নমুনা ও অনুসন্ধান ইউনিট গঠনের প্রস্তাব

অনুমোদিত হয়েছে। জল সরবরাহ ও জলসেচের জন্য কেন্দ্রীয় ভূ-গর্ভস্থ জল পর্ষদ উত্তর ত্রিপুরায় চারটি কূপের কাজ সম্পন্ন করেছেন। এ ধরণের আরো ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তারা দক্ষিণাঞ্চলেও যাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

খরা বিধ্বস্ত অঞ্চলে ক্রাশ স্কীম-এর অধীনে ২০টি গভীর নলকূপ খননের কাজ চলছে, ঐগুলি ১৯৭৩ সনের মাঝামাঝি সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাজ্যের জলসেচ ও পানীয় জলের অভাব দূরীকরণে এ সমস্ত কাজ একযোগে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ বলে পরিগণিত হবে।

## তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি কল্যাণ :

১৬। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের চেয়ে ৩৯—বিবিধ খাতে অনুন্নত সম্প্রদায় কল্যাণের জন্য বাজেট বরাদ্দ ৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩৯—বিবিধ খাতে অনুন্নত সম্প্রদায় কল্যাণ প্রকল্প সমূহ একটি বিশেষ লক্ষ্য রেখে রচিত হয়েছে—যাতে সমাজের দুর্ব্বল শ্রেণীর লোকেরা অন্যান্যদের সঙ্গে সমতালে এগিয়ে চলতে সক্ষম হন, তদুপরি উন্নয়ন দপ্তর সমূহের সাধারণ পরিকল্পনা রয়েছে। এই কর্ম্মসূচী অনুযায়ী জুমিয়া পুনর্ব্বাসন প্রকল্প বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ, এরজন্য বরাদ্দ ছয়লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অমরপুরে ক্ষুদ্রায়তনে পরিকল্পনার প্রাথমিক পরীক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষজনক; অনুরূপভাবে আরও পরিবারকে বসতি দেওয়া হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ত্তমান পরিকল্পনা ছাড়াও তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের প্রাক্-মেট্রিক বৃত্তিদানের একটি নতুন প্রকল্প এই বৎসর চালু হয়েছে। ফলে এই বৎসর ৭,৫০০ ছাত্র এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে ৬,০০০ ছাত্র উপকৃত হবেন। কৃষি, ফলের বাগান, পশুপালন ইত্যাদি উন্নয়ন প্রকল্প চলতে থাকবে; তবে, বিভিন্ন ভাগে অর্থ সাহায্য না দিয়ে এবিষয়ে যা'তে কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা লওয়া সম্ভব হয় তার চেষ্টা করা হবে।

১৭। কেন্দ্রীয় খাতে চারটি উপজাতি উন্নয়ন ও একটি বহুমুখী উন্নয়ন ব্লক চালু রাখা হবে এবং অপরাপর প্রকল্পগুলি চলতে থাকবে; এরজন্য ১১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে।

১৮। কেন্দ্র অনুদিত বিশেষ পুষ্টিসাধন প্রকল্পটি সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হয়েছে এবং ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বছরে যে ৩৫০টি কেন্দ্র পরিচালনার কথা ছিল সেই লক্ষ্য পূর্ণভাবে অর্জন সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরে আরও এই ধরণের কেন্দ্র খোলার জন্য অনুরোধ করা হবে।

## কৃষি উৎপাদন

১৯। ভূমির উপর অত্যধিক নির্ভরশীল এক জনসমষ্টি সহ ত্রিপুরার আর্থিক অবস্থা শুধুমাত্র জীবন ধারণোপযোগী ইহা একটি স্বীকৃত সত্য। এদিকে এ ধারনাও বিদ্যমান যে জমিই হচ্ছে কৃষি উৎপাদন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত কাজের মূল উপাদান; অথচ একে বাড়ানও সম্ভব নয়। এই সমস্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যে জনগণের চাহিদা পূরণের আশ্বাস দিতে হবে ও বৈষম্য দূর করার উপায়ও সরকারকে উদ্ভাবন করতে হবে। সরকার ১৯৬০ সালের ত্রিপুরা ভূমিসংস্কার আইনের সংশোধন করে জমির মালিকানায় বর্তমান সর্বোচ্চ সীমা কমানোর

বিষয়টি বিবেচনা করছেন : তাহ'লে সীমাভিত্তিক জমি বন্টন করে দেওয়া যাবে এবং কৃষি শ্রমিকদের জমির মালিকানা দেওয়া যাবে। খরা, আর্থিক দুরবস্থা ও সুষ্ঠু গঠন-কাঠামোর (যাকে ইনফ্রা-ষ্ট্রাকচার বলে) অভাব সত্ত্বেও কৃষির ব্যাপক উন্নতির জন্য এই শিশুরাজ্য কৃষিঋণ ও মরশুমী বাঁধের জন্য জরুরীকালীন কর্ম্ম-সংস্থান প্রকল্প, টেষ্ট-রিলিফ ও বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সাহায্য ইত্যাদির মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করছেন।

২০। ৩১—কৃষিখাতে কৃষি উৎপাদন কাজে অর্থের বরাদ্দ নব্বই শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরমধ্যে যদিও ভূমি-সংরক্ষণ, মৎস্যচাষ, গুদামজাত করণ এবং বিপণন ও ক্ষুদ্রসেচ বাবদ বরাদ্দ ধরা হয়নি। উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহ, উচ্চ ফলনশীল বীজের চাষ, রাসায়নিক সারের ব্যবহার, ফসল সংরক্ষণ, কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ এইগুলি কৃষি উৎপাদন কর্মসূচীর অন্তর্গত। পাট, ডাল, ইক্ষু জাতীয় অর্থকরী ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অধিক মাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া হবে।

২১। ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরে রাজ্যের মুখ্য ফসলের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও আনুমানিক উপাদান পরিমাণ পরে উল্লেখ করছি :

| | ১৯৭২–৭৩ লক্ষ্যমাত্রা | ১৯৭২-৭৩ আনুমানিক উৎপাদন | ১৯৭৩-৭৪ লক্ষ্যমাত্রা |
|---|---|---|---|
| ক) খাদ্য শস্য (১০০০ মেট্রিকটন হিসাবে) | ২৯৫.১৭ | ১৭৪.০০ | ৩০০.০০ |
| খ) তৈলবীজ ( ,, ) | ৪.০০ | ৩.০০ | ৩.৫০ |
| গ) ইক্ষু ( ,, ) | ১৩.০০ | ৯.০০ | ১২.০০ |
| ঘ) পাট (১০০০ বেইল হিসাবে) | ৮২.০০ | ৮২.০০ | ৯০.০০ |
| ঙ) মেসতা ( ,, ) | ৭৫.০০ | ৭৫.০০ | ৮০.০০ |
| চ) তুলা ( ,, ) | ২.৭০ | ২.৭০ | ২.৫০ |

২২। অভূতপূর্ব খরার ফলেই ১৯৭২-৭৩ সালে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই হ্রাস ঘটেছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ৩১—কৃষিখাতে রাজ্য পরিকল্পনাধীনে এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এছাড়া কৃষি উৎপাদনে সহায়তার জন্য কেন্দ্র প্রবর্ত্তিত পরিকল্পনা এবং ঋণ ও আগাম সম্পর্কীত প্রকল্পও যে আছে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

**পশুপালন :**

২৩। ৩৩—পশুপালন খাতে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ১১৯ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরে আরো একটি আদর্শ গ্রামীন প্রকল্প চালু করা হবে; এর উদ্দেশ্য গো-মহিষাদির সংখ্যা বৃদ্ধি ও দুগ্ধোৎপাদন বৃদ্ধি। দেশী গরু ও জার্সি ষাঁড়ের মিলনে শঙ্কর শ্রেণীর গবাদি পশু সৃষ্টির কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে। রাজ্যে নিজস্ব প্রজনন সম্পদ থাকা বাঞ্ছনীয়। তাই, ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে এইখানে একটি প্রজনন

ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রয়েছে। এই বছরে আরো দুইটি ভেটেরিনারী ডিসপেন্সারী ও চারটি ষ্টকম্যান-সেন্টার খোলা হবে। গবাদি পশুর রোগ নির্ণয়ের জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা-সদরে আরো একটি ক্লিনিক্যাল লেবরেটরী স্থাপন করা হবে। আরও দুইটি গ্রামীন দুগ্ধ কেন্দ্র খোলা হবে। অপরাপর প্রশিক্ষণ প্রকল্প ব্যতীত গো-পালন, কৃত্রিম প্রজননের কাজ এবং হাঁস-মুরগী পালন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম চালান হবে। ফলিত পুষ্টি প্রকল্পাধীনে আরো দুইটি হাঁস-মুরগী পালন ইউনিট চালু করা হবে।

**জনশক্তি, পরিকল্পনা এবং কর্ম্মসংস্থান :**

২৪। এই রাজ্যের বেকার সমস্যা সম্পর্কে সরকার ওয়াকিবহাল রয়েছেন। এটি একটি জাতীয় সমস্যা ; আর ত্রিপুরা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই বেকার যুবশক্তি রাজ্যের উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। রাজ্যের অগ্রগতিতে এই যুবশক্তিকে উপযুক্ত ভূমিকায় ব্যবহার করতে সরকারও সঙ্কল্পবদ্ধ। পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের অর্দ্ধবেকারত্ব সম্পর্কেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ; গ্রামীন উন্নয়ণের বিভিন্ন কাজকর্মের বিষয়ে তা' ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনটি জেলায় গ্রামীন কর্ম্মসংস্থানের জন্য কেন্দ্র অনুদিত জরুরী প্রকল্পে ত্রিশ লক্ষ বার হাজার টাকা ধরা হয়েছে। কেন্দ্র প্রবর্ত্তিত একটি বিশেষ কর্ম্মসংস্থান পরিকল্পে গত বছরের আট লক্ষ টাকার স্থানে ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরের জন্য ষোল লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে ; এই অর্থের অর্দ্ধাংশ রাজ্য সরকার দেবেন। ২৮—শিক্ষাখাতে শিক্ষিত বেকারদের কর্ম্মসংস্থানমূলক একটি প্রকল্প লওয়া হয়েছে ; এক্ষেত্রে গত বৎসর যেখানে ১০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল সেখানে ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে ২১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। একই খাতে গ্রামীন কর্ম্মসংস্থানের জন্য ৬০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের বেকার ও অর্দ্ধবেকারত্বই যেহেতু বৈষম্যের মূল কারণ তাই দারিদ্র্য সীমার নীচে যে সমস্ত মানুষ কালাতিপাত করছেন তারা যাতে উপরে উঠে আসতে পারেন তার জন্য সরকার ব্যাপক কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রতি আগ্রহশীল। ঐ বিষয়গুলির প্রতি নজর রেখেই নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরে ২,২৭৪টি পদে কর্মী নিয়োগ করেছেন। ১৯৭৩ সালে জানুয়ারী পর্যন্ত সতেরটি ব্লক এলাকায় ৪,৬৪,৪৭৩ শ্রমদিবসের কাজের ব্যবস্থা হয়েছে।

২৫। নির্ম্মাণমূলক কাজকর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির সহায়ক। বেকার ইঞ্জিনীয়ারিং স্নাতক ও ডিপ্লোমা-হোল্ডারগণ যাতে পূর্ত্ত দপ্তরের অধীনে নির্ম্মাণমূলক কাজ করতে পারেন তার জন্য সরকার প্যাকেজ কনসেসন্ দিয়েছেন। সরকারী কনট্রাকটর হিসাবে নামভুক্তিকরণ ওয়েটেজ অন কনট্রাকট বাই নিগোশিয়েশন, সিকিউরিটি ডিপোজিট ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই কন-সেসন্ প্রযোজ্য। চলতি বছরে বিভিন্ন কাজেকর্মে পূর্ত্ত দপ্তরের অধীনে প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রম-দিবসের কর্ম্মসংস্থান সম্ভব হয়। গ্রাম ও ক্ষুদ্রশিল্প, সড়ক পরিবহন, শিল্প সংস্থাপন এইগুলোই হ'ল অন্যান্ত উপায় যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্ভব হবে। গভীর নলকূপ স্থাপনের ফলে জলসেচ নিশ্চিত হওয়ায় আমাদের অর্থনীতিতে প্রধান কৃষি কাজে আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার হওয়ায় সেখানেও যথেষ্ট সংখ্যক লোকের কর্ম্মসংস্থান সম্ভব হবে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে ক্ষুদ্র চাষী,

প্রান্তিক চাষী ও কৃষি শ্রমিকদের জন্য সংযুক্ত কর্ম্মসূচীও রাজ্যের বেকার সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে।

**শিল্প :**

২৬। এবারই প্রথম রাজ্যের পরিকল্পনা বাজেটে ৩৫-শিল্প খাতে বৃহৎ এবং মধ্যমায়তনের শিল্প স্থাপনের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হ'ল। এই খাতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ১২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যপালের ভাষণে শিল্প স্থাপন সংক্রান্ত প্রস্তাব সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। রাজ্যে শিল্পায়নের আবহাওয়া সৃষ্টিতে সহায়তা করা ভিন্নও শিল্পের প্রসার ঘটলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

**নন্-প্ল্যান ব্যয় :**

২৭। এবারে আমি নন-প্ল্যান ব্যয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি কি? মোট নন-প্ল্যান সংক্রান্ত ব্যয়ের পরিমাণ ঋণ এবং আগাম সহ ৩৭ কোটি ৯৬ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা; তন্মধ্যে রাজস্ব খাতে ব্যয় ২৮ কোটি ১৩ লক্ষ ১৬ হাজার ও মূলধনী খাতে ব্যয় ৯ কোটি ৮৩ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। ভূমি রাজস্ব, রাজ্য আবগারী শুল্ক, জেল, সাধারণ প্রশাসন, সমষ্টি উন্নয়ন, সমবায়, শিল্প, পুলিশ ইত্যাদি নন-প্ল্যান ব্যয়ের অন্তর্গত। আমি প্রথমেই বলে দিতে চাই যে আমাদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে পুনর্বিন্যাস করা হচ্ছে। ব্যয় সংকোচের বিষয়টি যেমন আমার মনে আছে তেমনি রাজ্য কাঠামোর প্রসারের কথাও অস্বীকার করা চলে না। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শের জন্য আমরা আর কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী নই। সংবিধানের সপ্তম তফসিলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকায় বর্ণিত কর্ত্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব আজ এই সম্মানিত বিধান সভার। দায়িত্বের পরিধিও তাই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফলে প্রশাসন যন্ত্রের সম্প্রসারণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে।

২৮। সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এককভাবে ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে ব্যয়ের পরিমান ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা; ১৯৭২-৭৩ সালে এর পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৮৫ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। প্রশাসনমূলক কাজের জন্য ব্যয় হবে ৫ কোটি ৭৯ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা; আর চলতি বছরে ঐ ব্যয় ৪ কোটি ২৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা।

২৯। বর্ত্তমান বৎসরের তুলনায় সাধারণ প্রশাসন বাবদ ১৯৭৩-৭৪ এর বাজেট বরাদ্দে ব্যয় হ্রাস পাবে। তপশিলী জাতি ও উপজাতি কল্যাণ বাবদ অর্থ ব্যয় এতদিন সাধারণ প্রশাসন থেকেই করা হ'ত। তপশিলী জাতি ও উপজাতি কল্যানের কাজে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য সাধারণ প্রশাসন থেকে ঐ ব্যয় ৩৯-বিবিধ, সামাজিক এবং উন্নয়ন সংগঠন খাতে ধরা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্য হ'ল তপশিলী জাতি ও উপজাতি কল্যাণ সহ সামাজিক ও উন্নয়ন মুলক কর্ম্মসূচী একই বরাদ্দে দেখান।

৩০। আবার, ২১-বিচার প্রশাসন খাতে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করার জন্য ও বিচার বিভাগের পুনর্বিন্যাসের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে। পুলিশ বিভাগের পুনর্বিন্যাস, পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং ডেপুটেশনে আগত পুলিশ ব্যাটেলিয়ানের স্থলে সম্ভব হলে নূতন পুলিশ ব্যাটেলিয়ন গড়ার জন্য ২৩-পুলিশ খাতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বর্ত্তমানে ঐ সমস্ত কাজ ডেপুটেশনে আগত পুলিশ বাহিনী দিয়ে করান হয়।

৩১। নন-প্ল্যান ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ জলসেচ, পূর্ত্ত ও শিক্ষা ইত্যাদি সংরক্ষণে ব্যয় হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজ সেবামূলক ও উন্নয়ন কাজের জন্য ব্যয় হয় ৬ কোটি ২১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ; পূর্ত্ত দপ্তরে ঐ কাজে ব্যয় হয় ৫ কোটি ৯৩ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। আসাম রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৪৫-বিদ্যুত প্রকল্পে এক কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

৩২। জলসেচ, পূর্ত্ত, শিক্ষা এবং জন স্বাস্থ্য প্রভৃতি চালু রাখা সম্পর্কীত সমাজসেবামূলক কাজে নন-প্ল্যান ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যয় হয় এ কথা আমি উল্লেখ করেছি। তাই একথা ঠিক যে প্ল্যান ব্যয় ও নন-প্ল্যান ব্যয় উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। যে ক্ষেত্রে প্ল্যান ব্যয় নস্ব উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থ ব্যয়ের কথা বোঝায় তেমনি নন-প্ল্যান ব্যয় সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যয়েরই ইঙ্গিত দেয়। উভয় ধরণের ব্যয়ই পরস্পর যুক্ত এবং অবিচ্ছেদ্য।

৩৩। আয়ের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে চলতি বৎসরের তুলনায় কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক থেকে রাজ্যের অংশের পরিমাণে দশলক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপভাবে সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মের মাধ্যমে আয় ৯ লক্ষ ৪ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ত্তমান বৎসরের তুলনায় কর ও শুল্ক খাতে এবং রাজ্যের অপরাপর প্রধান প্রধান রাজস্ব খাতে ১১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার বৰ্দ্ধিত আয় দেখান হয়েছে। অনুরূপভাবে বিদ্যুত প্রকল্পাধীনে ৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকার বৰ্দ্ধিত আয় অনুমান করা হয়েছে।

৩৪। মোট রাজস্বের পরিমাণ হ'ল ২৫ কোটি ৪৯ লক্ষ ৪৮ হাজার ; ফলে বর্ত্তমান বৎসরের তুলনায় ১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার বর্দ্ধিত রাজস্ব সূচিত হচ্ছে। অনুরূপভাবে মুলধনী খাতে আয়ের পরিমাণ ৯ কোটি ৪০ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। এর দ্বারা মূলধনী খাতে ১৯৭২-৭৩ এর সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় ৭ কোটি ৩১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা অতিরিক্ত আয় দাঁড়ায়। এই বৃদ্ধি মূলতঃ চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য বর্দ্ধিত ব্লক-ঋণেরই ফলশ্রুতি।

৩৫। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও আমরা সমস্ত সম্পদ কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। তবে সম্পদ কাজে লাগাবার বিষয়টি হ'ল একটি ক্রমিক প্রক্রিয়া। আমাদের কর বসানোর যোগ্যতা কর দেওয়ার ক্ষমতার সংগে সংশ্লিষ্ট ; এবং এই উভয় ক্ষমতাকেই যতটা সম্ভব দ্রুতগতিতে বাড়াতে হবে।

৩৬। অর্থমন্ত্রীর পক্ষে একটি কষ্টকর কর্ত্তব্য হ'ল সাধারণ মানুষ যা'তে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্থ না হন সেদিকে লক্ষ্য রেখে কর বসানোর উপযোগী সামগ্রী বাছাই করা। তবে যারা সক্ষম তাদের পক্ষে রাজ্যের অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য কর দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

৩৭। মাননীয় সদস্যগণও এই রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতি সম্পর্কে অবহিত। খরা পীড়িত কৃষকগণ যাতে আর ক্ষতিগ্রস্ত না হ'ন তারজন্য ১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৯-৭০ সালের জন্য রাজস্বের ছাড় দেওয়া হয়েছে। জনগনের দুর্দ্দশা দুরীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্প ছাড়াও রাজ্য তহবিল থেকে প্রভূত পরিমাণে অর্থ ব্যয়ীত হয়েছে। আমি এই বিধান সভায় কোন নূতন করের প্রস্তাব নিয়ে আসিনি। ১৯৭৩ সালের ত্রিপুরা প্রমোদকর বিল যা' এরাজ্যে চালু ছিল তা' এবং উহার

ত্রাণ কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য যে দশ পয়সার ষ্টাম্প-ডিউটি লেভি করা হয়েছিল তা' চালু থাকবে। এই দুইটি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে যে ফারাক তা' কমবে না বটে তবুও আমাদের সম্পদ একত্রিত করার বিষয়ে ইহা এক আন্তরিক প্রচেষ্টা।

৩৮। প্রস্তাবিত বাজেটটি নিম্নরূপ :

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

| | প্রকৃত ১৯৭১-৭২ (২১।১।৭২ হইতে ৩১।৩।৭২) | বাজেট বরাদ্দ ১৯৭২-৭৩ | সংশোধিত বরাদ্দ ১৯৭২-৭৩ | বাজেট বরাদ্দ ১৯৭৩-৭৪ |
|---|---|---|---|---|
| **আদায়** | | | | |
| প্রারম্ভিক তহবিল | — | ১০৪.২৫ | ৪২৭.৫১ | (—)৯.০০ |
| রাজস্ব আদায় | ১১৭৩.৫১ | ২৩৮০.৩৯ | ২৪০২.৮১ | ২৫৪৯.৪৮ |
| ঋণ খাতে আদায় | ৫২৩.৪০ | ৫৮৮.৬৮ | ৬০৮.৮২ | ৯৪০.৫৬ |
| সম্ভাব্য তহবিল ও সরকারী হিসাব থেকে আদায় | ১০৭৪.২৭ | ৬৫.৬৫ | ২২৩৫.৬০ | ২৩২০.৬০ |
| মোট : | ৩৩৩১.১৮ | ৩১৩৮.৯১ | ৫৬৭৪.৭৪ | ৫৮০১.৬৪ |
| **ব্যয়** | | | | |
| রাজস্ব খাতে ব্যয় (নীট) | ৯৫৯.৫৯ | ২৮৩১.১৭ | ২৮১৩.০১ | ৩৪৩০.০৩ |
| মূলধন খাতে ব্যয় (নীট) | ২৫১.৬৪ | ৬০৯.৮৫ | ৬৩৬.৪০ | ৮৮৬.৯৯ |
| ঋণ খাতে ব্যয় | ২৯৭.৩১ | ১২৭.০৮ | ৩৪২.৭৮ | ২৩৭.২৯ |
| সম্ভাব্য তহবিল ও সরকারী হিসাব থেকে ব্যয় | ১৭৯৫.১৩ | ২৬.৬০ | ১৮৯১.৫৫ | ১৮৯১.৫৫ |
| সমাপ্তি তহবিল | ৪২৭.৫১ | (—)৪৮৫.৭৩ | (—)৯.০০ | (—)৬৪৪.২২ |
| মোট : | ৩৩৩১.১৮ | ৩১৩৮.৯১ | ৫৬৭৪.৭৪ | ৫৮০১.৬৪ |

৩৯। সরকারী কর্মচারীদিগকে এড-হক অন্তবর্তী কালীন সাহায্য প্রদানের ফলে ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য দূর করার বিষয়ে নজর দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের নিয়োগ সম্পর্কীত বিধিনিষেধ চালু থাকায় পূর্ব্বে যে বিপুল সংখ্যক পদ শূন্য ছিল সেগুলি এখন পূরণ করা হচ্ছে। এক্ষণে ৬ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা নীট ঘাটতি অনুমিত হয়। এই বৎসর এই ঘাটতির উপর নজর রাখা হবে এবং নন-প্ল্যান খাতে ব্যয় সংকোচের জন্য রাজ্য সরকার সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা চালাবেন। উপরোক্ত ঘাটতি পূরণের জন্য ভারত সরকারকে আর্টিক্যাল-২৭৫ অনুযায়ী অ্যাড-হক ভিত্তিতে অর্থ মঞ্জুরী দানের জন্য অনুরোধ করা হবে। এছাড়া ঘাটতির একাংশ লগ্নীকৃত ট্রেজারী বিল থেকে তুলে নিয়ে পূরণ

করা হবে। বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব অনাদায়ী পড়ে আছে। আর ঘাটতি পূরণের জন্য ঐ রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করা হবে।

৪০। প্রয়োজন বোধে সরকার আগামী বৎসরে বাজার থেকে এক কোটি টাকার মত ঋণ গ্রহণ করবেন।

৪১। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়--প্রধানমন্ত্রী তাঁর দুর্ভিক্ষ ত্রাণ তহবিল থেকে যে সময়োপযোগী সাহায্য দিয়েছেন এবং খরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য ভারত সরকার উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ মঞ্জুরীর যে আশ্বাস দিয়েছেন তার জন্য মাননীয় সদস্যগণও আমার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতসরকারকে ধন্যবাদ জানাবেন।

৪২। আমি ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎরের বাজেট বরাদ্দ বিধানসভায় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করছি।

**শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :**—তারপর দেখা যায় অফিসারদের হাতেও এই বাজেট স্পীচটা আছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা পড়ার সময় যাতে দেন সেজন্য অনুরোধ করছি।

**Mr. Speaker**—Hon'ble Members are requested to submit their cut motions, if any, on the Demands of the Budget Estimates for 1973-74 within 28th March, 1973.

**শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :**—স্পীকার, স্যার, আমার কথাটার উত্তর পেলাম না।

**মিঃ স্পীকার :**—এটা নোটিশ অফিস থেকে নিয়ে যাবেন।

**শ্রীমধুসূদন দাস :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যে বাজেট স্পীচ শুনলাম তার বাংলা বা ইংরেজী কোনটাই পাই নি। কাজেই আমার অনুরোধ এটা আমাদের টেবিলের উপর যেন দিয়ে দেওয়া হয়।

**মিঃ স্পীকার**—এটা নোটিশ অফিস থেকে নিয়ে যাবেন।

**শ্রীনরেশ রায় :**—বাজেট স্পীচ যেটা দেওয়া হয় সেটা যদি আমরা সঙ্গে সঙ্গে পেতাম তাহলে আমাদের সেটা দেখতে সুবিধা হত।

**শ্রীসমীর বর্দ্ধণ :**—স্যার, আমরা বাজেট স্পীচ এর কপি পাই নি। অথচ অফিসাররা সেটা পড়ছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি। তারা কি করে সেটা পড়তে পারেন বাজেট পেশ হবার আগেই। আমাদের নোটিশ অফিস থেকে আনতে আপত্তি নাই। কিন্তু অফিসার গ্যালারী থেকে বসে তারা কি করে পড়ছেন? দিস ইজ ভেরী ব্যাড।

**শ্রীমধুসূদন দাস :**—আমরা হাউসে বসে এটা ভালভাবে শুনতেও পাই নি।

**মিঃ স্পীকার**—এটা অন্য হাউসে যা কনভেনশন আছে তাই হয়েছে।

**শ্রীমধুসূদন দাস :**—যেখানে অফিসাররা পাচ্ছেন সেখানে এম, এল, এ,দের দিতে কোন অসুবিধা আছে কি স্যার?

**(After Recess)**

**Mr. Speaker**—The House stands adjourned till 2 P. M. to-day.

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে পারলাম যে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর যে বাজেট বক্তৃতা তা আমাদের স্থানীয় পত্রিকার কতগুলি প্রতিনিধিদের দেওয়া হয় নাই।

এটা খুব দুঃখজনক কারণ, একটা গুরুত্বপূর্ণ বাজেট বক্তৃতা আমাদের স্থানীয় পত্রিকার কাছে যাবে না একটা গভর্ণমেণ্টের কাছে আশা করি না। কাজেই আমি আপনার মারফত সরকারকে জানাতে চাই যাতে আজকে সন্ধ্যা ৫ টার মধ্যে এই কপিগুলি পাঠাবার চেষ্টা করা হয়।

**মিঃ স্পীকার**—মাননীয় সদস্য এই বিষয়টি আপনার বলার আগেই আমি জানি এবং ৫ টার আগে যাতে পৌঁছে যায় তার ব্যবস্থা করছি। আর বাজেট স্পীচের কপি সম্পর্কে মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি সেগুলি নোটিশ অফিসে সাপ্লাই করা হয়েছে। আমি নির্দেশ দিয়েছি স্থানীয় সাংবাদিকদের দিয়ে দেওয়ার জন্য—নোটিশ অফিসে দেওয়া আছে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি তারা পাননি।

**মিঃ স্পীকার** :—নোটিশ অফিসে দেওয়া আছে। Next business of the House is Motion for VOTE ON ACCOUNT, 1973-74. I would request the Finance Minister to move his Motion for Vote on Account.

**Shri Debendra Kishore Choudhury** :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move, that a sum not exceeding Rs. 12,25, 31,000/- exclusive of Charged Expenditure of Rs. 90,52,000/- be granted on account, for or towards defraying the charges for the following services and purpose for the part of the Financial year ending 31st March, 1974.

( ভয়েস—কিছুই শুনতে পাইনি স্যার )

মিঃ স্পীকার :—আপনারা শুনতে পাননি—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনার বক্তব্যটি আবার পড়তে অনুরোধ করছি।

**Shri Debandra Kishore Choudhury** :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 12,25, 31,000/- exclusive of Charged Expenditure of Rs. 90,52,000/- be granted on account, for or towards defraying the charges for the following services and purpose for the part of the Financial year ending 31st March, 1974.

**Mr. Speaker** :—Now, the question before the House is the Motion for Vote on Account moved by the Finance Minister, that the sum not exceding Rs. 12,25,31,000/- exclusive of Charged Expenditure of Rs. 90,52,000/- be granted on account for or towards defraying the charges for the following services and purpose for the part of the Financial Year ending 31st March, 1974.

( It was put to vote and the motion was carried. )

## GOVERNMENT BUISNESS (LEGISLATION)

Consideration and passing of 'The Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 2 of 1973)

**Mr. Speaker** :—Next Buisness of the House 'The Tripura Educational Institutions (Taking Over of Management) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 2 of 1973) is to be taken into consideration. I call on Hon'ble Minister-in-charge to move his Motion for consideration of the Bill.

**Mr. Speaker :**—Next Business before the House is the Tripura Educational Institution (Taking over of Management) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 2 of 1973) be taken into consideration.

Now I would call Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department to move the Bill.

**Shri Sailesh Chandra Shome :**—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Educational Institution (Taking over of Management) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 2 of 1973) be taken into consideration at once.

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যে বিলটা হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন, এই সম্পর্কে দুই একটি কথা বলতে চাই। এটা উল্লেখযোগ্য যে গত কয়েক বছর যাবৎ ত্রিপুরার এই বে-সরকারী কলেজগুলির যারা ছাত্র, যারা অভিভাবক এবং যারা শিক্ষক, তারা দীর্ঘ সংগ্রাম করেছেন এই কলেজগুলির যে ব্যবস্থাপনার দুর্নীতি, সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং কলেজগুলি সরকার যাতে নিয়ে নেয়, তার দাবীতে। লক্ষ্য করার বিষয় যে মাননীয় গভর্ণর তাঁর বক্তৃতায় স্বীকার করেছেন যে, ঐ কলেজগুলিতে কন্‌টিনিউড ম্যাল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান এবং মিস-মেনেজমেন্ট চলছে 'কন্‌টিনিউড' দীর্ঘদীন ধরে এবং সেই ম্যাল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান এবং মিস-মেনেজমেন্ট যা খুব নরম ভাষায় বলা হয়েছে, সেটা জঘন্যতম দুর্নীতির আকার ধারণ করেছে। শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেত, কিন্তু যে কাজের জন্য যেত সেই কাজ হত না, আমরা দেখেছি শিক্ষকরা দিনের পর দিন বেতন পাননি, বিনা বেতনে কাজ করতে হয়েছে। আমরা দেখেছি এদের সায়েন্স লেবরেটরীর জন্য টাকা দেওয়া সত্ত্বেও সায়েন্স লেবরেটরী হয়নি, শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটেছে। কমিটিগুলির যারা পরিচালক, তারা কমিটিগুলিতে দলবাজী করেছে, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করেছে এবং সেখানে এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। তারপর আমরা দেখেছি এই কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত, তাদের অনুমোদিত কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের তারা কোন তোয়াক্কা রাখতেন না এবং অবস্থা যখন খুব জটিল, যখন বিক্ষোভ'এ ফেটে পড়তে আরম্ভ করল এবং শিক্ষকরা এবং ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের প্রতিনিধি দল পাঠালেন, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তখন গত ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শ্রী পি, কে, বসু, শ্রী এন, কে, ঘোষ, শ্রী পি, কে, বসু, (২নং) শ্রী এন, সি, ব্যানার্জী তাঁরা এলেন কলেজগুলি দেখতে এবং দেখার পর ফেব্রুয়ারী মাসে, ১৯৭০ সন, একটা নোট—ইন্‌সপেক্‌শান নোট তাঁরা দিলেন, সেই নোটে তাঁরা যেসব মন্তব্য করেছেন, সেইগুলি এইসব কলেজ পরিচালকদের বিরুদ্ধে ততখানি না, যতখানি এখানকার গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে। তাঁরা রামঠাকুর কলেজ সম্পর্কে বলেছেন—

আমি এখানে কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাই না। কিরকম দুর্নীতি সেখানে চলত, কিন্তু সরকার যেসব দলবাজী করেছেন, গায়ের জোরে কমিটিকে ভেঙ্গে দিয়ে, সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়কে জানান পর্য্যন্ত দরকার মনে করেন নি। তাঁরা বলেছেন আমরা অবাক হয়ে

গাইপ্রজার্মেন্ট গায়ের জোরে কি করে তা করতে পারে, জবরদস্তি করে সেটা করা হয়েছে, এটা তাঁরা লিখিতভাবে মন্তব্য করে গেছেন। বিলোনীয়া কলেজ সম্পর্কে বলেছেন— inadequacy of accommodation. ছাত্রদের কাছ থেকে ১০ টাকা, ২০ টাকা করে চাঁদা সংগ্রহ করে তারপর কোন হিসাব পর্য্যন্ত দেন না। দুর্নীতির আড্ডা করে রেখেছেন। আমি জানি না, আমি একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট দিয়েছিলাম বিলোনীয়া কলেজকে এই বিলের অন্তর্ভুক্ত করা হউক, কেন সেটা হাউসে আসেনি, আমি সেই সম্পর্কে স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কেন আসেনি, সেটাও আমাকে জানানো হয়নি।

**মিঃ স্পীকার** :—আপনাকে জানানো হয় নি ?

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—না।

**মিঃ স্পীকার** :—আপনাকে জানানো হবে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—এ্যাক্টের মধ্যে আমি বুঝতে পারি না যে তিনটা কলেজ আমরা টেক্ ওভার করছি একটা এ্যাক্ট করে, বিধানসভার অধিকার নেই যে তিনটির জায়গায় চারটা করব। কোন্ যুক্তিতে তিনটার জায়গায় চারটা করা যায়না আমি জানি না। বিলোনীয়া কলেজে দুর্নীতির কথা বলুন, অব্যবস্থার কথা বলুন, সে কলেজে লেবরেটরী নেই, ছাত্রদের পড়বার জায়গা নেই, নামে মাত্র একটা কলেজ করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা শুনতে পেয়েছিলাম যে এই কলেজগুলির জন্য অন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে—স্পনসরড কলেজ তাকে করা হচ্ছে, কয়েকদিন পর্য্যন্ত চলল এইগুলিকে স্পনসরড করা হবে, ড্রাফট রুল করা হল। মাননীয় স্পীকার স্যার ড্রাফট রুল সম্পর্কেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্তব্য আছে, তারা বলেছেন যে ড্রাফট রুল সন্তোষজনক নয় এবং স্পনসরড কলেজ পশ্চিমবঙ্গে আমরা জানি আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেগুলি এখন যে ভালভাবে কলেজ চলছে তা নয়। তাই আমি বলব যে সরকার নিজের হাতে ঐ সমস্ত কলেজ পরিচালনার ভার গ্রহণ করুন, স্পনসরড কলেজ করে আরেকটা যে মাধ্যম, তার ভিতর দিয়ে যেতে চাই না, সরাসরি সরকারী কর্তৃত্বে ঐগুলি নিয়ে যেতে চাই। কলেজ নেওয়ার দুইটি সর্ত আছে। বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গে যেগুলি এই ধরণের কলেজ আছে, সেখানে তারা পরিষ্কার বলেছেন, তাঁদের যে নোট, তাঁরা তাঁদের নোটে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়—All the existing clerks should be retained and absorved in their respective posts till their retirement or volunteer resignation as the case may be— এই হচ্ছে একটা সর্ত এবং রুলস যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে স্পনসরড কলেজের মধ্যে এই সর্ত মেনে নেওয়া হয়নি। কীপস এণ্ড বাটস রাখা হয়েছে, যার ফলে সেই যে কলেজের বর্তমান যে ষ্টাফ, সেই ষ্টাফকে সরাতে পারেন। তাদের চাকুরীর যে সমস্ত সর্ত্ত, সেইগুলি যাতে রক্ষিত না হয়, সেইরকম আশংকা শিক্ষকদের এবং অন্যান্য ষ্টাফের মনে পোষণ করার কারণ আছে। আমি সেই স্পনসরড কলেজের রুলসের মধ্যে আমি এখন আর যাচ্ছি না, আমি এটা চাই যে এই বিলের মধ্যে—বিলকে উন্নত করার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী হওয়া দরকার। প্রথমতঃ আমি এখানে বলছি যে

বিলোনীয়া কলেজকে এই বিলের আওতা থেকে বাদ দেওয়া ভুল হয়েছে এবং এর ফলে হয়তো আরেকটা বিল আনতে হবে বিলোনীয়া কলেজকে সম্পূর্ণভাবে সরকারের কর্তৃত্বে নিয়ে আসার জন্য। দ্বিতীয়তঃ এই বিলের মধ্যে একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে সরকার যদি চান, তাহলে ব্যবস্থাপনার জন্য একটা কমিটি গঠন করতে পারবেন এবং সেই কমিটি গঠন করার জন্য যে ধরণের প্রস্তাব করা হয়েছে, সেই কমিটির মেম্বারদের মধ্যে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেটকে, আমি জানি না ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট কি কারণে হঠাৎ শিক্ষাবিদ হয়ে গেলেন এবং কলেজ পরিচালনার কমিটিতে এক্স-অফিসিও চেয়ারম্যান তিনি হবেন। তারপর বলা হয়েছে দুইজন অফিসার যাদের মনোনীত করা হবে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষা দপ্তরের হবেন, তারপর বলা হয়েছে ষ্টাফের ভিতর থেকে একজন নেওয়া হবে এবং তাকে মনোনয়ন করে দেওয়া হবে, এই ধরণের একটা কমিটি করতে চান, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত নয়। যে কমিটির মধ্যে সরকারের কিছু পেটোয়া লোক—তারা থাকবেন এবং সেখানকার জনসাধারণের প্রতিনিধি, সেখানকার ছাত্রদের প্রতিনিধি, শিক্ষকদের প্রতিনিধির স্থান থাকবে না। কাজেই এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার .........

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—ষ্টাফের ভিতর থেকে একজন নেওয়া হবে এবং তাকে মনোনয়ন করে নেওয়া হবে। এইভাবে একটি কমিটি তারা করতে চান। এই যে কমিটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবে না। যে কমিটির মধ্যে সরকারের পেটোয়া লোক তারাই এবং সেখানে জনসাধারণের প্রতিনিধি, ছাত্রদের প্রতিনিধি, শিক্ষকদের প্রতিনিধি তাদের কোন স্থান থাকবে না। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। আমরা মনে করি যে এলাকার যিনি বিধান-সভার সদস্য তাকে কমিটিতে রাখা দরকার। এইটা কোন দলীয় কথা নয়, এইটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি শিক্ষার এলাকার যে সমস্ত সমস্যা এবং কাজকর্মের সংগে যুক্ত এবং সে কারণেই সে কমিটিতে রাখার প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি শিক্ষাদপ্তরের ২ জন প্রতিনিধি থাকা দরকার। শিক্ষা দপ্তরের বাহিরে কোন প্রতিনিধি এই কমিটিতে থাকার দরকার বলে আমরা মনে করি না। আমরা মনে করি সে ছাত্রদের প্রতিনিধি থাকা দরকার। আমরা মনে করি এই রকম একটা দলের কমিটি গঠিত হবে এবং যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি তাদের থেকে একজনকে সম্পাদক করে সে কলেজের পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হোক। তা ছাড়া ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ৫ বছরের জন্য আমরা দিচ্ছি। আমরা মনে করি যে ৫ বছরের জন্য নেওয়া বরাবরের জন্যই কলেজগুলি নেওয়া দরকার এবং তার জন্যই ৭ নং ধারাতে রাখা হয়েছে যে কোন সময়ে এই কলেজকে আবার এই কমিটির হাতে ছেড়ে দিতে পারি। মাননীয় স্পীকার স্যার, কমিটিতে আমরা যে জিনিসটা তুলে দিতে চাই সে কলেজগুলি বরাবরের জন্য সরকারের হাতে আসুক এই ব্যবস্থা করা হোক। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের এইটা দুর্ভাগ্য বলতে হবে যে আমাদের কলেজের সংখ্যা খুবই কম। সরকারের যে নীতি তা সবভারতীয় নীতি বলে আমরা মনে করি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাপ্রোস টো ফিফথ প্ল্যান যারা দেখেছেন তারা জানেন যে সাধারণের শিক্ষার জন্য কলেজের প্রয়োজন। সেই কারণে ধর্মনগরের মত জায়গায় কলেজ হচ্ছে না,

উদয়পুরের মতন জায়গায় কলেজ হচ্ছে না। খোয়াই-এর মতন জায়গায় কলেজ হচ্ছে না। কিছু লোক একটা সাইনবোর্ড টাংগিয়ে দিয়ে 'জীবানন্দ কলেজ' স্থাপন করা হয়েছে খোয়াইএর মধ্যে। জনসাধারণকে ধোকা দিবার জন্য। যেহেতু ত্রিপুরায় কোন কলেজ স্থাপন করার পরিকল্পনা সরকারের নাই। আমরা জানি বেসরকারী উদ্যোগে কলেজ স্থাপন করার মত অবস্থা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের নেই। কোন কোন জায়গায় বেসরকারী কলেজ গঠন করার জন্য জনসাধারণের উদ্যোগে জমি নিয়েছিলেন। আমরা জানি ধর্মনগরের কোন জায়গায় বেসরকারী কলেজ স্থাপন করার জন্য সেখানকার জনসাধারণ জমি দিয়েছিলেন, কিছু টাকা পয়সাও দিয়েছিলেন, তারা আন্দোলনও করেছেন কিন্তু তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি জনসাধারণের উদ্যোগে বেসরকারী কলেজ স্থাপন করা। আমরা জানি খোয়াইএর মধ্যে একজন উপজাতি জোতদার কৃষক তিনি কিছু জমি দিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে বেসরকারী কলেজ গঠন করার মত জনসাধারণের হাতে টাকা নেই। এটা আমরা জানি। তেমনি উদয়পুরে জনসাধারণের কাছ থেকে কলেজের নাম করে কিছু ধাপ্পাভাজ লোক টাকা তুলেছে এবং সে টাকা তারা খেয়েছে কিন্তু যে কলেজ উদয়পুরে হয় নি এবং জনসাধারণের সে ক্ষমতা নেই সে কলেজ করার। কাজেই আজকে এই দুর্ভিক্ষ ধরা পরিস্থিতিতে আমরা ত্রিপুরার জনসাধারণের যে আর্থিক অবনতি আমরা দেখছি সেখানে আমরা আশা করতে পারি না যে বেসরকারী উদ্যোগে কোন কলেজ কোন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সে দিক থেকে দেখতে গেলে এই যে তিনটা কলেজ এবং বিলোনীয়ার কলেজ এই সমস্ত কলেজকে সরকারের পরিচালনাধীন না করলে এই কলেজের ছাত্ররা এই সমস্ত শিক্ষায় সুযোগ-সুবিধা যাহা সরকারী কলেজগুলি পায় সে সুবিধা পাইতে পারে না। শিক্ষকরা আজকে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাসের বেতন পায় নাই। আমি জানি না যারা বেতন দিচ্ছে না তারা নিজেরা বেতন পাচ্ছে কি না। শিক্ষাদপ্তরের ডিরেক্টর সাহেব থেকে অন্যান্যদের পেছনে পেছনে ঘুরেও তারা বেতন পাচ্ছে না। অথচ সেই কলেজ আজকে বেসরকারী কলেজ না। সেখানে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর রয়েছেন। এই অবস্থা চলছে আজও। সেই জন্যই ৫ বছরের যে ধারাটি সেইটা তুলে দেওয়া হোক। বরাবরের জন্য এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান সরকারের উদ্যোগে নেওয়া হোক এবং এই ভাবে যদি এই বিলটাকে সংশোধন করা হয় তাহলে আমি মনে করি কতগুলি দুর্নীতির চক্র থেকে এই আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচানো যাবে।

**Mr. Speaker** :—I would now call on Sri Amarendra Sharma to move his amendment.

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিলটার কতকগুলি সংশোধন করার প্রয়োজন উপলব্ধি করে এই এ্যামেণ্ডমেন্টটা হাউসের সামনে এনেছি তা হলো নিম্নরূপ :—

that sub-clause 2 (a) (b) & (c) of clause 3 be substituted by the following :—

2 (a) The State Government shall on and from the appointed day, appoint a committee for the management and control of Educational Institutions.

b) The Committee referred to in this clause shall consist of the following members, namely :—

1) The member of the Legislative Assembly of the constituency in which the educational institution is situated—Ex-Officio Chairman.

2) Two Officers of the State Govt. as nominated by the said Govt. from the Education Deptt —Members.

3) Two persons to be elected by the members of the Teaching Staff of the Educational Institution concerned from among the staff—Members.

4) Two students to be elected by the students of the Educational Institution concernd from among the students of the Educational Institution—members.

5) The Principal of the Educational Institution concerned-Ex-Officio—Member.

c) The State Govt. shall appoint one of the elected members as Secretary to the Committee.

আমরা এই বিলে দেখছি ক্লজ (৩) সাব ক্লজ—২ হেডে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অ্যাপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান হয় না। সেইজন্য বিশেষ করে বিভিন্ন সমাধানের জন্য একটা গণতান্ত্রিক বডি থাকার প্রয়োজন। এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলে অনেক সময় আমরা দেখেছি ওয়ান ম্যান মনার্কি হয়ে যায়। আমরা তো বিভিন্ন স্কুলে, অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের অ্যাপয়েন্টমেন্টের ফল লক্ষ্য করতে পারছি। ত্রিপুরার বহু স্কুলে, বেসরকারী স্কুলে অ্যাডমিনিষ্ট্রার নিযুক্ত করা হয়েছিল। এখনও আছে অনেক স্কুলে। কিন্তু তার ফল ভাল হয়নি। সুতরাং একটা কমিটি, গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্ব্বাচিত কমিটি সে কলেজে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কাজেই এই কমিটিতে গণতান্ত্রিক করার কোন উপায় এই বিলে রাখা হয়নি বলেই আমি এই সংশোধনটা এনেছি। কমিটিতে যে সমস্ত মেম্বার আমরা দেখছি তারা সকলেই অ্যাপয়েন্টেড বাই ষ্টেট গভর্ণমেন্ট। কোনরূপ প্রতিনিধিত্ব এই কমিটিতে থাকছে না। শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক করার কথা বলা হয়। গণতান্ত্রিক যে গঠন পদ্ধতি সে গঠন পদ্ধতির একান্ত অভাব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখছি সে সম্পূর্ণভাবে অথরিটির খেয়ালখুশী বা মর্জির উপর কমিটি গঠন করা হচ্ছে। গণপ্রতিনিধিত্ব এখানে যে দেখাচ্ছে, শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্রীকরণের কথা বলা হয়। কিন্তু গণতন্ত্রের যে গঠন পদ্ধতি সেই গণতান্ত্রিক গঠন পদ্ধতির একান্ত অভাব আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারছি। আমরা দেখছি যে পরিপূর্ণভাবে অথরিটির খেয়াল খুশীমত মর্জির উপর এই কমিটি গঠন করা হচ্ছে। তাই অন্ততঃ কিছু পরিমাণ গণতন্ত্র যাতে রক্ষিত হয় সেই ব্যবস্থা করার জন্যই এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট

আনা হয়েছে। ক্লজ থ্রি এর সাব ক্লজ টু ( বি ) তে আমরা দেখছি যে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হবেন একস্ অফিসিও চেয়ারম্যান। এটা বুঝতে কষ্ট হয় যে একজন ডি, এম, একটা শিক্ষালয়ের চেয়ারম্যানের পদে কি করে থাকতে পারেন। তাঁর অনেক কাজ থাকে, সেইজন্য কমিটি মিটিং অ্যাটেণ্ড করাই তাঁর পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না। আমরা দেখেছি মহকুমাগুলিতে বিভিন্ন বেসরকারী বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হিসাবে এস, ডি, ও, আছেন। অনেক এস, ডি, ও, কমিটি মিটিং পর্য্যন্ত অ্যাটেণ্ড করতে পারেন না। কয়জন এস, ডি, ও, কমিটি অ্যাটেণ্ড করেছেন সেটা দেখলেই এই জিনিষটা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। অথচ আমরা দেখছি ডি, এম, কে চেয়ারম্যানের পদে বসানো হচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পদাধিকার বলে এই ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কি কমিটির অলঙ্কার হিসাবে চেয়ারম্যানের আসন অলঙ্কৃত করবেন? যিনি লেজিসলেচারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তিনি অনেক বেশী পরিমাণ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষা সম্পর্কে। কাজেই জনপ্রতিনিধিদের চেয়ারম্যানের পদে থাকা আবশ্যক এবং এইজন্যই আমি এই এ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছি। যে এলাকার যে সদস্য আছেন। তাঁকেই সেখানকার শিক্ষালয়ের চেয়ারম্যান করতে হবে। টু (বি)তে আমরা আরও দেখছি যে সরকারের দুইজন অফিসার থাকবেন এই কমিটিতে তার মধ্যে একজন থাকবেন এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে। কেন, একজন কেন? এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের দুইজন যদি থাকে তাহলে তারা কি শিক্ষা সম্পর্কে বেশী ওয়াকিবহাল নন? আমরা জানি এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা শিক্ষা সম্পর্কে যে কোন অন্য অফিসের অফিসারের চাইতে বেশী ওয়াকিবহাল। জনগণ সেটা বিশ্বাস করে। সুতরাং দুইজন ব্যক্তিকেই এই এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে মনোনীত করতে হবে। 2(b)(iii) তে আমরা দেখছি যে one person appointed by the State Government from amongst the members of the teaching staff of the educational institution concerned. একজন ব্যক্তি শিক্ষকদের মধ্য থেকে মনোনীত হবে। কেন, মনোনয়ন কেন? শিক্ষকরা শিক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ছাত্ররা শিক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষালয় পরিচালনা সম্পর্কে শিক্ষক এবং ছাত্ররা অনেক বেশী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তারা কমিটি মেম্বার হিসাবে কমিটির সামনে অনেক ভাল ভাল সাজেশান তুলে ধরতে পারেন এবং শিক্ষালয় পরিচালনায় যদি তারা অংশ গ্রহণ করতে পারেন তাহলে শিক্ষালয়ের সমস্যা অনেক বেশী পরিমাণে কমে যাবে। শিক্ষালয় পরিচালনায় ছাত্রদের অংশ গ্রহণ, সেটা নীতিগত ভাবে থাকা উচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেটা রাখতে চাইছেন। তাহলে পরিচালনা থেকে ছাত্রদের সরিয়ে রাখা হচ্ছে কেন? শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব বাদ দিয়ে, ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব বাদ দিয়ে এটাকে খেয়াল খুশীমত করবার একটা প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। আমরা দেখছি বিভিন্ন ব্যাপারে ছাত্র এবং শিক্ষকদের মতামত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতিনিধিত্ব যদি শিক্ষা পরিচালনায় নেওয়া যায় তাহলে পরিচালনা সম্পর্কে এবং শিক্ষা সম্পর্কে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। কাজেই একজন শিক্ষককে মনোনীত করবেন সেটা হয় না। ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব সেখানে থাকবে। শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

আজকে শিক্ষা সংক্রান্ত যেসব সমস্যা আছে সেইসব সমস্যার সমাধানে এটা পথ নির্দেশক হিসাবে থাকবে বলে আমি করি। শিক্ষা সম্পর্কে যে কোন সমস্যার সমাধান করতে গেলে ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের যৌথ উদ্যম থাকা আবশ্যক। তাহলে শিক্ষালয়ের মঙ্গল হবে। যদি তাই চান তাহলে শিক্ষক এবং ছাত্র প্রতিনিধি রাখতে হবে। এটা বিশেষজ্ঞদের মত এবং কোন কোন কমিশনও ছাত্র প্রতিনিধি রাখবার কথা স্বীকার করেছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর পরে আমরা দেখছি প্রিন্সিপালও আছেন এডুকেশন্যাল ইনস্টিটিউশনের। প্রিন্সিপ্যালকে রাখতে হবে, এ ব্যাপারে দ্বিমত নাই। তবে টু (সি) এর ক্ষেত্রে আমরা দেখছি— The State Government shall appoint any member of the Committee as Secretary to the Committee আপত্তি এখানে নিশ্চয়ই আছে। ভোটে নির্বাচিত যেসব প্রতিনিধি আসছেন তাদের মধ্য থেকেই সেক্রেটারী মনোনয়ন করা প্রয়োজন। ষ্টেট গভর্ণমেন্ট ভোটে নির্বাচিত যে কোন একজনকে সেক্রেটারী নির্বাচিত করতে পারেন। আমার অ্যামেণ্ডমেন্টকে যেটা এনেছি এটা পরিচালনায় ব্যবস্থা প্রাণবন্ত করার জন্য এবং আমি জানি এতে শিক্ষালয়ের অনেক সমস্যা সহজভাবে সমাধান হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যাগুলিকে এত সূক্ষ্ম কারণে মাঝে মাঝে দেখতে পাই যেগুলির সমাধান করার জন্য ছাত্র এবং শিক্ষকদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আমি আশা করব যে এটা মেনে নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং শিক্ষালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে হাউস যেন এগিয়ে আসেন। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার :–** শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস।

**শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :**—মাননীয় স্পীকার, স্যার, শিক্ষা পরিচালনার ভিত্তি স্থাপন করে ত্রিপুরার বিভিন্ন কলেজ পরিচালনার সম্পর্কে দীর্ঘদিন থেকে যে সমস্ত বক্তব্য জনসাধারণের ছিল এই দিক থেকে এই সমস্ত বিল তা পূরণ করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বিলোনীয়া কলেজকে কেন এই বিলের অন্তর্ভুক্ত করা হল না ভেবে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। ..

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় কেন বিলোনীয়া কলেজকে এই বিলে সরকার গ্রহণের অন্তভুক্ত করা হল না এটা আমি বুঝতে পারলাম না—খুব দুঃখের বিষয়। কাজেই এই দিক থেকে এই বিল আমি অত্যন্ত কঠোরভাবে সমালোচনা করছি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে গণ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন আজকে বিভিন্ন মহল থেকে স্বীকৃত। বিশেষভাবে বর্তমান ছাত্র আনরেষ্ট-ষ্টুডেন্ট আনরেষ্ট ইত্যাদি—সেই সমস্ত দিক থেকেও শিক্ষার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে ডেমক্রেটিক রিফর্মসের প্রশ্ন বিভিন্ন পক্ষ থেকে উঠেছে এবং বিভিন্ন পক্ষ এটা স্বীকার করেছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালন ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র শিক্ষক তাদের রিপ্রেজেনটেটিভ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কাজেই আমাদের দেশে আমাদের এই বিলে এই দিক থেকে এটার গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি দেওয়ার খুব প্রয়োজনীয়তা ছিল যার অভাব এবং আমলাতান্ত্রিকতার রেশ পরিচালন ক্ষেত্রে আমালাতান্ত্রিকতার প্রাধান্য রয়েছে। এটার পরিবর্তন করা খুবই যুক্তিসংগত। এবং বিশেষভাবে আজকের দিনের অবস্থা বিবেচনা করে এবং যেখানে শিক্ষা এবং শিক্ষার পরিচালন ক্ষেত্রে ডেমক্রেটিক রিফর্মেসানের প্রয়োজন— আজকে সমস্ত দিক থেকে। সেজন্য ছাত্র শিক্ষকের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করা এবং পরিচালন ক্ষেত্রে

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল। এটা এই বিলের অত্যন্ত দুর্বল দিক আমি এটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আমি আবারও অত্যন্ত দুঃখের সংগে উত্থাপন করছি এই বিলে কেন বিদ্যোনীয়া কলেজকে গ্রহণ করা হল না তা বুঝা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর।

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য অনিল সরকার যে প্রীজ মুভ হিজ এমেণ্ডমেন্ট।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা এমেণ্ডমেন্ট ছিল আমি মুভ করি নি।

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য মুভ করা হয়েছে বলে আমি ধরে নিয়েছি—তাহলে আপনারটা মুভ করে ফেলুন।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—না স্যার, ফর্মেলী মুভ করতে হবে...

**মিঃ স্পীকার** :—আমার মনে হয় আপনার বক্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছে ..

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার সংশোধনী প্রস্তাব যেটি সেটি হল ৫ নম্বর ধারাতে যে লাইনটি শেষের দিকে আছে "unless the State Government in the interest of such Educational Institution, otherwise determined" এই যে লাইনটা এটাকে তুলে দিতে প্রস্তাব করছি। এবং তুলে দেওযার যে যুক্তি সেটি আমি আগেই বলেছি এবং সেই সম্পর্কে আমি শুধু এই যুক্তি দেখাতে চাই যে এখানে গত ১৯৭১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শ্রী পি, কে, বসু, শ্রী এম, এম, চক্রবর্তী, শ্রী পি, কে, চক্রবর্তী একটি নোট পাঠান—এই কলেজ গ্রহণ করার ব্যাপারে তাতে তারা বলেছেন যে এটা বিশেষ করে স্পনসর্ড কলেজের ব্যাপারে তাদের যে মন্তব্যটা রয়েছে তাতে আছে rules should not be very much different from that of West Bengal, ১ নম্বর ২ নম্বরে আছে proposed rules do not contain specific provision for security of service of existing staff. Specific provision কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিভিন্ন বিধি তাতে যদি কোন বে-সরকারী কলেজকে সরকারী কলেজে পরিণত করতে হয় তাহলে তাদের চাকরীর নিরাপত্তা সম্পর্কে স্পেসিফিক প্রভিশান রাখতে হবে। এই আনলেস যে কথাটি রাখা হয়েছে তাতে নিরাপত্তার স্পেসিফিক প্রভিশানটি তুলে দেওয়া হয়েছে এই লাইনটি যাতে না থাকে তাহলে মোটামোটি ধরে নেওয়া যায় একটা নিরাপত্তা আছে। কারণ আমাদের বিলে এই কথা বলা হয়েছে—৫ নম্বর ধারাটি মাননীয় স্পীকার, স্যার, যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে এটাতে বলা হয়েছে 'The persons who are in the employ on Educational Institutions, referred to in sub-section 1 of Section 3—immediately before the appointed day shall continue to remain in service on terms and conditions not being less advantageous to those in force immediately before the appointed day. আমি বলছি এই ব্যাপারটা দেখলে স্পেসিফিক প্রভিশন 'যেটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চান বা তার কর্মচারীদের সমপর্কে স্পেসিফিক প্রভিশান থাকতে হবে,—এটা যদি এই বিলে এই কথা রাখা হয় 'unless the State Government in the

interest of such Educational Institution, otherwise determines তাহলে এই স্পেসিফিক প্রভিশনটা ওইক করে দেওয়া হল, এটাকে দুর্বল করে দেওয়া হল। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বুঝতে পারছি না—ধরুন একজন শিক্ষক তিনি ১০ বছর শিক্ষকতা করেছেন, কৈলাসহর কলেজে তাকে নিয়ে নেওয়া হল তিনি কি নতুন শিক্ষক হিসাবে পরিণত হবেন না তার কন্টিনিউও অব সার্ভিস থাকবে—তারপর আবার বলা হল না এই কলেজটা আবার দিয়ে দিলাম আবার আর একটি কমিটির হাতে তার যে সার্ভিস কণ্ডিশান সেটির ব্রেক যদি ধরে নেন—আমার নিরাপত্তা কোথায়? যেটি বলা হচ্ছে নিরাপত্তা সিকিউরিটি সেই সিকিউরিটি গ্যারান্টেড করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে চাচ্ছেন আবার গ্যারান্টি করতে হবে। নিরাপত্তাকে সংশোধন করতে হবে—সেখানে এই নিরাপত্তাকে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। কাজেই এই লাইনটা ডিলিট করে দেওয়া উচিত। যদি আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে চাই, যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন চাই, যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্তব্যের কোন দাম দেই—কাজেই সেখানে আমরা এই ধারাটি রাখতে পারি না—যে লাইনটির কথা আমি বললাম সেটি রাখতে পারি না। সেজন্য আমি হাউসকে অনুরোধ করব এই সংশোধনী প্রস্তাবটি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করবেন। আমার শিক্ষক ১০ বছর ১৫ বছর চাকরী করেছেন এই রকম শিক্ষক রয়েছেন তাদের সার্ভিস কণ্ডিশান যাতে কোন রকমে অসুবিধার সৃষ্টি না হতে পারে, যাতে তাদের চাকুরী এনডেঞ্জারড না হতে পারে এবং সেই রকম কোন সুযোগ আমরা কাউকে যাতে না দিই এই অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য অনিল সরকার।

**শ্রীঅনিল সরকার** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার যে এমেণ্ডমেন্ট এনেছি সেটি হল, that the word for a period of 5 years in sub-clause 1 to 3 be deleted. Second হল that the clause 7 be deleted. এই দুইটি কলেজ সরকার গ্রহণ করছেন ৫ বছর পর্যান্ত, তারপর সেটি আবার নতুন কমিটির—উপযুক্ত কমিটির কাছে হস্তান্তর করা হবে। ৫ বছরের মধ্যেই সেটি করতে পারেন। যিনি এই প্রস্তাব মুভ করেছেন—এই বিল এনেছেন তিনিও এক জন প্রাক্তন শিক্ষক, আমিও শিক্ষকতা বে-সরকারী স্কুলে করেছি। এর যে অভিজ্ঞতা আমি নিশ্চিত আশা করেছিলাম অন্তত পক্ষে ৫ বছর পরে আবার সেই বিশেষ কমিটিকে দিয়ে দেওয়ার কথা থাকবে না। কারণ আমার পরিষ্কার মনে পরে ১৯৪৭ সালের সমসাময়িক সময়ে স্কুলে যখন পড়তাম তখন লক্ষ্য করেছি গ্রামের জমিদারের বেয়াদব ছেলেকে মাষ্টার মশায় মারতে মারতে বলতেন তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না—লক্ষী আর সরস্বতীর মধ্যে বিরোধ। ১৯৬৪ সালে যখন স্কুলে কাজ করতে যাই আর ১৯৭১ সালে একটা বে-সরকারী স্কুলে কাজ করে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে ২৫ বছর আগে ১৯৪৭ সালে বাচ্চা ছেলেকে যে কথা বলে মাষ্টার মশায় গাল দিতেন সেটাকে ত্রিপুরা রাজ্যে স্কুল কমিটির সেক্রেটারীরা বদলে দিয়েছেন এবং ত্রিপুরায় সরস্বতীর ঘরে যদি লক্ষীর নিবাস কিছু দিয়ে থাকে সেটি হল বে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ম্যানেজমেন্টের মধ্যে। এবং ত্রিপুরায় যদি কোন ব্যবসা থাকে যার বিশেষ কোন পুঁজির দরকার খুব একটা হয় না এবং সেই পুঁজিপতি হলেন ছুটো বিভাগের—একটি হল কোপারেটিভ-এর

সেক্রেটারী আর একটি হল বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী এবং সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা—কিন্তু সেই টাকা নিয়ে আজ দুর্নীতির বাস্তু ঘুঘুরা সেখানে বাস করে। সেখানে দেখা যায় স্কুল কলেজগুলিতে আজ ছাত্র থাকে ত শিক্ষক নাই, শিক্ষক থাকে ত টেবিল নাই, টেবিল থাকেত পড়াশুনা হয় না এই যে ব্যবস্থা, এই যে সরস্বতীর কমল কাননে এই যে মাতাল হাতীদের আড্ডা এবং ২৫ বছরে শিক্ষা ব্যবস্থায় এই দংগল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে এই অভিজ্ঞতা থেকে—ত্রিপুরায় সমস্ত শিক্ষাবিদ যারা শিক্ষাকে ভালবাসে—ছাত্র-শিক্ষক এবং সর্বস্তরের মানুষ তাদের প্রধান অভিযোগ যে বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে দুর্নীতির চক্র গড়ে উঠেছে সেখানে বিদ্যাদানের চেয়ে বিদ্যার ব্যবসাটাই বড় এবং ত্রিপুরায় গত ২৫ বছর শিক্ষার স্বার্থ বিরোধী, শিক্ষক বিরোধী, ছাত্র বিরোধী এবং শিক্ষার নিরাপত্তা বিরোধী যে সমস্ত কাজ কর্ম করেছে এবং আমি লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরায় কলেজ করার নামে গরুর বাজার থেকে হাজার হাজার টাকা তোলা হয়েছে তারপর রাস্তারপাশে একটা কলেজের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই টাকা মেরে দিয়ে বসে আছে। তার পরবর্তী স্তরে যেখানে যেখানে কলেজ হয়েছে—বাস্তু ঘুঘুরা সেখানে সরকারী টাকা নিয়ে দুর্নীতির আড্ডা বসিয়েছে, সরকারের পক্ষ থেকে রেগুলার চেক আপ করা, তা হয় নি। আগরতলা শহরে একটা কলেজের নাম বলতে পারি যেটা নাকি ১০ বছর আগে স্কুলের সেক্রেটারী বলত, মাষ্টারকে কলার ধরে যে হাওড়া নদীর পুলের উপর তুলে দিয়ে বলত গেট আউট—চলে যাও, এই ধরণের উদাহরণ আছে রামঠাকুর পাঠশালায়, ১৭ | ১৮ জন শিক্ষককে একসঙ্গে ছাটাই করেছে, তাঁরা কোন প্রতিবাদ করতে পারে নি, তাঁদের কোন বক্তব্য রাখতে পারে নি, এই রকম দুর্নীতি চলেছে। যেখানে পি, কে, বসু কমিটি বলেছেন যে স্পনসরড কলেজের যে ব্যবস্থা আছে, যে রুল তৈরী হয়েছে, তাতে সাফিশ্যান্ট গ্যারান্টি নেই। যে ব্যবস্থার উপর স্পনসরড কলেজগুলি চলেছে সেখানে মোটেই শিক্ষকদের নিরাপত্তা নেই, যার ফলে বেসরকারী কলেজগুলিতে শিক্ষার নামে একটা মস্তবড় একটা শিক্ষা ব্যবসা চলছে। কাজেই আজকে যে বিনা পুঁজিতে কারবারগুলি চলছে, তার বিরুদ্ধে আমরা নিশ্চয়ই আশা করব ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে যে বিল এসেছে, টেকিং অভারের উপর, গ্রহণ করতে গিয়ে—আপনারা পাঁচ বছর পরে নয়, ২৫ বছরে শিক্ষা জগতে যেটা যেটা চলে আসছে, যেখানে দুর্নীতি আমার জেনারেশান'এর ভবিষ্যত আমার ভাই বোনের ভবিষ্যত এফেক্ট করে, সবচেয়ে আগে যেখানে টাচ করে, সেখানে যখন দেখি স্কুল সেক্রেটারী স্কুলের টাকা দিয়ে মদ খায়, মাছের ব্যবসা করে, জায়গা জমি বিক্রি করে নিজে কিনে নেয়, সেখানকার শিক্ষক ছাটাই হয়, ছাত্ররা তাদের বইয়ের জন্য, তাদের স্কলারশিপ-এর জন্য, তাদের ষ্টাইপেণ্ডের জন্য, ফ্রি ষ্টুডেন্টশিপের জন্য, তাদের ডেমোক্রেটিক অধিকারের জন্য লড়াই করে, তখন নিশ্চয়ই এই ঘটনা শিক্ষা জগতে টাচ করে, কিন্তু এই সমস্ত যুধিষ্ঠীর যারা এই ২৫ বছর এর রাজত্বের মধ্য দিয়ে দুর্যোধন সেজেছেন, তারা নিশ্চয়ই আগামী পাঁচ বছরে যুধিষ্ঠির হতে পারবেন না। কাজেই এটা হল মাঝখানে একটা পজ, এটা আজকে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক, ছাত্র এবং সর্বস্তরের মানুষের যে ক্রোধ, সেই ক্রোধকে আপাততঃ চাপা দেবার জন্য আমরা এটা নিচ্ছি, কিন্তু পাঁচ বছর পরে আমাদের শিক্ষা জগতে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমাদের পেটোয়া লোকদের, পলিটিকেল এলিমেন্টসগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে...

**মিঃ স্পীকার** :—অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

**শ্রীঅনিল সরকার** :—এক মিনিট স্যার।

আমাদের সামাজিক সিসটেমের মধ্যে, সমস্ত কালচার এডুকেশানের নামে যারা ডিগ্রেডেশান আনবে, সেই সমস্ত কতিপয় এজেন্টকে জিইয়ে রাখবে। আমরা ডেমক্রেসী চাই, কিন্তু শিক্ষা নয়ে ডেমক্রেসী এবং ডেমক্রেসী নিয়ে দুর্নীতির ব্যবসা এবং সেই ব্যবসা ২৫ বছরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ে রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা শিক্ষা জগতে কালোবাজারী, স্মাগলারের গণতন্ত্র চাই না, আমরা চাই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে টেক ওভার করা হউক। আমরা চাই বিলোনিয়া কলেজকে টেকিং ওভারের মধ্যে যেন গ্রাহ্য করা হয়। একথা বলে আমার এমেণ্ডমেন্টের পক্ষে বক্তব্য রাখছি।

**Mr. Speaker**—Now Hon'ble Minister in-charge to give his reply to the debate.

**শ্রীশৈলেশ সোম** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরা এডুকেশানাল ইনষ্টিটিউশান টেকিং ওভার মেনেজমেন্ট বিল গ্রহণ সম্পর্কে মাননীয় তিনজন বিরোধী সদস্য যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন—এই প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে আমি বলব কিন্তু তার পূর্বে আমি বলতে চাই যে চারজন মাননীয় সদস্য আজকে এই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, আমি যেটুকু বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে তাঁরা এই বিল সমর্থন করেন এবং সমর্থন করেন বলেই কিছুটা সংশোধিত আকারে গ্রহণ করতে চান। এইটুকু আমি বুঝতে পেরেছি। এবং সেই সংশোধনীগুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে হয়তো এমন কথা এসেছে যেগুলি এটার এক্তিয়ারভুক্ত নয়। বিলোনীয়া স্পনসরড কলেজকে এক্তিয়ারভুক্ত করার জন্য বলা হয়েছে। প্রথমে বিরোধী দলের নেতা শ্রীনৃপেন বাবু যা বলেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয়, অন্যান্য তিনজন সদস্যের যে বক্তব্য সেটা সুপার ক্লাস, তিনি প্রথমে বলেছেন রামঠাকুর কলেজের কথা, তার যে ব্যবস্থাপনায় বড় বড় ত্রুটি, পর্বত-প্রমাণ গলদ ছিল, বিল উত্থাপন করার সময় আমরা তা বলেছি এবং রাজ্যপালের ভাষণের সময় আমরা তা বলেছি এবং রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যেও রাজ্যপাল একথা বলেছেন যে ঐ দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেভাবে চলা উচিত ছিল, ব্যবস্থাপনার মধ্যে ত্রুটী ছিল, সেইভাবে চলেনি, এর জন্য বিলটা এখানে আনা হয়েছে। সুতরাং এই সম্পর্কে দ্বিমত নেই যে এইগুলি ব্যবস্থাপনা ভাল চলছিলনা এবং ভাল চলছিলনা বলেই সেগুলিকে গ্রহণ করা হচ্ছে। এই হাউসের সেন্স আমি যা বুঝতে পেরেছি এই চারজন সদস্য-এর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে, তাঁরা চান ক্রমে ক্রমে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যার মধ্যে কিছু কিছু ক্রটীবিচ্যুতি ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে, ওরা কোথাও কোথাও দুর্নীতি বলেছেন, সেগুলি অবসান করার জন্য সমস্ত প্রাইভেট মেনেজড ইনষ্টিটিউশানগুলি টেক আপ করার কথা তাঁরা বলেছেন, এই কথাটার কিছুটা গুরুত্ব নিঃসন্দেহ আছে, যদি না থাকত তাহলে এই দুইটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণ করার প্রশ্ন আসত না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে ভারতবর্ষে যে চিন্তা চলছে, সেটা এই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ব্যবস্থা কি হবে? শিক্ষাকে রেশনালাইজেশানের কথা এসেছে, শিক্ষার প্রকার ভেদ করার কথা এসেছে, কিন্তু সবটার মূলে একটা জিনিষ কাজ করছে, সেটা হচ্ছে অর্থসংগতির কথা। তার রূপান্তরের

কথা যে মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্ম্মা বলেছেন, সেই সম্পর্কে বলতে গেলে, এটা হচ্ছে পরিপূর্ণ পরিবর্ত্তনের কথা। এখনকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে আলাদা করে, সর্ব্ব ভারতীয় ক্ষেত্র থেকে এটাকে সাজানো যায় না, সেটা করা সম্ভবপর নয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে গ্রহণ করা সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি রাতারাতি যদি গ্রহণ করা যায়, তার ব্যবস্থাপনার মধ্যে হঠাৎ এই প্রাইভেট মেনেজড ইনষ্টিটিউশানগুলি যদি সরকারের মধ্যে নিয়ে নেয়, একই সংগে তাহলে সরকারী ব্যবস্থাপনার মধ্যেও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে, তারই জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলি ভালভাবে চলছে, সেগুলি চলুক, আর যেগুলি চলছেনা, সেগুলি সরকারীভাবে নিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আরেকটা কথা বলা হয়েছে গণতন্ত্রের কথা। গণতন্ত্রের প্রশ্ন আছে বলেই সেখানে যারা অবিভাবক আছেন, এবং যারা প্রতিনিধি আছেন, তাদের নিয়ে কমিটি গঠিত হয়, আবার তাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার আছে তাকে আঘাত করার কথা বলা হয়েছে, এই দুইটার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান থাকছেনা, হতে পারে না। এখানে আর একটা কথা বলা হয়েছে যে পাঁচ বছরের জন্য কেন বলা হয়েছে, সেটা একবারে গ্রহণ করা হয় না কেন? এই যে গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে, তারই জন্য। যদি দেখা যায় পাঁচ বছরের মধ্যে অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন করে—এবং যার জন্য এখানে সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে আসা হয়েছে, এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার দেওয়া হবে, এবং প্রয়োজন হলে সেই এ্যাডমিনিটেটারের পরবর্ত্তে একটা সিলেক্ট কমিটি দেওয়া হবে, যদি দেখা যায় যে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের শাসনতন্ত্রের মধ্যে মুলগত পরিবর্ত্তন ঘটেছে অবস্থাটার পরিবর্ত্তন হওয়া, দরকার যে কারণে যখন যে সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে তার জন্য বলা হয়েছে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর দেওয়া হবে। আবার প্রয়োজন বোধে সিলেক্ট কমিটিও দেওয়া হবে। যদি দেখা যায় যে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের কাজের মধ্যে কিছু গুণগত তারতম্য হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে আবার জনসাধারণের হাতে দিলে কিছু অন্তত পক্ষে শিক্ষক, শিক্ষা বিভাগের কিছু লোক, ডিসট্রিক ম্যাজিষ্ট্রেট যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের হাতে দিলে পরে আরও ভাল হয় পরীক্ষা করে দেখা হবে। এবং তাতে যদি সম্ভবপর হয় কমিটিকে সেখানে ফিরে দেওয়ার প্রস্তাব হবে। আমার মনে হয় এই ৫ বছর সময়ের মধ্যে মাননীয়—সদস্যবৃন্দের উদ্বেগের কোন কারণ নেই। আগামী ৫ বছরের মধ্যে দুনিয়ার অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হতে পারে এবং শিক্ষার ব্যবস্থাপনা যা রয়েছে তারও একটা পরিবর্ত্তন হতে পারে এবং এই ৫ বছরের ভিতরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সরকার গ্রহণও করতে পারে। এই রকম একটা অব্যবস্থা আসতেও পারে কিন্তু তার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা নেই যে সরকার সবকয়টিকেই গ্রহণ করবে। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রীনৃপেন্দ্র বাবু ৫নং ক্লজের শেষ অংশটুকু বাদ দিতে বলেছেন। তিনি যদি একটু লক্ষ করেন তাহলে দেখবেন যে সেখানে shall কথাটার উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়েছে। এইটার উদ্দেশ্য কারও উপরে আঘাত হানবার জন্য নয়। শিক্ষকদের মধ্যে যারা রয়েছেন তাদের শিক্ষার উপরে বেশ আঘাত আনবার জন্য চেষ্টা করা হয় নি বা তাদের চাকুরীর উপর আঘাত আনবার জন্যও নয়। কাজেই আমি অনুরোধ করবো যেন মাননীয় সদস্য উদ্বেগ প্রকাশ না করেন। তারপর ডিষ্টিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এই কমিটির সভাপতি কেন হবেন। ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হলে কি শিক্ষাব্রতী হতে পারে না, এমন কোন কথা নয়। এবং এই কথাটা গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখা হচ্ছে এই জন্য যে হাউসের সেন্টিমেন্ট, যেহেতু তিনি বিধানসভার একজন সদস্য বিধান সভায় বসে সভার সদস্যদের মনের কোমল জায়গাটুকুতে একটা নাড়া দেওয়ার জন্য এই কথাটা এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু কোন বিশেষ উদ্দেশ্য

নিয়ে সেটাকে বাদ দেওয়া হয় নি, যদি তা দেওয়া হতো তবে রামঠাকুর কলেজের যে এলাকাতে এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধি হলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের এলাকার যিনি সদস্য তিনি আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য। কাজেই কোন রাজনৈতিক নৈতিক উদ্দেশ্য বা বিশেষ কোন স্বার্থপরতায় করা হয়নি। বেটার-এডমিনিষ্ট্রেশনের জন্যই এইটুকু করা হয়েছে। রাজনৈতিক কোন ভাবনা বা চিন্তা এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে ছিল না। কলেজগুলি ভালভাবে চলুক সে উদ্দেশ্য নিয়েই করা হয়েছে। শিক্ষক প্রতিনিধির কথা বলা হয়েছে যে সেটা নমিনেট না করে কেন ইলেকটেড করা হল না। একজনের জায়গায় কেন দুইজন করা হয় নি। শিক্ষকদের প্রতিনিধি একজন নেওয়া হয়েছে এবং শিক্ষকদের মধ্যে যদি বলা হয় যে নির্বাচিত একজনকে সিলেকট করলে শিক্ষকদের স্বার্থের ক্ষতি হয় তাহলে শিক্ষক হিসাবে শিক্ষকদের প্রতি এখানে অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসে, তার মধ্যে ধ্বনিত হয়। এই অবিশ্বাস কোন কারণে থাকতে পারে না। যাদের প্রতিনিধি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে কিন্তু ২। ১টা কলেজের মধ্যে আমরা যাদের প্রতিনিধি নেব, আর সারা ত্রিপুরায় আমরা তা নিব না। তারও একটা দিক। সুতরাং সর্বত্র নিতে হবে। এই ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। সুতরাং সেইটাকে আমরা আপাতকালীন ব্যবস্থা হিসাবে আমরা সেটাকে গ্রহন করেছি। এই জন্য আমি মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করবো যে বিলটা এখানে যে আকারে এসেছে তাতে কারও স্বার্থে আঘাত দিবার জন্য নয় শুধু ইনষ্টিটিউশানগুলি ভালভাবে যাতে চলে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আনা হয়েছে। কোন গোজামিল বা ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করা হয়েছে, এই বিধান সভায় সদস্যরা বার বার বলেছেন এবং আমরা সে দিন বলেছি, বিগত সেশনে যে কলেজগুলির ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করবো। জনসাধারণের অভি-প্রায় এবং শিক্ষকদের অভিপ্রায়কে মর্যাদা দিবার জন্যই এবং বিশেষভাবে এবং ভালভাবে যাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলি চলে এই জন্য এই বিলটাকে এখানে স্বাগত করা হয়েছে। আমার মনে হয় যে ফরমে এই বিলটা এসেছে, আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে সকলকে অনুরোধ করবো যেন এই বিলটাকে গ্রহণ করা হয়।

**Mr. Speaker** :—Now, the discussion is over. I now dispose of the amendments first. Now, I am putting the motion to vote. Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that, the Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Bill 1973 (Tripura Bill No. 2 of 1973) be taken into consideration at once.

Then the motion was put to voice vote and carried.

**Mr. Speaker** :—Now, I am putting the amendment of Hon'ble member Sri Nripendra Chakraborty to vote. The question before the Houss is 'That in clause 5 delete' unless the state Government in the interest of such educational institution, otherwise determines".

Then the amendment was put to voice vote and lost.

**Mr. Speaker** :—Now, Clause 2 do stand part of the Bill.

Then it was put to voice vote and carried, one by one—

**Mr. Speaker** :— Now, I am putting the amendment or Sri Amarendra Sarma, to vote The question before the House is "That Sub-Clause 2 (a) (b) (c) of clause 3 be substituted by the following :—

2 (a) The state Government shall on and from the appointed day, appoint a committee for the management and Control of Educational Institution (b) The Committee referred to in this clause shall consist of the following members namely : —(1) the member of the Legislative Assembly of the Constituency in which the Educational Institution is situated Ex-officio Chairman (2) Two Officers of the state Govt as nominated by the said Covt from the Education Deptt —Members (3) Two persons to be elected by the members of the Teaching staff of the Educational Institution concerned from among the staff Members. (4) Two students to be elected by the students of the Educational Institution concerned from among the students of the Educational Institution—Members (5) The Principal of the educational Institution concerned Ex-Officio-Member (c) The state Govt shall appoint one of the elected members as Secretary to the Committee

Now, I am putting all the amendments together.

Then the amendments put to voice vote and lost

**Mr. Speaker** :--I am now putting the Clause 3 to vote.

The question that the clause 3 do stand part of the Bill was then put and carried.

Then the clause 4, 5 and 6 were put separately and carried by voice vote.

**Mr Speaker** :—Now, I am putting to vote the amendment of Sri Anil Sarker.

The question that the clause 7 be deleted was then put and lost by voice vote.

**Mr. Speaker** :—Now, Clauses 7 to 14 do stand part of the Bill.

The question was put and carried by voice vote.

Then the question that the clause 1 do stand part of the Bill was put and carried by voice vote.

Then the question that the Title do stand part of the Bill was put and carried by voice vote.

**Mr Speaker** :—Now, before pass on to the next item of Business I would like to announce the members the report of the Business Advisory Committee.

I announce the report of the Business Advisory Committee setting out the Business of the House upto 30th March. 1973 I would call on Sri Usha

Ranjan Sen, Deputy Speaker, designated by me to move the motion that this House agrees to the re-allocation of time proposed by the Committee in partial modification of its previous report.

**Shri Usha Ranjan Sen** (Dy. Speaker) :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that this House agrees to the re-allocation of time proposed by the Committee.

The question that the motion moved by Shri Usha Ranjan Sen that the House agrees to the re-allocation of time proposed by the Committee in partial modification of its previous report was put and carried by voice vote.

**Mr. Speaker** :—Next business is the passing of 'The Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Bill 1973. (Tripura Bill No. 2 of 1973). I would request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for passing of the Bill.

**Shri Sailesh Rn. Shome** :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that 'the Tripura Educational Institutions ( Taking over of management ) Bill, 1973 (Bill No. 2 of 1973) as settled in the Assembly be passed.

The question that the motion moved by Shri Sailesh Rn. Shome, Dy. Minister that 'the Tripura Educational Institution ( Taking over of Management ) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 2 of 1973 ) as settled in the House be passed was put and carrice by voice vote.

Consideration and passing of
The Indian Stamp ( Tripura Amendment ) Bill, 1973
( Bill No. 5 of 1973 )

---

**Mr. Speaker** :—Next business of the House 'The Indian Stamp ( Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 5 of 1973) is to be taken into consideration. I call on the Hon'ble Minister-in-charge to move his motion for consideration of the Bill.

**Shri Monoranjan Nath** ;—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that 'The Indian Stamp (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 5 of 1973 ) be taken into consideration at once.

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—এটা সবাই জানেন যে এই বিল ভারত সরকারের একটি কুখ্যাত ট্যাক্স যা কেন্দ্রীয় সরকার তুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন। সেটিকে এখানে চালু রাখার চেষ্টা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথা আমি জানি যে ত্রিপুরার জনসাধারণের উপর কি ভাবে প্রতিটি বাজেটে ট্যাক্সের বোঝা বৃদ্ধি পাচ্ছে—প্রত্যক্ষই বলুন আর পরোক্ষই বলুন এবং যার অধিকাংশই দেশের সব চেয়ে গরীব অংশের মানুষকে বহন করতে হচ্ছে। এই ট্যাক্সটির কেন্দ্রীয় সরকার যখন বসান তখন দেশের সকল অংশের গরীব মানুষ এর প্রবল বিরোধীতা' করেছিলেন এবং তখন বলা হয়েছিল এই ট্যাক্সটি তুলে দেওয়া হবে। আশ্চর্য্যের কথা

কেন্দ্রীয় সরকার তুলে দেওয়ার পর এবং অনেকগুলি রাজ্য সরকার এটা চালু না করা সত্বেও ত্রিপুরা সরকার এটাকে চালু রাখবার চেষ্টা করছে। যে যুক্তি মাননীয় অর্থমন্ত্রী দেখিয়েছেন সেই যুক্তি ঠিক নয়। যুক্তি হচ্ছে আম দের আয় কম। আমি জানি না আমাদের আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে যে গ্যাপ এই বিলে আমরা কি করে সেটি পূরণ করছি। এমন একটা অবস্থায় এই বিলটি আনা হচ্ছে যে অবস্থাটির কথা এই হাউসের জানা দরকার। যে স্ট্যাম্প ডিউটি এই রাজ্যে কি ছিল এবং আসামে যে ষ্ট্যাম্প ডিউটি চালু করে রাতারাতি সমস্ত ষ্ট্যাম্পের দাম কি ভাবে বাড়ানো হয়েছিল এবং প্রতিবাদ সত্বেও এটা চালু হয়েছে। আজকে আবার নূতন করে ষ্ট্যাম্প ডিউটি বাড়াবার জন্য আর একটি বিল আনা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিল সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে চাই না, কারণ এটা সবারই জানা আছে—আমি শুধু এইটুকু বলছি এই হাউসের যে মেজরিটি সেই মেজরিটির জোরে যদি আপনারা এই বিলটি পাশ করতে চেষ্টা করেন তাহলে দেশের জনসাধারণ তার প্রতিরোধ করবে প্রতিবাদ করবে। যে জায়গাতে সাধারণ মানুষ ল্যাণ্ড রেভিনিউ দিতে পারে না, যে জায়গাতে বছরের পর বছর রেভিনিউ বকেয়া পরে থাকে এবং তা সরকার মকুব করতে বাধ্য হন, যে রাজ্যের মধ্যে খরা পরিস্থিতি চলছে সেখানে কি করে একটি নূতন ট্যাক্স চালু রাখতে পারেন সেটি আমি ভেবে পাই না। কাজেই আমি জানি যখন আপনাদের মেজরিটি রয়েছে এবং সেই মেজরিটির জোরে তারা পাশ করবেন কাজেই এর প্রতিবাদে আমরা সভাকক্ষ ত্যাগ করছি। শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস ছাড়া বিরোধী পক্ষের সকল সদস্যের সভা কক্ষ ত্যাগ)।

**Mr. Speaker :** Now, the Question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-Charge that the Indian Stamp........... (interruption)......আপনি কিছু বলতে চান।

**শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিলের বিরোধীতা করছি। কারণ এই বিল সাধারণ মানুষের উপর ট্যাক্সের বোঝা বাড়বে, কাজেই এই বিলের বিরোধীতা করছি। এবং ভোট দানে বিরত থাকব।

**মিঃ স্পীকার :**—ভোট দানে বিরত থাকবেন—Now, the question before the House is the Motion moved by the Minister-in-Charge that the Indian Stamp (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 5 of 1973) be taken into consideration at once.

It was put to vote and was carried.

Now, I shall put the clauses to vote one by one.. First, $CL_2$ do stand part of the Biil. It was put to vote and passed.

$CL_3$ do stand part of the Bill. It was put to vote and passed.

$CL_1$ do stand part of the Bill. It was put to vote and passed.

The Title do stand part of the Bill. It was put to vote and passed.

Next Business is the passing of the Indian Stamp (Tripura Amendment Bill, 1973 (Tripura Bill No. 5 of 1973). I request the Hon'ble Minister-in-Charge to move his Motion for passing of the Bill.

**Shri Manoranjan Nath** :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Indian Stamp (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 5 of 1973) as settled in the Assembly be passed.

**Mr. Speaker** :—Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-Charge that 'the Indian Stamp (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 5 of 1973) as settled in the House be passed'.

It was put to vote and passed.

এখন আমাদের বিজনেস শেষ হয়েছে। একটা প্রশ্ন—আমাদের হাউসের সেশান ১১টা থেকে সুরু হয়ে থাকে। আমাদের বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং লিডার অব দি হাউস বলেছিলেন আগামী কাল থেকে আমাদের সিটিং টাইম ১১টার পরিবর্ত্তে দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত উইথ হাফ এন আওয়ার ব্রেক।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :—সাড়ে বারটা থেকে আরম্ভ হওয়ার কথা—আমাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে তাতে সাড়ে বারটায় করবার কথা ছিল।

**মিঃ স্পীকার** :—হোয়াট ইজ দি সেন্স অব দি হাউস—সাড়ে বারটাতো ...

**শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত** :—স্যার, অপজিশানের কেউ হাউসে উপস্থিত নাই কাজেই সেই ক্ষেত্রে এই রকম একটা ডিসিশান নেওয়া হবে কিনা—যেহেতু এটা পার্মানেণ্টলি চেঞ্জ হচ্ছে। কাজেই আমাদের বাই লতে বলা হয়েছে যে সেটি যদি চেঞ্জ করতে হয় ফর্মেলি একটা রিজোলিউশান মুভ করে যেন করা হয়।...

**মিঃ স্পীকার** :—সেটির অথরিটি আমার আছে, চেঞ্জ করতে পারি—স্পীকারকে সেই অথরিটি দেওয়া আছে। তবে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব করলেন যে যেহেতু অপজিশনের মেম্বাররা হাউসে নেই—একটা চেঞ্জ হচ্ছে রিগার্ডিং টাইম—সেটি আগামী কাল না করে তার পরদিন করতে পারি। আই একসেপট দিস সাজেশান। অনারেবল মেম্বার্স আর নট প্রেজেণ্ট ইন দি হাউস টু ডে। কাজেই আই শ্যাল টেক ডিসিশান ইন দিস ম্যাটার ডে-আফটার টুমরো।

**শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত** :—কাল ডিসিশান নিয়ে প্রোগ্রাম চেঞ্জ হলে পরশু থেকে প্রোগ্রাম চেঞ্জ হবে।

**মিঃ স্পীকার** :—হ্যাঁ, পরশু থেকে চেঞ্জ হবে। কাল ১১টায়ই বসবে। The House stands adjourned till 11.00 A. M, on Wednesday the 21st March, 1973.

হাউস দি ডে আফটার টুমরো ডিসিশান নেবে।

**শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত** :—প্রগ্রাম পরশু থেকে চেঞ্জ হবে।

**মিঃ স্পীকার**:—কাল ১১টা থেকেই হবে।

The House stands adjourned till 11 A. M. on Wednessday the 21st March, 1973.

(Adjourned at 3-30)

Annexure—"A"

## STARRED QUESTION NO. 551

**By Shri Ajoy Biswas**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১) কেন্দ্রীয় তৃতীয় বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ত্রিপুরায় তাহা কার্য্যকরী হবে কি ?

২) না হলে তার কারণ ?

উত্তর

১) কেন্দ্রীয় তৃতীয় বেতন কমিশনের রিপোর্ট ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

## STARRED QUESTION NO. 550

**By Shri Ajoy Biswas**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Departmeat be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের ৮·৩৩ শতাংশ বোনাস মঞ্জুরীর কোন প্রশ্ন সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না ?

২) থাকলে কবের মধ্যে দেওয়া হবে ?

৩) না থাকলে কারণ কি ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে Payment of Bonus Act প্রযোজ্য নহে।

## STARRED QUESTION NO. 433
### By Shri Raimani Riyan

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কাঞ্চনপুরের আনন্দ বাজার ও দশদা বাজারে সরকারী ডাক্তার খানায় কম্পাউণ্ডার থাকিবার কোয়ার্টার নাই।

২) সত্য হইলে কত দিনের মধ্যে সেখানে কোয়ার্টার তৈরী করা হইবে।

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) আনন্দ বাজার ও দশদা ডিসপেন্সারী গৃহ এবং প্রয়োজনীয় কোয়ার্টার তৈরীর জন্য পূর্ত বিভাগকে ভার দেওয়া হয়েছে।

## STARRED QUESTION NO. 633
### By Shri Chandra Sekhar Datta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর ও বগাফা গ্রামের অন্তর্গত কতটা ক্রেস নিউট্রেশান প্রোগ্রাম ফিডিং সেন্টার খোলা হইয়াছে।

২) সরকারী মঞ্জুরী কতটা ফিডিং সেন্টারের মধ্যে কতটা চালু আছে।

৩) প্রতিজন শিশুকে কত পয়সার সুষম খাদ্য দেওয়ার কথা।

৪) ১৯৭২ ইং—১৯৭৩ইং সনে ফিডিং সেন্টার খোলার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল ? (ত্রিপুরা রাজ্যে),

উত্তর

১) বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর ও বগাফা ব্লকের নিউট্রেশান প্রোগ্রামে ফিডিং সেন্টারের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

| | | |
|---|---|---|
| ক) | বগাফা ব্লকের অধীনে | ১৭টি |
| খ) | রাজনগর ,, ,, | ২০টি |
| গ) | বিলোনীয়া মহকুমা অফিসারের অধীনে | ২টি |

২) উপরোক্ত সবগুলি সেন্টারই চালু আছে।

৩) স্কিম অনুসারে প্রতিদিন প্রতি শিশুকে খাদ্য দেওয়ার জন্য ১৮ পয়সা বরাদ্দ করা আছে।

৪) ভারত সরকার ১৯৭২—১৯৭৩ ইং সনে ত্রিপুরায় এই প্রোগ্রামের জন্য প্রথমে ৩০.৭২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। পরে ইহা সংশোধিত করিয়া ২৪.৬৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন।

পরিপূরক :—

১) ১৮ পয়সার মধ্যে প্রতি শিশুকে প্রতিদিন ৬০ গ্রাম আতপ চাউল, ৩০ গ্রাম মসুরী ডাইল তরকারী সহ খিচুরী তৈয়ার করিয়া দেওয়ার নির্দেশ আছে। এই খাদ্যে পুষ্টি বিশেষজ্ঞের মতে প্রায় ১২ গ্রাম প্রোটিন ও ৩০০ ক্যালরী পাওয়া যাইবে। এই খাদ্যে শিশুদিগকে অপুষ্টিজনিত ক্ষতি রোধ কল্পে পরিপূরক খাদ্য হিসাবে দেওয়া হয়।

২) ১৯৭২—৭৩ ইং সনে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে প্রায় ১৮.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে, বলিয়া অনুমিত হয়। যাহা হউক এই বৎসরের নির্দিষ্ট লক্ষ্য মাত্রা ৩৫০০০ শিশু, গর্ভবতী, প্রসূতা মা ইতি মধ্যেই পূরণ করা হইয়াছে। সমস্ত টাকা ব্যয় না হওয়াব কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে,—

ক) এই স্কীম অনুসারে ফিডিং সেন্টারের সবগুলি প্রস্তাব বৎসরের প্রথমেই চুড়ান্ত করা সম্ভব হয়না। বিভিন্ন মহকুমা ও ব্লকের ভার প্রাপ্ত কর্ম্ম কর্ত্তাগণ তাহাদের নিজ নিজ এলাকার অবস্থা, ফিডিং সেন্টার চালনার জন্য উপযুক্ত সংস্থা, পরিবহনের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া প্রস্তাব প্রেরণ করেন। যাহার ফলে সবগুলি প্রস্তাব একসঙ্গে পাওয়া ও চুড়ান্ত করা সম্ভব হয় না।

খ) এই স্কীমানুসারে ৩টি খাতে ব্যয় বরাদ্দ আছে, যেমন :—

১) খাদ্যের জন্য প্রতি শিশুর প্রতিদিন ১৮ পয়সা এবং গর্ভবতী, প্রসূতী মায়ের জন্য মাথা পিছু ২৫ পয়সা।

২) পরিবহন : মাথা পিছু প্রতিদিন ২ পয়সা,

৩) প্রশাসনিক ব্যয় : মাথা পিছু প্রতিদিন ৩.৫০ পয়সা।

এই স্কীম চালু হওয়ার পর হইতে গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে পরিবহন ও প্রশাসনিক ব্যয়ের খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী খরচ হয়না। প্রশাসনিক খাতে ব্যয় কম হওয়ার কারণ, এই স্কীমানুসারে হেড কোয়ার্টার অফিসে সামান্য কিছু সংখ্যক ষ্টাফ ছাড়া অন্য কোন ষ্টাফের ব্যবস্থা নাই। এই সম্পর্কে ভারত সরকারের নিকট বিশদভাবে রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে।

## STARRED QUESTION NO. 439
**By Shri Raimani Riyan Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বাংমুনএ কএটা মেটারনিটি, সেন্টার আছে কিন্তু তথায় রোগী থাকিবার স্থান নাই এবং বর্ত্তমানে যে গৃহটি আছে উহাতে বেড়া পর্য্যন্ত নাই।

২। সত্য হইলে কত দিনের মধ্যে উক্ত গৃহটি মেরামত বা নূতন গৃহ করা হইবে।

উত্তর

১। হ্যাঁ, তাব, একটি মেটারনিটি ওয়ার্ড আছে এবং রোগী ভর্তির ব্যবস্থা আছে এবং গৃহটি ঠিকই আছে।

২ প্রশ্ন উঠে না।

## STARRED QUESTION NO. 624
**By Shri Bajuban Riyan**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) গত দুই বৎসরের মধ্যে অমরপুর বিভাগের উত্তর চেলাগাং গাঁও সভা ও দক্ষিণ চেলাগাং গাঁও সভাতে D. D. T. spray না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) ভারত সরকারের আদেশ অনুসারে ১৯৭১ সনে কেবল মাত্র শরণার্থী শিবিরে এবং ১৯৭২ সনে বাংলা দেশের সীমানা হইতে ১০ মাইলের ভিতরে D. D. T. spraying করা হইয়াছে, ১৯৭১ সনে চেলাগাং এ কোন শরণার্থী শিবির ছিল না এবং এই স্থান বাংলা দেশের সীমানা হইতে ১০ মাইলের মধ্যে নহে। সমস্ত ত্রিপুরাকে D. D. T. spraying এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আরও অধিক সংখ্যক ষ্টাফ মঞ্জুর করার জন্য ভারত সরকারকে লেখা হইয়াছে। ২৭ | ১১ | ৭২ইং তারিখে একজন সার্ভেলেন্স ওয়ার্কার চেলাগাং এলাকায় দেওয়া হইয়াছে।

## STARRED QUESTION NO. 618
**By Shri Bajuban Riyan**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Deparntment be pleased to state—

প্রশ্ন

১) চেলাগাং ডিসপেনসারীতে বর্ত্তমানে ডাক্তার নাই ইহা সরকারের জানা আছে কি ?

২) আগে ঐ ডিসপেন্সারীতে রোগী থাকার জন্য ৪টি বেড ছিল তা বর্ত্তমানে না থাকার কারণ কি ?

৩) ঐ ডিসপেন্সারীকে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র রূপান্তরীত করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) বেড খোলা হয় নাই।

৩) বর্ত্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা নাই।

## STARRED QUESTION NO. 737
### By Shri Tarit Mohan Das Gupta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় এই পর্য্যন্ত কতটি এলোপ্যাথিক ঔষধের দোকানকে ড্রাগ লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে ; এবং

২) ঐ সব দোকানে উপযুক্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত কম্পাউণ্ডার বা Pharmacist আছে কি না ? থাকলে কত জন ?

উত্তর

১। ৪৭১টি দোকানকে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে।

২) সব দোকানে নাই। ২৮ জন আছে।

## STARRED QUESTION NO. 498
### By Shri Anantahari Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার জন্য ত্রিপুরায় কত জনকে নির্বীজকরণ বা অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে ?

২) তন্মধ্যে পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা কতজন ?

৩) উক্ত কাজে জনসাধারণকে উৎসাহিত্ত করার জন্য নিয়োজিত কর্ম্মচারীর সংখ্যা কত ?

৪) এবং কোন্ কোন্ হাসপাতালে ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে কত জনকে নির্বীজকরণ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 680
**By Shri Purnamohan Tripura**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে কুষ্ঠ ও যক্ষা রোগীদের সরকারী চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কি ?

২) ঐ রোগীদের কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় কি ?

উত্তর

১) হাঁ।

২) উদ্বাস্তু টি, বি, রোগীরা স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে আর্থিক সাহায্য পায়। উপজাতি ও তপশীলি জাতি T. B. ও Leprosy রোগীরা উপজাতি কল্যাণ দপ্তর হইতে সাহায্য পায়।

STARRED QUESTION NO. 736
**By Shri Tarit Mohan Das Gupta**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালনাধীন Pharmacist Trainingর কেন্দ্রটি কোথায় স্থাপিত হইয়াছে এবং কত তারিখ হইতে শিক্ষাদান শুরু হইয়াছে ?

২) উক্ত উদ্দেশ্যে কতজন ছাত্রকে নির্বাচিত বা মনোনীত করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কতজন তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতি এবং কতজন মহিলা।

উত্তর

১) সাময়িকভাবে ১ | ৩ | ৭৩ইং হইতে উমাকান্ত একাডেমীতে আরম্ভ হইয়াছে।

২) মোট ৪০ জন। ৪ জন তপশীলভুক্ত জাতি। উপজাতি এবং মহিলা কেহ নাই।

STARRED QUESTION NO. 703
**By Shri Kalidas Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া হাসপাতালে Sweeper এর সংখ্যা কম, Lockers নাই, Freeze অচল, X-Ray যন্ত্র নাই।

২) যদি সত্য হয়, এই সবের ব্যবস্থা করা হবে কি ?

উত্তর

১। বিলোনীয়া হাসপাতালে Sweeper ঠিকই আছে। হাসপাতালের Lockerগুলি বং করান দরকার হইয়া পরায় ব্যবহার করা হইতেছে না। Refrigeratorটি অচল এবং সেখানে কোন X-Ray machine নাই।

২) সেখানে নূতন Refrigerator এবং X-Ray Plant দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে।

## STARRED QUESTION NO. 642.
**By Shri Bajuban Riyan**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state—**

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া মহকুমায় ডি, ডি, টি, স্প্রে করার জন্য কতজন অস্থায়ী কর্মী কাজ করিতেছেন ও কতটা টিম-এ কাজ করিতেছেন ?

২) এ মহকুমায় কতজন Surveillance Inspector or Surveillance Worker আছেন ;

৩) ২৪ | ২ | ৭৩ইং পর্যান্ত কতজনের রক্ত পরীক্ষার জন্য Surveillance Worker রা পাঠাইয়াছেন ও কতটি ক্ষেত্রে মেলেরিয়ার জীবাণু ধরা পড়িয়াছে ?

উত্তর

১) ডি, ডি, টি স্প্রে করার জন্য বর্ত্তমানে কোন অস্থায়ী কর্মী ( contingent ) কাজ করিতেছেন না ।

২) ৭ জন Surviellance Inspector ও ২৫ জন Surveillance Worker আছেন ।

৩) ১৯৭২ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ২৪ | ২ । ৭৩ইং পর্য্যন্ত ৮৫০১ জনের রক্ত নেওয়া হইয়াছে এবং ৮১৪টি ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া জীবাণু ধরা পড়িয়াছে ।

## STARRED QUESTION NO. 730.
**By Shri Benode Behari Das**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) টি, টি, সি একীভূত হওয়ার পর ৩২৫ --৮০০ বেতন হারের কতজন C. A. S. Gd.-I ডাক্তারকে ত্রিপুরা এডমিনিষ্ট্রেশনে নেওয়া হইয়াছে এবং কতজনকে বাদ দেওয়া হইয়াছে ।

২) তাহাদের পদের Seniority কি রক্ষা করা হইয়াছে ?

৩) যদি না হয়ে থাকে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১) ৫ জন C. A. S. Grade-I ডাক্তারকে নেওয়া হইয়াছে এবং কাহাকেও বাদ দেওয়া হয় নাই ।

২) তাহাদের সিনিয়রিটি চুড়ান্তভাবে নির্নীত হয় নাই ।

৩) বিষয়টি ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে ।

## STARRED QUESTION NO. 731.

**By Shri Benode Behari Das.**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—**

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, যে সকল মেডিকেল অফিসারকে ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ইং সনে নিয়োগ করা হইয়াছে তাহাদের সকলকে G.D.O Cadre এর অন্তর্ভূক্ত করা হয় নাই ;

২। যদি সত্য হয় তবে সরকার তাদেরকে যথাযথ পদে নেওয়ার ও তাদের সঠিক seniority নির্দ্ধারণের কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। এমন কোন ক্যাডার নাই।

২। ১নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

## STARRED QUESTION NO. 629.

**By Shri Bichitra Mohan Saha**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭১ ও ১৯৭২ইং সনে ত্রিপুরায় ডি, ডি, টি, স্প্রেইং (spraying)এর জন্য কত ষ্টাফ নিয়োজিত ছিল ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২। যদি কর্ম্মচারীর সংখ্যা ১৯৭০ সনে কমিয়া থাকে তবে ছাটাই কর্ম্মীদের জন্য কোন বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল কি ?

৩। বর্তমান বছরে ডি, ডি, টি, Spraying এর জন্য কতজন কর্ম্মচারী নিয়োজিত আছে ?

উত্তর

১। ১৯৭১ইং এবং ১৯৭২ইং সনে প্রতি বৎসরই প্রতিবারে ৪৪জন Mate এবং ২৩০ জন Labourer নিয়োজিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসরই দুইবার spray করা হইয়াছে।

২। কমে নাই।

৩। এখনও নিযুক্ত করা হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 588
By Shri Sushil Ranjan Saha

Will the Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কয়েকজন লেডী হেলথ ভিজিটার ১৯৬৪ইং সন হইতে পুরাতন ১০০-২০০ টাকা বেতন হারে বেতন পাইয়া এবং ১৯৬৮ইং সনে স্থায়ী ঘোষিত হওয়ার পর ১৯৭২ইং সনের জুন মাস হইতে নতুন (সংশোধিত) ১২৫-২০০ টাকা হারে বেতন পাইতেছেন ?

২) নতুন হারে বেতন কমিয়া যায় বলিয়া পুরাতন হারেই বেতন পাওয়ার জন্য উক্ত কর্ম-চারীদের কেউ কেউ কি প্রার্থনা করিয়াছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, লেডী হেলথ ভিজিটারদের মধ্যে যাহারা old scaleএ অপশান দেন নাই তাঁহারা ১৯৬৪ইং সন হইতে ১২৫-২০০ টাকা সংশোধিত বেতন হারে বেতন পাইতেছেন।

২। এরূপ কোন দরখাস্ত পাওয়া যায় নাই।

STARRED QUESTION NO. 690
By Shri Pakhi Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সাক্রম হাসপাতালে লকার নাই, বেডিং কম; মশারী নাই, বাসন-পত্রেরও অভাব ?

২। ইহা কি সত্য যে এখানে ডাক্তারের নিয়মিত অনুপস্থিতির জন্য অনেক সময় কম্পাউ-ণ্ডারই ডাক্তারের কাজ করেন ?

৩। ঐ হাসপাতালের ব্যাপারে ১৯৭২এ শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি দিয়েছিলেন কি ?

৪। যদি দিয়ে থাকেন, সরকার সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। লকার এবং বাসনপত্র প্রয়োজনের তুলনায় কিছু কম, কিন্তু মশারী, বিছানা ইত্যাদি ঐ হাসপাতালে মোটেই কম নাই।

২। না।

৩। হ্যাঁ।

৪। কিছু কিছু ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

## STARRED QUESTION NO. 686
### By Shri Pakhi Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। মন্ত্রী শ্রীহরিচরণ চৌধুরী গত ১৯৭২-৭৩এ সাব্রুমে কি কোন উপজাতি সম্মেলন করেছেন ?

২। যদি করে থাকেন তাতে উপজাতি দপ্তর থেকে মোট কত টাকা খরচ হয়েছে, এবং কি কি বাবদে ঐ টাকা খরচ হয়েছে তার হিসাব ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

## STARRED QUESTION NO. 787
### By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরে আজ পর্য্যন্ত Tribal Welfare Fund হইতে বিশালগড় C. D. Block অন্তর্গত পানীয় জলের জন্য কতটি R. C. C. Well এবং Tube Well বসানো হইয়াছে ?

উত্তর

১। বিশালগড় C. D. Block অন্তর্গত নিম্নোক্ত স্থানে পাঁচটি R.C.C. Wells ও পাঁচটি Tube Well মঞ্জুর হইয়াছে এবং ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু হইয়াছে।

আর, সি. সি, ওয়েল

১। টাকারজলা
২। প্রতাপপুর
৩। জম্পুইজলা
৪। কৃষ্ণকিশোরনগর
৫। মধুপুর

টিউবওয়েল

১। নবীনগর
২। বাত্তাডেপা
৩। সুতারমুড়া
৪। কেনানায়া বাজার
৫। গণিয়ামারা

## STARRED QUESTION NO. 571
**By Shri Nishi Kanta Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Relief Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। শরণার্থী ত্রিপুরা রাজ্য হইতে বাংলাদেশে যাওয়ার পর রিলিফ ডিপার্টমেন্টের কতটি জিপ বা ট্রাক গাড়ী ছিল ?

২। বর্ত্তমানে কোন কোন ডিপার্টমেন্টে কতটা জিপ বা ট্রাক গাড়ী দিয়াছে ?

৩। আর বর্ত্তমানে বাকী গাড়ী কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। ক) ১৮১টী ট্রাক (রাষ্ট্রসংঘ কর্ত্তৃক দানকৃত)

খ) ৮৮টী জিপ ( ,, )

গ) ১৭টী ট্রাক (ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক খরিদকৃত)

২। ক) ১৫০টী ট্রাক এবং ৬৩টী জিপ বাংলাদেশ সরকারকে দেওয়া হইয়াছে।

খ) ৩১টী ট্রাক ও ২৫টি জিপ গাড়ী ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বন্টন করা হইয়াছে।

গ) খরিদাকৃত ১৭টি ট্রাকের মধ্যে ৮টি বিভিন্ন দপ্তরে বিক্রী করা হইয়াছে। বাকী ৯টি সত্বরই বিক্রয় করা হইতেছে।

৩। যে গাড়ীগুলি বর্ত্তমানে ত্রাণ দপ্তরে আছে সেগুলি অত্র দপ্তরের প্রাঙ্গনে সযত্নে অবসর সময়ে সাজাইয়া রাখা হয়।

## STARRED QUESTION NO. 679
**By Shri Purna Mohan Tripura**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৫৯ সালে কৈলাসহর লালছড়া মডেল কলোনীর উপজাতিদের পরিবার পিছু কত টাকা দেওয়ার কথা ছিল ?

২। এ পর্য্যন্ত কত টাকা সরকার হইতে দেওয়া হইয়াছে ?

৩। সম্পূর্ণ টাকা না দেওয়া হইয়া থাকিলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। ১৯৫৯ সালে কৈলাসহর লালছড়া মডেল কলোনীর ১০৭ জন উপজাতিদের মোট ৩২,১০০ টাকা পরিবার পিছু ৩০০ টাকা করিয়া দিবার প্রস্তাব ছিল।

২। উক্ত মঞ্জুরীকৃত ৩২,১০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

৩। প্রশ্ন আসে না।

## STARRED QUESTION NO. 664

**By Shri Purna Mohan Tripura**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর বিভাগের কাঠালছড়া এলাকায় কুকিছড়াতে ১৫০টি উপজাতি পরিবার পুনর্ব্বাসন পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন হয় প্রার্থনা জানাইয়াও কোন সাহায্য পাইতেছে না, তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। কুকিছড়াতে ৩২ জন উপজাতি পরিবার পুনর্ব্বাসনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের দখলীয় ভূমি রিজার্ভ ফরেষ্টের অন্তর্গত হওয়ায় পুনর্ব্বাসনের সুবিধা হয় নাই।

ANNEXURE—'B'

## STARRED QUESTION NO 46৪

**By Shri Sushil Ranjan Saha**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটের টাকার প্রতি ত্রৈমাসিক খরচের পরিমাণ কোন্ Department এ কত ?

উত্তর

১। ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটের টাকার প্রতি ত্রৈমাসিক খরচের হিসাব বিবরণী আকারে দেওয়া হইল।

## STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY EXPENDITURE AGAINST

| | Name of Major Head. | Name of concerning Heads of Departments/ Offices. | Budget provision for 1972-73 Plan | Non-Plan | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 4-Taxes on Agri. Income. | Agri. Income Tax Officer. | ... | 0.130 | 0.130 |
| 2. | 9-Land Revenue. | 1. D. M. & Collector, West | ... | 14.340 | 14.340 |
| | | 2. —do— South. | ... | 10.460 | 10.460 |
| | | 3. —do— North. | ... | 8.020 | 8.020 |
| | | 4. Director of Welfare. | ... | 1,150 | 1,150 |
| | | 5. Director of Settlement & Land Records. | ... | 11.300 | 11.300 |
| | TOTAL : LAND REVENUE : | | ... | 45.270 | 45.270 |
| 3. | 10-State Excise Duties. | 1. Collector of Excise & Taxation. West | ... | 7.020 | 7.020 |
| | | 2. —do— South | ... | 0,730 | 0.730 |
| | | 3. —do— North | ... | 0.600 | 0.600 |
| | TOTAL : STATE EXCISE ETC, | | ... | 8.350 | 8.350 |
| 4, | 11-Taxes on Vehicles. | Asstt. Transport Commissioner. | ... | 1.130 | 1 130 |
| 5. | 13-Other Taxes & Duties. | D. M. & Collector, West | ... | 0.020 | 0.020 |
| 6. | 14-Stamps, | D. M. & Collector, West, | ... | 0.490 | 0,490 |
| | | —do— South | ... | 0,080 | 0.083 |
| | | —do— North | ... | 0.050 | 0.050 |
| | TOTAL : STAMPS | | ... | 0.620 | 0.620 |
| 7. | 15-Registration Fees. | District Registrar, West | ... | 1.520 | 1.520 |
| | | —do— South | ... | 0.800 | 0.800 |
| | | —do— North | ... | 0.530 | 0.530 |
| | TOTAL : REGISTRATION FEES. | | ... | 2.850 | 2.850 |
| | 16-Interest on Debt & other obligation. | A. G. | ... | 195.000 | 195.000 |
| 8. | 18-Parliament, State/Union Territory Legislature. | 1. Assembly Secretariat | ... | 11.560 | 11.560 |
| | | 2. Chief Electoral Officer. | ... | 4.410 | 4.410 |
| | TOTAL : PARLIAMENT ETC, | | ... | 15.970 | 15 970 |
| 9. | 19-General Administration. | 1. U/S S. A. Deptt. | ... | 38.200 | 38.200 |
| | | 2. Director of Rehab. | ... | 0.700 | 0.700 |
| | | 3. Dy. S. P. (Enforcement & Anticoruption Orgn) | .. | 0.700 | 0.700 |
| | | 4. Director of Manpower, Planning & Employment. | ... | 0.880 | 0.880 |
| | | 5. Director of Tribal Research. | ... | 0.700 | 0.700 |
| | | 6. D. M. & Collector, West | ... | 24.880 | 24.880 |
| | | 7, —do— South | ... | 17.130 | 17.130 |
| | | 8. —do— North | ... | 12.360 | 12.360 |
| | | 9. Director of Welfare. | ... | 16.190 | 16.190 |
| | | 10. Spl. Socy. to Governor. | ... | 3.810 | 3.810 |
| | TOTAL : GENERAL ADMINISTRATION. | | ... | 115.550 | 115.550 |

## THE BUDGET PROVISION FOR 1972-73

(Rupees in lakhs)

| Expenditure For 1st Qr. (from April to June, 1972) Plan | Non-Plan | Total | 2nd Qr.(from July to Sept 1972.) Plan | Non-Plan | Total | 3rd Qr.(from Oct.to December, 1972.) Plan | Non-Plan | Total | Progressive Exp upto December, 1972. Plan | Non-Plan | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ... | 0.035 | 0.035 | ... | 0.034 | 0.034 | ... | 0.040 | 0.040 | ... | 0.109 | 0.109 |
| ... | 2.755 | 2.755 | ... | 3,345 | 3.345 | ... | 0.612 | 0.612 | ... | 6.712 | 6.712 |
| ... | 1.927 | 1.927 | ... | 2.293 | 2.293 | ... | 1.338 | 1.338 | ... | 5.558 | 5.558 |
| ... | 1.763 | 1.763 | — | 2.267 | 2.267 | ... | 1.661 | 1.661 | ... | 5.691 | 5.691 |
| ... | 0,257 | 0.257 | ... | 0.359 | 0.359 | ... | 0.217 | 0.217 | ... | 0.833 | 0.833 |
| ... | 4.913 | 4.913 | ... | 4.476 | 4.476 | ... | 4.065 | 4.065 | ... | 13.454 | 13.454 |
| .. | 11.615 | 11.615 | .. | 12.740 | 12.740 | .. | 7.893 | 7.893 | ... | 32,248 | 32.248 |
| . | 0.166 | 0.166 | ... | 0.730 | 0.730 | . | 0.641 | 0.641 | .. | 1.537 | 1.537 |
| ... | 0.067 | 0.067 | .. | 0.059 | 0.059 | . | 0.057 | 0.057 | .. | 0.183 | 0,183 |
| ... | 0.082 | 0.082 | ... | 0.079 | 0.079 | .. | 0.081 | 0.081 | .. | 0.242 | 0.242 |
| ... | 0.315 | 0.315 | ... | 0.868 | 0.868 | .. | 0.779 | 0.779 | .. | 1.962 | 1.962 |
| ... | 0.181 | 0.181 | ... | 0.285 | 0.285 | .. | 0.160 | 0.160 | .. | 0.626 | 0.626 |
| ... | ... | .. | ... | .. | ... | .. | ... | ... | .. | ... | .. |
| ... | ... | .. | ... | .. | ... | .. | ... | ... | . | ... | .. |
| ... | ... | .. | ... | . | .. | .. | ... | ... | .. | ... | ... |
| ... | ... | .. | ... | .. | ... | .. | ... | ... | . | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | .. | ... | .. | ... | ... | .. | ... | ... |
| ... | 0.315 | 0.315 | ... | 0.344 | 0.344 | ... | 0.273 | 0.273 | ... | 0,932 | 0.932 |
| .. | 0.125 | 0.125 | ... | 0.136 | 0.136 | ... | 0.081 | 0.081 | ... | 0.342 | 0.342 |
| ... | 0.183 | 0.183 | ... | 0.084 | 0.084 | ... | 0.140 | 0.140 | ... | 0.407 | 0.407 |
| ... | 0.623 | 0.623 | ... | 0.564 | 0.564 | ... | 0.494 | 0.494 | ... | 1.681 | 1.681 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | 3.055 | 3.055 | ... | 1.900 | 1.900 | ... | 1.899 | 1.899 | ... | 6.854 | 6.854 |
| ... | 0.941 | 0.941 | ... | 1.234 | 1.234 | ... | 0.803 | 0.803 | ... | 2.978 | 2,978 |
| ... | 3.996 | 3.996 | ... | 3.134 | 3.134 | ... | 2.702 | 2.702 | ... | 9.832 | 9.832 |
| .. | 5.911 | 5.911 | .. | 9.910 | 9.910 | ... | 7.929 | 7.929 | ... | 23.750 | 23.750 |
| ... | 0.109 | 0.109 | ... | 0.115 | 0.115 | ... | 0.114 | 0.114 | ... | 0.338 | 0.338 |
| .. | 0.173 | 0.173 | ... | 0,194 | 0.194 | ... | 0.195 | 0.195 | .. | 0,562 | 0.562 |
| ... | 0.163 | 0.163 | | 0.146 | 0.146 | | 0.138 | 0.138 | .. | 0.447 | 0.447 |
| ... | 0.094 | 0,094 | .. | 0.154 | 0.154 | .. | 0.068 | 0.068 | ... | 0.316 | 0.316 |
| ... | 5.300 | 5.300 | ... | 6.802 | 6.802 | .. | 0.900 | 0.900 | ... | 13.002 | 13.002 |
| ... | 3.260 | 3.260 | ... | 3.293 | 3.293 | .. | 0.939 | 0.939 | ... | 7.492 | 7.492 |
| ... | 3.216 | 3.216 | ... | 4 379 | 4.379 | ... | 3.409 | 3.409 | ... | 11.004 | 11.004 |
| ... | 2.113 | 2.113 | .. | 2.973 | 2.973 | ... | 1.944 | 1.944 | .. | 7.030 | 7.030 |
| .. | 0.201 | 0.201 | ... | 0.459 | 0.459 | .. | 0.749 | 0.749 | .. | 1.409 | 1.409 |
| ... | 20.540 | 20.540 | .. | 28.425 | 28.425 | ... | 16.385 | 16.385 | ... | 65.350 | 65.350 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 21-Admn. of Justice, | 1. High Court. | ... | 3·560 | 3·560 |
| | | 2. Law Department. | ... | 1·990 | 1·990 |
| | | 3. Dist. & Session Judge. | ... | 12·120 | 12·120 |
| | TOTAL : ADMN, OF JUSTICE. | | ... | 17·670 | 17·670 |
| 11. | 22-Jails. | Inspector General of Prisons. | ... | 9·180 | 9·180 |
| 12. | 23-Police. | Inspector General of Police. | ... | 257·290 | 257·290 |
| 13, | 26-Misc. Deptts. | Director of Fire Service. | ... | 7·620 | 7·620 |
| | | Director of Food & Civil Supplies. | ... | 3·900 | 3·900 |
| | TOTAL : MISC. DEPARTMENTS. | | ... | 11·520 | 11·520 |
| 14. | 28-Education. | Director of Education. | 83·960 | 573·270 | 657·230 |
| 15. | 29-Medical. | Director of Health Services. | 14·150 | 117·680 | 131·830 |
| 16. | 30-Public Health. | —do— | 18·690 | 10·170 | 28·860 |
| 17. | 30A-Family Planning. | —do— | 6·000 | ... | 6·000 |
| 18. | 31-Agriculture. | Director of Agriculture. | 97·230 | 54·930 | 152·160 |
| 19. | 33-Animal Husbandry. | Director of A. H. & Vety. Services. | 13·260 | 44·420 | 57·680 |
| 20. | 34-Co-operation. | Registrar, Co-operative Societies. | 5.870 | 11·300 | 17·170 |
| 21. | 35-Industries. | Director of Industries. | 16·610 | 29·240 | 45 850 |
| 22. | 37–Community Dev. | D.M. & Collector, West. | 16·738 | 11·160 | 27.898 |
| | Project, National | —do— South. | 12·046 | 9·110 | 21·156 |
| | Extension Service | —do— North. | 15·536 | 4·800 | 18·336 |
| | & Local Dev. Works. | Director of Pilot Research etc. | 1·120 | ... | 1·120 |
| | TOTAL : C. D. P, N. E. S. & L. D. WORKS | | 43·440 | 25·070 | 68·510 |
| 23. | 38-Labour & Employment, | Chief Labour Officer. | 0·700 | 3·390 | 4·090 |
| | | Sub-Regional Employment Officer. | 1·310 | 1·450 | 2·760 |
| | | Director of Industries. | 0·450 | 5·050 | 5·500 |
| | | TOTAL : | 2·460 | 9·890 | 12·350 |
| 24. | 39-Misc. Social Dev. | Senior Statistical Officer. | 1·930 | 9·670 | 11·600 |
| | | Director of Food & Civil Supplies. | .. | 19·640 | 19·640 |
| | | L. S. G. ( Statistical Cell ) | 0·110 | .. | 0·110 |
| | | Director of Sch. Castes & Tribes, | 55·150 | ... | 55·150 |
| | | Director of Settlement & Land Records. | 0·540 | .. | 0·540 |
| | | Social Nutrition Programme, | 30·720 | ... | 30·720 |
| | | TOTAL : | 88·450 | 20·310 | 117·760 |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | 0·538 | 0·538 | ... | 1·100 | 1·130 | ... | 0·600 | 0·600 | ... | 2·238 | 2·238 |
| ... | 0·057 | 0·057 | ... | 0·306 | 0·306 | ... | 0·366 | 0·366 | ... | 0·729 | 0·729 |
| ... | 1·978 | 1·978 | ... | 2·480 | 2·480 | ... | 2·088 | 2·088 | ... | 6·546 | 6·546 |
| ... | 2·573 | 2·573 | ... | 3·886 | 3·886 | ... | 3·054 | 3·054 | ... | 9·513 | 9·513 |
| ... | 1·647 | 1·647 | ... | 2·711 | 2·711 | ... | 3·031 | 3·031 | ... | 7·389 | 7·389 |
| ... | 37·254 | 37·254 | ... | 48·035 | 48·035 | ... | 42·109 | 42·109 | ... | 127.398 | 127·398 |
| ... | 1·491 | 1·491 | . . | 1·769 | 1·769 | ... | 1·634 | 1·634 | . | 4·894 | 4·894 |
| ... | 2·412 | 2·412 | ... | 2·816 | 2·816 | ... | 2·828 | 2·823 | ... | 8·056 | 8·056 |
| ... | 3·903 | 3·903 | ... | 4·585 | 4·585 | ... | 4·462 | 4·462 | ... | 12·950 | 12·950 |
| 10·153 | 118·950 | 129·103 | 12·897 | 157·961 | 170·858 | 7·636 | 121·315 | 128·951 | 30·686 | 398·226 | 428·912 |
| 0·905 | 18·112 | 19·017 | 0·760 | 19·556 | 20·316 | 0·896 | 19·764 | 20·660 | 2·561 | 57·432 | 59·993 |
| 3·609 | 1·786 | 5·395 | 5·118 | 2·017 | 7·135 | 5·106 | 2·262 | 7·368 | 13·833 | 6·065 | 19·898 |
| 1·013 | ... | 1·013 | 1·193 | ... | 1·193 | 1 386 | ... | 1·386 | 3·592 | ... | 3·592 |
| 4·187 | 12·188 | 16·375 | 9·340 | 13·866 | 23·206 | 32·280 | 13·464 | 45·744 | 45·807 | 39·518 | 85·325 |
| 1·636 | 5·144 | 6·780 | 1·809 | 6·086 | 7·895 | 2·043 | 6·320 | 8·363 | 5·488 | 17·550 | 23·038 |
| 0·128 | 2·510 | 2·638 | 0·648 | 3·270 | 3·918 | 0·499 | 2·713 | 3·212 | 1·275 | 8·493 | 9·768 |
| 1·055 | 5·789 | 6·844 | 1·289 | 8·088 | 9·377 | 2·457 | 7·731 | 10·188 | 4·801 | 21·608 | 26·409 |
| 2·235 | 1·509 | 3·744 | 2·941 | 3·042 | 5·982 | 0·337 | 1·045 | 1·382 | 5·512 | 5·596 | 11·108 |
| 1·907 | 0·551 | 2·422 | 1·714 | 2·227 | 3·941 | 1·005 | 0·123 | 1·128 | 4·626 | 2·865 | 7·491 |
| 2·091 | 0·306 | 2·397 | 2·051 | 0·451 | 2·502 | 1·440 | 0·601 | 2·041 | 5·582 | 1·358 | 6·940 |
| 0·129 | ... | 0·129 | 0·129 | ... | 0·129 | 0·166 | ... | 0·166 | 0·424 | ... | 0·424 |
| 6·362 | 2·330 | 8·692 | 6·834 | 5·720 | 12·554 | 2·948 | 1·769 | 4·717 | 16·144 | 9·819 | 25·963 |
| 0·110 | 0·706 | 0·816 | 0·148 | 0·949 | 1·097 | 0·079 | 0·579 | 0·658 | 0·337 | 2·234 | 2·571 |
| 0·211 | 0·233 | 0·434 | 0·304 | 0·297 | 0·601 | 0·285 | 0·283 | 0·568 | 0·800 | 0·803 | 1·603 |
| ... | 1·188 | 1·188 | ... | 1·422 | 1·422 | ... | 1·308 | 1·308 | ... | 3·918 | 3·918 |
| 0·321 | 2·117 | 2·438 | 0·452 | 2·668 | 3·120 | 0·364 | 2·170 | 2·534 | 1·137 | 6·955 | 8·092 |
| 0·085 | 2·633 | 2·718 | 0·087 | 3·066 | 3·153 | 0·091 | 2·345 | 2·436 | 0·263 | 8·044 | 8·307 |
| .. | 4·068 | 4·068 | ... | 5·140 | 5·140 | ... | 4·964 | 4·964 | .. | 14·172 | 14·172 |
| 0·028 | — | 0·028 | 0·037 | ... | 0·037 | 0·027 | ... | 0·027 | 0·092 | ... | 0·092 |
| 0·501 | ... | 0·501 | 6·319 | ... | 6·319 | 11·920 | ... | 11·920 | 1·8740 | ... | 18·740 |
| 0·021 | ... | 00·21 | 0·203 | .. | 0·203 | 0·203 | ... | 0·023 | 0247 | ... | 0·247 |
| 3·202 | .. | 3·202 | 4·420 | .. | 4·420 | 4·972 | ... | 4·972 | 12·594 | ... | 12·544 |
| 3·837 | 6·701 | 10·538 | 11·066 | 8·206 | 19·272 | 17·033 | 7·309 | 24·342 | 31·936 | 22·216 | 54·152 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 44—Irrigation, Navigation etc. | Chief Engineer | ... | 13·790 | 13·790 |
| 26. | 45—Electricity Schemes. | -do- | ... | 64·630 | 64·630 |
| 27. | 50—Public works. | -do- | 0·110 | 395·230 | 395·340 |
| 28. | 52—Capital Outlay etc. | -do- | 10·320 | 21·200 | 31·520 |
| 29. | 64—Famine Relief. | D. M. & Collr. West. | ... | 3·250 | 3·250 |
| | | -do- South. | ... | 3·200 | 3·200 |
| | | -do- North. | ... | 1·860 | 1·860 |
| | | TOTAL: | ... | 8·310 | 8·310 |
| 30. | 65—Pension & other retirement benifits. | Treasury Officer. | ... | 15·600 | 15·600 |
| 31. | 67—Privy Purses & allow. etc. | -do- | ... | 2·300 | 2·300 |
| 32. | 68—Stationery & Printing. | Press Supdt. | 4·300 | 17·300 | 21·600 |
| 33. | 70—Forest | Conservator of Forest. | 39·580 | 46·250 | 85·830 |
| 34. | 71—Misc. | Details at Annexure. | 32·200 | 325·830 | 358·030 |
| 35. | 76—Other Misc. compensation & Assignments. | Director of Settlement & Land Records. | ... | 5·000 | 5·000 |
| 36. | 94—Capital Outlay on improvement of Public Health. | L. S. G. Deptt. | 9·000 | 5·000 | 14·000 |
| | | Chief Engineer. | 2·000 | ... | 2·000 |
| | | TOTAL : | 11·000 | 5·000 | 16·000 |
| 37 | 95—Capital Outlay on Schemes of Agri. Improvement. | Director of Agri. | ... | 0·100 | 0·100 |
| | | Chief Engineer, | 17·190 | ... | 17·190 |
| | | Revenue Deptt, | 1·000 | ... | 1·000 |
| | | TOTAL : | 18·190 | 0·100 | 18 290 |
| 38, | 96—Capital outlay on Industrial & Economic Dev. | Director of Industries | 2·500 | .. | 2·500 |
| | | Transport Deptt. | 30·000 | ... | 30·000 |
| | | Registrar Co-op. Societies. | 2·560 | ... | 2·560 |
| 39. | 100—Irrigation, Navigation, Embankment. | Chief Engineer. | 12·000 | ... | 12·000 |
| 40. | 101—Capital outlay on electricity schemes. | -do- | 194·700 | 164·000 | 358·700 |
| 41. | 103—Capital outlay on public works. | -do- | 139·330 | 200·000 | 339·330 |
| 42. | 120—Commuted value of pension. | A. G. | ... | 0·350 | 0·350 |
| 43. | 124—Capital outlay on Govt. Trading. | Director of Food. | ... | 400·000 | 400·000 |
| | | Director of Agri. | ... | 29·000 | 29·000 |
| | | Director of Health Services. | 5·220 | ... | 5·220 |
| | | TOTAL : | 5·220 | 429·000 | 434·220 |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | 3·600 | 3·600 | ... | 6·604 | 6·604 | ... | 4·978 | 4·978 | ... | 15·182 | 15·182 |
| ... | 10·422 | 10·422 | ... | 11·046 | 11·046 | ... | 11·097 | 11·097 | ... | 32·565 | 32·565 |
| 0·124 | 67·069 | 67·193 | 0·054 | 103·597 | 103·651 | 0·090 | 84·489 | 84·579 | 0·268 | 255·155 | 255·423 |
| 0·372 | 3·497 | 3·869 | 0·314 | 6·183 | 6·497 | 0·386 | 5·843 | 6·229 | 1·072 | 15·523 | 16·595 |
| ... | 4·806 | 4·806 | ... | 12·791 | 12·791 | ... | 5·107 | 5·107 | .. | 22·704 | 22·704 |
| ... | 0·950 | 0·950 | ... | 2·597 | 2·597 | ... | 7·175 | 7·175 | . | 10·722 | 10·722 |
| ... | ... | ... | ... | 9·080 | 9·080 | ... | 4·291 | 4·291 | ... | 13·371 | 13·371 |
| ... | 5·756 | 5·756 | ... | 24·468 | 24·468 | | 16·573 | 16·573 | ... | 46·797 | 46·797 |
| ... | 3·044 | 3·044 | ... | 3·362 | 3·362 | ... | ... | ... | ... | 6·406 | 6·406 |
| ... | ... | ... | ... | 1·380 | 1·380 | ... | ... | ... | ... | 1·380 | 1·380 |
| 0·220 | 1·288 | 1·508 | 0·298 | 1·644 | 1·742 | 0·207 | 1·698 | 1·905 | 0·725 | 4·630 | 5·355 |
| 4·594 | 7·503 | 12·097 | 8·554 | 9·752 | 18·306 | 7.719 | 12·185 | 19·904 | 20·867 | 29·440 | 50·307 |
| 1·117 | 20·637 | 21·754 | 1·921 | 30·965 | 32·886 | 17·224 | 41·718 | 58·942 | 20 262 | 93·320 | 113·582 |
| ... | 0·098 | 0·098 | ... | 0·127 | 0·127 | ... | 1·083 | 1·083 | ... | 1·308 | 1·308 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9·000 | 5·000 | 14·000 | 9·000 | 5·000 | 14·000 |
| ... | ... | ... | 0·006 | ... | 0·006 | 0·046 | ... | 0·046 | 0·052 | ... | 0·052 |
| ... | ... | ... | 0 006 | ... | 0·006 | 9 046 | 5·000 | 14·046 | 9·052 | 5·000 | 14·052 |
| ... | 0·019 | 0·019 | ... | 0·022 | 0·022 | ... | 0·007 | 0·007 | ... | 0·048 | 0 048 |
| 0·385 | ... | 0·385 | 0·770 | ... | 0·770 | 0·629 | ... | 0·629 | 1·784 | ... | 1·784 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 0·385 | 0·019 | 0·404 | 0·770 | 0·022 | 0·792 | 0·629 | 0·007 | 0·636 | 1·784 | 0·048 | 1·832 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | .. | ... | .. | ... | ... | .. | .. | ... | ... | .. | .. |
| .. | ... | .. | ... | ... | .. | ... | ... | ... | ... | ... | .. |
| 2·340 | .. | 2·340 | 2·224 | ... | 2·224 | 1·563 | ... | 1·563 | 6·127 | .. | 6·127 |
| 13·970 | 11·071 | 25·041 | 29·344 | 19·952 | 49·296 | 50·286 | 36·619 | 86·905 | 93·600 | 67·642 | 161·242 |
| 23·558 | 3,337 | 26·895 | 33,621 | 5·936 | 39·557 | 39·710 | 7·949 | 47·659 | 96·889 | 17·222 | 114·111 |
| ... | ... | ... | ... | .. | .. | . | ... | .. | ... | ... | .. |
| ... | 1·525 | 1·525 | .. | 63·014 | 63·000 | ... | 155·094 | 155·094 | ... | 219·633 | 219·633 |
| ... | 3·324 | 3·324 | ... | 6·212 | 6·212 | .. | 10·568 | 10·568 | .. | 20·104 | 20·104 |
| ... | ... | ... | ... | ... | .. | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 4·849 | 4·849 | ... | 69·226 | 69·226 | .. | 165·662 | 165·662 | .. | 239·737 | 239·737 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45, Q—Loans & Advances by the State Govt, | | All Deptts/Offices | 18 840 | 31.920 | 50.760 |
| | | GRAND TOTAL . | 910.970 | 3331.640 | 4242.610 |

ANNEX

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34. 71—Miscellaneous. | 1, | D. M. West, | 3.900 | 0.960 | 4 860 |
| | 2. | D. M. South | 3 450 | 0 270 | 3.720 |
| | 3. | D, M. North | 1 900 | 0 060 | 1.960 |
| | 4. | L S, G. Deptt, | 10.350 | 5.000 | 15 350 |
| | 5 | Transport Deptt. | .. | 2 040 | 2.040 |
| | 6 | Director of Education | .. | 4.820 | 4·820 |
| | 7. | Director of Public Relations & Tourism | 9 310 | 9·150 | 18 450 |
| | 8. | Civil Secretariat (S A Department) | ... | 0 530 | 0 530 |
| | 9. | Director of Civil Defence | .. | 3 050 | 3 050 |
| | 10. | Director of Panchyat Raj | 1 300 | 18 500 | 19·800 |
| | 11 | Director of Rehabilitation | ... | 277 440 | 277 440 |
| | 12. | Town & Country Planner | 0 790 | 1 310 | 2 100 |
| | 13 | Political Department | | 0 310 | 0·310 |
| | 14. | Under Secretary Welfare Activities | ... | 0 160 | 0 160 |
| | 15. | Project officer, Urban Community Dev. Pilot Project | — | 0 200 | 0 200 |
| | 16. | Evaluation Officer, | 0 200 | 1.030 | 1·230 |
| | 17. | Director of Man Power, | 1 000 | ... | 1 000 |
| | 18. | Polic | | 1 000 | 3 000 |
| | | TOTAL — | 32·200 | 325 830 | 358·030 |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0·402 | 8·480 | 8·880 | 0·500 | 16·960 | 17·460 | 0·300 | 12·720 | 13·020 | 1·200 | 38·160 | 39·360 |
| 0.288 | 408·979 | 489·267 | 129·012 | 643·929 | 7'3·041 | 199·808 | 673·547 | 873·354 | 409·126 | 1726·455 | 2135.58[1] |
| URE | | | | | | | | | | | |
| . | 0·162 | 0·162 | .. | 0·262 | 0·262 | 2 000 | 0·068 | 2·068 | 2·000 | 0·492 | 2·492 |
| ... | 0·052 | 0·052 | ... | 0·058 | 0·058 | 2·000 | 0 040 | 2·040 | 2·000 | 0·150 | 2·150 |
| ... | ... | .. | | | .. | | ... | . | . | ... | ... |
| ... | ... | ... | | . | ... | 10·350 | 5·000 | 15·350 | 10'350 | 5 000 | 15·350 |
| ... | .. | .. | .. | 1·164 | 1·164 | — | 0 257 | 0·257 | . | 1·421 | 1·421 |
| | 0'590 | 0·5'90 | | 0·825 | 0·825 | | 0·957 | 0·957 | | 2 372 | 2·372 |
| 1 038 | 1·118 | 2·156 | 1 626 | 1 378 | 3 004 | 2·328 | 2·247 | 4 575 | 4 992 | 4·743 | 9·735 |
| | | | | | | | | .. | .. | . | .. |
| | 0·311 | 0·311 | | 0·234 | 0·234 | .. | 0'196 | 0·196 | | 0·741 | 0·741 |
| 0 033 | 4·437 | 4'470 | 0·245 | 5·316 | 5,561 | 0·346 | 5 069 | 5 415 | 0 624 | 14·822 | 15·446 |
| | 12·084 | 12·084 | | 20·869 | 20 869 | | 26'713 | 26 713 | . | 59·666 | 59·666 |
| 0 046 | 0 249 | 0·295 | 0 050 | 0 500 | 0 550 | 0·200 | 0·420 | 0 620 | 0 296 | 1·169 | 1·46 5 |
| .. | 0·055 | 0 055 | . | 0'074 | 0·074 | — | 0·087 | 0 087 | . | 0·216 | 0'216 |
| . | ... | | . | .. | .. | .. | 0 160 | 0 160 | | 0 160 | 0·160 |
| | 0·213 | 0·21'3 | | 0 259 | 0'259 | | 0 211 | 0 211 | . | 0·683 | 0·683 |
| . | 0·249 | 0·249 | | 0 326 | 0 326 | — | 0·293 | 0·293 | | 0·868 | 0 868 |
| . | | .. | | | ... | | | | | . | . |
| .. | .. | | . | | | . | | | | .. | ... |
| 1·117 | 20·637 | 21·754 | 1 921 | 30 965 | 32·886 | 17'224 | 41 718 | 58 942 | 20·262 | 93·320 | 113·582 |

## UN-STARRED QUESTION NO. 444

**By Shri Subal Ch. Biswas.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

১। ১৯৭২-৭৩ সালে কৈলাসহর মহকুমায় কত তপশীলি পরিবারকে গৃহ নির্ম্মাণ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তার হিসাব।

২। ঐ সাহায্যের পরিমান কত ?

**উত্তর**

১। ১৯৭২-৭৩ সালে কৈলাসহর বিভাগের জন্য ১১ জন তপশীলি পরিবারকে হাউসিং সাবসিডি দেওয়ার বরাদ্দ করা হইয়াছে।

২। পরিবার পিছু ৩০ ৲ টাকা করিয়া।

## UNSTARRED QUESTION NO. 547

**By Shri Ajoy Biswas.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

### QUESTION.

১। ১।৮।৭০ থেকে ২৮।২।৭৩ ইং পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকারের অধীন বিভিন্ন বিভাগ ভিত্তিক কোন কোন পদের বেতন হারের বৈষম্য দূরীভূত হয়েছে বা সংশোধিত হয়েছে। সেই পদগুলির নাম এবং কতজন কর্মচারী উপকৃত হয়েছেন তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

২। কোন কোন পদের বেতনহার সংশোধনের প্রশ্ন সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এবং কবে পর্য্যন্ত তা সংশোধিত হবে।

### ANSWERS.

১। প্রদত্ত লিখিত উত্তর সঙ্গীয় তালিকা "ক"তে দেওয়া হইল।

২। বিভিন্ন বিভাগ হইতে প্রাপ্ত পদ গুলির বেতন হার পরীক্ষা নিরীক্ষায় আছে এবং প্রকৃত বৈষম্য মূলক পদের বেতন হার যথাসম্ভব শীঘ্র দূরীভূত হইবে। উক্ত পদগুলির তালিকা বিবরণী 'খ'তে দেওয়া হইল।

STATEMENT—'A'

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF POST REVISED (CATEGORY WISE AND DEPARTMENT WISE) DURING THE PERIOD FROM 1. 8. 1970 TO 28. 2. 1973.

| Name of post | Name of Department | Number of persons benefited. | Remarks. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Administrative-cum-Accounts Officer. | Publie works Department. | 1 | |
| 2. Upper Division Clerk. | —do— | 72 | |
| 3. Sr. Accounts clerk. | —do— | 15 | |
| 4. Diesel Superintendent. | —do— | 1 | |
| 5. Shift-in-charge. | —do— | 4 | |
| 6. Head Lineman. | —do— | 2 | |
| 7. Lineman. | —do— | 47 | |
| 8. Asstt. Lineman | —do— | 50 | |
| 9. Driver-cum-switch board operator. | —do— | 37 | |
| 10. Mitre-Reader-cum-bill clerk. | —do— | 16 | |
| 11. Fitter | —do— | 11 | |
| 12. Mitre Tester. | —do— | 1 | |
| 13. Hammerman | —do— | 4 | |
| 14. Surveyer. | —do— | 1 | |
| 15. Duplicating operator. | —do— | 1 | |
| 16. Inspector of Police. | Police Department | 32 | |
| 17. Upper Division Clerk. | —do— | 12 | |
| 18. Head Librarian. | Education Department. | 3 | |
| 18(a) Sorter, | —do— | 27 | |
| 19. Social Education Organiser/Mukhya Sevika. | —do— | 1 | |
| 20. Store-keeper-cum-sarkar. | —do— | 1 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 21. | Upper Division Clerk. | Education Department | 115 | |
| 22. | Clerk-Cum-Accountant | -do- | 1 | |
| 23. | Demonstrator (Degree College) | -do- | 6 | |
| 24. | Gestetner operator | -do- | 4 | |
| 25. | Accounts Clerk | Food & Civil Supplies Deptt. | 14 | |
| 26. | Upper Division Clerk | -do- | 7 | |
| 27. | Stamp Clerk | District Addministration West | 1 | |
| 28. | Head Clerk | -do- | 2 | |
| 29. | Sub-Divisional Head Cleark | -do- | 3 | |
| 30. | Gestetner operator | -do- | 1 | |
| 31. | Sr. Clerk | -do- | 6 | |
| 32. | Upper Division Clerk | -do- | 25 | |
| 33. | Accountant | District & Session Judge Court | 1 | |
| 34. | Librarian-cum-U. D. Clerk | -do- | 1 | |
| 35. | Process Server. | -do- | 17 | |
| 36. | Nazir | -do- | 1 | |
| 37. | Bench Clerk/suit Clerk | Sub-Judges, Court & Addl. Judges Court | 5 | |
| 38. | Jr. Accountant | Directorate of Panchayet | 1 | |
| 39. | Gestetner operator | -do- | 2 | |
| 40. | Panchayet Secretary | -do- | 432 | |
| 41. | Sr. Accountant | Director of Settlement & Land Records | 1 | |
| 42. | Sardar Amin | -do- | 56 | |
| 43. | Amin | -do | 124 | |
| 44. | Settlement Officer's Peshker | -do- | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 45. | U. D. Clerk | Director of Settlement & Land Records | 6 | |
| 46. | Process Server | -do- | 10 | |
| 47. | Head Clerk | -do- | 2 | |
| 48. | Leading Fireman | Directorate of Fire Services | 19 | |
| 49. | U. D. Clerk | -do- | 1 | |
| 50. | Head Clerk | -do- | 1 | |
| 51. | Statistical Clerk | Medical & Public Health Deptt. | 1 | |
| 52. | Cashier | -do- | 1 | |
| 53. | U. D. Clerk-cum-store-keeper | -do- | 1 | |
| 54. | Duplicating operator | -do- | 1 | |
| 55. | Technical Laborator | -do- | 24 | |
| 56. | X-Ray Technician | -do- | 2 | |
| 57. | Radiographer | -do- | 6 | |
| 58. | Compounder | -do- | 188 | |
| 59. | Pharmacist ( Compounder ) | -do- | 2 | |
| 60. | Clerk-cum compounder | -do- | 1 | |
| 61. | Pharmacist | -do- | 3 | |
| 62. | Ward Master | -do- | 1 | |
| 63. | Store-keeper (General/Medical) | -do- | 4 | |
| 64. | Sanitary Inspector | -do- | 33 | |
| 65. | Health Assistant | -do- | 37 | |
| 66. | Malaria Inspector | -do- | 1 | |
| 67. | Vacinator | -do- | 52 | |
| 68. | B. C. G. Technician | -do- | 9 | |
| 69. | U. D. Clerk | -do- | 16 | |
| 70. | Social Worker | -do- | 16 | |
| 71. | Health Educator | -do- | 1 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 72. | Librarian | Medical & Public Health Deptt. | 1 | |
| 73 | Carpenter | -do- | 1 | |
| 74. | Superior Field Worker | -do- | 12 | |
| 75. | Survellience Worker | -do- | 266 | |
| 76. | Upper Division Clerk. | Agri. Income tax Deptt. | 1 | |
| 77. | Dresser | Industries Deptt. | 1 | |
| 78. | Peripatetic Trainer | -do- | 1 | |
| 79. | Instructor/Instructor Drawing/Allied Trade Instructor/Mathemetic Instructor/Language Instructor. | -do- | 60 | |
| 80. | Designer | -do- | 1 | |
| 81. | Gestetner Operator | -do | 1 | |
| 82. | Inspector, Weight & Measure. | -do- | 9 | |
| 83. | U. D. Clerk | -do- | 29 | |
| 84. | Head clerk | -do- | 1 | |
| 85. | Assistant | Office of the Registrar, Judicial Commisssioner's Court. | 1 | |
| 86. | Assistant | Secretariat | 75 | To be re- designated as U. D Asstt. |
| 87. | Clerk | -do- | 35 | To be re-designated as L. D. Asstt. & L. D. Clerk. |
| 88. | Gestetner operator | -do- | 1 | |
| 89. | Head clerk | Tribal Welfare Deptt, | 1 | |
| 90. | U. D. Clerk | -do | 5 | |
| 91. | Gestetner operator | -do- | 1 | |
| 92. | Head clerk | Office of the Chief Electoral Officer. | 1 | |
| 93. | U. D. Clerk | -do | 1 | |
| 94. | Gestetner operator | -do- | 1 | |
| 95. | Accountant | Office of the District Registrar | 1 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 96. | Duftry | Office of the District Registrar. | 1 | |
| 97. | Head clerk | -do- | 1 | |
| 98. | Head clerk | Statistical Organisation. | 1 | |
| | U. D. Clerk | -do- | 2 | |
| 100. | Head clerk | Publicity Deptt. | 1 | |
| 100 a) | Public Relation officer. | -do | 1 | |
| 101 | Packer | -do- | 1 | |
| 802. | U. D. Clerk | -do- | 3 | |
| 103. | Press Superintendent. | Tripura Govt Press | 1 | |
| 104. | Binder | -do- | 7 | |
| 135. | Inkman | -do- | 13 | |
| 106. | Store-keeper (Stationery) | -do- | 1 | |
| 107. | Store-keeper (Misc.) | -do- | 1 | |
| 108. | Time keeper | -do- | 2 | |
| 109. | Gestetner operator | Directorate of Refugee Relief. | 3 | |
| 110. | U. D. Clerk | Forest Department. | 14 | |
| 111. | Gestetner operator | -do- | 1 | |
| 112. | U. D. Clerk | Evolution Organisation | 1 | |
| 113. | U. D. Clerk | Labour Directorate | 4 | |
| 114. | U. D. Clerk | Co-operative Deptt. | 5 | |
| 185. | Gestetner operator | -do- | 1 | |
| 116. | U. D. Clerk | Animal Husbandry & Vetenery services, | 4 | |
| 117. | Gestetner operator | -do- | 1 | |
| 118. | U. D. Clerk | Employment Deptt. | 5 | |
| 119. | U. D. Clerk | Municipality, Agartala. | 2 | |
| 120. | Tax Collector | -do- | 1 | |
| 121. | Store-keeper | -do- | 1 | |
| 122. | Cashier | -do- | 1 | |
| 1. | Asstt. Accountant | -do- | 1 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 124. | Head clerk-cum-Accountant. | Directorate of Agriculture, | 1 | |
| 125. | Sub-Divisional Agri. Officer. | -do- | 3 | |
| 126. | Farm Manager. | -do- | 1 | |
| 127. | Agri. Extension Officer. | -do | 43 | |
| 128. | Research Asstt. | -do- | 3 | |
| 129. | U. D. Clerk | -do- | 24 | |
| 130. | U. D. Clerk | Rehabilitation Deptt. | 3 | |
| 131. | Office Superintendent. | District Magistrate, North. | 1 | |
| 132. | U. D. Clerk. | -do- | 11 | |
| 133. | Head clerk of S. D.S.'s. | -do- | 3 | |
| 134. | Jr. Sub-Treasurer. | -do- | 1 | |
| 135. | Gestetner operator. | -do- | 1 | |
| 136. | Senior clerk. | -do- | 5 | |

STATEMENT—'B'

STATEMENT SHOWING THE NAME OF POSTS DEPARTMENT WISE WHICH ARE UNDER CONSIDERATION OF THE GOVERNMENT FOR REMOVAL OF ANOMALY OF PAY SCALES.

| | Name of post. | Name of Department. | Remarks. |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| | | Non-Gazetted. | |
| 1. | Assistant Accountant. | Civil Secretariat. | |
| 2. | Accountant | District & Session Judges's Court. | |
| 3. | Record Keeper | -do- | |
| 4. | Inspector | Tribal Welfare Deptt. | |
| 5. | Store-Keeper | Food & Civil Supplies Deptt. | |
| 6. | Inspector | Excise Collectorate. | |
| 7. | Sub-Inspector | -do- | |
| 8. | Stenographer. | All Deptts. | |
| 9. | Accountant | Judicial Commissioner's Court. | |
| 10. | Upper Division Asstt. | -do- | |
| | | GAZETTED | |
| 1. | Director of Education. | Education Deptt. | |
| 2. | Addl. Director of Education. | -do- | |
| 3. | Principal, Degree College. | -do- | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. Vice Principal, Degree College. | Education Deptt. | |
| 5. Dy. Director of Education, Dy. Director (U. P.) Dy. Director (W.P.) Dy. Director (N. C. C.)/Dy. | -do- | |
| 6. Principal, Janata College | -do- | |
| 7. Superintendent of Press, Class—II | Printing & Stationary Deptt. | |
| 8. Director of Public Relation & Tourism. | Publicity Department. | |
| 9. Dy. Director of Public Relation & Tourism. | —do— | |
| 10. Chief Organiser | —do— | |
| 11 Information Officer. | —do— | |
| 12. Editor of Publicity. | —do— | |
| 13. Asstt. Tourist Officer. | —do— | |
| 14. Superintendent of Police West. | Police Organisation. | |
| 15 Commandent (T R. P. V N) | —do— | |
| 16. Addl. Superintendent of Police, West Tripura | —do— | |
| 17. Director of Agriculture. | Agriculture Deptt. | |
| 18. a) Dy Director of Agriculture. | —do— | |
| b) Director (Plant protection.) | ,, | |
| c) Horticulrist. | ,, | |
| d) Dy. Director of Fisheries | ,, | |
| e) Finance Officer. | ,, | |
| 19. Superintendent of Agri., Agronomist/Horticulture Welfare/Cashewnut Development officer/ Principal G. T. C./Plant Breeder/Plant protection Officer. | —do— | |
| 20. Agri. Information Officer. | —do— | |
| 21. Conservator of Forest | Forest Deptt. | |
| 22. Deputy Conservator of Forest. | —do— | |
| 23. Asstt. Conservator of Forest, | —do— | |
| 24. Divisional Forest Officer. | —do— | |
| 25. Project Officer, (Rural Industries Project). | Directorate of Industries | |
| 26. Organiser (Industries) | —do— | |

## UNSTARRED QUESTION NO. 667
**By Shri Purna Mohan Tripura**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কৈলাশহর বিভাগের মানিকপুর এলাকায় ভাইবোন ছড়া কলোনীতে আরো জুমিয়া পুনর্ব্বাসন করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে কোন প্রস্তাব নাই।

## UNSTARRED QUESTION NO. 682
**By Shri Purna Mohan Tripura**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর তারাবন কলোনীতে আরো উপজাতিদের পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কত লোককে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন আসে না।

## UNSTARRED QUESTION NO. 678
**By—Shri Purna Mohan Tripura**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর বিভাগের উত্তর লংতরাই অঞ্চলে ক্ষেত্রীছড়া কলোনীতে নূতন পুনর্ব্বাসন দেওয়ার সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

২। এই ব্যপারে পুনর্ব্বাসন প্রার্থীদের নিকট হইতে সরকার কোন দরখাস্ত পাইয়াছেন কি ?

৩। পাইয়া থাকিলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

উত্তর

১। হ্যাঁ, যদি উপযুক্ত জমি পাওয়া যায়।

২। হ্যাঁ।

৩। ভূমি সংক্রান্ত তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

## STARRED QUESTION NO. 575.
**By Shri Abhiram Deb Barma**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :-**

প্রশ্ন

১। সদর বিভাগে ১৯৬৭ ইং হইতে ১৯৭২ ইং এর ডিসেম্বর পর্যন্ত কত জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন।

২। তাহাদের মধ্যে কতজনকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে তাহার বছর ভিত্তিক হিসাব।

৩। যাহাদের পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে তাহাদের কত টাকা ও কি পরিমাণ জমি দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১। সদর বিভাগে ১৯৬৭ ইং হইতে ১৯৭২ ইং এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩০৭২ জন জুমিয়া ও উপজাতি পরিবারের দরখাস্ত পাওয়া গেছে।

২। বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

| সন | পরিবারের সংখ্যা | কোন প্রকল্পে |
|---|---|---|
| ১৯৬৭-৭৮ | ৭২ | পুরাতন জুমিয় |
| ১৯৬৮-৬৯ | ১২২ | সেটেলমেণ্ট স্কীমে |
| ১৯৬৯-৭০ | ১৫ | ,, |
| | ১৯৯ পরিবার | ,, |
| ১৯৭০-৭১ | ৫৫১ | রিভাইজড জুমিয়া |
| ১৯৭১-৭২ | ৩৭৭ | সেটেলমেণ্ট স্কামে। |
| | ৯২৮ পরিবার | |

১৯৬৭-৬৮—২৯২ ভূমিহীন উপজাতি পুনর্ব্বাসন।

১৯৬৮-৬৯—১০৮ ,,

১৯৬৯-৭০—৩৪৭ ,,

৭৪৭ পরিবার

৩। (ক) ১৯৯ পরিবারকে ৭৯৬ একর জমি ও ৯৯,৫০০ টাকা পরিবার পিছু ৫০০ টাকা হিসাবে পুরাতন জুমিয়া সেটেলমেণ্ট প্রকল্পে অনুদান দেওয়া হইয়াছে।

(খ) ৭৪৭ পরিবারকে ৩,৩৪৮ একর জমি ও ২,৫৪,১০০টাকা পরিবার পিছু ৩০০টাকা হিসাবে ভূমিহীন উপজাতি পুনর্ব্বাসন প্রকল্পে অনুদান দেওয়া হইয়াছে।

(গ) ৯১৮ পরিবারকে রিভাইজড জুমিয়া পুনর্ব্বাসন প্রকল্পে ৩৬৭২ একর জমি দেওয়া হইয়াছে। ৯১৮ পরিবারের মধ্যে ৪৫০ জনকে প্রথম ও ২য় কিস্তিতে ৪,৪১,০০০ টাকা এবং বাকী ৪৬৮ পরিবারকে ১ম কিস্তিতে ১,৬৩,৮০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 139

**By Shri Subal Ch. Biswas**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Walfare Deptt. be pleased to state—**

প্রশ্ন

১। কৈলাশহর সাব-ডিভিশনের জগন্নাথপুর মৌজায় ওরফে দেবীপুরে ২৯টি জুমিয়া পরিবারকে কোন্ তারিখে ১৮,৮৫০ টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং কৈলাশহরের কোন অফিস হইতে কাহার (পদ) মারফতে উক্ত টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং

২। কে কে উক্ত টাকা পেয়েছেন তাদের নাম ?

উত্তর

১। কৈলাশহরের জগন্নাথপুর ওরফে দেবীপুরে কোন জুমিয়া পরিবারকে এ রকম টাকা দেওয়া হয় নাই।

২। প্রশ্ন আসে না।

## UNSTARRED QUESTION NO. 247

**By Shri Niranjan Deb**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finace Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ সালে Gazetted officers, class III এবং class IV employees দের মধ্যে কতজন Medical re-imbursement হিসাবে পেয়েছেন তার আলাদা আলাদা হিসাব।

২। এদের কোন শ্রেণীর কর্মচারীর কত টাকার বিল এখনো মঞ্জুর করা হয় নাই, বিবেচনাধীন আছে তার হিসাব।

উত্তর

১

| শ্রেণী | কতজন | কতটাকা |
|---|---|---|
| ১। গেজেটেড অফিসার | —৭৯ | —৬০,৪৮২·৩৯ |
| ২। তৃতীয় শ্রেণী | —৬৮২২ | —১০,৮৮,৯৪৪·০৮ |
| ৩। চতুর্থ শ্রেণী | —২৫৮১ | —৪,৯৩,৯৬৮·৫৮ |

(উপরিউক্ত হিসাবে এসেম্বলি সেক্রেটারীয়েট অন্তর্ভুক্ত হয় নাই)

২। গেজেটেড অফিসার— ৩,২৮৬·৬৮ টাকা

তৃতীয় শ্রেণী —৪৯,১৫২·৮১ টাকা

চতুর্থ শ্রেণী —৩২,০৭১.৩৮ টাকা

(উপরিউক্ত হিসাবে এসেম্বলি সেক্রেটারীয়েট অন্তর্ভুক্ত হয় নাই)

## UNSTARRED QUESTION NO. 255

**By Shri Nripendra Chakraborty**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Jail Department be pleased to state—

| QUESTION | REPLY |
|---|---|
| 1. Names of Jailor, Subjailors, Warders and Head Warders transferred from one sub-Jail to another during 1972-73 (upto June 31) and places and dates of such transfer. | Jailor...Nil<br>Subjailor...Nil |

HEAD WARDER

1. Shri Nibaran Ch. Laskar—Kailashahar to Kamalpur—19.4.72

WARDERS

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Shri Nanigopal Bhattacharjee— | Kamalpur to Kailashahar—7.4.72 |
| 2. | ,, Abir Singh | Kamalpur to Kailashahar—27.4.72 |
| 3. | ,, Prafulla Debnath | Kailashahar to Kamalpur—27.4.72 |
| 4. | ,, Anil Ch. Deb | Khowai to Kamalpur—7.5.72 |
| 5. | ,, Netya Dweanjee | Belonia to Udaipur—16.6.72 |
| 2. | If the transfer was frequent reasons therefor. | No. |

## UNSTARRED QUESTION NO. 286

**By Shri Bidya Ch. Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be plaseed to state—

প্রশ্ন

১) অদ্য পর্য্যন্ত ১৯৭৩ইং সনে খোয়াই বিভাগে কতটি ফিডিং সেণ্টার খোলা হইয়াছে এবং আরও কতটি খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে, গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব, এবং প্রতি ফিডিং সেণ্টারের জন্য কি পরিমান টাকা বরাদ্দ করা হইয়া থাকে।

উত্তর

১) অদ্য পর্য্যন্ত খোয়াই বিভাগে মোট ২৬টি খাদ্য বিতরন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে গাঁও-সভা ভিত্তিক খাদ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই। প্রতি কেন্দ্রে প্রতিদিন প্রত্যেক শিশুর মাথা পিছু ১৮ পয়সা এবং গর্ভবতী দুগ্ধ পোষ্য মায়েদের জন্য ২৫ পয়সা বরাদ্দ করা আছে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 673

**By Shri Purna Mohan Tripura**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর বিভাগের সিন্ধুকুমার (তারাবন কলোনী) জনবহুল এলাকায় একটি হেল্থ সেন্টার খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। উক্ত হেল্থ সেন্টারের জন্য এলাকাবাসীর নিকট হইতে সরকার কোন গণ দরখাস্ত পাইয়াছেন কি ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে নাই।

২। সিন্ধু কুমার (তারাবন কলোনী) নামক কোন স্থান হইতে এখন পর্য্যন্ত গণ দরখাস্ত পাওয়া যায় নাই।

## UNSTARRED QUESTION NO. 674

**By Shri Purna Mohan Tripura**

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কৈলাসহর বিভাগের ছৈলেংটা হইতে ছামনুর মাঝখানে গুর্গা ছড়াতে ও করম ছড়াতে কোন ডিসপেন্সারী খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) না থাকিলে তাহার কারণ কি ?

৩) উক্ত প্রতিটি এলাকায় ডিসপেন্সারী খোলার জন্য এলাকাবাসীর নিকট থেকে কোন গণ দরখাস্ত সরকার পেয়েছেন কি ?

উত্তর

১) বর্ত্তমানে নাই।

২) উক্ত এলাকা দুটির জন্য কোন ডিসপেন্সারী মঞ্জুর হয় নাই।

৩) হ্যাঁ, গত নভেম্বর মাসে (নভেম্বর ১৯৭২) করমছড়া বাজার অঞ্চলে একটি ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য আবেদন পাওয়া গিয়াছে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 284.

**By Shri Bidya Ch. Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত বেহালা বাড়ী এলাকা হইতে উক্ত এলাকার জনসাধারণগণ স্বাক্ষর দিয়া বেহালা বাড়ী হাই স্কুলের নিকটবর্ত্তী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন ?

২। যদি করা হইয়া থাকে তাহা হইলে চলতি আর্থিক বৎসরে উক্ত স্থানে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইবে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বিষয়টি তদন্তাধীন আছে।

## UNSTARRED QUESTION NO, 561

**By Shri Ajoy Biswas**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। শাসক বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের জন্য বাজেটে বরাদ্দ কত টাকা ১৯৭২—৭৩ সালে ফেরত দেওয়া হইয়াছে ?

২। শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকাকরণের স্কীম কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা হইবে ?

উত্তর

১। ২,৮৩,০০০ টাকা।

২। শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথকাকরণের স্কীমটি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর শীঘ্রই কার্য্যকরী হইবে। এই ব্যাপারে কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর (ত্রিপুরা অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল নামে একটি বিল প্রস্তুত করিয়া ভারত সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হইয়াছে। ভারত সরকারের অনুমোদন পাইলেই আইনটি বিধান সভায় তোলা হইবে এবং পাশ করার পর পৃথকাকরণের স্কীমটি কার্য্যকরী হইবে। এ বিষয়ে ভারত সরকারের কাছে টেলিগ্রামেও রিমাইণ্ডার দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা এখনও ভারত সরকারের বিবেচনাধীনে আছে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 563

**By Shri Ajoy Biswas**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to State—**

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় কতটি মুনসেফের পদ খালি পড়ে আছে ?

২) পদগুলি খালি পড়ে থাকার কারণ ; এবং

৩) কবে পর্যন্ত মুনসেফের পদগুলি পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে ।

উত্তর

১) দুইটি মুনসেফের পদ খালি পড়ে আছে ।

২) মুনসেফের নিয়োগবিধি তৈরীর বিলম্বহেতু শূণ্য মুনসেফ্ পদগুলি পূরণ করা যাইতে-ছেনা । এই নিয়োগবিধি হাইকোর্ট এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহিত আলোচনাক্রমে তৈরী হইয়া থাকে। নিয়োগ বিধিটি বর্ত্তমানে তৈয়ারাধীন আছে।

৩) মুনসেফ নিয়োগের নূতন নিয়োগবিধি তৈয়ারী হওয়ার পর যথাশীঘ্র শূণ্য মুনসেফ পদ গুলি পূরণ করা হইবে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 577

**By Shri Nishi Kanta Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) দক্ষিণ ত্রিপুরার কোন সাবডিভিসানে কতটি শিশু ভোজন কেন্দ্র আছে। নামওয়ারী কেন্দ্রে কি পরিমাণ টাকা ব্যয় হয় ।

১) দক্ষিণ ত্রিপুরার ৪ (চারি) সাবডিভিসনের শিশু ভোজন কেন্দ্রের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ক) উদয়পুর সাবডিভিসন— ১৫টি

খ) অমরপুর— ,, ২২টি

গ) বিলোনীয়া ,, ৩১টি

ঘ) সাবরুম ,, ৩৫টি

২) প্রতিদিন প্রতি কেন্দ্রের ব্যয় শিশু ও গর্ভবতী/প্রসূতী মায়েদের উপস্থিত সংখ্যার উপর নির্ভর করে। প্রতি কেন্দ্রে প্রতিদিন প্রত্যেক শিশুর মাথা পিছু ১৮ পয়সা এবং প্রত্যেক গর্ভবতী/প্রসূতী মায়েদের জন্য ২৫ পয়সা বরাদ্দ করা আছে ।

## UNSTARRED QUESTION NO. 672
### By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ময়নারমা এম, টি, কলোনীতে আরো উপজাতির পুনর্বাসন-এর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কত পরিবারকে কবে পর্য্যন্ত পুনর্বাসন দেওয়া হবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ১৫ পরিবারকে পুনর্বাসনের প্রস্তাব আছে।

## PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

**The 21st March, 1973.**

**The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 21st March, 1973.**

**PRESENT**

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, Chief Minister 4 Ministers, the Deputy Speaker, 3 Deputy Ministers and 48 Members.

### QUESTIONS AND ANSWERS

**Mr. Speaker :**—To-day in the List of Buisness are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions. Shri Bidya Deb Barma.

**Shri Bidya Deb Barma :**—Question No. 234.

**Shri Sukhamoy Sengupta :**—Mr. Speaker, Sir, question No. 234.

**প্রশ্ন**

১। ১৯৭২এ সরকার কোন্ কোন্ মেডিকেল অফিসারের বিরুদ্ধে লিখিত ভাবে দুর্নীতির অভিযোগ পেয়েছেন ; এবং

২। ঐ সকল অভিযোগের ভিত্তিতে কি কাকেও শাস্তি দেয়া হয়েছে ?

**উত্তর**

১। ১৯৭২এ ১৪ জন মেডিকেল অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেহেতু বিষয়টি গোপনীয় ও তদন্তাধীন সেইহেতু জনস্বার্থের খাতিরে তাদের নাম প্রকাশ করা যায় না।

২। না।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ধুমাছড়ার ডাক্তার শ্রীগৌরাঙ্গ দাস তিনি সরকারী কাজ এবং জমি নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছেন এবং সরকারী জমিতে ঘর তৈরী করে ভাড়া দিচ্ছেন এবং সরকারী খাই কোয়ার্টারের দরজা জানালা বিক্রী করেছেন, এই সম্পর্কে কোন অভিযোগ পেয়েছেন কিনা ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি কি সম্পর্কে অভিযোগ আছে যেহেতু এটা তদন্তাধীন সেই সম্পর্কে বলা সম্ভব হচ্ছে না।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি গত ২৯।১।৭২ তারিখে এই ডাক্তার বাবু প্রবোধ চন্দ্র পালের কাছে যে অ্যানটারস্ট্রেট ইত্যাদি যে আইনী ভাবে বিক্রী করেছেন তার দাম ১০ টাকা, ৯।২।৭২ তারিখে অধার চন্দ্র রায়ের কাছে যে ম্যাগসালফ টেবলেট বিক্রি

করেছেন তার দাম ৫ টাকা, ৫।৫।৭২ তারিখে কমলা রুদ্রপালের কাছে ইনজেকশান পেনিসিলিন ইত্যাদি বিক্রি করেছেন তার দাম ১০ টাকা এবং ১৭।১০।৭২ তারিখে সুদর্শন বড়ুয়ার কাছে অ্যানটাসট্রেট বিক্রি করেছেন তার দাম ১০ টাকা এবং খগেন্দ্র ত্রিপুরা বৈশাখী পাড়া, তার কাছে যে এম, টি, টেব্‌লেট ইত্যাদি বিক্রি করেছেন তার দাম ৪ টাকা, এই ধরণের একটা লিষ্ট আছে যে কোন তারিখে কোন্ লোকের কাছে কত বে-আইনী ঔষধ বিক্রি করেছে সেই সমস্ত লিষ্ট সরকারের কাছে আছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—আমি আগেই বলেছি যে এই সম্পর্কে এনকোয়ারী করা হয়েছে। কাজেই অভিযোগ থাকায় এই সম্পর্কে এখন কিছুই বলা যাচ্ছে না।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ডাক্তার বাবু ব্যাণ্ডেজের তুলো দিয়ে লেপ তোষক তৈরী করেছেন এবং আমি জানতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে যে কবে এই অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং কতদিন এর তদন্ত হবে এবং এই ডাক্তার বাবু সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এটা আমরা কবে জানতে পারব এবং তার নামে এমন অভিযোগও আছে যে তিনি ৬ জন কেপ্ট রেখেছেন, নারী রেখেছেন ৬ জন রক্ষিতা। এই অভি-যোগ পাওয়ার পরেও সরকার কিভাবে বসে থাকতে পারেন আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে প্রতিশ্রুতি চাই যে কত অল্প সময়ের মধ্যে এই ডাক্তার সম্পর্কে যে সমস্ত গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে তার তদন্ত হবে। কোন ঔষধের দোকানে ঔষধ বিক্রি হয় সেই অভিযোগ পর্যন্ত তারা পেয়েছেন। ক্ষীরোদ পালের দোকানে রেগুলার ঔষধ বিক্রি হচ্ছে। আমি নিজে লিখিত অভিযোগ করেছি এই ডাক্তারের বিরুদ্ধে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে একজন এম, এল, এ শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী তিনি অভিযোগ করেছেন লিখিত ভাবে এই ডাক্তারের বিরুদ্ধে এবং অ্যাকনলেজমেন্ট পর্যন্ত মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট দেয় নি। আমি তো বিরোধী দলের লোক, সেকথা বাদ দিন, একজন এম, এল, এর একটা চিঠি গুরুতর অভিযোগ এনে তার একটা অ্যাকনলেজমেন্ট পর্যন্ত হয় না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর কৈফিয়ত দিতে পারেন কি ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এইটুকু বলতে পারি যে তদন্তে যদি তার অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাহলে ডেফিনেটলী তার শাস্তি হবে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—কবে আমরা জানতে পারব ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—এটা তদন্তের ব্যাপার এবং তদন্ত করে যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তার জন্য কিছু লাগতে পারে।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে তদন্ত কারা করছেন, এটা কি ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারী হচ্ছে ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—প্রশ্নের মধ্যে আছে যে ভিজিলেন্স সেল সেটা তদন্ত করছেন।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী** :—সাধারণতঃ ভিজিলেন্স তদন্ত করতে কত সময় নেবে ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—সেটা বলা বড় মুস্কিল। কারণ যদি তদন্ত করতে হয় তাহলে এমন ভাবে আট ঘাট বাধতে হবে যার জন্য কিছুটা সময় লাগতে পারে।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, স্পেসিফিক টাইম দেওয়া বড় কঠিন কারণ টাইম দিলে হয়ত ল্যাকুনা থেকে যেতে পারে যার ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তি বেরিয়ে যেতে পারে। সেজন্য এটা তদন্ত করা দরকার এবং যেহেতু তদন্ত হচ্ছে ভিজিলেন্স দিয়ে এটা নিশ্চয়ই মাননীয় সদস্য অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন যে সেখানে কোন রকম গাফিলতি হবে না।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—মাননীয় প্রশ্নকর্ত্তা বিরোধী দলের নেতা যে কথাটা বললেন যে উনি বিরোধী দলের নেতা বাদ দিয়েই একজন এম, এল, এ হিসাবে যে চিঠি লিখেছেন তার কোন অ্যাকনলেজমেন্ট পান নি এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য কি?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—এ সম্পর্কে আমি তদন্ত করে দেখব এবং যদি এইরকম হয়ে থাকে তাহলে সেই সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু করার প্রয়োজন হবে।

**শ্রীঅনিল সরকার** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এয়ারপোর্টের চিকিৎসা কেন্দ্রের ডাক্তার সাহা এবং বিশালগড় চিকিৎসা কেন্দ্রের ডাক্তার সুবীর ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে এই ধরণের গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। সেই সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে এখানে ১৪ জন এর নাম পড়েছি তার মধ্যে উনিও পড়তে পারেন।

**শ্রীঅনিল সরকার** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে দেখা যাচ্ছে ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে তবে গৌরাঙ্গ দাস চিকিৎসা জগতে অন্ততঃ পক্ষে ত্রিপুরার একজন রত্ন এবং তাকে ভারত রত্ন দেওয়ার জন্য এই মন্ত্রীসভার কোন চেষ্টা আছে কি না......( হাস্যধ্বনি )......

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে যারা এই নন-প্রেক্টিসিং এলাউন্স পান তারা যদি প্রেক্টিস করেন সেটি করাপ্ট প্রেক্টিসেরে মধ্যে পরে কি না?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—ডেফিনিটলি.........

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নন-প্রেক্টিসিং পেয়ে ডাক্তাররা প্রেক্টিস করছেন এইরকম অভিযোগ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের নজরে এসেছে কি না?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ কারও কাছ থেকে আসে নি। তবে বেনামী অনেক দরখাস্ত দেওয়া হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তদন্তে দেখা যায় সাক্ষী পাওয়া যায় না।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে তাঁর সরকারের অডিট ডিপার্টমেন্ট এই সম্পর্কে নোট দিয়েছেন যে ডাক্তাররা নন-প্রেক্টিসিং এলাউন্স নিয়ে তারা প্রাইভেট প্রেক্টিস করছেন এই সম্পর্কে একটা নোট আছে।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—অডিট নোট থাকলেও কোর্টে হাজির করতে হলে অভিযোগটা প্রমাণ করতে হবে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :— যার যার সম্পর্কে অডিট নোট আছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :— যদিও বোধ হয় এটি সেপারেট কোয়েশ্চান তাহলেও বলতে পারি এই সম্পর্কে দেখা হবে।

**মিঃ স্পীকার** :— শ্রীনিরঞ্জন দেব

**শ্রীনিরঞ্জন দেব** :— প্রশ্ন নং ২৫০

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :— প্রশ্ন নং ২৫০।

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে গত ১৫ই আগষ্ট থেকে ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত কোন মহকুমায় মোট কত টাকা খরচ হয়েছে তার হিসাব | রজত জয়ন্তী কর্মসূচী উদ্‌যাপনের জন্য মহকুমাগুলিতে গত ১৫. ৮. ৭২ইং হইতে ৩১. ১. ৭৩ইং পর্য্যন্ত মোট ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :— |

| | | টাকা |
|---|---|---|
| ধর্ম্মনগর | ... | ৪,০৯৪.৮১ |
| কৈলাসহর | ... | ৭,৯৮৯.৭৩ |
| কমলপুর | ... | ২,০০৭ ০০ |
| খোয়াই | ... | ৪,৭০১.০০ |
| সদর | ... | ১,২৪,৭১৬.২৭ |
| সোনামুড়া | ... | ২,৯০০.৪২ |
| বিলোনীয়া | ... | ১,৩৬১.৭৭ |
| সাব্রুম | ... | ২,৪২১.০০ |
| অমরপুর | ... | ৩,১০০.৯০ |
| উদয়পুর | ... | ৪,৫১১.৫৩ |

রজত জয়ন্তী উপলক্ষে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে এবং সেজন্য মোট টাঃ ৩৪,১২৯.৯০ খরচ হয়েছে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী**—কোন পত্রিকায় কত টাকা পেয়েছে সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দেবেন কি ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :— এটা এখনই দেওয়া সম্ভব নয়—পরে দেওয়া যেতে পারে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সব লেখা ছাপা হয়েছে তার মধ্যে গত ২৫ বছর কয়টি দুর্ভিক্ষ হয়েছে, কয়টি দাংগা হয়েছে, কত জন মারা গিয়েছে সেই সব তথ্য প্রকাশ হয়েছে কি না ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে যদি বিজ্ঞাপনে এই ধরণের তথ্য বের হয় কিনা আমার জানা নাই তবে ত্রিপুরার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় মাঝে মাঝে লেখা বের হয়।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি—কি কারণে এই টাকাটা খরচ হয়েছে—কোন খরা পরিস্থিতির জন্য জল দেওয়ার ব্যাপারে বা কোন জনসাধারণের

উপকার করার জন্য খয়রাতি দাদন ইত্যাদি দেওয়ার জন্য খরচ হয়েছে না রসগোল্লা খাওয়ার বা স্ফূর্তি করার জন্য—কি বাবদে—ব্রেক আপটা কি ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, সাধারণত রজত জয়ন্তী উৎসব যে ভাবে খরচ হয়ে থাকে সেই ভাবেই এই উৎসব পালনের জন্য এই টাকাটা খরচ হয়েছে।

**শ্রীঅনিল সরকার :—** মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন—ইহা কি সত্য যে রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ইন্দিরা মেলায় একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়েছিল এবং সেখানে মদের বোতল পর্য্যন্ত রাখা হয়েছিল।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—** এই সম্পর্কে আমাদের কাছে নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নাই তবে অনেকের জন্য দরকার ... ( হাস্যধ্বনি ) ... অনেকের জন্য দরকার।

**শ্রীঅনিল সরকার :—** মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ইহা কি সত্য যে রজত জয়ন্তী উপলক্ষে এত প্রচার সত্বেও মহাত্মা গান্ধীর গান্ধীবাদের মূল্যায়ণ হয়েছে এবং তারপর এত টাকা খরচ করে গান্ধীবাদের অবমূল্যায়ণ করা হয়েছে।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা করা হয়েছিল রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে টাকা খরচের হিসাব সম্পর্কে—এখন এই উৎসবকে উপলক্ষ করে অনেক গঠনমূলক কাজ করা হয়েছে ...

**শ্রীনিরঞ্জন দেব :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি রজত জয়ন্তী উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে কিন্তু হাজার হাজার মানুষ কৃষি ঋণের দরখাস্ত দিয়েও কৃষিঋণ পায় নি।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটা এখানে উঠে না ...

**মিঃ স্পীকার :—** শ্রীসমর চৌধুরী

**শ্রীসমর চৌধুরী :—** প্রশ্ন নং ২৫৪

**মিঃ স্পীকার :—** শ্রীসমর চৌধুরী।

**শ্রীসমর চৌধুরী :—** কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৪ স্যার।

**শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—** কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৪ স্যার।

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতা জিলা শাসকের উপর ন্যাস্ত থাকায় মহকুমার আবেদনকারীদের হয়রানি এবং খরচান্ত হতে হচ্ছে, এ সম্পর্কে সরকার কি অবগত আছেন ; | না, সরকার এইপ্রকার হয়রানির সংবাদ অবগত নহেন। তবে সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য আবেদনকারীকে জেলা শাসকের অফিসে আসতে হয়। |
| ২। মহকুমা শাসকদের এই সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতা দিয়ে আবেদনকারীদের হয়রানি ও খরচ লাঘব কেন করা হচ্ছে না ? | ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ত্রিপুরাতে সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতা জেলাশাসকের উপর ন্যাস্ত আছে, কাজেই মহকুমা শাসকের হাতে ক্ষমতা প্রদানের প্রশ্ন এক্ষুনি উঠে না। |

**শ্রীসমর চৌধুরী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই সম্পর্কে অবগত আছেন কি না যে চাকুরীর জন্য এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রি করতে সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয়, কিন্তু চার পাঁচ মাস পর্য্যন্ত এই সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারে না ?

**শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত** :—সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট পেতে হলে তারজন্য যে পথে যেতে হয়, তার সবটাই করতে হয়, না করে উপায় নেই।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে সিটিজেনশিপ কার্ড সংগ্রহ করার জন্য এম, এল, এ'দের সার্টি ফিকেট নেওয়া হয়, নেওয়ার পর ৬ মাস, এক বছর চলে যায়, তাহলে এম, এল, এ'দের সার্টিফিকেট নেওয়া হয় কেন ? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কি পদ্ধতিতে এই সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, যার ফলে আমরা দেখি যে এম,এল,দের সার্টিফিকেট পাওয়ার পরও ইন-অরডিনেট ডিলে এই সার্টিফিকেট ইস্যু করতে হচ্ছে ?

**শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত** :—মাননীয় সদস্যরা যখন সার্টিফিকেট দেন, তাতে সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেটের জন্য যারা আবেদন করে থাকেন, তাদের পক্ষে তাদের দরখাস্ত বিবেচনা করার পক্ষে অনেক সহজ হয়ে যায়, কাজেই মাননীয় সদস্যরা যে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, এটা কোন কাজে লাগছেনা, এটা ঠিক নয়।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—তারপরও ইনঅরডিনেট ডিলে হওয়ার কারণ কি ? কি প্রসিডিউরে এটা দেওয়া হচ্ছে ?

**শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত** :—বর্ত্তমানে খুব বেশী দেরী হচ্ছে বলে আমাদের জানা নেই।

**শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, স্থানীয় আদিবাসী, যুগ যুগ ধরে যারা এই রাজ্যের অধিবাসী, তাঁদের সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট নিতে হয় কেন ?

**শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রশ্নটা আসে, কারণ যুগ যুগ ধরে এখানে আছেন, একথাটা বুঝাতে হবে। কাজেই সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেটের জন্য চাওয়া হয় যুগ যুগ ধরে আছেন, তাকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে কাজেই সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট ইত্যাদি তাকে দিতে হয়।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি, এম, এল, এ দের সার্টিফিকেট পাওয়ার পরও ডি, আই, ও সেটা তদন্তের নাম করে লোককে হয়রানি করছেন এবং সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট পেতে দেরী হচ্ছে, এইরকম কোন লিখিত অভিযোগ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পেয়েছেন কি ?

**শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত** :—এমন কোন অভিযোগ আমাদের কাছে নেই, যদি থেকে থাকে তাহলে বিশেষভাবে দেখা হবে কেন সেটা আটকে রয়েছে।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই সম্পর্কে অবগত আছেন কি না যে কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য, হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে, স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে, সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট সংগ্রহ না করে ভর্তি হতে পারে না এবং তার জন্য অনেক ছেলে ভর্তি হতে পারে না এবং সংগে সংগে ষ্টাইপেণ্ডও পায় না ?

**শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :**—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই কলেজতো নাগরিকদের জন্যই, কাজেই নাগরিকত্বের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন আছে আর ট্রাইবেলের যে বেনিফিট এখান থেকে দেওয়া হয়, সেটাও নাগরিকরা পাক, সেটাই হচ্ছে বড় কথা।

**শ্রীসমর চৌধুরী :**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পিতামাতার নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট থাকলেও, নিজের সার্টিফিকেট সংগ্রহ না করলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ নেই, এটা কি সত্যি ?

**শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :**—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা যা হয়েছে তাতে grown of children ছেলে যদি অন্য রাজ্যে থাকে, সেই ক্ষেত্রে তাকে বাধা দেওয়ার উপায় নাই। নাগরিকত্বের জন্য তাকেও যেতে হয়।

**শ্রীনিরঞ্জন দেব :**—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের কাছে সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট চাওয়ার ফলে স্কুলে ভর্তি হতে হয়রানি হইতেছে ?

**শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :**—সিটিজেনশিপ কার্ড উপজাতি, অ-উপজাতি বলে প্রশ্ন নেই, সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কাজেই সিটিজেনশিপ কার্ডের প্রশ্নটা সব সময়েই থাকবে।

**মিঃ স্পীকার :**—শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস।

**শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :**—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২৪ স্যার।

**শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :**—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২৪ স্যার।

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। বর্তমানে বিলোনীয়া থানায় নাগরিকত্বের জন্য আবেদনকারীদের কত সংখ্যক আবেদনপত্র এনকোয়ারীর জন্য পেণ্ডিং আছে ? | বিলোনীয়া থানায় নাগরিকত্বের জন্য কোন আবেদনপত্র তদন্তের জন্য পড়িয়া নাই। |
| ২। কতদিনের মধ্যে এই সমস্ত আবেদনপত্রের এনকোয়ারী শেষ হবে বলে আশা করা যায় ? | প্রশ্ন উঠে না। |

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :**—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে বিলোনীয়া থানা এলাকার মধ্যে কত আবেদনপত্র পড়েছে এবং ইনকোয়ারী ষ্টেজে আছে ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**—মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রশ্নটা যদি এই রকম হয় বিলোনীয়া মহকুমায়, সেই সম্পর্কে আমি একটা উত্তর দিতে পারি। ৫৩৮টি নাগরিকত্বের জন্য আবেদন পত্র পাওয়া যায়, তন্মধ্যে দুইটি নাগরিকত্ব মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বাকী ৫৩৬টি তদন্তাধীন আছে।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :**—এই আবেদন পত্র কতদিন পর্যন্ত আছে ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**—১৯৭২-৭৩ সনের।

**শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :**—কি কি ব্যাপারে এনকোয়েরী করা হয় ? নাগরিকত্বের সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনে কোন কোন বিষয়ে এনকোয়েরী করা হয় ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য কতগুলি বিধান আছে সেগুলি বলতে পারি, তবে এটা একটু সময় সাপেক্ষ, অন্য প্রশ্নের অসুবিধা হবে কিনা জানি না। আবেদনকারী ভারতীয় বংশদোভব এবং আবেদন পত্র পেশ করিবার অন্ততঃ ৬ মাস পূর্ব্ব হইতে ভারতে বসবাস করিতেন। ভারতের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে, তিনি স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস করিতে ইচ্ছুক। নির্দ্ধারিত আবেদন পত্রের ফরমে শপথ বাক্য সই করিয়াছেন, তিনি সচ্চরিত্র এবং ভারতের নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট পাওয়ার তাহার উপযুক্ততা আছে।

**শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস** ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, বর্ত্তমানে ভূমিহীন কৃষক যারা জমি দখল করে আছে, তাদের ব্যাপকভাবে এনকোয়েরী করা হচ্ছে এবং যে সমস্ত ভূমিহীন—তিনি আদিবাসীই হউক অথবা পুরানো বাসীন্দাই হউক তাদের দখলে যে সমস্ত জমি আছে, নাগরিকত্ব-এর সার্টিফিকেট না থাকার জন্য তাদের নামে জমি রেকর্ড করা হচ্ছে না এবং বেশীর ভাগ জনসাধারণই যারা এখানকার নাগরিক এবং উপজাতি, তাদের জমি তাদের নামে রেকর্ড করা হচ্ছে না, এই সমস্ত বিবেচনা ক'রে, নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য সহজ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যবস্থা কি করতে পারেন ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সম্ভবতঃ এই প্রশ্নটা এই প্রসংগে টেনে আনা কঠিন, তবুও আমি জবাব দিচ্ছি। ভূমিহীন কৃষকই হউন আর যেই হউন তার নাগরিকত্ব বিচার করতে হবে। জমি বাইরে থেকে এসে যদি কেউ দখল করে থাকে, তাহলে তার নামে রেকর্ড করা যাবে না। মাননীয় সদস্য যেহেতু বলেছেন অন্ততঃ ভূমিহীন কৃষকদের ব্যাপারে বা যেগুলি জরুরী, সেগুলি যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়, সেই সম্পর্কে আমরা বিবেচনা করে দেখব এবং বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সম্ভবতঃ এই প্রশ্নটা এই প্রসঙ্গে আসে না। না আসলেও আমি তার জবাব দিচ্ছি, সে ভূমিহীন কৃষকই হোক যাই হউক নাগরিকত্বের বিচার করতেই হবে, কারণ ভূমিহীন যারা তারা যদি এমনভাবে বাহির থেকে এসে দখল করে থাকে, তবে রেকর্ড কোন সময়েই করা যাবে না। তবে মাননীয় সদস্য যেহেতু বলেছেন যে অন্ততঃ ভূমিহীন কৃষকদের ব্যাপারে অথবা যে কোন জরুরী দরকারে এইগুলি যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় সে সম্পর্কে আমরা বিবেচনা করে দেখবো এবং বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করবো।

**শ্রী মতী লক্ষ্মীনাগ** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ভূমিহীন কৃষকরা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছে তা ১৯৬৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত একই অবস্থায় পড়ে আছে ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** ঃ—এইটা এখন পর্যন্ত আমাদের নোটিশে আসে নি।

**শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি খোঁজ করে দেখবেন ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় সদস্যা যেহেতু বলেছেন তখন নিশ্চয়ই খোঁজ করে দেখা হবে।

**শ্রীতাপস দে :**—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, যারা নাগরিকত্বের জন্য দরখাস্ত করেছে এম, এল, এ দের নিকট হইতে সার্টিফিকেট নিয়ে, তাদের কেসকেও এম, এল, এ দের নিকট হইতে সার্টিফিকেট নেওয়া সত্ত্বেও ইনকোয়ারী করা হচ্ছে এটা সত্য কি না ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে সার্টিফিকেট পাওয়ার পর প্রসেসটা সহজ হয়। সহজ হওয়ার জন্যই মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেওয়া হয় সেইটা যাতে সহজ প্রাপ্য হতে পারে সেইটা দেখা হবে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :**—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এই প্রতিশ্রুতি দেবেন কি যে যারা এই ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী তাদের ক্ষেত্রে এইটা লিবারেল করে দেখা হবে কি না ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্ন উঠে না এই জন্য যে এখানকার স্থায়ী বসবাসকারীরা যারা বিভিন্ন জায়গায় বাস করে, যারা এই ব্যাপারে তদন্ত করেন, এই সিটিজেনশিপের ব্যাপারে যারা ইনকোয়ারী করেন তাদের জন্য আছে কোন কোন জায়গায় আছে তা একটা মোটামুটি হিসাব তাদের কাছে আছে। কাজেই লিবারেল হওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না।

**মিঃ স্পীকার :**—শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪৬৭।

**শ্রীসুখময়সেনগুপ্ত :**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নং ৪৬৭।

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে টি, আর, টি, সি, সব কয়টা বাস চালু হয়েছে কি ? | ১) না। |
| ২) যদি না হয় তার কারণ। | ২) নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস না পাওয়া। |
| ৩) ১৯৭৩-৭৪ সালে আগরতলা উদয়পুর ও আগরতলা যতনবাড়ী রোডে টি, আর, টি, সি, বাস চালুর কোন পরিকল্পনা আছে কি না। | ৩) টি, আর, টি, সি, বাস ১৯৭৩-৭৪ সালে আগরতলা—উদয়পুর চালু করার পরিকল্পনা আছে কিন্তু আগরতলা—যতনবাড়ী রাস্তা সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা নেই। |

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :**—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কতটি বাস চালু হয়েছিল ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্ত্তমানে ১৯টা টি, আর, টি, সি, বাস চালু আছে, ২৭টি বাসের যে চেসিজ সেইগুলি আমরা পেয়েছি। এইটা হয়তো কিছু দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। আর ৩টা বাস সম্পর্কে, ওয়ার্কশপ, যেখান থেকে এই গুলি আসছে সেখান থেকে আমরা আজ পর্য্যন্ত পাই নি। এর কারণ হলো যে ফেক্টরীতে এইটা তৈরী

হয় যেখানে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল সেখানে গোল্লো একটা মোভমেণ্ট চলছিল, সেই জন্য তারা সাপ্লাই করতে পারে নি আজ পর্যান্ত। সাপ্লাই না করাতে আমাদের কাজের কিছু অসুবিধা হয়েছে।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা** :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে এইটা পর্যায় ক্রমে করা হবে সেই পর্যায়ক্রমটা কি?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা এমন কথা নয় যে আজকে ২৫টা, কাল ৩০টা চালু করা হবে এইটা পর্যায়ক্রমে করা হবে কিন্তু টোটেল বাসের জন্য আমরা যে হিসাব করেছিলাম সেইটা হলো ৭০টা আমরা মোটামুটি প্রথমে চেয়েছিলাম সেইটার হিসাব আমি দিয়েছি।

**শ্রীবাজুবান রিয়াং** :—মাননী মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে ১৯৭৩ সালের মধ্যে টি, আর, টি, সির বাস আগরতলা থেকে যতনবাড়ী চালু করার কথা সরকার বিবেচনা করবেন কি না?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা বাসের সংখ্যার উপরে নির্ভর করে। ২ নং হয়েছে বাস চালু করা হচ্ছে, পজিশন কনসোলিডেইট করার প্রশ্ন আছে, জনসাধারণের যাতে সুবিধা হয় এই সমস্ত হিসাব করে তারপরে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে নিতে হবে। সবটা এক সঙ্গে নিতে গেলে পর টি, আর, টি, সি থেকে সাধারণ মানুষ যা চায় সেইটা তারা নাও পেতে পারে। কাজেই কিছু দেরী হতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে।

**শ্রী মজয় বিশ্বাস** ঃ—মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে, মন্ত্রীদের মধ্যে গোলমালের জন্যই এই পোর্টফলিও নিয়ে, টি, আর, টি, সির বাস চালু হতে দেরী হচ্ছে?

**মিঃ স্পীকার** ঃ—দিস ইজ নট এ সাপ্লিমেণ্টারী কোয়েশ্চান।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা** :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অবগত আছেন কি যে কয়েকটা বাস রেডি থাকা সত্বেও এখানে কাজে লাগানো হচ্ছে না?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে তার কারণ হলো রিজার্ভ রাখতে হয়। ব্র্যাক ডাউন করলে যাতে কাজের অসুবিধা না হয় সেই জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে রিজার্ভ রাখতে হয়।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে পর্যায়ক্রমে কোথায় কি নেবেন কিছুই বলতে পারেন নি উনি। উনি বলুন যে টি, আর, টি, সি, পরিকল্পনায় কি পরিকল্পনা, পর্যায়ক্রমে কোথায় গিয়ে আমরা পৌছবো?

**মিঃ স্পীকার** ঃ—মাননীয় মন্ত্রীহামশয় পর্যায়ক্রমেটা ভাল করে বুঝিয়ে দিন। পর্যায়টা বুঝতে পারছেন না উনি।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী**—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় নিজেই বলেছেন যে পর্যায়ক্রমে হবে, এক সঙ্গে তিনি বলছেন না, আস্তে আস্তে হচ্ছে কিন্তু এর পরিকল্পনাটা কি, কোথায় বাস চালু হবে? আগরতলা শহরে বাস চালু হবে না নর্থে বাস চালু হবে না খোয়াইতে বাস, না সাবরুমে না যতনবাড়ীতে, কোথায় চাল হবে। আলটিমেইটলি আমরা কোথায় গিয়ে পৌছবো?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে প্রশ্ন উঠেছে সে প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই দিয়েছি। যে এইটা পর্যায়ক্রমে করা হচ্ছে। নর্থে যে সব রোডগুলিতে সম্ভব সে রোডগুলিতে আমরা চালু করেছি। তাই সবটা গ্রহণ করা যায় নি। কারণ আমরা বাস যে ভাবে আশা করেছিলাম কিন্তু সে ফেক্টরীর গোলমালের জন্য সেইটা সম্ভব হয় নি। কাজেই এইটা পর্যায়ক্রমে ছাড়া, তার নোটিফিকেশন আছে, তার অবজেকশন আছে, বিভিন্ন প্রসেস আছে, যে প্রসেসে টি, আর, টি, সির কাছে একটা একটা রোল নিয়ে আসতে হয়। কাজেই এইটা পর্যায়ক্রমে গিয়ে, আর আমাদের বাসের সিট কতটা হবে তার উপর নির্ভর করবে কতটা অ্যাক্সটেণ্ড আমরা করতে পারবো।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :**—মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছেন যে ১৯৭৩-৭৪ সালে যতনবাড়ী রোডে কোন বাস চালু করার পরিকল্পনা সরকারের নেই কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেন কি ত্রিপুরারাজ্যে যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে যতনবাড়ী এবং ত্রিপুরার মধ্যে সবচেয়ে ইমপোর্টেন্ট প্লেস সেখানে বাস চালু করার পরিকল্পনা না থাকার কারণ কি ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা ছিল ১৯৭৩-৭৪ সনের মধ্যে করা হবে কিনা ? সেখানে বলা হইয়াছে এর কোন পরিকল্পনা নেই।

**শ্রীনরেশ রায় :**— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে টি, আর, টি, সি, এর বাস চালু হওয়ার ফলে এর পূর্ব্বেকার যে সমস্ত কর্ম্মচারী কর্ম্মচ্যুত হয়েছেন তাদের টি, আর, টি, সি তে নেওয়া হবে কিনা ?

**মিঃ স্পীকার :** – দিস্ ইজ সেপারেট কোয়েশ্চান।

**শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :**— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সমস্ত টি, আর, টি, সি, বাস চলছে তাতে কত লোক উপকৃত হবে এবং তাতে লাভ হবে কি না ?

**মিঃ স্পীকার :**— মাননীয় সদস্য এটাও সেপারেট কোয়েশ্চান। শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া

**শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :**— কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০১।

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০১।

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) স্বাধীনতার ২৫তম জয়ন্তী উপলক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেন্‌সন ও তাম্রপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল কি ; | ১) হ্যাঁ। |
| ২) উক্ত সুযোগ সুবিধার জন্য কতজন আবেদন করিয়াছিল ; | ২) ১,০৩৭ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী এই পর্য্যন্ত পেন্‌সনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। |
| ৩) এবং কতজনকে তাম্রপত্র ও পেনসন দেওয়া হইয়াছে ? | ৩) ৫৩ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে তাম্রপত্র এবং ১৮ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে পেন্‌সন প্রদান করা হইয়াছে। |

**শ্রীনরেশ রায়** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বাকী যারা রয়েছে তাদের পেনসন বা তাম্রপত্র না দেবার কারণ কি ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে দরখাস্ত যেটা পলিটিক্যাল সাফারারদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে তাদের রেকর্ড, অর্থাৎ গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার যে নির্দ্দেশ অনুযায়ী পেনসন বিবেচিত হয়ে থাকে সেটা সবার আছে কিনা এবং সেই রেকর্ড দেখার জন্য একটা কমিটি গঠন করা হইয়াছে। সেই কমিটি বিচার বিবেচনা করে টাইম টু টাইম যেগুলি পাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হয় সবগুলি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং আমরা সেটা ফরওয়ার্ড করে দিই ভারত সরকারের কাছে। যাতে খুব কম সাপ্লিমেন্টারী হয় সেইজন্য আমি পরিষ্কার করে বলছি যে এই ব্যাপারে যারা জড়িত তাদের রেকর্ড বোধ হয় বেশীর ভাগ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছেন অধুনা বাংলা দেশ থেকে এবং কোন রাজনৈতিক বন্দী আগে ভাবে নিয়ে কোনদিন তাদের এমন একটা অবস্থা আসবে, এইসব তাঁদের রেকর্ডপত্র সব নিয়ে আসতে হবে. এটা কেউ ভাবে নি। আজকে সেই প্রশ্ন যখন উঠেছে তখন সেই রেকর্ড পত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই সম্পর্কে পুরো রেকর্ড গভর্ণমেন্টের কাছে থাকার কথা নয়। তথাপি বিভিন্ন সার্টিফিকেট এবং ব্যক্তিগত পরিচয়, এইসব ক্ষেত্রে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করে যাদের রিকমেণ্ড করা যায় এবং যারা উপযুক্ত বিবেচিত হন, কমিটি সেটা করে দিচ্ছেন। আর যেগুলি সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচয় পত্র আছে সেগুলি গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার নির্দ্দেশ অনুযায়ী কোন্ ক্যাটাগরীতে পড়বে সেটা বিবেচনা করতে একটু সময় নিচ্ছে। এর মধ্যে কমিটি সরকারের কাছে জানতে চাইছে তাদের প্রমাণপত্র বাংলাদেশের যে জেলের সঙ্গে তারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন সেখান থেকে আনিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা ; এই সম্পর্কে ভারত সরকারের কাছে যোগাযোগ করা হচ্ছে যে প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মী যারা আবেদন করেছেন তাদের রেকর্ড বাংলা দেশ থেকে আনা যায় কিনা এবং সম্ভবতঃ আমাদের এখান থেকে একটা টিম পাঠিয়ে তারা যে সব জেলের উল্লেখ করেছেন সেইসব জেলে খোঁজ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

**শ্রীঅনিল সরকার** :— বাকী কত জনের আবেদনপত্র রিকমেণ্ড করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হইয়াছে ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :— এই সম্পর্কে আমি ঠিক বলতে পারছি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে কমিটির কাছ থেকে যে সব রিকমেণ্ডেশান আসে আমরা সংগে সংগে পাঠিয়ে দিই।

**শ্রীঅনিল সরকার** :— ট্রেজারী বেঞ্চের এম, এল, এ, এবং মন্ত্রীদের মধ্যে কতজন আবেদন করেছেন এবং তার মধ্যে কয়জন এইসব তাম্রপত্র বা পেনসনের জন্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন ?

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :— আবেদন পত্রটি সাধারণতঃ কমিটির কাছেই করা হয়। কাজেই তারা কতজন আছেন এই সম্পর্কে সরকারের কাছে এখন পর্যন্ত কাগজপত্র আসে নি।

**Shri Sailesh Ch. Shome :—Question No. 503.**

**QUESTION**

1. Whether the Government is aware that the Jogendranagar Multipurpose Co-operative Society Ltd. (Sponsored by R. R. Department) are not functioning and managing Committee has applied for appointment of Administrator of the Society.

2. If so, what action the Government has taken so far .

3. What is the present value of the assets (movable or immovable) in terms of money ?

ANSWER

1. Yes.

2. There is practically no transaction in the Society for the last two years. As there is no chance of revival, the Society has een placed under lequidation and liquidator appointed. There was no scope for appointment of Administrator.

3. As per audited Balance Sheet of the Society the value of the movable and immovable assets as on 30. 6. 71 i. e. at the close of the Co-operative Year 1970- 1 are as under :—

MOVABLE

| | | |
|---|---|---|
| a) | Cash in hand | Rs. 64.50 |
| b) | Cash at Bank | Rs. 3,381.52 |
| c) | Investment in share of Co-operative Institutions. | Rs. 345.00 |
| d) | Stock-in-trade | Rs. 214.00 |
| e) | Advances | Rs. 8,779.77 |
| f) | Security Deposit | Rs. 2,552.30 |
| g) | Sundry Debtors | Rs 4,524.14 |
| h) | Investment in business | Rs.17,500.00 |
| i) | Suspense with Shri Ramani Chakraborty | Rs. 2,538.80 |
| j) | Loan to Members | Rs. 7,957.13 |
| k) | Investment in Consumers | Rs. 75.00 |
| l) | Suspense Account | Rs. 57.60 |
| m) | Clock | Rs. 9.60 |
| n) | Dead Stock | Rs. 95.15 |
| | | Rs.48,094.51 |

IMMOVABLE ASSETS

| | | |
|---|---|---|
| a) | Godown | Rs. 3,236.08 |
| | Total : | Rs. 51,330.59 |

The present value of the assets would be ascertained by the Liquidator.

**Mr. Speaker: :—Shri Madhusudan Das.**

**শ্রীমধুসুদন দাস** :—প্রশ্ন নং ৫০৮।

**শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম** :—প্রশ্ন নং ৫০৮।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা টেম্পো কোপারেটিভ কবে রেজেষ্ট্রী হয়েছে ?

২। রেজিষ্টারী হওয়ার কত দিন পরে সরকার হইতে লোন দেওয়া হয়েছে ?

৩। বর্ত্তমানে কোপারেটিভ চালু আছে কিনা ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা অটো রিক্সা এবং টেম্পো ট্রেনসপোর্ট কোপারেটিভ লিঃ গত ১।৪।৬৮ ইং তারিখে কোপারেটিভ হিসাবে রেজিষ্ট্রিকৃত হয়।

২। রেজিষ্ট্রী হওয়ার সাত মাস পর গত ৩১ ১০,৬৮ ইং তারিখে সোসাইটিকে ৫০,০০০ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

৩। বর্ত্তমানে চালু নাই।

**শ্রীমধুসুদন দাস** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি উক্ত সমিতি তার রেজিষ্ট্রী হওয়ার সাত মাস পরে ঋণ পেয়েছে—রেজিষ্টারীর সাত মাস পরে ঋণ পেয়েছে এই রকম কোন কোপারেটিভ সোসাইটির কথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি না ?

**শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম** :—এত তাড়াতাড়ি কোন সোসাইটি লোন পেয়েছে কি না সেই তথ্য এখন আমার কাছে নাই। তবে অনেকেই পেয়েছে।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ঋণের টাকা নিয়ে কি কাজে ব্যয় করেছে ?

**শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম** :—কাজ খুব বেশী করে নাই—এই সম্পর্কে বিস্তারীত তথ্য দেওয়া সম্ভব নয় এটা ভিজিলেন্সের তদন্তাধীন আছে।

**শ্রীমধুসুদন দাস** :—এই যে ঋণের টাকা দেওয়া হয়েছিল সেই টাকা থেকে ব্যয় করা হয়েছিল—এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**Mr. Speaker—The matter is under enquiry of the Vigilance Department.**

**শ্রীঅনিল সরকার** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই যে কোপারেটিভ সোসাই-টিকে রেজিষ্ট্রেশান দিয়েছিলেন তাঁর নাম কি ?

**শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম** :—এই তথ্য আমার কাছে নাই।

**শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কয়টি অটো রিক্সা কিনা হয়েছিল এই টাকায়।

**শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি তৎকালীন কোপারেটিভ রেজিষ্ট্রার যিনি ছিলেন সেই সময় ত্রিপুরার চীফ কমিশনার তার সম্পর্কে বিরোপ মন্তব্য করেছিলেন

**শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :**—তৎকালীন রেজিষ্টার কে ছিলেন তার নাম আমার জানা নাই।

**Mr. Speaker :**—The question hour is over ... (interruption) ...(voice ১২টা বাজে নাই স্যার ) ................. according to my clock— the time is over (interruption) ( ভয়েস আমাদের ঘড়িতে ১২টা বাজে নাই স্যার ) আমি কোন ঘড়ির সময় মেনে নেব—আমার সামনে যেটি রয়েছে সেটির না অন্য কোন ঘড়ির ( গণ্ডগোল )...মাননীয় সদস্য প্রশ্নের উত্তর লে করা হয়েছে টেবিলে কাজেই জানবার কোন অসুবিধা হবে না ( গণ্ডগোল )...

**শ্রীসমীর বর্মণ :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান করছেন মাননীয় সদস্য এটা লে করবে কি করে ........( গণ্ডগোল )·········

**শ্রীমধুসূদন দাস :**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ........

**মিঃ স্পীকার ঃ**—আপনারা এত সময় এই ব্যাপারে নষ্ট করেছেন ... আই এম সরি ( গণ্ডগোল )... ..এটা সাপ্লিমেন্টারী হলেই আপনারা সেটিসফায়েড ? (ভয়েস হ্যাঁ) আচ্ছা...

**শ্রীমধুসূদন দাস :**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই কোপারেটিভ কি ব্যাপারে ভিজিলেনসে গেল।

**শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :**—ভিজিলেন্সে যাওয়ার মত অবস্থা হয়েছিল তাই গিয়েছে ( গণ্ডগোল )······

**মিঃ স্পীকার :**—আপনারা একটা সাপ্লিমেন্টারী কথা বলেছিলেন একটা হয়ে গিয়েছে ... ( গণ্ডগোল ) ...

**শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম ঃ** —ভিজিলেন্সে কেন গেল এই বিষয়টি হতো পাবলিক ইন্টারেষ্টে বলা যায় না, আমি বলব কি ?

## CALLING ATTENTION

**Mr. Speaker :**—Now I am passing into the next item.

(Interruption)

**Mr. Speaker :**—Order please ; order please.

I have received Calling Attention Notice from the following Members, Shri Chandra Shekhar Dutta and Shri Tarit Mohan Das Gupta on the subject—

১) গত ১৮।৩।৭৩ইং কৈলাশহর মহকুমা ধুমাছড়া বাজার বেলা আনুমানিক একটার সময় দারুন অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষয় ক্ষতি ও অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে।

২) আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্র হইতে বর্তমানে জলসরবরাহের স্বল্পতা এবং অনিয়মিত সরবরাহ সম্পর্কে।

I have given my consent to the Motions of Shri Dutta and Shri Das Gupta today.

I would request the Hon'ble Minister in-charge to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement today, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement

**Shri Sukhamoy Sen Gupta**—এটার জবাব ২৩শে মার্চ আমি দেব।

**Mr. Speaker** .—Hon'ble Minister in-charge will make a statement on the 23rd March, 1973.

Then what is about the second Calling attention Notice ?

**শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে কলিং এ্যাটেনশান এসেছে—গত কয়েকদিন যাবত আগরতলা সহরে জল সরবরাহ ব্যবস্থায় অনিয়ম এবং কোন কোন এলাকায় অল্প পরিমান জল সরবরাহ করা হইতেছে।'

বেশ কিছুদিন যাবত কোন কোন এলাকায় জল মোটেই ওভার হেড ট্যাংকে পৌঁছায় না।'

গত ৩।১২।৭২ইং তারিখ হইতে ১২।১২।৭২ তারিখ পর্যান্ত শিশু বিহার টেংকের অতি প্রয়োজনীয় মেরামত কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য আগরতলা শহরে জলের যোগান ব্যবস্থা সংকোচিত করিতে হয়। উক্ত সময়ে আরোহন কালীন জলের যোগান খুবই নিম্নচাপের হয় এবং কম হয়। যেহেতু ঐ সময় সোজাসুজি জলের পাইপ হইতে যোগান ব্যবস্থা চালু রাখিতে হয়, শিশু বিহার ওভার হেড ট্যাংক অতীব জরুরী কার্য্য করার জন্য এই ব্যবস্তা অবলম্বন করিতে হয়। এই সময় দৈনিক ৯·৮ লক্ষ গ্যালনের পরিবর্ত্তে ৮·৪ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ করা হয়। ৫।১২।৭২ তারিখে অপরাহ্ন হইতে ৬।১২।৭২ তারিখ পর্য্যন্ত রাইজিং মেইন লাইন এর জোড়া স্থানচ্যুত হওয়ায় জলের স্বাভাবিক যোগান ব্যহত হয়।

উপরোক্ত অবস্থা ব্যাতীত ও বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ হওয়ার দরুণ সময় সময় জলের স্বাভাবিক যোগান ব্যহত হইয়াছে।

বিদ্যুত সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নতি কল্পে ওয়াটার সাপ্লাই ট্যাংকে নিজস্ব জেনারেটার স্থাপন করার বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। এই উদ্দেশ্যে ১০০ কিলো ওয়াট মোট চারটি জেনারেটার স্থাপন করার প্রয়োজন। ইতিমধ্যে এ দুইটি স্থাপন করা হইয়াছে। এবং অপর দুইটি জেনারেটর সংগ্রহ করার চেষ্টা হইতেছে।

উইমেন কলেজ হইতে বোধজং স্কুল এবং রাজবাড়ীর উত্তর গেইট বরাবর কর্ণেল চৌমুহনি পর্য্যন্ত লো-প্রেসার হেতু জলের যোগান অল্প। এই অঞ্চল শিশু বিহার এবং গান্ধী স্কুল ট্যাংক হইতে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত। গান্ধী স্কুলএর সন্নিকটে এক লাখ গ্যালন কেপাসিটি ওভার হেড ট্যাংক নির্ম্মাণের পর এই অবস্থার উন্নতি হইবে। এই ট্যাংকের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। জলের নিম্ন চাপ হেতু কতিপয় এলাকায় বাড়ীর উপরে অবস্থিত ওভার হেড ট্যাংক এ জল পৌঁছায় না। এ অবস্থার কারণ এই যে গত ৭ বৎসরে শহরে বহু ডিষ্ট্রীবিউশন লাইন স্থাপন করা হইয়াছে এবং ডোমেষ্টিক কানেকশনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদিও ওভার হেড ষ্টোরেজ কেপাসিটি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নাই।

গান্ধী স্কুলে নির্ম্মীয়মাণ এক লাখ গ্যালন কেপাসিটি ট্যাংকের নির্মাণ কার্য্য শেষ হইলে অবস্থার উন্নতি হইবে। আগরতলা ওয়াটার সাপ্লাই ট্রিটমেণ্ট প্লেণ্টের কেপাসিটি বৃদ্ধি করিয়া দৈনিক ১·৪ মিলিয়ন গ্যালন করার বিষয় সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান—
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে শিশু বিহারের উপর ট্যাংকটা সেটা কি ধরণের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মেরামতের প্রয়োজন হয়েছে? কতদিনের মধ্যে সেটা মেরামত হতে পারে?

**শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস** :—কি ধরণের সেটাতো টেকনিক্যাল পয়েন্ট, এখনও মেরামতের কাজ চলছে, যত তাড়াতাড়ি হয় সেটা আমরা চেষ্টা করব।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী** :—কি ধরণের ক্ষতি হয়েছে?

**মিঃ স্পীকার** :—সেটা টেকনিক্যাল পয়েন্ট, উনার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী** :—কোন ইনষ্ট্রুমেণ্ট ভাংগল না রঙ করছে। আমরা শুনেছি রঙ করতে হবে। কাজেই সেটা কি রঙ হচ্ছে না রিপেয়ার হচ্ছে?

**মিঃ স্পীকার** :—আপনি কি অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান বলছেন?

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী** :—রঙ করা হচ্ছে না রিপেয়ার করা হচ্ছে?

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি বলুন যে ওভার হেড ট্যাংক রঙ করা হচ্ছে না রিপেয়ার করা হচ্ছে?

**শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস** :—আমি আগেই বলছি যে এটা টেকনিক্যাল পয়েন্ট এই সম্পর্কে আমি এখন বলতে পারবনা, যদি বলতে হয় তাহলে আমাকে জেনে বলতে হবে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—ওয়ান মোর ক্ল্যারিফিকেশন—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি উনি উনার ষ্টেটমেণ্টে বলেছেন যে বিভিন্ন এলাকার বাড়ীর ভিতর জল যাওয়ার জন্য জলের চাহিদা বেড়েছে। গত তিন চার মাসের মধ্যে কতটুকু চাহিদা বেড়েছে বলবেন কি যাতে আমরা বুঝতে পারি কি ধরণের প্রেসার হয়েছে যার জন্য জল কম পাচ্ছি।

**শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাস** :—চাহিদা বেড়েছে তা আমি বলিনি, অনেক পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে এবং চাহিদা অনুপাতে আমরা জল দিতে পারছিনা। তাছাড়া আমাদের মেশিন মেরামত করার প্রয়োজনে অনেক জায়গায় জল সরবরাহ ব্যহত হচ্ছে এবং মেরামতের জন্য আমরা চেষ্টা করছি। চাহিদা যে বেড়েছে তার জন্য আমরা এক লক্ষ গ্যালনের একটা ট্যাংক নির্মানের কাজ আরম্ভ করেছি। জল পাওয়ার জন্য কেবল চাহিদা বেড়েছে আমি শুধু সেইটা বলি নাই, তার সংগে অনেক পয়েন্ট বলা হয়েছে, এই রকম বলা হয় নাই যে জলের চাহিদার

জন্য আমরা দিতে পারছিনা। কাজেই আমি অনেক পয়েন্ট আছে এখানে আমাদের মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি এবং তার সংখ্যাও বৃদ্ধি হয়েছে চাহিদা বাড়ার জন্য আমরা একলক্ষ গ্যালনের একটা ট্যাংক নির্ম্মাণ করতে চলছি।

**শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত** :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, আমরা পরস্পর শুনতে পারছি যে আসলে অ্যালার্ম্ম যথেষ্ট নাই যেটা জল সরবরাহের জন্য লাগে এবং যেহেতু যথেষ্ট অ্যালার্ম্ম নেই সেই জন্য কম কম পরিমাণ দিয়ে ফিটকিরি দিয়ে কাজ চালাইবার জন্যই জল সরবরাহ আগরতলায় কম হইতেছে। এর মধ্যে কতখানি সত্যতা আছে আমি জানি না। যেহেতু অ্যালার্ম্ম নেই কম পরিমাণ অ্যালার্ম্ম দিয়ে করতে হয় সেই জন্য জল সরবরাহ কম হচ্ছে। আগে থেকে যে পরিমাণ অ্যালার্ম্ম দরকার যথেষ্ট পরিমাণ অ্যালার্ম তারা ষ্টকে এনে রাখেন নাই। তার জন্যই এই জিনিষটা হইতেছে। এর মধ্যে কতখানি সত্যতা আছে জানি-না। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মশায় একটু অনুসন্ধান করবেন কি না ?

**শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস** :—মাননীয় স্পীকার স্যার এই রকম কোন অভাব আমাদের আছে বলে আমাদের জানা নেই। কাজেই মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন যে অ্যালার্মের অভাবে এখানে জল সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে, আমরা সেইটা দেখবো।

**শ্রীঅজয় বিশ্বাস** :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে জল সরবরাহের যে কারণ দেখিয়েছেন, এছাড়াও আর একটা কারণ হয়েছে জল পরিষ্কার করতে গেলে এই যে স্যাণ্ড লাগে সে স্যাণ্ড যথেষ্ট না থাকার জন্য জল সরববাহের বিঘ্ন ঘটছে।

**শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস** :—আমি বুঝতে পারি নাই আপনি আবার বলুন।

**শ্রীঅজয় বিশ্বাস** :—অর্থাৎ জলটা পরিষ্কার করতে গেলে ফিলটার আছে সেই ফিলটারের সংগে স্যাণ্ড দিতে হয় এবং সেই স্যাণ্ডটা বাহির থেকে আনা হয় ত্রিপুরায় পাওয়া যায় না। সেইটা মজুত না থাকার জন্যই এই জল সরবরাহ বিঘ্ন ঘটছে সেইটা সত্যি কি না ?

**শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাশ** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম কোন আমার জানা নেই।

**শ্রীঅজয় বিশ্বাস**:—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি চীফ্ ইঞ্জীনিয়ারকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম যে স্যাণ্ড সেখানে কম থাকার জন্য এখানে জল সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে, পরিষ্কার জল পাওয়া যাচ্ছে না, সুজাসুজি খারাপ জল দেওয়া হচ্ছে। সে চিঠির আজ পর্য্যন্ত জবাব পাইনি. মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় সে চিঠির উপর কোন তদন্ত করবেন কি না ?

**শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, স্যানড আমাদের যথেষ্ট মজুত আছে। মাননীয় সদস্য বলেছেন স্যাণ্ডের অভাবে এই রকম হয়েছে। যদি তিনি এই রকম কোন স্পেসিফিক চিঠি দিয়ে থাকেন তাহলে সেই নিশ্চয়ই তদন্ত করা হবে। অ্যাকনলেজমেণ্ট পাবেন বা না পাবেন সেইটা নয় যদি এই রকম চিঠি আমাদের দপ্তরে পাঠান হযে থাকে তবে সেইটার তদন্ত করা হবে।

**শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, জলের প্রেসার কম হওয়ার জন্য আমাদের অনেকের, স্যার, এখনও প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে সেই জন্য স্যার, যার এক দিক দিয়ে এই জল সরবরাহ কমতি হচ্ছে আর এক দিক দিয়ে দেখা যায় যে কোন কোন ক্ষেত্রে অভার ফ্লো হয়ে জল পড়ে যাচ্ছে এবং রাস্তা দিয়ে যদি যাওয়া যায়, সংস্কৃত কলেজের ছাদ বোধ হয় স্যার, নষ্ট হয়ে গেছে, জল পড়ে। রাস্তায় যে টেপ আছে সেগুলি দিয়ে অনবরত জল পড়ছে তাহলে। তাহলে যদি এই জলের স্বল্পতা থাকে তাহলে ডিপার্টমেন্টকে, এইভাবে যে আর এক দিক দিয়ে জলের ওয়েষ্টেজ হচ্ছে সেইটা সম্পর্কে তারা বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা করছেন এবং এইটা আর একটা কারণ কি না যদি থাকে তো মন্ত্রীমশায় এইটার কোন ব্যবস্থা করবেন কি না সেইটা আমি জানতে চাই।

**শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস** :—মাননীয় সদস্য মনে হয় আমার ষ্টেটমেণ্ট ফলো করেন নি। আমি বলেছি যে, জনসাধারণের প্রেসার কম হইতেছে না বেশী হইতেছে সেইটা আমার জানা নেই কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে ওমেন কলেজ হইতে বোধজং স্কুল এবং রাজবাড়ীর উত্তর গেটের বরাবর কর্ণেল চৌমুহনী পর্যন্ত লো প্রেসার মানে, জল সরবরাহ কম হওয়ার দরুণ যোগান কম হয়। তার কারণ হলো এইটা গান্ধী স্কুল থেকে আমাদের যে ট্যাংক আছে এবং সেইটা থেকে দূরবর্তী। কাজেই এই অঞ্চলটাতে জলের প্রেসার কম হয়।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় স্বীকার করবেন কি যে এই জল সম্পর্কে সরকার যথেষ্ট তৎপর না। কারণ এই বিবৃতি থেকে এই হাউস বুঝতে পারছে যে জলের সরবরাহের জন্য আগে থেকে প্ল্যান করে সে সমস্ত দূর করেন নাই এবং জলের পরীক্ষানিরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। এই আগরতলা শহর বিশেষভাবে এই জলের উপর নির্ভরশীল, যার ফলে অসুখবিসুখ দেখা দিচ্ছে এবং এই জল সম্পর্কে চাহিদা বাড়বে এখন যেহেতু গ্রীষ্ম সুরু হচ্ছে। কাজেই এই সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন কি সমগ্র জিনিষটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরীক্ষা করে দেখবেন কি যে ইমিডিয়েটলি কি ষ্টেপ নেওয়া যায় এই জল পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যাপারে, জল সরবরাহের যে সমস্ত ত্রুটি আছে সেগুলি দূর করার ব্যাপারে এবং যে সমস্ত অভিযোগ এসেছে সেগুলি বিবেচনা করে যাতে আগরতলার জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি হয় এই সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন কি?

**শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস** :— হাউসে যে সমস্ত তথ্য উঠেছে আমি সেগুলির উত্তর তো আমি হাউসে দিয়েছি। প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তিনি যখন চাইছেন আমরা গান্ধী স্কুলের নির্মিয়মাণ এক লাখ গেলনের কেপাসিটি ট্যাংকের নির্ম্মাণ কাজ আরম্ভ হয়েছে সেইটা শেষ হলে পরে এই অসুবিধা দূর হবে। কাজেই আর কি প্রতিশ্রুতি তিনি চান আমি জানি না।

**শ্রীঅনিল সরকার** :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় স্বীকার করবেন কি যে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় জল দানের যে প্রধান কেন্দ্র, আপনার হাতে দপ্তর আসার পর এবং এইটা ডিপার্টমেন্টের গাফিলতির সংগে আপনি সিরিয়াসলি জড়িত? এবং আগরতলা শহরে যে লক্ষ লক্ষ মানুষের জলের যে ব্যবস্থা যে অসুবিধা আমরা ফিল করছি এবং সেজন্য আমার মনে হয় যে আপনি সেজন্য এই দপ্তরটা আপনার হাত থেকে হস্তান্তরিত হওয়া উচিত।

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য এটা অবান্তর প্রশ্ন করেছেন। ষ্টেটমেন্টের উপর ক্যারিফিকেশান চাইবেন।

**শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে জলের অবস্থাটা সেটা ব্যক্তিগত ভাবে তদন্ত করে দেখবেন কিনা এবং এই যে বিষয়গুলি এখানে বলা হয়েছে সেগুলি ব্যক্তিগত ভাবে তদন্ত করে দেখবেন কিনা সেটা আমরা জানতে চাই এবং শিশুবিহরের ট্যান্কটা সম্পর্কেও ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করে দেখবেন কিনা সেটা আমরা জানতে চাই।

**শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস** :—মাননিয় সদস্য কৃষ্ণদাসবাবু যেটা বলেছেন তা আমি তদন্ত করে দেখব।

**Mr. Speaker** :—The matter is vital. The Minister-in-charge has been agreed to make an enquiry in this matter.

**শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা** :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা কয়েকজন সদস্য মিলে কেরোসিন সংকটের উপর একটা কলিং অ্যাটেনশান নোটিশ দিয়াছিলাম। সেটার কি হল?

**মিঃ স্পীকার** :—আপনার কলিং অ্যাটেনশান নোটিশ আমি পেয়েছি। কিন্তু এর আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে একটা নোটিশ পেয়েছি যে রিগাডিং সাপ্লাই অব এসেনসিয়াল কমডিটিজ তিনি আগামীকাল হাউসে একটা ষ্টেটমেন্ট দিবেন। সেই কারণে আপনার কলিং অ্যাটেনশান আমি ডিস-এলাও করে দিয়েছি।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই সম্পর্কে কিছু বলতে চাই যে আজকে আমরা বিভিন্ন মফঃস্বল এলাকা থেকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক রিপোর্ট পেয়েছি খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে। আমাদের রেশন দোকানগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সোনামুড়া, খোয়াইতে প্রায় সব দোকান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং আগরতলার রিপোর্ট আমরা পেয়েছি যে এক সপ্তাহের কম রেশন আমাদের হাতে আছে। আমরা এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। আমি আজকে এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ষ্টেটমেন্ট দিতে বলছি এবং সমস্ত কাজ স্থগিত রেখে এই খাদ্য পরিস্থিতির উপর আলোচনা করা হোক। আমরা অন্য জিনিষ কালকে আলোচনা করতে পারি। কিন্তু খরা, দুর্ভিক্ষ, খাদ্য পরিস্থিতিকে আমরা এক দিনের জন্য আলোচনা বন্ধ রাখতে পারি না। কাজেই এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অনুরোধ করব যে সমস্ত কাজ স্থগিত রেখে এই খাদ্য পরিস্থিতির উপর যাতে আলোচনা করা হয় সেজন্য আপনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আদেশ করুন যে হাউসের সামনে তিনি ষ্টেটমেন্ট করুন এবং কি কারণে আমরা এই অবস্থায় এসে পৌছলাম যে আগরতলা শহরে পর্যন্ত আমাদের হাতে এক সপ্তাহের রেশন পর্যন্ত নেই। খোয়াইয়ে উদ্বেগজনক রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে যে ৩০ বস্তা চাল গেল, এক বস্তা চালও দেয় নি। এই পরিস্থিতি আমরা এক দিনের জন্য চলতে দিতে পারি না। কাজেই সেই দিক থেকে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি। আমি মাননীয় স্পীকারকে অনুরোধ করব তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে এখানে ডাকুন এবং তার কাছ থেকে আমরা জানতে চাই যে এই হাউসে আমরা এই সম্পর্কে কখন আলোচনা সুরু করব।

**মিঃ স্পীকার** ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আগামী কাল তিনি এই ব্যাপারে তাঁর ষ্টেটমেন্ট দিবেন। এটা আমাদের লিষ্ট অব বিজনেসে উঠে যাবে। আই কেন নট প্রেস ডিম টু মেক ষ্টেটমেন্ট টুডে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** ঃ—তাহলে আমরা কোন আলোচনা এখানে চলতে দেব না। আমাদের লোক না খেয়ে মরবে আর কালকে কি আলোচনা হবে এখানে। আজকে আমরা জানতে পারছি যে লক্ষ লক্ষ লোক রেশন পাচ্ছে না, এখানে কি আলোচনা হবে? কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে পারছি যে আজকে কোন একটা সময়ে তিনি ষ্টেটমেন্ট দিবেন, এটা না দিলে আমরা অন্য কোন আলোচনা করতে দিতে পারি না।

**শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত** :—স্যার, আপনার কথা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে মুখ্য মন্ত্রীও এই বিষয়ে সজাগ এবং সেজন্য তিনি একটা ষ্টেটমেন্ট করে মাননীয় সদস্যদের আলোচনার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং আমাদের হাউসে প্রোগ্রাম করা হবে। আমিও এটা বুঝতে পারছি না স্যার, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী আগামীকল্য ষ্টেটমেন্ট দিবেন, কাজেই যদি আগামীকল্য যদি ষ্টেটমেন্ট করা হয় এবং ষ্টেটমেন্টের বলে যদি তিনি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন তাহলে কি অসুবিধা হবে বা কি ক্ষতি হবে আমি বুঝতে পারছি না। যখন নীতিগতভাবে মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে আগামীকল্য তিনি খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে ষ্টেটমেন্ট করবেন, কাজেই সেটা আমরা মেনে নেব এবং আমাদের যে রুলস অব প্রসিডিউর আছে সেই ভাবেই আমরা যেন চলি তাহলে সভার কার্য ঠিক ঠিকভাবে চলবে। কারণ মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন এবং নোটিশ দিয়েছেন আলোচনা করার জন্য। আগামী কাল তাঁর পক্ষেসুবিধা হবে কারণ একটা ষ্টেটমেন্ট করতে গেলে সারা ত্রিপুরার খবর নিতে হবে এবং সেই ব্যবস্থা তিনি করেছেন এবং সেই দিক দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে এর গুরুত্ব অনুভব করছেন তারি জন্য তিনি এই নোটীশ দিয়েছেন। কাজেই আমার মনে হয় আপনার মাধ্যমে আমরা লীডার অব দি অপোজিশনের কাছে অনুরোধ করব যে যেহেতু এটাকে সরকারী তরফ থেকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেজন্য আগামী কাল যাতে নির্দ্ধারিত যাতে সেই সময়ে সেই আলোচনার সম্পর্কে তিনি যেন ব্যবস্থা করেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ২৪ তারিখে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশন মুভ করেছিলাম এই ফ্লুরে এবং সেদিন এই ফ্লুরে মাননীয় স্পীকারের কাছ থেকে আমরা অনুমতি চেয়েছিলাম, এই প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলাম যে এই সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হোক। মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকেও সেই বক্তব্যই এসেছিল যে এই সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া হবে। তারপর মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে ২১ তারিখ। একটার পর একটা দিন পার হয়ে গেল। গতকাল আমি মোশন এনেছিলাম, আমি মোশন মুভ করতে চেষ্টা করেছি, আমি মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি খবরে জেনেছি যে ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া থেকে যে চালটা আসার কথা ছিল, সেটা আসে নি। আমি শুনেছি এক হাজার টন চাল যেটা ধর্মনগরে আসার কথা ছিল সেটা আনতে গিয়ে মাত্র ১০০ টন এসেছে। এক হাজার টনের মধ্যে ৩০০ টন সরে গেছে;

কোথায় চলে গেছে? শুনেছি মিজোরামে চলে গেছে, আমি শুনেছি আমাদের কোটা মণিপুরে চলে গেছে। আমি শুনেছি যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি সেই চাল ছাড়িয়ে না আনা হয় তাহলে পরে সেই চাল ল্যাপস্ হয়ে যাবে। আগে যে নিয়ম ছিল সেই নিয়ম বদলে গেছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোন গো-ডাউনে এখন চাল নেই। সরকারী গো-ডাউন এখন খালি হয়ে পড়ে আছে। সোনামুড়া মহকুমায় আমার বাড়ী, আমি নিজে গিয়েছিলাম গত শনিবারে—

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য চীফ মিনিষ্টারের স্টেটমেন্টের উপর এই জাতীয় আলোচনা করলে ভাল হয়। লেট দি চীফ মিনিষ্টার মেক স্টেটমেন্ট অন দি সাবজেক্ট। তিনি নোটিশ দিয়েছেন আগামীকাল করবেন।

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য আমার মনে হয় চীফ মিনিস্টারের স্টেটমেন্টের উপর এই জাতীয় আলোচনা করলে ভাল হয় (গণ্ডগোল) .. লিট চীফ মিনিষ্টার মেক এ ষ্টেটমেন্ট অন দি সাবজেক্ট—তিনি নোটিশ দিয়েছেন আগামীকাল করবেন .....(গণ্ডগোল) .. ..

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানতে চাই যে কি কারণে দেরী হচ্ছে এবং কি কারণে তিনি আজকে দিতে পারছেন না।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :**—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই কথাটা এই বিধানসভায় উঠেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আপনি নির্দ্দেশ দিন তিনি যেন আজকেই এই হাউসের মধ্যে স্টেটমেন্ট করেন। যদি অন্যান্য বিজনেস স্টপ করেও আমরা আলোচনা করতে পারি। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—মানুষ মরে যাচ্ছে এটা দেখা আশু কর্ত্তব্য এবং আমি মনে করি মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি আমাদের এই জিনিষটা উপলব্ধি করতে পারবেন। জনসাধারণের স্বার্থে এটা আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন।

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য আপনার সঙ্গে আমার চেম্বারে আলাপ হয়ে ছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে ষ্টেটমেন্ট দেবেন—আমার যতটুকু মনে আছে আমি বলেছিলাম—কাজেই আপনারা রাজী হয়েছিলেন অতএব আজকে এক্ষণই এই মুহূর্ত্তেই ষ্টেটমেন্ট দিতে হবে এটা (গণ্ডগোল......মাননীয় সদস্য লিট মি পাশ অন নেক্স্ট আইটেম অব দি বিজনেস...... (গণ্ডগোল)......লেট মি পাশ অন টু দি নেকস্ট বিজনেস (গণ্ডগোল)......

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে শুনতে চাই কি কারণে আলোচনা হবে না—আপনি তাঁকে আদেশ করুন হাউসে আসতে—কেন আলোচনা হবে না মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে শুনতে চাই কি কারণে স্টেটমেন্ট হবে না আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে শুনতে চাই।... ..

**মিঃ স্পীকার :**—মুখ্যমন্ত্রী হাউসে নেই এখন—(গণ্ডগোল).....

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—তাহলে মন্ত্রীরা বলুন আপনি তাঁকে ডাকান ডেকে আনতে হবে এটা চলতে পারে না এখন আলোচনা হতে পারে না......(গণ্ডগোল)......

**মিঃ স্পীকার :**—আপনারা বসুন উনার বক্তব্য শুনি। আপনারা অনুগ্রহ করে বসুন আমি উনার বক্তব্য শুনি......(গণ্ডগোল)......

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:** -খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা উদের মধ্যে আছি—এটা সাংঘাতিক ব্যাপার আমরাও কলিং এটেনশানের নোটিশ দিয়েছি। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী কাল তাঁর স্টেটমেন্ট করবেন আমি বুঝতে পারি না উরা কেন এইরকম করছেন। ১৪ তারিখ থেকে ২১ তারিখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে আছি তাহলে আর একটি দিন কি অপেক্ষা করা যায় না......

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—মানুষ না খেয়ে অপেক্ষা করতে পারে না.....

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :**—এই সম্পর্কে আমি আপনার সঙ্গে একমত......

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি দেখেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার......

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য একটা কথা আপনার কাছে বলতে চাই। আপনারা এই বিষয়ে এডজোর্ণ মোশান এনেছিলেন সেটি ডিস-এলাউড করেছি তার কারণ আমি বলেছিলাম যে বাজেট ডিসকাশানে আপনারা এই বিষয়ে আলোচনার সুযোগ পাবেন। তারপরে আপনারা কলিং এটেনশান নোটিশ এনেছেন। তার আগেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে নোটিশ পেয়েছি তিনি এই বিষয়ে আগামী কাল তার স্টেটমেন্ট রাখবেন হাউসে। অতএব আমাদের লিস্ট অব বিজনেস-এ আছে আগামীকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর স্টেটমেন্ট দেবেন। সেই সময় আপনারা আলোচনার সুযোগ পাবেন......

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—মাননীয়, স্পীকার, স্যার, সেটি আমরা জানি। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে প্রতি ঘন্টায় অবস্থার পরিবর্ত্তন হচ্ছে এই প্রশ্ন নয়, ১২ তারিখে কি ছিল ১৪ তারিখে কি ছিল আজকের খবর হল উদ্বেগজনক। কাল কি হবে সেই খবর আমার কাছে নাই আজকের খবর আজকেই আলোচনা করতে হবে। নইলে জরুরী পরিস্থিতির কথা আমরা আলোচনা করব কেন—প্রশ্নটি এই দিক থেকে আসছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন যে কেন্দ্রীয় সরকার নেপালে এয়ার ড্রপিং করছে আর আমার এখানে ত্রিপুরার খবর নিচ্ছে না—মানুষ না খেয়ে মরছে কেন এই জিনিষটা হচ্ছে না, কেন আলোচনা হবে না, কেন চাউল আনা হবে না, কেন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে সমস্ত জিনিষ আনা হবে না। মুখে বলা হয়েছে যুদ্ধকালীন অবস্থা হিসাবে আমরা ব্যবস্থা করছি......

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় বিরোধী দলের নেতার কাছে আমার অনুরোধ আজকের লিস্ট অব বিজনেস আছে সেই অনুসারে আমি কাজ করতে পারি.. (গণ্ডগোল).. ..আপনার সাহায্য আমি চাই... (গণ্ডগোল)......

**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ফুড সিচুয়েশান সম্পর্কে এবং এসেনশিয়াল কমডিটিজ এই ব্যাপার নিয়ে ষ্টেটমেন্ট করার বিষয় আমি অনুরোধ করেছি আপনাকে আমাদের মাননীয় সদস্যদের সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি ষ্টেটমেন্ট করতে চাই এই জন্য আমি জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে বর্ত্তমান পরিস্থিতি সেই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে স্বভাবতঃই এটা শুধু মাননীয় সদস্যদের প্রশ্ন নয় এই প্রশ্নটি সাধারণ মানুষেরও। কাজেই প্রকৃত বিষয়টি মাননীয় সদস্যদের কাছে এবং তা এই হাউসের সাধারণ মানুষের কাছে আমি পৌছে দিতে চাই। এবং সেই জন্য আমি আগামী কাল একটি ষ্টেটমেন্ট করব—এই কথা মাননীয়

স্পীকার স্যার আপনার কাছে আমি অনুরোধ করেছি যে কিছু সময় দেওয়ার জন্য এই উপর ডিস্কাশান করাব। এটা সত্যি কথা এটা লুকোবার কিছু নাই আমরা একটা ক্রাইসিসের মধ্যে চলেছি। কাজেই এই সম্পর্কে আমাদের দিক থেকে আমরা কি করেছি এবং কি করা দরকার আরও সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যদের মতামতেরও প্রশ্ন রয়েছে এবং সেখানে আমার ধারণা হয়েছে যে এই বিষয় কোন রাজনীতি হবে না কোন রাজনৈতিক চিন্তা থেকে এই প্রশ্নটি বিচার বিবেচনা করা হবে সেই জন্যই বিশেষ ভাবে মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার কাছে অনুরোধ করছি টাইম দিতে। আর মাননীয় সদস্যরাও তাদের কনষ্টিটিউয়েন্সি থেকে এসেছেন তারাও বিভিন্ন ভাবে অনুভব করছেন বিভিন্ন কথা শুনে আসছেন যার ফলে একটা ক্ষোভের কারণ হয়ে উঠতে পারে এটা স্বাভাবিক। এবং আমরাও এই সম্পর্কে খুব সচেতন যে আজকে খাদ্য অবস্থার সম্পর্কে এখানে বিশেষ ভাবে আলোচনা হওয়া দরকার এবং সেজন্য আমি ষ্টেটমেন্ট করার জন্য আপনার কাছে অনুরোধ রাখছি। এবং সেই ষ্টেটমেন্ট আগামী কাল করছি। হয়ত বলতে পারেন আজকে কেন করা হবে না এই সব প্রশ্ন উঠতে পারে। আগামী কাল করতে চাইছি এই জন্য যে আমি কোন জিনিষ লুকোতে চাই না আমি কোন জিনিষ ফাঁকি দিতে চাই না আমি প্রকৃত বিষয়টি হাউসের সামনে তুলে ধরতে চাই। এই আশা নিয়ে—এর ভিতর কোন রাজনীতি নেই এর ভিতর কোন প্রশ্ন উঠবে না রাজনীতির—এটাকে সমগ্র ত্রিপুরার সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করে মাননীয় সদস্যরাও আমাদের অর্থাৎ সরকারকে কি ভাবে সাহায্য করা যায়—সম্মিলিত ভাবে মোকাবিলা করতে পারি সেজন্য ডিস্কাশান করার জন্য সময় চাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে সেই সময় যদি দেওয়া হয় তাহলে আমি আগামী কাল ষ্টেটমেন্ট করব এবং তার উপর ডিস্কাশান চলবে।

**মিঃ স্পীকার ঃ**—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে এক্ষণই তিনি বললেন আগামী কাল তিনি এই বিষয়ে স্টেটমেন্ট দেবেন। আমি তাকে স্টেটমেন্ট দেওয়ার জন্য এলাউ করেছি।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ**—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি যে ১২ তারিখ থেকে এই আলোচনার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং গতকালও আমি আলোচনার জন্য নানান ভাবে চেষ্টা করেছি এবং গতকাল আমার ধারণা ছিল যে আজকে এই সম্পর্কে আলোচনা হবে এবং প্রতি ঘন্টায় আমাদের রেশান শপগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আমি এখন বলছি যে আলোচনার—আমরা কালও করতে পারি আমাদের আপত্তি নেই কিন্তু আমরা যে ভাবে লক্ষ্য করছি যে সরকার এই সম্পর্কে প্রতি বর্ষাতে আমাদের রেশান শপগুলি বন্ধ হয়ে যায়, কাজেই আমি এখানে বলছি যে আলোচনা আমরা কালকে করতে পারি আমাদের তাতে কোন আপত্তি নেই কিন্তু আমরা যে ভাবে লক্ষ্য করছি যে সরকার এই সম্পর্কে তাদের যে অপদার্থতা, সেটা লুকোবার চেষ্টা করছেন এবং সেই জন্যই তাঁরা এটাকে গুরুত্ব দেননি। যদি একথা হতো তাঁরা এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতেন, তাহলে ১২ তারিখেই তার উত্তর তাঁরা দিতেন। ১২ তারিখ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত এটাকে ঝুলিয়ে রাখতেন না। কাজেই তাঁরা যে কিছু করেননি সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে। খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য যা কিছু করার প্রয়োজন ছিল, তা তাঁরা করতে পারেন নি যার জন্য

আমাদের দেশের লোক না খেয়ে মরছে এবং সেইজন্য আমরা বলছি যে এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন, তার সঙ্গে আমরা একমত নই। তাঁরা তাঁদের দুর্ব্বলতাকে ঢাকবার জন্য, তাঁদের অপদার্থতা ঢাকবার জন্য সময় নিচ্ছেন। আমরা তার প্রতিবাদে বলছি আমাদের আলোচনা যদি কালকে করতে হয়, তাহলে সমগ্র হাউসকে যথেষ্ট সময় দিতে হবে। এটা শুধু একথা নয়, যে ষ্টেটমেন্ট একটা করলেন। সমগ্র হাউস যাতে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে সুযোগ পান, সেই প্রতিশ্রুতি পেলে আজকে আমরা আলোচনা স্থগিত রাখতে পারি।

**শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সাধারণতঃ এই সম্পর্কে যতগুলি প্রশ্ন এসেছিল সেই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আলোচনা করার বাজেট সেশানে যথেষ্ট সুযোগ আছে বলে, মাননীয় স্পীকার, স্যার যে রুলিং দিয়েছেন, যে আলোচনা বিভিন্ন সময়ে করা যাবে, এই আশা নিয়ে বা আইনগত ভাবে তিনি যেটা ব্যক্ত করেছিলেন, সেটা মাননীয় স্পীকারের এক্তিয়ারভুক্ত, সেই সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আমরা নিজেরাও সেই বিষয়ে উদগ্রীব যার জন্য আমরা মনে করি যে খাদ্যাবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হওয়া দরকার। সেইজন্য আমার নিজের দিক থেকে আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি এবং হাউসের সামনে যখন রাখা হয়েছে, তখন আশা করা যাচ্ছে যে হাউসের মেম্বাররা সুযোগ পাবেন আলোচনা করার জন্য। কাজেই সেই আলোচনার মধ্যে অংশ গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নাই। তবে সেটা কতটা সময় নেবে না নেবে সেটা বিজনেসের উপর নির্ভর করে এবং সেটা মাননীয় স্পীকারের উপর নির্ভর করবে। তথাপি আমি বলব একথা যে ষ্টেটমেন্টের মধ্যে, এখানে যে আলোচনা হবে, সেই আলোচনা কি ভাবে বিজনেসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে কি ভাবে আলোচনাটা হাউসের সামনে রাখা যায়, সেই সম্পর্কে মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে দুইটি বক্তব্য রাখব এবং সদস্যদের রিকোয়েষ্ট করব তারাও এই বিষয়ে কি ভাবে সুষ্ঠু আলোচনার মধ্য দিয়ে যেতে পারি, যার দ্বারা আমরা উপকৃত হতে পারি—আলোচনাটা শুধু আলোচনার জন্যই নয়, আলোচনাটা ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য নয়, আলোচনাটা কনষ্ট্রাকটিভ ওয়েতে যাতে হয়, যার ভিতর দিয়ে আমরা অগ্রসর হতে পারি, সেই ভাবে আপনারা এটা দেখবেন এবং আশা করি বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এই সম্পর্কে সজাগ থাকবেন বলে আমার ভরসা আছে যে তাঁরা সেই ভাবে আলোচনা করবেন।

## GOVERNMENT BUSINESS (INTRODUCTION OF BILLS)

**Mr. Speaker** :—Next Business in the list of Business, 'The Tripura Cooperative Societies Bill, 1973 (Tripura Bill No 3 of 1973)' is to be introduced in the House. I request Shri Sailesh Chandra Shome, Deputy Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

**Shri Sailesh Ch Shome** ;—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce 'The Tripura Cooperative Societies Bill, 1973 (Tripura Bill No. 3 of 1973).'

**Mr. Speaker** :—Now, the question before the House is the Motion moved by Shri Sailesh Ch. Some, Deputy Minister for leave to introduce 'The Tripura Cooperative Societies Bill, 1973 (Tripura Bill No. 3 of 1973)' be granted.

**The leave to introduce the bill was granted by voice vote.**

**(Secretary read out the long title of the Bill at this stage).**

**Mr. Speaker** ;—I shall now call on Shri Sailesh Ch. Shome, Deputy Minister to move his motion to introduce 'The Tripura Cooperative Societies Bill, 1973 (Tripura Bill No. 3 of 1973).'

**Shri Sailesh Ch. Shome** :—Mr. Speaker, Sir, I beg to introduce 'The Tripura Cooperative Societies Bill, 1973 (Tripura Bill No. 3 of 1973).'

**Mr. Speaker** ;—Now the question before the House is the motion moved by Shri Sailesh Ch. Some, Deputy Minister that 'The Tripura Cooperative Societies Bill, 1973 (Tripura Bill No. 3 of 1973)' be introduced.

The motion was agreed by voice vote and the bill was introduced.

**Mr. Speaker** ;—Next Business in the list of Business 'The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill 1973 (Tripura Bill No. 6 of 1973)' is to be introduced in the House. I shall request the Finance Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

**Shri D. K. Choudhury** :—Mr. Speakear, Sir, I beg to move for leave to introduee 'The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill 1933 (Tripura Bill No. 6 of 1973).'

**Mr. Speaker** :—Now, the question before the House is the Motion moved by the Finance Minister for leave to intraduce 'The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 6 of 1973)' be granted.

The leave to introduce the Bill was granted by voice vote.

(Mr. Seeretary read out the long title of the bill).

**Mr. Speaker** :—Now, I shall call on the Finance Minister to move his Motion to introduce 'The Tripura Appropriation (Vote on Account). Bill, 1973 ( Tripura Bill No. 6 of 1973).'

**Shri D. K. Choudhury** :—Mr. Speaker, Sir, I beg to Introduce 'The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973 ( Tripura Bill No. 6 of 1973 ).'

**Mr. Speaker** :—The question before the House is the Motion moved by the Finance Minister that 'The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 6 of 1973)' be introduced.

The Bill was introduced.

**Mr. Speaker** :—Next bussiness of the House 'The Tripura Amusement Tax Bill, 1973 (Tripura Bill No. 4 of 1973 )' is to be taken into consideration. I call on the Hon'ble Minister-in-charge to move his motion for consideration of the Bill.

**Shri D K. Choudhury** :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that 'The Tripura Amusement Tax Bill, 1973 ( Tripura Bill No. 4 of 1973) be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker** :—The question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Finance Minister that the Tripura Amusements Tax Bill, 1973 (Tripura Bill No. 4 of 1973)' be taken into consideration at once.

The motion was carried by voice vote.

**Mr. Speaker** :—Now, I shall put the clauses of the Bill to vote.
Clauses 2 to 27 do stand part of the Bill.
(Clauses were put to voice vote and agreed to.)

**Mr. Speaker** :—Cl. 1 do stand part of the Bill.
(This was agreed to by voice vote.)

**Mr. Speaker** :—The tittle do stand part of the bill.
(It was agreed to by voice vote.)

**Mr. Speaker** :—Next Business is the passing of 'The Tripura Amusement Tax Bill, 1973 (Tripura Bill No. 4 of 1973).'

I request the Hon'ble Minister to move his Motion for passing of the Bill.

**Shri Samar Choudhury** :—এটার উপর ডিসকাশানের কোন সুযোগ দেওয়া হল না ?

**মিঃ স্পীকার** :—সুযোগ যদি আপনারা না নেন, তাহলে আমি কি করব ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** :—আমরা আগেই বলেছি যে শোনা যাচ্ছে না।

**মিঃ স্পীকার** :—আই এ্যাম সরী, আমি কি করব ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটার উপর আলোচনার সুযোগ দিতে হবে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে বিলটা এখানে উপস্থিত করা হল, সেটা সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

**মিঃ স্পীকার** :—কোন বিল সম্পর্কে ?

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—দি ত্রিপুরা এমিউজমেণ্ট ট্যাক্স বিল-এর উপর।

**মিঃ স্পীকার** :—এখন তো সেই ষ্টেজ পার হয়ে গেছে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার একটা এ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে। এ্যামেণ্ডমেণ্ট যদি রিজেক্টেড হয়ে থাকে, তাহলে আমার রাইট আছে সেটা জানার। কালকে সেটা জানানো হলনা, বরং বিলটি হারিডলী পাস হয়ে গেল। আই অপোজ ইট।

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য, অনুগ্রহ করে আমার বক্তব্য শুনুন। এই সম্পর্কে আপনাদের এ্যামেণ্ডমেণ্ট সাড়ে দশটার পরে পেয়েছি। Any proposal for amendment is to be sent to the Governor for his recommendation...

**Shri Nripendra Chakraborty** :—এটাতো ফরমের কথা। আজকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেটা পাশ করিয়ে নেওয়া হল।

**Mr. Speaker** :—Any proposal for amendment is to be sent to the Governor for his recommendation. It is too late to send it to the Governor for his recommendation. That is why I disallowed this amendment.

**শ্রীসমর চৌধুরী** :—আপনি যে ডিসএ্যালাউ করেছেন সেটাতো হাউসকে জানান হল না।

**মিঃ স্পীকার** :—আমি অফিসকে ডাইরেকশান দিয়েছি। নিশ্চয়ই বাই দিস টাইম ইউ উইল রিসিভ দিস রিপোর্ট।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :—আই শ্যাল রিসিভ দি রিপোর্ট। শ্যালের প্রশ্ন নেই। আপনি এক দিকে বলে যাচ্ছেন, আর আমরা অন্যদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি যে আপনার কথা শুনতে পারছিনা......

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য আপনারা যে শুনছেন না বলছিলেন ততক্ষণাৎ আমি খুব উচ্চ স্বরে আমার বক্তব্য রেখেছি। তারপর উচ্চ স্বরেই আমার সমস্ত বিজনেস পড়ে যাচ্ছিলাম। যদি ততক্ষণাৎ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতেন যে শুনতে পারছেন না, তাহলে নিশ্চয়ই আলোচনার সুযোগ আমি দিতাম।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—আমরা দুইটি বিলই অপোজ করছি।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আই শেল রিসিভ রিপ্লাই। কিন্তু এখানে শেলের তো প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে এইটা পাব হয়ে যাচ্ছে। আপনি এক দিক দিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছেন আর একটার পর একটা ভোটে দিচ্ছেন। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে আপনার কথা বুঝতে পারছি না, আমরা শুনতে পারছি না

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য, আপনি যেই মাত্র আমার কথা শুনছেন না বলেছেন, আমি তখন খুব উঁচু স্বরে আমার বক্তব্য আমি রেখেছি। তারপর খুব উঁচু স্বরে আমার সমস্ত বিজনেস পড়ে যাচ্ছিলাম। যদি তৎক্ষণাৎ আপনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতেন যে আমরা শুনতে পাচ্ছি না তাহলে নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সে আলোচনার সুযোগ দিতাম।

**Mr. Speaker** —Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister, incharge that 'The Tripura Amusement Tax Bill, 1973 (Tripura Bill No. 4 of 1973)' as settled in the House be passed.

Then the motion was put to voice vote and passed.

**Mr. Speaker** :—Next business of the House is the Motor Vehicles ( Tripura Amendment) Bill, 1973 ( Tripura Bill No 1 of 1973 ) is to be taken into consideration. I, now call on the Hon'ble Minister, in-charge, to move his motion for consideration for the Bill.

**Shri Mano Ranjan Nath** :—Sir, I beg to move that the Amendment Bill, 1973 (Tripura Bill No. 1 of 1973) be taken into consideration at once.

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে বিলটা এখানে এসেছে সেই সম্পর্কে আমি দুই একটা কথা বলতে চাই। একটা বেআইনী কাজকে এখানে আইন সংগত করার জন্য এই বিলটা আনা হয়েছে। কিন্তু এই কথা আজকে আমরা বুঝতে পারছি যে, এই সরকার সমগ্র ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টকে সমস্তগুলি বেআইনিভাবে এতদিন পর্যন্ত চালিয়ে আসছেন। একটা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বলে কোন জিনিস নেই। আপনারা মোটর ভেহিকলস সম্পর্কে কি বলেছেন? আমরা দেখে আসছি যে বছরের পর বছর মোটর ভেহিকলস আসছে কোন ধারা, এইগুলি কার্য্যকরী হয় না। মটর ভেহিকল অ্যাক্ট, মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন তার মধ্যে অনেক রোলস ফ্রেম করার অনেক প্রভিশন আছে, এক একটা বিষয়ের উপর, ফ্রেম করতে হবে। আমি জানতে চাই যে গভর্ণমেন্ট কেন অ্যাকজামিনেশন করে দেখছেন না, কবে সে রোলসগুলি তৈরী হয়েছে, তৈরী হচ্ছে কি না, আজকে সে রুলসগুলির জন্য কোন অ্যামেণ্ডমেন্ট দরকার আছে কি না?

**মিঃ স্পীকার** :—The House, now stands adjourned till to 2 P. M. to-day. Hon'ble member speaking will have the floor.

( After recess the House met again at 2 P. M.)

**মিঃ স্পীকার** :—Hon'ble Member may kindly resume his speech.

**শ্রীঅনিল সরকার** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি অনুরোধ করছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে, যে তেলিয়ামুড়া ব্লকের পঞ্চায়েত থেকে গ্রাম প্রধানরা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে একটা ডেপুটেশান দেওয়ার জন্য এসেছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে তিনি যেন তাদের সংগে দেখা করেন।

**শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসের বিজনেস শেষ হলে আমি তাদের সংগে দেখা করব।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলছিলাম ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি ট্রান্সপোর্ট জগতে একটা নৈরাজ্য বা অ্যানার্কি চালিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি তারা ইন্টার ষ্টেট পারমিট দিত যেটা এখন দেখা যাচ্ছে ইল্লীগেল ছিল। খেয়াল খুশীমত তারা পারমিট দিত।

বহু লোক আমাদের কাছে অভিযোগ করেছে যে আমরা পারমিট পাই নি। আমরা বুঝতে পেরেছি যে অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ কাজকর্ম এর সুযোগে তারা করেছিলেন। আর আমাদের এই যে মোটর ভেহিক্যালস অ্যাক্ট এবং রুলস এটা মোটর মালিকদের এবং গভর্ণমেন্ট এবং মোটর শ্রমিকদের কতগুলি দায়িত্ব পালনের জন্য তৈরী। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি ত্রিপুরার মোটর শ্রমিকদের একটা অংশ বা মালিক বা গভর্ণমেন্ট কেউ এই রুলস মানছে না। যেমন একজামিনেশান অব ক্যারেজ রুলস। তা কি তারা মানেন? আমরা দেখছি, যে সমস্ত ক্যারেজ এখানে পারমিট পাচ্ছে সেগুলি কোনরকম পারমিট পাওয়ার যোগ্য নয়। আমরা দেখছি ফিক্সেশান অব ফেয়ার। বিলোনীয়া থেকে বড়পাথারি ৫ টাকা ভাড়া। কেউ আছে যে এই ভাড়াগুলি কিভাবে নেয়, সেটা দেখার জন্য? কিভাবে এই ভাড়াগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, পেচারথল থেকে আমি যখন যাই কাঞ্চনপুর হয়ে দশদা বাজার ১০ টাকা ভাড়া, ১০ টাকা ১০ টাকা করে ২০ টাকা ভাড়া দিতে হয় যাতায়াতে। আশ্চর্য্যের কথা। কারণ, কোন অথরিটি নাই, কে কাকে জানাবে? আমরা দেখেছি কোন চেক আপ হয় না প্যাসেঞ্জারদের। ৩০ জন যাত্রী হচ্ছে একটা জীপের মিনিমাম ক্যাপাসিটি। এমন কি একটা ট্যাকসিতে ১০ জন ১২ জন উঠছে। তারপরেও তার পারমিট কি করে থাকে আমরা জানি না। কিন্তু সেই জিনিষটা আমরা দেখছি, চলছে কোন ফিক্সেশান অব ষ্টপেজ নাই। যেখানে খুশী ষ্টপ করবে, যেখানে খুশী করবে না। এইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে চলছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখলাম ১৯৫০ মডেলের গাড়ী বাতিল বলে একটা গেজেট নোটিফিকেশান হয়েছে। তারপর তাদের কিছু সময় দেওয়া হয়েছে ঠিক। কিন্তু সেই গাড়ীগুলি তাদের কতগুলি নির্জীব পদার্থ নয়। এখনও মালিক আছে গভর্ণমেন্ট আছে। শুধু কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলাম এতে কি গাড়ী বাতিল হয়ে গেছে? ৫০ লক্ষ টাকা এখানকার গাড়ীতে এখানকার মালিকেরা ইনভেষ্ট করেছে। ১০,০০০ শ্রমিক কাজ করছে। আমি একটা হুকুম দিয়ে দিলাম এমনি বাতিল হয়ে যাবে। তারা তো খুব বড় লোক নয়। এই অর্ডারের ফলে যদি গাড়ী বাতিল হয় তাহলে একজন ছোট মালিক, তার যে হ্যাণ্ডিম্যান ছিল, ড্রাইভার ছিল-তাদের অবস্থা কি হবে? আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই টি. আর, টি, সি, কর্তৃপক্ষ যখন লোক নিয়োগ করেন তারা কি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন যে যারা মোটর শ্রমিক আছ তারা দরখাস্ত কর। অ্যাডহক অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। আমার পাড়ার বেকার ছেলেদের ঢুকালাম। কিন্তু মোটর শ্রমিক যারা তাদের জীবন ক্ষয় করে দিচ্ছে, যেমন বাস সিণ্ডিকেট বলুন, তাদের শ্রমিকদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা এই সরকার ভাবছেন না। যারা সারা জীবন কাজ করছে তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল হয়ে যাবে। আমি জানি পাড়ার ছেলেদেরও চাকরীর দরকার আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি যে বেকার ছেলেরা বেশীদিন বেকার থাকতে পারে না। কিন্তু আমি এটাও জানি যে মোটর শ্রমিকদের এক বিরাট অংশ, আজকে বেকার কর্মচারীদের বিরাট অংশ আজকে বেকার আছে। কাজেই আমার সরকারকে ভেবে দেখতে বলব পারমিট ছিনিয়ে নেওয়ার আগে—নিশ্চয়ই ছিনিয়ে নিতে হবে। আমি জানি যে তাতে ষ্টেট ইনভল্‌বড, আমি জানি যে আমার যাত্রীদের নিরাপত্তা হয়েছে সব চেয়ে বড় জিনিষ।

একটা অকেজো গাড়ীকে আমরা চালু রাখলাম—আমি জানি ঘুষ দিয়ে চালু রাখা হয়—আমাদের ট্রেন্সপোর্ট এটা হচ্ছে আজকে সবিদিত—সমস্ত লোকের জানা কথা ঘুষের আড্ডা হচ্ছে সেখানে ভিহ্কিল্স ডিপার্টমেণ্ট হচ্ছে একটা ঘুষের আড্ডা—সেখানে টাকা দিলে যা খুশী করিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু আমি চাই আমার যাত্রীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা না হয়, সেজন্য সেই সমস্ত গাড়ীগুলিকে অচল করে দিতে হবে। সেই সমস্ত গাড়ীগুলিকে পারমিট দেওয়া বন্ধ করতে হবে। কিন্তু পারমিট বন্ধ করার যে ফল সেই ফলে যে বেকার হবে সেই সমস্ত ছোট ছোট মালিকরা তাদের যে পেশা থেকে বঞ্চিত হবেন তাদের জন্য আমি বলব যে তাদের জন্য, বেকার শ্রমিকদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। আমি বলব যে ছোট ছোট মালিকদের ঋণ দিতে হবে তারা যাতে নূতন গাড়ী কিনতে পারে যাতে তাদের ব্যবসা—যে পেশা নিয়ে তারা নেমেছেন সেই পেশা চালু রাখতে পারে। তাদের টাকা দিয়ে বলতে হবে যে তোমরা তোমাদের গাড়ীটা পাল্টাও তোমাদের আমরা টাকা দেব, পারমিট দেব কিন্তু তোমাদের নূতন গাড়ী কিনতে হবে। আমাদের যাত্রীর নিরাপত্তা তোমাদের দেখতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি কেন আজকে এই বিলটি এসেছে—গভর্ণমেণ্ট আজকে খুব বিপদে পরেছে টি, আর, টি, সি কে তারা পারমিট দিয়েছেন—কিন্তু টী, আর, টী. সি,র শত্রুর অভাব নেই, অনেক কায়েমী স্বার্থ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা কালকে কোর্টে যেতে পারে। আমার টী, আর, টী, সিকে অচল করে দিতে পারে। আজকে টি, আর, টি, সির স্বার্থে যেহেতু আমি দেখেছি টি, আর, টি, সি—আমাদের সরকার টি, আর, টি, সি এমনই করেন নি—দীর্ঘদিন এই ফ্লোরে আমরা টি. আর, টি, সির জন্য আন্দোলন করেছি। আমরা দেখেছি টি, আর, টি. সির টাকা খরচ হয় না মালিকদের স্বার্থে পরে থাকে। বছরের পর বছর প্ল্যানের টাকা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই গাড়ী আসছে না এবং কাজে আসছে না। এবং আমরা বারবার এই হাউসে ধ্বনিত করেছি যে টি, আর, টি, সি, চালু করা হউক। এই যে অভাব এই অভাবটা আজকে মিটে যাচ্ছে কাজেই আমি এই বিলকে সমর্থন করছি এই জন্য যে আমার টি, আর, টি, সি যাতে চালু থাকে এবং কায়েমী স্বার্থ যাতে এই টি, আর, টি, সির বাস বন্ধ করতে কোন রকম সুযোগ সুবিধা না পায় সেজন্য সমর্থন করতে হচ্ছে। কিন্তু সংগে সংগে আমি দাবী করব সরকার যাতে নূতন মোটর ভিহকিলস—এ্যাক্ট-এ এম্নেডমেণ্ট বিলে নেন—এ্যামেণ্ডমেণ্ট করার জন্য রুলস রিভিউ করেন এবং এই মোটর ট্রেনসপোর্ট এ আজকে যে নৈরাজ্য, যে অরাজকতা যে দুর্নীতি চলছে এটা বন্ধ করার জন্য যাতে ব্যবস্থা করেন। এই বলে আমি এই বিলটি সমর্থন করে শেষ করছি।

**Mr. Speaker :**—Now, any other Member is interested in the discussion.

**Shri Manoranjan Nath :**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য-লিডার অনেক কিছু বলার পর তিনি যাই হউক বিলটি সমর্থন করেছেন এই জন্য আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখানে আমি সেকশান ৪৪ এমেণ্ডমেণ্ট করছি। সেকশান ৪৪ হল যে ত্রিপুরা ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট যে অথরিটি যে অথরিটিতে গভর্ণমেন্ট নমিনেটেড গভর্ণমেণ্ট অফিসিয়েল এবং নন অফিসিয়েল মেম্বার্স আছেন—নমিনেটেড মেম্বার যদি কোন কারণে কোন মেম্বার-এর

পোর্ট ভেকেন্ট থাকে তাহলে যাতে এই ট্রেন্সপোর্ট অথরিটী কাজ চালিয়ে যেতে পারেন এই জন্য। ৫৮ যে সেকশানটি আমি এমেণ্ডমেন্ট করছি তাতে প্রভিশান ছিল মেইন অরিজিন্যাল সেকশান তাতে প্রভিশান ছিল ৩ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত আমরা পারমিট দিতে পারতাম, কিন্তু এমন অনেক কারণ দাঁড়ায় যাতে টেম্পরারী পারমিট দিতে হয় এমন অনেকগুলি সারকামষ্টেন্সেস দাঁড়ায় যাতে টেম্পরারী পারমিট দিতে হয় সেজন্য আমরা ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট অথরিটাকে আমরা টেম্পরারী পারমিট দেওয়ার জন্য আমরা অথরিটী দিচ্ছি। আর ৬২ যে সেক্শানটী আমরা এমেনডমেন্ট করেছি—আগে যে সমস্ত ইরেগুলারিটী হয়েছে সেই ইরিগুলারিটী ক্লিয়ার করার জন্য আমরা অথরিটি দিয়েছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য বলেছেন যে অনেক ইরেগুলারিটী রয়েছে, এখানে সংশোধনী যখন এসেছে যেহেতু ইরেগুলারিটী হচ্ছে বলেই আমরা সংশোধনী প্রস্তাব হাউসের সামনে এনেছি। ইরেগুলারিটী না হলে এই সংশোধনী আসতো না। তিনি বলেছেন যে এক্জামিন হয় না—যে জায়গাতে মোটর ভিহিকলস এ্যাক্ট এক্জামিন করা হয় নাই যদি এক্জামিন না হতো তাহলে এই ইরিগুলারিটী ধরা পরতো না এবং এই হাউসের সামনে এমেণ্ডমেন্ট আসতো না। তিনি বলেছেন ক্যারেজ পাওয়ার উপযুক্ত নয় এমন লাইসেন্সকেও পারমিট দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তিনি এই হাউসে কন্ট্রাডিকটারী বলেছেন—কন্ট্রাডিকটারী বলেছেন কি যে ৫০র অনেক বাস দেখা যায়—৫০ মডেলের অনেক বাস দেখা যায় তাদেরও পারমিট দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরা ষ্টেটে নাকি বাসের সংখ্যা নিতান্ত কম এবং অনেক সময় এমন অবস্থা ধারণ করে এই সমস্ত বাসের পারমিট না দিলে তাদের মধ্যে যে সমস্ত বাসের কণ্ডিশান ভাল সে সমস্ত পারমিট না দিলে মানুষ আরও অসুবিধা ভোগ করবে। এই জন্য ৩ মাস বা ৫ মাস বা ৬ মাস বা এক বছরের জন্য টেমপরারী পারমিট দিতে হয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য বলেছেন—তিনি একদিক দয়ে বলছেন কর্মচারীদের কথা এবং এক দিক দিয়ে বলছেন মালিকদের কথা। তিনি মালিকদের জন্যও ওকালতি করেছেন আমি দেখেছি মালিকরা সাধারণতঃ অবস্থা সম্পন্ন থাকেন তাদের জন্য তিনি ওকালতি করেছেন। আমি বলব যে সব মালিক এই নূতন বাস প্রেস না করতে পারে তাদের এই পুরাতন বাসের পারমিট দেওয়া বা এই সমস্ত এলাউ করার কোন সংগত কারণ থাকতে পারে না এবং তিনি বলেছেন মোটর শ্রমিকদের কথা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি, আর, টী, সি, তে বা যে সমস্ত মোটর আছে তাতে মোটর শ্রমিকদের বাসে নেওয়া হয়, ড্রাইভারদের দেওয়া হয়। মোটর চালাইবার জন্য ড্রাইভারদের নেওয়া হয়—যারা ড্রাইভারী জানে না তাদের নেওয়ার কোন সংগত কারণ থাকতে পারে না। যাদের হেণ্ডেল ম্যান নেওয়া হয়—এসিষ্টেন্ট নেওয়া হয় যাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে তাদেরই নেওয়া হয়। সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিরোধী পক্ষের সদস্য যিনি এখন বক্তৃতা করেছেন আমি তার যুক্তিসংগত কারণ দেখছি না এবং অবশেষে তিনি এই বিল সাপোর্ট করেছেন এই জন্য আমার আর বিশেষ কোন বক্তব্য নাই। এবং আমি আশা করি আমার এই বিল এক্সেপট করবেন।

**Mr. Speaker**—Now, question before the House that the Motion moved by the.........(interruption)......

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনমাস আগে মোটর ভেহিক্যাল সম্পর্কে যে বিল আমরা পাশ করলাম, সেই বিলের উপর এ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হল কেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার উত্তর দেবেন কিনা ? মাত্র তিন মাস আগে বিল আনা হয়েছিল, সেই সময়ে এই জিনিষটা এই বিলে ছিলনা বলে এখন আবার এ্যামেণ্ডমেন্ট আনতে হয়েছে। সেই সময়ে তাদের নজরে এলনা এই জিনিষটা খুবই আশ্চর্যের কথা। এইভাবে যদি বিল তৈরী হয় তাহলে সরকার 'এর সুস্থতার লক্ষণ নয়।

**Mr. Speaker** :—Now, the Question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that 'The Motor Vehicle (Tripura amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 1 of 1973)' be taken into consideration at once.

The Motion was put to voice vote and carried

**Mr. Speaker** :—Now, I shall put the Clauses of the Bill to Vote,

Clauses 2 to 4 do stand part of tne Bill.

Cluses were put to voice vote and affirmed.

**Mr. Speaker** :—Cl.1 do stand part of the Bill.

It was agreed to by the voice vote.

**Mr. Speaker** :—The Title do stand part of the bill.

It was agreed to by voicc vote.

**Mr. Speaker** :—Now, the business is the passing of 'the Motor Vehicles (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 1 of 1973)'

I request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for passing of the bill.

**Shri Monoranjan Nath** :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Motor Vehicles (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 1 of 1973) as settled in the Assembly be passed.

**Mr. Speaker** :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge 'that the Motor Vehicles (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 1 of 1973) as settled in the House be passed.

The Bill was passed by voice vote.

**Mr. Speaker** :—Next Business of the House is 'the Tripura Board of Secondary Education Bill, 1973 (Tripura Bill No. 8 of 1973) is to be taken into consideration.

I call on the Hon'ble Minister in-charge of the Department to move his motion for consideration of the bill.

**Shri Sailesh Ch. Shome** :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Board of Secondary Education Bill, 1973 (Tripura Bill No. 8 of 1973) be taken into consideration at once.

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এড্‌-কেশান বিল, ১৯৭৩ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৭৩) যে এসেছে, এটা অত্যন্ত ভাল কথা। কারণ, আজকে আমরা দেখছি মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা সংকট উপস্থিত হয়েছে, সেই সংকট কাটিয়ে উঠতে গেলে ত্রিপুরায় একটা বোর্ড থাকার অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ, আমরা দেখছি পশ্চিম বাংলায় যে বোর্ড থেকে ত্রিপুরার শিক্ষার ব্যাপারে বা পরীক্ষা নিতে হয়, সেটা অত্যন্ত অসুবিধাজনক··

**শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত** :—স্যার, আমার একটা জিনিষ যুক্ত করার আছে।

**মিঃ স্পীকার** :—আপনি কি পয়েন্ট অব অডার তুলছেন ?

**শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত** :—আমার একটা জিনিষ যুক্ত করার আছে···

**শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার** :—এটা কোন্ প্রসিডিউরে দিলেন স্যার, আমরা জানতে চাই।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা** :—আমার একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট আছে স্যার···

**শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত** :—স্যার, আমার বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাক, তাহলে মাননীয় সদস্য বুঝবেন আমি কেন বলছি। এটা সিলেক্ট কমিটিতে যাবে। পার্লামেন্টারী প্রসিডিউরে আছে যে যারা সিলেক্ট কমিটিতে থাকবেন, তাঁরা কনসিডারেশান ষ্টেজে বক্তব্য রাখেন না। আমার আলোচনাটা শেষ হয়ে যাক, তাহলে মাননীয় সদস্য বুঝবেন আমি কেন একথা বলছি।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় সদস্য তিনি যদি ভলান্টারিলি বলেন যে আমি এখন বলবনা, তাহলে মাননীয় সদস্য দাশগুপ্ত মহাশয় তার বক্তব্য রাখতে পারেন। আমি মাননীয় সদস্যকে রিকোয়েষ্ট করব তার বক্তব্য ভলান্টারিলি স্থগিত রাখুন, যাতে মাননীয় সদস্য দাশগুপ্ত মহাশয় তার বক্তব্য উপস্থিত করতে পারেন।

**শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার, মহোদয়, এটা খুব আনন্দের বিষয় যে ত্রিপুরাতে প্রথম একটা ওরিজিন্যাল বিল সরকার আনলেন এবং সেটা অতি দ্রুততার সংগে আনলেন, সেই হিসাবে শিক্ষা বিভাগ আমাদের এক অর্থে অভিনন্দনযোগ্য, যদিও আমাদের বিধানসভা নূতন, তবুও ত্রিপুরা এ্যাসেম্বলীতে নতুন একটা ওরিজিন্যাল বিল এত অল্প সময়ের মধ্যে পাওয়া, সেইদিক দিয়ে শিক্ষা বিভাগ একটা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা বলা চলে। এ্যামেণ্ডমেন্ট হয়তো আমরা পেয়েছি, কিন্তু ওরিজিনাল বিল এর আগে এ্যাসেম্বলীতে পৌছায়নি। আজকে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য পর্য্যায়ে উন্নীত হওয়ার পর স্বভাবতঃই একটা সমস্যা বড় হয়ে এসেছে বিভিন্ন বিষয়ে, সেই হিসাবে শিক্ষা ক্ষেত্রেও, শিক্ষার ধারা কি হবে এটা কি বরাবরের জন্য অন্য রাজ্যের অংগ হিসাবে থাকবে না আমরা নিজেরা শিক্ষা ধারাকে পরিচালিত করতে পারব. এই জিনিষটা সেই হিসাবে অত্যন্ত সাহসিকতার সংগে ত্রিপুরার নতুন সরকার ত্রিপুরাতে মধ্য শিক্ষা পর্ষদ বিল, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ত্রিপুরাতে নতুন করে করার জন্য যে এনেছেন, সেইজন্য স্বাগত জানাচ্ছি। স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য এই যে এই ধরণের একটা ওরিজন্যাল বিল সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ এবং সেইজন্য বিলটা একটা সিলেক্ট কমিটিতে যাওয়া উচিত তারজন্য আমার একটা প্রস্তাব এখানে রাখছি। এটাকে এ্যামেণ্ডমেন্টও বলা চলে। সেটা হচ্ছে—I beg to give notice of the following ammendment to the motion of Shri Sailesh Ch. Shome, Deputy Minister that the above mentioned Bill be considered in the present Session of the Assembly constituted on 12th March, that the Bill be referred to the Select Committee consisting of the following Members namely :—

1) Deputy Speaker—Chairman, (2) ShriSailesh Ch Shome, Dy. Minister (3) Shri Krishnads Bhattacharjee. (4) Shri Ajit Rn. Ghosh. (5) Shri Subal Ch. Biswas. (6) Shri Nripendra Chakraborty. (7) Shri Abhiram Deb Barma. (8) Shri Amarendra Sarma. (9) Shri Abdul Wazid. (10) Shri Naresh Roy. (11) Shri Hanshadhwaj Dewan.

ওদের নিয়ে একটা সিলেক্ট কমিটি করা হউক, এবং এই কমিটি গোল বিলটা বিবেচনা করে এ্যাসেম্বলীতে উপস্থিত করবেন। এই কারণে বলেছিলাম এটা একটা ওরিজিন্যাল বিল এবং

সেইজন্য হাউসের সদস্যদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত এ্যামেণ্ডমেন্ট, যা কিছু সাজেশন এর মধ্যে আসবে তা গুরুত্ব সহকারে যাতে বিবেচনা করা হয়। আমি এর উপর দীর্ঘ আলোচনা করব না, কয়েকটি দিকের প্রতি আলোকপাত করতে চাই সেটা হচ্ছে এই, আজকে আমাদের এখানে যে ধরণের বিল করা হচ্ছে এটা খুবই ভাল জিনিষ। এর অর্থ এই নয় যে আমরা যেহেতু একটা রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছি, সেইজন্য আমাদের একটা আলাদা সেকেণ্ডারী বোর্ড থাকবে সেটা আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য ত্রিপুরার যে শিক্ষার ধারা, সেই ধারার আমাদের নিজস্বতা, স্বকীয়তা যাতে রাখতে পারি, সেটাই হবে আমাদের লক্ষ্য, তাড়াতাড়ি আমরা করছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করবার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে যে শিক্ষা ধারার মধ্যে— সেটা যাতে ত্রুটি মুক্ত হয়, এমন একটা শিক্ষা ধারা বেরুবে যার মাধ্যম দিয়ে আমাদের পরীক্ষার, আমাদের সিলেবাসে একটা আদর্শ শিক্ষার ধারা গঠন করা যায়, সেটাই লক্ষ্য রাখতে হবে, এটা লক্ষ্য রাখলে চলবেনা, যে আমরা আলাদা রাজ্যের জন্য আমাদের একটা আলাদা বোর্ড করছি। কাজেই সব জিনিষটাকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখে, শিক্ষার ক্ষেত্রে যে একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে, যারা শিক্ষা ক্ষেত্রে আছেন. শিক্ষক, ছাত্র যারা এটাকে দেখছেন নানাভাবে এটাকে সমালোচনা করছেন, একটা সেকশানের বক্তব্য হচ্ছে যে যেভাবে শিক্ষা পাচ্ছে, তারা অন্যদের সংগে গিয়ে কোন কম্পিটিশনে দাঁড়াতে পারছে না। এটা যেমন যাচ্ছে, হোল শিক্ষা বিষয়ে দেখা যাচ্ছে ছাত্রদের মধ্যে একটা পাশ করাব অত্যন্ত বাসনার জন্য, অত্যন্ত আকাংখার জন্য আমরা পত্র পত্রিকায় দেখতে পাই শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ করে পরীক্ষা ক্ষেত্রে নকল করার একটা প্রবৃত্তি তৈরী হয়েছে, আজকে গণ টোকাটুকি তার নাম হয়ে গেছে; এটা সমস্ত ক্ষেত্রে, একটা অঞ্চল বিশেষে নয়, বিভিন্ন অঞ্চলে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই যেখানে আমরা নুতন শিক্ষা ধারা সৃষ্টি করতে চাচ্ছি, তার মধ্যে এটা আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থা করতে গিয়ে, অতি দ্রুত করতে গিয়ে যেন সেটা নষ্ট না করি।

আমরা যে ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি দ্রুত করতে গিয়ে যেন কোন ত্রুটি বিচ্যুতি না থাকে। আমরা আজ যে ত্রিপুরাতে শিক্ষার বুনিয়াদ গড়তে যাচ্ছি তার এমন একটা রূপ দেওয়া দরকার যার ফলে যে সমস্ত অভিযোগ এখানে এসেছে তা যেন দূরীভূত হয়। এই যে নকল কথার একটা পদ্ধতি চলছে তা কিভাবে দূর করা যায় এবং দূর করে কিভাবে শিক্ষা জগতে একটা শান্তি স্থাপন করা যায় সেই দিক লক্ষ্য করে আমাদের শিক্ষার নীতিকে গড়তে হবে। শিক্ষার যে আদর্শ আজ নষ্ট হয়ে গেছে। যারা নকল করে তারা অবশ্য পাশ করে, কিন্তু যারা নকল করতে চায় না একটা আদর্শকে মেনে চলতে চায় তাদেরকে আমাদের দেখতে হবে। সিলেক্ট কমিটির এমন একটা দৃষ্টি ভংগি থাকতে হবে যার ফলে শিক্ষার বুনিয়াদ আমি আশা করি একটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যে সমস্ত নকলের অভিযোগ এখানে এসেছে তা দূর করতে হবে। শিক্ষার মধ্যে যে শর্টফল আছে, যে গলদ আছে, সিলেক্ট কমিটিতে যারা থাকবেন তারা অবশ্যই সেগুলি দূর করার জন্য দৃষ্টি দিবেন। এই বলে আমি আর দীর্ঘ না করে আমি আমার যে প্রস্তাব, আমার এই যে অ্যামেণ্ডমেন্ট সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য এনেছি সেটা রাখছি। আর আমি এই কথাটা বলছি যে সাধারণতঃ পার্লিমেন্ট প্রসিডিউর যেটা সেইটা হচ্ছে

এই যে যাদের নাম আমরা দিয়েছি এই কমিটিতে, এই ডিসকাশন ষ্টেজে, যারা বিচার করবেন তাদের যে অ্যামেণ্ডমেন্ট যাবে, তাদের যে অপিনিয়ন সেই সিলেক্ট কমিটিতে, কমিটির জন্য রিজার্ভ করা থাকবে। এবং পরে যখন সিলেক্ট কমিটি থেকে বেড়িয়ে আসবে যখন ফোল-ফ্লেজেড ডিসকাশন হবে তখন তারা ফোল্লি পার্টিসিপেট করতে পারবে। সিলেক্ট কমিটির এই ষ্টেজে নরমেলি পার্লিয়ামেন্ট প্র্যাক্টিস যা আছে, যারা কমিটিতে থাকেন তারা ডিসকাশনে পার্টিসিপেট করেন না। অন্তত: পার্লিয়ামেন্টে এইটার চল আছে। পরবর্তী পর্যায়ে যখন এইটার রিপোর্ট বেড়িয়ে যাবে, এবং তখন তারা ফোল্লি তার মধ্যে অংশ গ্রহণ করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সিলেক্ট কমিটির মেম্বার যারা তারা স্পেসিফিক প্রভিশন অব দি বিল সে সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু কেন এই বিলটা আমাদের আনতে হলো, জেনারেল ব্রড আউট লাইন এইটা আমরা আলোচনা করতে পারবো, নিশ্চয়ই করবো। স্পেসিফিক প্রভিশন অব দি বিল তার উপর আমাদের মন্তব্য করা ঠিক হবে। কিন্তু ব্রড ডিসকাশন, যেটা আমরা বলি জেনারেল ডিসকাশন, নিশ্চয়ই আমরা পার্টি-সিপেট করতে পারবো।

**শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে প্রসিডিউরটা আমি জানি সেটা আমি এই হাউসে রাখলাম যে যারা এই কমিটির মেম্বার থাকবেন এবং যাদের এইটার মধ্যে অ্যামেণ্ডমেন্ট আছে তারাই সিলেক্ট কমিটির এই ষ্টেজে তারা তাদের বক্তব্য রাখেন। যখন সিলেক্ট কমিটি থেকে পাশ হয়ে গেল, যখন অপেন হাউসে আসলো, তখন তারা তাদের পূর্ণ বক্তব্য রাখেন এটা হলো পার্লিয়ামেন্টারী প্র্যাক্টিস। মনে হয় আলোচনার দিক থেকে, কারণ এক অর্থে তারা হচ্ছেন বিচারক। আমার এইটা হচ্ছে বক্তব্য যে সিলেক্ট কমিটিতে যারা যাচ্ছেন তারা এক অর্থে এই সমস্ত জিনিসের বিচারক, তারা অন্যান্যরা যারা বলবেন তাদের অপিনিয়নটা তারা শুনবেন এবং শুনে তাদের যে ব্যক্তিগত অপিনিয়ন আছে সেইটা পরবর্তী পর্যায়ে আসবে। এইটাই হচ্ছে আমার ধারণা এবং পার্লিয়ামেন্টেও এইটা দেখেছি যে, যদি আমরা এই প্র্যাক্টিসটা রাখি ইট উইল বি হেলপিং এবং কারও বলাটা কোন ব্যারটেইল হচ্ছে না, কারণ যখন এইটা শেষ হয়ে আসবে তখন তারা তাদের পুরাপুরি বক্তব্য রাখতে পারবেন। এই আমার বক্তব্য।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটু বক্তব্য আছে এইটা সিলেক্ট কমিটিতে যাবে এইটার আপত্তির কোন কারণ নেই। মাননীয় সদস্য যে অ্যামেণ্ডমেন্ট আকারে তিনি প্রপোজ করলেন নামগুলি সেইটা যদি অ্যামেণ্ডমেন্ট হয়ে থাকে তাহলে এইটা অ্যাজ পার রোলস এ্যাণ্ড কণ্ডিশন অব দি বিজনেস-এ এসেছে কি না ?

**মিঃ স্পীকার** :—অ্যাস পার রোলস এই অ্যামেণ্ডমেন্ট এসেছে।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইটা জানি যে যদি কোন অ্যামেণ্ডমেন্ট আসে তাহলে আধ ঘন্টা আগে আসতে হয়, তিনি এইটা কখন এনেছেন, এই অ্যামেণ্ডমেন্ট ? কেন এই অ্যামেণ্ডমেন্টের কপি আমরা পাই নি আগে হাউসে ?

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য ওটা, এই জাতীয় অ্যামেণ্ডমেন্ট হাউসে মোভ করা হয়ে থাকে।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিল সম্পর্কে অন্য কোন সমালোচনায় আমি যেতে চাইছি না। মাননীয় সদস্য তড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন, সিলেক্ট কমিটিতে যাওয়ার জন্য, আমি পূর্ণ সমর্থন দাবী করছি। অবশ্য তিনি যে নাম দিয়েছেন সেইটা হাউসের ব্যাপার, হাউস কি ভাবে গ্রহণ করবেন বা না করবেন সেইটা আমি দেখছি না এবং আমি মনে করি যে এইটা সিলেক্ট কমিটিতে যাওয়া উচিত। কারণ সম্প নূতন ধরণের বলে এবং এইটা পুংখানুপুংখ রূপে পরীক্ষা করে তারপর সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট এনে এই বিলটা পাশ হওয়া উচিত।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ষ্টেজে কোন ডিসকাশন না আনাইতো ভাল। সিলেক্ট কমিটিতে গেলে সিলেক্ট কমিটি বিচার বিবেচনা করবেন তারপরে এই বিল আবার আসছে এই হাউসে। কাজেই দুইবার ডিসকাসন করে লাভ কি? এইটা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। পরে যখন সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট আসবে তখন ডিসকাশন হবে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :** মাননীয় স্পীকার স্যার, সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর অর্থ এই নয় যে আলোচনা বন্ধ হয়ে যাক। সিলেক্ট কমিটি এই হাউসের আলোচনার দ্বারা উপকৃত হবে এবং এই হাউসের আলোচনা তাদের আগেই শুনা উচিত। প্রত্যেকের কাছ থেকে কি সাজেশন আসছে যাতে সিলেক্ট কমিটি করপোরেট করতে পারে। আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না যে কেন জেনারেল ডিসকাশন বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে?

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য আমার একটু বক্তব্য রাখি, গভর্ণমেন্ট যদি অ্যামেণ্ডমেন্ট এ্যাক্সেপ্ট করে, সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য, এই বিল তাহলে আমার মনে হয় এই ষ্টেজে ডিসকাসন না হয়ে পরবর্তী ষ্টেজেই হওয়া উচিত এবং প্রভাইডেড যদি মিনিষ্টার ইনচার্জ তার এই মোশন উইদড্র করেন, আগের মোশন, কনট্রাডিক্টরি মোশন।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি আমি এইটা অ্যাডমিট করছি যারা মেম্বার হিসাবে প্রস্তাবিত হয়েছে তারা পার্টিসিপেট না করতে পারেন কিন্তু অ্যামেণ্ডমেন্ট যে লিডার অব দি হাউস যদি অ্যাকসেপ্ট করেন তাহলে আমি বলবো যে জেনারেল ডিসকাশন থেকে যেন এই হাউসকে ডিপ্রাইভ করা না হয়।

**শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কমিটির মেম্বার ছাড়া অন্যরা ডিসকাশন করতে কোন আপত্তি নেই। পার্লিয়ামেন্টারী প্র্যাকটিসে কোন বাঁধা নেই। আমি আইনের কথা বলছি। অন্যরা যাদের নাম আছে তারা ছাড়া অন্যরা যদি অ্যাগেনষ্টে কিছু বলার থাকে বলতে পারেন বা পক্ষে বলার থাকে বলুন।

**মিঃ স্পীকার :**—ঠিক, অলরাইট, যাদের নাম আছে সিলেক্ট কমিটিতে তারা ছাড়া অন্য সদস্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—মাননীয় সদস্য যে নামগুলি বললেন সিলেক্ট কমিটিতে তার সংগে আমি আরও দুইটি নাম প্রস্তাব করতে চাই। সেই দুইটি নাম হল একজন মুকু দাস, আর একজন বাধিকা রঞ্জন গুপ্ত।

**মিঃ স্পীকার** :— ১১ জন সদস্যের বেশী হতে পারে না। দেয়ার ক্যান নট বী এনি মোর অ্যামেণ্ডমেন্ট।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—তাহলে আমাদের আগে সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।

**শ্রীমতী লক্ষী নাগ** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র মজুমদার যে দুইজন সদস্যের নামের উল্লেখ করেছেন আমিও সেই দুটি নাম সমর্থন করি।

**মিঃ স্পীকার** :—এখন হতে পারে না। যারা নাকি সিলেক্ট কমিটির সদস্য নন তারা আলোচনা করতে পারেন।

**শ্রীশৈলেশ রঞ্জন সোম** :—মাননীয় সদস্য তড়িত মোহন দাশগুপ্ত যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার ভিত্তিতে এই প্রস্তাব উইথড্র করছি।

**মিঃ স্পীকার** :—সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সমর্থন করছেন এবং তার মোশন ইড্র করছেন।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :—কনসিডারেশন না হলে সিলেক্ট কমিটিতে কি করে যায়? তাহলে তো বিলই উইথড্রন হয়ে গেল।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—আপনি মোশন বলুন, হোয়াই দি বিল?

**মিঃ স্পীকর** :—তিনি মোশন উইথড্র করছেন। বিল নয়।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :—কোন্ মোশনটা এখন হাউসের সামনে আছে যার উপর তড়িৎবাবু অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন সেটা যদি মাননীয় স্পীকার পড়ে শোনান তাহলে ভাল হয়।

Mr. Speaker —The Amendment Motion is—"I beg to give notice of the following amendment to the motion of Shri Sailesh Ch. Some, Deputy Minister that the above mentioned Bill be considered in the present Session of the Assembly constituted on 12th March, that the Bill be referred to the Select Committee consisting of the following members namely—

1) Deputy Speaker—Chairman, 2) Shri Sailesh Ch. Some, Dy. Minister 3) Shri Krishnadas Bhattacharjee, 4) Shri Ajit Rn. Ghosh 5) Shri Subal Ch. Biswas 6) Shri Nripendra Chakraborty, 7) Shri Abhiram Deb Barma, 8) Shri Amarendra Sarma. 9) Shri Abdul Wazid, 10) Shri Naresh Roy, 11) Shri Hanshadhwas Dewn."

This is the amendment motion.

**শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত** :—স্যার, তিনি মুভ করলেন যে বী টেকেন ইনটু কনসিডারেশন। দিস ইজ মোশন। এর উপর একটা অ্যামেণ্ডমেন্ট যোগ হল। কাজেই সিলেক্ট কমিটি থেকে যদি ফিরে আসে দ্যাট উইল বী কনসিডার্ড বাই দি হাউস।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী** :—হী হ্যাজ অ্যাকসেপ্টেড দি অ্যামেণ্ডমেন্ট।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :**—স্যার, এটা পরিষ্কার বুঝা দরকার, একটা মোশান মাননীয় মিনিষ্টার এনেছেন। এর উপর একটা অ্যামেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে। তিনি মোশানটা উইথড্র করার প্রশ্ন উঠে না। তিনি অ্যামেণ্ডমেণ্টটা এক্সেপট করার পর ইট বীকামস অ্যামেণ্ডমেণ্ট মোশান।

**মিঃ স্পীকার :**—হ্যাঁ তাই।

**শ্রীঅখিল সরকার :**—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এড়ুকেশান বিল, এটা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো এবং তার উপর যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে আমি সেই অ্যামেণ্ডমেণ্টটাকে সমর্থন করছি। তার সঙ্গে আমি এই কথাই বলতে চাই যে আমরা ত্রিপুরার শিক্ষার জন্য যে সেকেণ্ডারী এড়ুকেশান বোর্ড বিল আনা হচ্ছে সেটা এমন একটা পরিস্থিতিতে আনা হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষ যখন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একটা ভয়ানক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলছে। নেহেরুজী বলেছিলেন এবং সংবিধানের ৪৫ নং ধারাটি করা হয়েছিল যে ভারতবর্ষ' ৬০ এর মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কাজ শেষ হবে। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে হয়ত ১৯৮৫ সনে সেই টারগেট ফুলফিল করা যাবে। আমরা লক্ষ্য করছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকার দেশগুলি সদ্য স্বাধীন হয়ে যে সমস্ত দেশ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য নতুন কার্যক্রম করেছে তাদের সংগে এবং আমাদের সংগে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কথা বাদই দিলাম, সব চেয়ে উন্নতশীল ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কথাও বাদই দিলাম, ঐ সদ্য স্বাধীনতালব্ধ দেশগুলির সংগেও তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। যদি লক্ষ্য করি ২৫ বছর পর আমাদের দেশে শিক্ষার হার নারী পুরুষ মিলিয়ে ৩০। ইন্দোনেশিয়ায় নারী শিক্ষার হার শতকরা ৩০ আর পুরুষের শিক্ষার হার শতকরা ৬০। থাইলেণ্ডের মত দেশে শিক্ষার হার পুরুষ শতকরা ৮০ এবং নারী শতকরা ৬০। ফিলিপাইনের মত জায়গায়, যারা নিশ্চয়ই আমাদের আগে স্বাধীন হয়নি তারাও শতকরা ৭০ জন নারী এবং পুরুষ শিক্ষিত। আর আমার দেশের মানুষ যারা কোন রকম নাম দস্তখত করতে পারে বা বর্ণমালা পড়তে পারে তাদের শিক্ষিত ধরে সেই শিক্ষার হার হল শতকরা ৩০। এবং শ্রীমতী গান্ধী এ বছর রজত জয়ন্তী উপলক্ষে একটা টেলিভিশন ভাষণে বলেছিলেন যে আমরা দুটো ভুল করেছি। একটা হল প্রশাসনে, আর একটা হল শিক্ষায়। অবশ্য আমরা মনে করি ভুল সবই ভুল। কারণ ২৫ বছরের জীবনের পাতায় পাতায় যা দেখছি আমরা একেবারে জল জল করছে। তবু শ্রীমতী গান্ধীকে ধন্যবাদ যে তিনি বলেছেন দুটো ভুল করেছেন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বলেছেন সবচেয়ে মারাত্মক ভুল যেটা নাকি আমরা লক্ষ্য করছি এবং ভারতবর্ষের কোথায় শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ, এই শিক্ষা ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদী, ধনতান্ত্রিক না না সমাজবাদী, এই নিয়ে বার বার তর্ক হয়েছে, এই নিয়ে তারাপদ কমিটি হয়েছে, মুদালিয়র কমিটি হয়েছে, রাধাকৃষ্ণাণ কমিটি হয়েছে, কোটারী কমিশন হয়েছে এবং এই কমিশনগুলি একটার পর একটা শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটার পর একটা অপারেশান চালিয়েছেন। কিন্তু এই অপারেশানগুলি কখনও সাকসেসফুল হয় নি। কারণ আমরা লক্ষ্য করছি কখনও তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স, কখনও দুই বছরের, কখনও একাদশ শ্রেণী, কখনও দ্বাদশ শ্রেণী এবং সেই ১৭ বছরের ছেলের জন্য যদি তার পাঠ্য পুস্তকগুলি এবং নোট বইগুলি জমানো যায় তাহলে তার তিনগুণ সাইজ হবে এবং সেটাকে কার্টুনের মত যদি বলা যায় অসংখ্য পাঠ্য পুস্তকের নীচে

যেমন করে দেশের তরুণ শিক্ষার্থীরা যারা ভারতবর্ষের আগামী দিনের সম্ভাবনা তাদের নীচে যেন কবরস্থ করা হয়েছে শুধু এটাই নয়, বাস্তার দিক নয়—সংগে সংগে লক্ষ্য করছি আজকে শিক্ষা ব্যবস্থা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম গণ-তান্ত্রিক দেশ এবং আজকের এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দেশে শিক্ষককে চেয়ারের সংগে আড় মোরা করে বেঁধে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, শিক্ষককে যেখানে স্কুলে থেকে পিটিয়ে বের করে দেওয়া হয়—এই ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষক গার্ড দিতে গিয়ে খুন হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ীর কাছের স্কুলে যেখানে শিক্ষককে পিটানো হয় তার অধিকার রক্ষার জন্য শিক্ষককে গার্ড দেওয়ার জন্য যেতে পারে না সন্ত্রাসের জন্য তাহলে কোথায় দাঁড়িয়েছে। মাননীয় সদস্য তড়িত বাবু বলেছেন নকলের কথা। নকল একটা দিক, কিন্তু এর সংগে যারা শিক্ষক যারা শিক্ষকতা করবে—এই ভারতবর্ষে শিক্ষার ব্যবস্থা—ভারতবর্ষে শিক্ষার ব্যবস্থাকে বলা হয়েছে সরস্বতীর কমল কানন এখানে মাতাল হাতীর কোন বাস নাই। কিন্তু সেখানে আজকে দেখা যাচ্ছে, কি বোমা ছোড়া হচ্ছে, সেখানে নকল করা হচ্ছে, প্রশ্নপত্র আউট হচ্ছে, সেখানে বিদ্যার নামে বিদ্যার ব্যবসা চলছে। আজকে ২৫ বছরে—যখন ছাত্র ছিলাম—আমাদের ভারতবর্ষে আমরা দেখব ১৯৬০ সালের মধ্যে ভারতের প্রত্যেকটা মানুষ শিক্ষিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের পর চীন দেশের কথা যদি আমরা বলি সেখানে শতকরা ৯০ জন শিক্ষিত সেখানকার প্রত্যেকটা শ্রমিক মেট্রিক এডুকেশানের যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম এবং উত্তর কোরিয়া কথা যদি বলি ১৭ বছর যারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে সেখানে তারা গত ১৭ বছরে শত করা ৯৫ জনকে শিক্ষিত করেছে। একটা যুদ্ধের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বিশ্বের সব চেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে যেখানে প্রতি ১০ গজের মধ্যে বোমা খেয়েও মোকাবেলা করেছে সেখানে দেখা গেল মাত্র কয়েক বছরে শিক্ষা ব্যবস্থা ঢালাই করেছে, পরিবর্তন করেছে, শিক্ষিত করেছে দেশের মানুষকে, একটা বিরাট পরিবর্তন করেছে, অথচ আমার দেশে দক্ষিণ ভিয়েতনাম উত্তর কোরিয়ার মত যুদ্ধের পরিস্থিতি ছিল না। মাত্র দুটো যুদ্ধ হয়েছিল—এই যুদ্ধের জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হয়নি যে ২৫ বছরের জন্য স্কুলগুলিকে ছুটি দিয়ে দাও। আর তাতে দেখা গেল শিক্ষিত হল না। ছোটবেলায় দেখেছি লেখা পড়া করে যে গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে, কাজেই তুমি লেখাপড়া কর গাড়ী ঘোড়ার মালিক হবে, তুমি ধনী হতে পারবে এবং এখন সাম্রাজ্যবাদী কৌশলে এবং ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ চেয়েছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সেখানে কিছু কেরানী তৈরী করতে এবং ইংরাজ চলে যাওয়ার পর যারা ভারতবর্ষের মসনদে আসল তারা সমাজতন্ত্রের নামে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঔপনেবেশিক শিক্ষার কৌশলকে নতুন কায়দায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তৈরী করলেন। কাজেই আজকে দেখা যায় ক্লাশ ওয়ান এর একটি শিশুর পাঠ্য বইয়ে দেখা যায় রাণী ভিক্টোরীয়ার ছবি। আজকে যেখানে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা করতে বলা হচ্ছে তখন দেখা যায় যে ক্লাস ওয়ানে যে বাল্যশিক্ষা পড়বে তার পাঠ্য বইয়ে দেখা যায় রাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি এবং সেখানে পড়ান হয় লেখাপড়া করে যে গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে।

আর যারা লেখা পড়া করে না সে হল কুলী মজুর, তাকে ঘৃণা কর। এই যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা যে এমন কতগুলি মানুষ তৈরী কর যারা গোলামী করবে যাদের কোন বিবেক থাকবে না যাদের কোন সংস্থান থাকবে না। এই অবস্থা তৈরী করার পক্ষে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে শিক্ষা সেটি ছিল সবচেয়ে ভাল—এবং নতুন নতুন স্কীম করে রাংতা মেখে তাকে নতুন করে ঝক ঝক করে—এবং তার পরিণাম হয়েছে ২৫ বছরে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সেই সমাজতান্ত্রিক অবস্থার সংগে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থার এখন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে গিয়ে আমাদের প্রতিটি পরিকল্পনায় যেমন ব্যর্থতা এসেছে এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে দেখা গিয়াছে শিক্ষায় মধ্যেও। কারণ সমাজের মূল ষ্ট্রাকচার মূল ভিত্তি দেশের ইকনমি এবং দেশের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ এবং তার সংগে যে শিক্ষা এটাকে বলা যায় সুপারষ্ট্রাকচার। যদি আমার মূল ভিত্তিতে গলদ থাকে তাহলে সুপার ষ্ট্রাকচারটাও ভেংগে যায় ধ্বংস হয়ে যায়। আমরা যখন দেখি এ দেশে শিল্প গড়তে গিয়ে এ দেশের যারা পুঁজিপতি যারা টাকা চুরি করে আমরা যখন দেখি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প নগরীর জিনিষপত্র বিক্রী করে দেওয়া হয়, আমরা যখন দেখি আমার প্রেসের যন্ত্রপাতি প্রকাশ্য দিবালোকে চুরি করা হয় এবং তার সংগে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী থেকে সুরু করে এই রাজ্যের শাসক শ্রেণী জড়িত, তখন নিশ্চয় আমি এমন উপদেশ দিতে পারি না ঐ আর্য্য ঋষির মত কপালে তিলক দিয়ে তুলসী পাতার জল খেয়ে খড়ম পায়ে দিয়ে হেঁটে গিয়ে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম কর যেখানে সবাই মানুষ হবে। আজকে বাচ্চা ছেলে তার বাড়ী গিয়ে বাবাকে বলে আমাকে একটা পুতুল কিনে দাও। আর তার বাড়ীর পাশে একটা ছেলে কনভেন্টে পড়ে—বাড়ীতে ফিরে সে তারপর এলসেসিয়ান কুকুর নিয়ে রাস্তায় মায়ের সংগে ট্রলিতে ঘুরে বেড়ায়, আর একটা বাচ্চা ছেলে যখন তাকে তার মা তাকে একটা পুতুল কিনে দিতে পারা হন না। দুটো ছেলে একটি ছেলে দেখা যায় কনভেন্টে পড়ে আর একটি ছেলে দেখা যায় গ্রামের পাঠশালায় পড়ে যাকে একটি পুতুল কিনে দিতে পারে না, আর একটি ছেলে এলসেসিয়ান কুকুর নিয়ে ট্রলিতে করে ঘুরে বেরায়। এই যে ধনতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে বৈষম্য যেটি শুধু অর্থনীতিতে নয় শিক্ষার মধ্যেও সম্পসারিত হয়েছে। তার থেকে আজকের শিক্ষা ব্যবস্থার বিপর্যয়। একটার পর একটা কমিশান—রাধাকৃষ্ণণ কমিশান—মোদালিয়র কমিশান, কোটারী কমিশান—এবং আজকে যার ফলে এই নৈরাজ্যবাদ হিসাবে শিক্ষার জগতে উপস্থিত। আজকে নিশ্চয়ই এই শিক্ষা মন্ত্রী বলতে পারেন না তার যে শাসক গোষ্ঠি যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত এবং যারা দুর্নীতির আকাশ চেম্বারে যাদের বাস, যারা সব চেয়ে বিরাট গার্জিয়ান তারা নিশ্চয়ই বলতে পারেন না তোমরা স্কুলে দুর্নীতি করিও না বরং সেখানে দেখা যায় যে স্কুলের হেডমাষ্টার, স্কুলের সেক্রেটারী স্কুলের মেম্বারা চুরিতে যুক্ত। সেই মেনিজিং কমিটি নিশ্চয়ই বলতে পারে না ছাত্ররা যেন নকল না করে। কাজেই আমি বলতে চাই সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে যে দুর্নীতি, যে করাপশান, যে ডিগ্রেডেশান এসেছে তার ফলশ্রুতি এই শিক্ষামন্দিরগুলির মধ্যে এসেছে। সেখান থেকে তফাৎ থাকতে পারে না। কাজেই আজকে হায়ার সেকেণ্ডারী বোর্ড করলেই আমরা নিশ্চয়ই আশা করি না এটা একটা সোনার কিছু পাব। এই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে সোনার পাথর বাটি কল্পনা করা যায় না। নিশ্চয়ই আজকে এটা সমস্তা

যে ত্রিপুরার ছেলেরা যখন পরীক্ষা দিতে যায়—আজ পর্যান্ত তায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিচ্ছে—এবং শিক্ষা উপমন্ত্রী জানেন কাল তিনি যখন ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন—তিনি বলেছেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা—অনেক ছেলে এডমিট কার্ড পায় নি। তাদের পরীক্ষার সুযোগ দিতে হয়েছে। এই যে এডমিট কার্ড না পাওয়া স্কুলের পরীক্ষা দিতে গিয়ে আমি দেখছি স্কুলের দুই একটি ঘটনা—বেলিয়ামুড়ার তিনটি ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে তারা বেজুেল হিসবে পরীক্ষা দিচ্ছিল। কিন্তু যেহেতু তারা ওয়েষ্ট বেংগল বোর্ড থেকে তাদের পার্মিশান আসেনি, সেজন্য তাদের দুই মাস ঝুলিয়ে রাখা হল তারা পরীক্ষা দিতে পারবে কি পারবে না—শেষ পর্য্যন্ত আমার কাছে এল—হেড মাষ্টারের কাছে গেল তিনি বললেন তোমাদের কোন পার্মিশান পাইনি তোমরা পারবে না পরীক্ষা দিতে। আমার কাছে আসল আমি বললাম যে তোমরা শিক্ষা মন্ত্রীর সংগে দেখা কর, শিক্ষা অধিকর্ত্তার সংগে দেখা কর—তোমরা দেখা কর উমাকান্ত স্কুলের হেড মাষ্টারের সংগে উমাকান্ত স্কুলের হেডমাষ্টার বললেন যদি সেই স্কুলের হেড মাষ্টার মনে করেন যে তোমাদের দেওয়া যায় তাহলে তোমরা পরীক্ষা দিতে পারবে, কিন্তু এর জন্য লেখালেখি করতে হবে। তারপর শিক্ষা দপ্তরের সংগে আলোচনা হয়েছে জানি না শিক্ষা মন্ত্রীর সংগে আলোচনা হয়েছে কি না। তারপর দুই মাস সময় নষ্ট করে একটা ফিসিলেশনের মধ্যে থেকে তারা সেই পরীক্ষা দিচ্ছে। আজও সম্ভবত তারা এডমিট কার্ড পায় নি, এই যে পরীক্ষা দিতে গিয়ে—অথচ মা বাবা—যারা পাশ করলে কষ্ট করে—যারা পাশ করলে চাকরী পাবে—কষ্ট করে মানুষ হবে এই আশা ছিল—আর দেখা গেল কলিকাতা আগরতলা দুই রাজধানীর দুই সেকেণ্ডারী বোর্ডের এই গোলমালের জন্য দুটি জীবন শেষ হতে চলছে। কলিকাতা তায়ার সেকেণ্ডারী বোর্ড আজকে দুর্নীতির বাস্তু ঘাটি হয়েছে। আমি শুনেছি অনেক ছেলে পরীক্ষা দেয়নি অনার্স পেয়েছে। আমি শুনেছি অনেক ছেলে এই ধরনের সার্টিফিকেট জালের বহু ঘটনা আছে—এখন ধরা পড়েছে শিক্ষা বিভাগে। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডক্টরেট, নন, তিনি মাষ্টার ডিগ্রী বা বি, এ, সার্টিফিকেট দিয়ে এখন স্কুল খুলে বসে আছে চড়িলামে—কোথায় থেকে পেল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট, অনেক এই ধরনের সার্টিফিকেট জালের ঘটনা আছে এখানে ধরা পড়ছে শিক্ষা বিভাগে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট নন, তিনি মাষ্টার ডিগ্রীর সার্টিফিকেট নিয়ে, বি, এ, ডিগ্রীর সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল খুলে বসে আছেন চড়িলামে, কোথা থেকে পেলেন সার্টিফিকেট? জাল, জোয়াচুরি ওখানে চলছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি নিয়ে যেখানে আমরা গর্ব্ব করি, আজকে সেখানে বাস্তু ঘুঘুরা ব্যবসা করেন, কারণ সেখানেও টাকা আছে, সবকিছু বিষয়েই টাকা চাই, সবকিছুর মধ্যেই একটা ব্যবসা চলছে। কাজেই দুর্নীতি হবে আমরা জানি কিন্তু, এই দুর্নীতি হতে গিয়ে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্ররা কিছুটা রিলিফ পায় কি না, সেইজন্য ত্রিপুরায় সেকেণ্ডারী বোর্ড করার জন্য বিল এসেছে, এমন কিছু আহামরি আশা করিনা। গত ২৫ বছরের একটার পর একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন একটা গ্যাড বিং সেখানে হয়েছে, যার বার বার অপারেশান হয়েছে, অথচ চিকিৎসা হয়নি। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থাকবে, ততদিন চুরি, বাটপারী থাকবে। যারা সমাজবাদ কায়েম করার নামে ক্ষমতা দখল

করে বসে আছেন, যারা বিভিন্ন দুর্নীতির সংগে যুক্ত তাদের কাছ থেকে আমরা এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করতে পারিনা। একজন শিক্ষা বিভাগের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি শিক্ষা নিয়ে খেলছেন, তার সংগে একজন ইন্টারেষ্টেড এম, এল, এ সেই স্কুলের মেনেজিং কমিটির সংগে যুক্ত হয়, কাকে কে ছাটাই করে দেবে, কে কার দলকে রক্ষা করবে, কে কার লোককে চাকুরী দেবে, কে কার লোককে খাওয়াবে এই যেখানে চলছে, তাদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই কিছু আশা করা আকাশবাত্তি আশা করা। তবুও ভাল, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল, কান যদি কাটাও হয়, তবুও কানে ছিদ্র আছে, কানে শুনতে পারবে। আমাদের কথাগুলি শুনবে এই দিক দিয়ে এটাকে সমর্থন করি। তবে এই সংগে সতর্ক করে দিচ্ছি যদি এখানেও কলিকাতার মত হয়, তাহলে ভবিষ্যত অন্ধকার। প্রসংগত আমি একথা সতর্ক করে দিতে চাই কলিকাতা বৃজোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার তীর্থস্থান বলা চলে- এবং লেলিন যেটা বলছেন আমি সেটা এখানে বলতে চাই যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সবকিছু খারাপ হলেও ওদের কিছু লোক বিশেষ সময় করে নিয়ে এমন কতকগুলি কাজ করে, যা নাকি সমাজ বাদের চাইতেও উন্নত এবং সেটাকে কার্যকরী করার জন্য সামাজিক স্বার্থে সেটুকু করে, সেইটুকু ভাল, এটার ভালোটা গ্রহণ কর। এই লেলিনের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি বলছি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গত শত শত বছরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কলিকাতা সেকেণ্ডারী বোর্ড যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, কিছু কিছু জ্ঞানী গুণী লোক—যেখানে জগদীশ চন্দ্র বসুর মত বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তাদের চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়ে যেটুকু ভাল আছে, সেটুকু যেন ত্রিপুরার সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ডে গ্রহণ করা হয় এবং এর মধ্যে যেটুকু খারাপ আছে, সেটা যেন বর্জন করা হয় এবং সমস্ত ভালোর দিকটা লক্ষ্য রেখে এবং এই হাউসে আজকে যে সমস্ত সাজেশন আসবে, আগামী দিনে সিলেক্ট কমিটির সদস্যগণ যেন সহানুভূতির সংগে সেগুলি লক্ষ্য করে এবং সমস্ত রাজনৈতিক চিন্তার উর্দ্ধে থেকে যেন ত্রিপুরার আগামী দিনের স্বার্থে এটা গ্রহণ করেন—এইটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**Mr. Deputy Speaker** :—Now, the question before the House is that the Tripura Board of Seconda y Education Bill (Bill No. 8 of 1973) be referred to the Select Committee consisting of the following members.

1) Shri Usha Ranjan Sen, Dy. Speaker-Ex-Officio Chairman
2) Shri Sailesh Ch. Shome, Dy. Minister.
3) Shri Krishnadas Bhattacharjee.
4) Shri Ajit Ranjan Ghosh.
5) Shri Subal Ch Biswas.
6) Shri Nripendra Chakraborty.
7) Shri Abhiram Deb Barma.
8) Shri Amarendra Sarma.
9) Shri Naresh Roy.
10) Shri Abdul Wazid.
11) Shri Hanshadhwaj Dewan.

It was agreed to by voice vote.

**Mr. Deputy Speaker** :—The House stands adjourned till 12-30 P. M. on Thursday, the 22nd March, 1973.

## PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure– 'A'

### STARRED QUESTION NO. 509
### By --Shri Madhu Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :–

প্রশ্ন

১) যোগেন্দ্রনগর সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ এর সমিতি ছিল উক্ত সমিতির পরিচালকদের নাম;

২) উক্ত সমিতিকে সরকার মোট কত টাকা ঋণ দিয়াছিলেন; এবং

৩) উক্ত সমিতির বিগত দুই বৎসরের আয় ও ব্যয় কত?

উত্তর

১) যোগেন্দ্রনগর সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ নামে সমবায় সমিতি গত ১৭।২।৫৫ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি হয়। গত ৭।১।৫৬ ইং তারিখে প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দের নাম:—

ক) শ্রীযোগেশ চন্দ্র ঘোষ।

খ) ,, অনিল বিহারী নাগ।

গ) ,, বিপিন বিহারী ঘোষ।

ঘ) ,, রমণী মোহন চক্রবর্তী।

ঙ) ,, সুরেন্দ্র দাস।

চ) ,, দীনেশ মল্লিক।

ছ) ,, কুমুদ ভূষণ ধর।

জ) ,, প্রসন্ন কুমার দেবনাথ।

ঝ) ,, বিশ্বম্ভর বর্ম্মন,

ঞ) ,, সুধীর চক্রবর্তী।

শ্রীঅমরেশ ঘোষ (R. O.) Ex.-Officio President.

শ্রীস্ফটিক চন্দ্র চক্রবর্তী (Relief Supervisor), Ex-Officio Secretary.

গত ৩১।১০।৫৯ ইং তারিখে বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দের নাম:—

ক) শ্রীপ্রসন্ন কুমার দেবনাথ।

খ) ,, সুধীর কুমার চক্রবর্তী।

গ) ,, জগবন্ধু সাহা।

ঘ) শ্রীযোগেশ চন্দ্র ঘোষ।

ঙ) ,, দীনেশ চন্দ্র মারাক।

চ) ,, রমনী মোহন চক্রবর্তী।

ছ) ,, বিমল মালাকার।

জ) ,, বিপিন বিহারী ঘোষ।

ঝ) ,, সুরেন্দ্র চন্দ্র দাস।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বানার্জী (Asst. Director, Land) Ex—Officio Presidet.

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র কর (Relief Supervisor) Ex—Officio Secretary.

গত ২৯'১১।৬৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্ব্বাচিত পরিচালকবৃন্দের নাম :—

ক) শ্রীহরি চরণ ধর।

খ) ,, অমূল্য শুক্ল বৈদ্য।

গ) ,, অনিল বিহারী নাগ।

ঘ) ,, যোগেশ চন্দ্র ঘোষ।

ঙ) ,, রমনী মোহন চক্রবর্তী।

চ) ,, বিপিন বিহারী ঘোষ।

ছ) ,, খগেন্দ্র আচার্য্য।

জ) ,, যোগেশ চন্দ্র দাস।

ঝ) ,, দীনেশ চন্দ্র মারাক।

শ্রীঅরুণ চন্দ্র মজুমদার (Asst Director) Ex—Officio President.

শ্রীসত্য রঞ্জন রায় (Relief Supervisor) Ex—Officio Secretary.

গত ২৯।৩।৬৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দের নাম :—

| | | |
|---|---|---|
| ক) | শ্রীখগেন্দ্র আচার্য্য— | সভাপতি। |
| খ) | ,, যতীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী | সহ সভাপতি। |
| গ) | ,, অনিল বিহারী নাগ | সম্পাদক। |
| ঘ) | ,, হরি চরণ ধর | সভ্য |
| ঙ) | ,, অমূল্য চন্দ্র শুক্লবৈদ্য | ,, |
| চ) | ,, প্যারী মোহন দাস | ,, |
| ছ) | ,, হেম চন্দ্র ঘোষ | ,, |
| জ) | ,, হরেন্দ্র চন্দ্র সাহা | ,, |
| ঝ) | ,, বিমল মালাকার | ,, |
| ঞ) | ,, মহিম চন্দ্র দেবনাথ | ,, |
| ট) | ,, দীনেশ চন্দ্র মারাক | ,, |

গত ১২।২।৬৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচিত পরিচালক বৃন্দের নাম :—

| | | |
|---|---|---|
| ক) | শ্রীখগেন্দ্র চন্দ্র আচার্য্য | সভাপতি। |
| খ) | ,, গৌরাঙ্গ চন্দ্র দেবনাথ | সহ-সভাপতি। |
| গ) | ,, চক্রধর চক্রবর্ত্তী | সম্পাদক। |
| ঘ) | ,, সুরেন্দ্র চন্দ্র দাস | সভ্য। |
| ঙ) | ,, মহিম চন্দ্র দেবনাথ | ,, |
| চ) | ,, যোগমায়া দে | ,, |
| ছ) | ,, হেমচন্দ্র ঘোষ | ,, |
| জ) | ,, প্যারী মোহন দাস | ,, |
| ঝ) | ,, সুরেন্দ্র চন্দ্র দাস | ,, |
| ঞ) | ,, বিনোদ বিহারী দাসগুপ্ত | ,, |
| ট) | ,, হিরণ্ময় নন্দী মজুমদার | ,, |

গত ১০।১২।৬৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচিত পরিচালবৃন্দের নাম :—

| | | |
|---|---|---|
| ক) | শ্রীউপেন্দ্র কুমার দে | সভাপতি। |
| খ) | ,, সুরেন্দ্র চন্দ্র দাস | সহ-সভাপতি। |
| গ) | ,, খগেন্দ্র আচার্য্য | সম্পাদক। |
| ঘ) | ,, সুরেশ চন্দ্র দাস | সহ-সম্পাদক। |
| ঙ) | ভারতচন্দ্র দাস | সভ্য। |
| চ) | ,, মহিম চন্দ্র দেবনাথ | ,, |
| ছ) | ,, বিধু ভূষণ দেব | ,, |
| জ) | ,, প্যারী মোহন দাস | ,, |
| ঝ) | ,, হেমচন্দ্র ঘোষ | ,, |
| ঞ) | ,, মহেন্দ্র মারাক | ,, |
| ট) | ,, জগবন্ধু দাস | ,, |

গত ২।১।৬৯ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দের নাম :—

| | | |
|---|---|---|
| ক) | শ্রীহরিচরণ ধর | সভাপতি। |
| খ) | ,, সুরেন্দ্র চন্দ্র দাস | সহ-সভাপতি। |
| গ) | ,, যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | সম্পাদক। |
| ঘ) | ,, হেমচন্দ্র ঘোষ | সভ্য। |
| ঙ) | ,, সুরেশ চন্দ্র দাস | ,, |
| চ) | ,, প্যারী মোহন দাস | ,, |

ছ) শ্রীবিমল মালাকার সভ্য।

জ) ,, গৌরাঙ্গ দেবনাথ ,,

ঝ) ,, মনীন্দ্র চন্দ্র দে ,,

ঞ) ,, গিরেন্দ্র চন্দ্র দাস ,,

ট) ,, ভারত চন্দ্র দাস ,,

গত ১১।১।৭০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দের নাম :—

ক) শ্রীভারত চন্দ্র দাস।

খ) ,, যোগেশ চন্দ্র দাস সম্পাদক।

গ) ,, বিপ্র মোহন দেবনাথ।

ঘ) ,, কামিনী দেবনাথ।

ঙ) ,, কুল কামিনী দে।

চ) ,, নিবারণ আচার্য্য।

ছ) ,, হরিচরণ ধর।

জ) ,, গৌরাঙ্গ দেবনাথ।

ঝ) ,, সুরেশ চন্দ্র দাস সভাপতি।

ঞ) ,, প্যারী মোহন দাস।

ট) ,, কৃষ্ণচন্দ্র দাস।

গত ৯।৭।৭১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচিত পরিচালক বৃন্দের নাম :—

ক) শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাস সভাপতি।

খ) ,, বিনোদ বিহারী দাস সম্পাদক।

গ) ,, যোগেশ চন্দ্র দাস সভ্য।

ঘ) ,, কুল কামিনী দে ,,

ঙ) ,, উষা রঞ্জন শীল ,,

চ) ,, ক্ষেত্র মোহন দাস ,,

ছ) ,, সুরেন্দ্র দাস ,,

জ) ,, ভারত চন্দ্র দাস ,,

ঝ) ,, হরি মাধব দাস ,,

ঞ) ,, গিরীন্দ্র দাস ,,

ট) ,, গণেশ চন্দ্র ভৌমিক ,,

২) উক্ত সমিতিকে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পে (Scheme-এ) ৭৫,৫৩৫, টাকা ঋণ দিয়াছিলেন।

৩) বিগত দুই সমবায় বৎসরের সমিতির আয় ও ব্যয় এইরূপ :—

| সন | আয় | ব্যয় |
|---|---|---|
| ১৯৭০—৭১ | ৪৮৫·১৮ | ৪৮০·৫৭ অডিট রিপোর্ট মূলে। |
| ১৯৭১—৭ | ৪৮০ | ৪১·৫০ সমিতি কর্তৃক দাখিলীকৃত Annual Return মূলে। |

## STARRED QUESTION NO 639
**By Shri Baju Ban Riyan**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

### QUESTION

১) ১-১-৭৩ইং তারিখ থেকে ২৭-২-৭৩ইং তারিখ পর্যন্ত উদয়পুর বিলোনীয়া রাস্তায় কতটা মোটর গাড়ী দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে ?

২) ঐ রাস্তায় ১১-২-৭৩ইং তারিখে টি, আর পি. নং ২৬৭ ও ডি টি দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার সময় কতজন যাত্রী ঐ গাড়ীতে ছিল ও উহার Trailorএ কত মণ মাল ছিল ?

৩) ইহা কি সত্য যে এটি আর, পি, নং ২০৬ গাড়ীটি দুর্ঘটনায় স্কুল শিক্ষক কংজয় রিয়াং প্রাণ হারাইয়াছেন ?

### ANSWER

১) ১-১-৭৩ইং হইতে ২৭-২-৭৩ ইং পর্যন্ত উদয়পুর, বিলোনীয়া রাস্তায় ৭টা মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

২) জীপ যাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ | ২৫ জন এবং trailor এ ৭ বস্তা শুকনা মাছ ছিল।

৩) হাঁ।

## STARRED QUESTION NO 640
(Consolidated with question Nos 711 and 756)

**By—Shri Baju Ban Riyan**
**Shri Kalidas Deb Barma**
**Shri Abhiram Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

### প্রশ্ন

১) Tripura Road Transport Corporation এর Bus Service কবে থেকে কোন্ কোন্ রুটে চালু করা হয়েছে ?

২) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় আজ অবধি T. R. T. C. এর বাস চালু করা হয় নাই, ইহা সরকারের জানা আছে কি ?

৩) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ঐ Service চালু না করার কারণ কি ?

৪) কবে পর্যন্ত আগরতলা—সাবরুম, আগরতলা—বিলোনীয়া, আগরতলা—অমরপুর আগরতলা—উদয়পুর—route এ T. R. T. C. এর বাস সার্ভিস চালু করা যাইবে ?

উত্তর

১) নিম্নলিখিত তারিখে ও রুটে T.R.T.C. এর বাস সার্ভিস চালু হইয়াছে ?

(ক) ২—১২—৭২ইং তারিখ হইতে আগরতলা—ধর্মনগর রাস্তায়।

(খ) ২৯—১২—৭২ইং তারিখে হইতে আগরতলা—তেলিয়ামুড়া রাস্তায়।

(গ) ২১—১—৭৩ইং তারিখ হইতে আগরতলা—চেবরী রাস্তায়।

(ঘ) ২১—১—৭৩ইং তারিখ হইতে আগরতলা—কমলপুর রাস্তায়।

২) হঁা।

৩) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় T. R T. C. র বাস service চালু করার পরিকল্পনা বর্তমান আর্থিক বৎসরে ` ক্ত নাই।

৪) ৭—১০—৭২ইং আগরতলা—উদয়পুর, আগরতলা—বিলোনীয়া, ( উদয়পুর হইয়া ) ও আগরতলা—সাবরুম (উদয়পুর হইয়া) রুটে T. R. T. C.র বাস সার্ভিস চালু করা সম্পর্কে খসড়া পরিকল্পনা প্রকাশ করা হইয়াছে। আইনানুগ সমস্ত আচরণবিধি পালনপূর্বক এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। আগরতলা—অমরপুর রুটে T. R. T. C.র বাস সার্ভিস চালু সম্পর্কে বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

## STARRED QUESTION NO. 586
**By Shri Sushil Ranjan Saha**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে অনেক অফিসার সরকারী কাজ ব্যতিরেকেও staff car গাড়ী ব্যবহার করিতেছেন ;

২) সত্য হইলে এইভাবে গাড়ী ব্যবহারের ফলে সরকারের হাতে গত আর্থিক বৎসরে কত টাকা এসেছে তার নাম ভিত্তিক হিসাব ;

৩) সেক্রেটারী, জয়েন্ট সেক্রেটারী কেডারের লোক staff car ছাড়া সরকারী গাড়ী ব্যবহার করিতে পারে কি না ?

উত্তর

১) হঁ্যা, কিছু সংখ্যক অফিসার ব্যক্তিগত কাজে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করিয়াছেন।

২) মং ২২২৩·২১ পয়সা মাত্র, নাম ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় 'ক' তালিকায় দেওয়া গেল।

৩) হঁ্যা।

## 'ক'—তালিকা

পূর্ত্ত বিভাগ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১) শ্রী এম, এল, দাশগুপ্ত<br>প্রিন্সিপাল, ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ | টাকা | ২১·৭১ | পয়সা |
| ২) শ্রী এস, এম, মাথুর<br>একজিকিউটীভ ইঞ্জিনীয়ার | ,, | ১৭·৬০ | ,, |
| ৩) শ্রী এন, সি, দাশ মজুমদার<br>এস, ডি, ও, পি, ডাবল্যো, ডি, | ,, | ১৭·৬০ | ,, |
| ৪) শ্রী কে, ভি, এল, এন, রাও<br>এস, ডি. ও, | ,, | ২০·৯৮ | ,, |
| ৫) শ্রী এন, সি. দাশ মজুমদার<br>এস, ডি, ও, | ,, | ৭৫·৯০ | ,, |
| ৬) শ্রী এ, কে, সেন<br>ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনীয়ার | ,, | ৫·৯০ | ,, |
| ৭) শ্রী এন, আর, মজুমদার<br>ষ্টেট হোমিপ্যাথ | ,, | ২২·৪০ | ,, |
| ৮) শ্রী আর, কে, মণ্ডল<br>একজিকিউটীভ ইঞ্জিনীয়ার | ,, | ৭৭·২০ | ,, |
| ৯) শ্রী বি, কে, নন্দী<br>একজিকিউটীভ ইঞ্জিনীয়ার | ,, | ১৪·০০ | ,, |
| ১০) মিস মীরা চাটার্জী<br>এম. বি, বি, কলেজ | ,, | ১৫·০০ | ,, |
| ১১) শ্রী আর, কে, দাশ<br>এস, ডি, ও, | ,, | ৩২·০০ | ,, |
| ১২) শ্রী এস, সি, রায় সরকার<br>ওয়ার্ক এসিসটেণ্ট | ,, | ৩৭·৫০ | ,, |
| ১৩) শ্রী এস, গনেশন<br>একজিকিউটীভ ইঞ্জিনীয়ার | ,, | ৫০·২২ | ,, |
| ১৪) শ্রী আর, এন, দত্ত<br>ওভারশীয়ার | ,, | ৩১·৮২ | ,, |
| ১৫) ষ্টাফ অফ এস, ডি, ও,<br>সাব ডিভিসন নং—১ | ,, | ২৯·৪৫ | ,, |
| ১৬) শ্রী ডি, কে, চক্রবর্ত্তী<br>ওভারসীয়ার (মিকাঃ) | ,, | ৩৭·৫০ | ,, |

পূর্ত্ত বিভাগ

| | | |
|---|---|---|
| ১৭) | শ্রী এ, কে, শর্ম্মা রায় এস. ডি, ও, | টাকা ৮.৮৮ পয়সা |
| ১৮) | শ্রী এন, কে, দত্ত একজিকিউটীভ ইঞ্জিনীয়ার | ,, ১১.০০ ,, |
| ১৯) | শ্রী এন, কে, সিন্‌হা একজিকিউটীভ ইঞ্জিনীয়ার | ,, ৪২.২০ ,, |
| ২০) | শ্রী এন, কে, সিংহা সুপারিন্‌টেণ্ডিং ইনজিনীয়ার | ,, ১০.৩৬ ,, |
| ২১) | শ্রী ডি, সি, দেবনাথ একজিকিউটীভ ইঞ্জিনীয়ার | ,, ১০৫.৮০ ,, |
| ২২) | শ্রী এম, এস, পুরানিক এস, ডি, ও, | ,, ১৫.৯০ ,, |
| ২৩) | শ্রী এন, সচ্চিদানন্দ সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার | ,, ১৩৩.০০ ,, |
| ২৪) | শ্রী এল, হনুমন্তন এস, ডি, ও, | ,, ১৭.২৫ ,, |
| ২৫) | শ্রী ডি, সি, সাহা এস, ডি, ও, | ,, ৭.৪০ ,, |
| ২৬) | শ্রী এন, কে, সিন্‌হা একজিকিউটীভ ইনজিনীয়ার | ,, ৫২.২৫ ,, |
| ২৭) | শ্রী ডি, কে, দাস একজিকিউটীভ ইঞ্জিনীয়ার | ,, ১১৩.০০ ,, |
| ২৮) | শ্রী এস, রক্ষিত ওভারসীয়ার | ,, ২২.২০ ,, |
| ২৯) | শ্রী এম, লাল একজিকিউটীভ ইনজিনীয়ার | ,, ১১২.৬৭ ,, |
| ৩০) | উমা দাস ভট্টাচার্য্য ডিভিসনেল একাঃ | ,, ৩৫.০০ ,, |
| ৩১) | এন, কে, দত্ত এস, ডি. ও. | ,, ১৬১.২০ ,, |
| ৩১) | শ্রী জি, রায় একজিকিউটীভ ইঞ্জিনীয়ার | ,, ৬৪.৭৯ ,, |
| | | টাকা ১৪০৯.৬৭ ,, |

আই, জি, পি, অফিস

| | | |
|---|---|---|
| ৩৩) | শ্রী বি, কে, মুখার্জী আই, জি, পি, | টাকা ২৯·৯৭ পয়সা |
| ৩৪) | শ্রী এইচ, কে, দেববর্মা সি, ও, টি, এ, পি, | ,, ১০৯·৫০ ,, |
| ৩৫) | শ্রী সি, দাস গুপ্ত এস, পি, (সাউথ) | ,, ৮৫·৪৭ ,, |
| ৩৬) | শ্রী এন, গণ চৌধুরী ডি, সিও টী, এ, পি | ,, ১৯·৯৮ ,, |
| | মোট— | ২৪৪·৯২ ,, |

"বন বিভাগ"

| | | |
|---|---|---|
| ৩৭) | শ্রী ডি, নাগ এ, সি, এফ, | ,, ১৩·৩৭ ,, |
| ৩৮) | শ্রী এম, কে, বিশ্বাস এ, সি, এফ, | ,, ১২·০৯ ,, |
| ৩৯) | শ্রী ডি দত্ত ডি, এফ, ও (মধ্য) | ,, ২৮·৪০ ,, |
| ৪০) | শ্রী আর, এম, দত্ত ডি, এফ, ও (নর্থ) | ,, ১·৮৬ ,, |
| | মোট— | ৫৫·৬৮ ,, |

পাবলিক সার্ভিস কমিশন

| | | |
|---|---|---|
| ৪১) | চেয়ারম্যান | ,, ৮৪·৩২ ,, |

ডি, এম, (পশ্চিম)

| | | |
|---|---|---|
| ৪২) | শ্রী এন, কে, সিন্হা | ,, ১০৫·৪০ ,, |

পশু পালন বিভাগ

| | | |
|---|---|---|
| ৪৩) | শ্রী আর, পি, সেন | ,, ৭০·৯৯ ,, |
| ৪৪) | শ্রী এস, সি, রায় | ,, ৩৭·২০ ,, |
| | মোট— | ,, ১০৮·১৯ ,, |

এস, এ, ডিপার্টমেন্ট

| | |
|---|---|
| ৪৫) শ্রী ডি, এন, বড়ুয়া | টাকা ৪০·৯২ পয়সা |
| ৪৬) শ্রী এস, সি, বল | ,, ৭·০০ ,, |
| মোট— | ,, ৪৭·৯২ ,, |

কো-অপারেটীভ ডিপার্টমেন্ট

| | |
|---|---|
| ৪৭) শ্রী এস, আর, চক্রবর্ত্তী | ,, ৭২·৫৪ ,, |
| ৪৮) শ্রী এন, এন, চৌধুরী | ,, ৭২·৫৪ ,, |
| ৪৯) শ্রী জে, এম, দাস | ,, ১২·০৯ ,, |
| মোট— | ,, ১৫৭·১৭ ,, |
| সর্ব্ব মোট—টাঃ | ২,২২৩·২১ ,, |

## STARRED QUESTION NO. 546
**By Shri Ajoy Biswas.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Panchayat Raj Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১।৩।৭০ইং থেকে ৩১।১।৭৩ইং এর মধ্যে ত্রিপুরা সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তরে Seniority ও Recruitment Rules ভংগ করে কোন প্রমোশন দেওয়া হয়েছে কি না ?

২) যদি দেওয়া হইয়া থাকে তবে কাকে দেওয়া হয়েছে তাদের নাম এবং এইভাবে প্রমোশান দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) হঁ্যা, মহাশয় ;

২) (ক) সিনিয়রিটি ভংগক্রমে শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দে নামীয় একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী ২০।৩।৭১ইং ডুপলিকেটর মেসিন অপারেটর পদে প্রমোশন হইয়াছে। যেহেতু ডুপলিকেটর মেসিন অপারেটর পদটি কারিগরী শ্রেণীভুক্ত, উক্ত ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী দক্ষতাসম্পন্ন বিবেচিত হওয়ায় এবং ডুপলিকেটর মেসিনের কাজ তাহার জানা থাকায় প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে। নিয়োগবিধি অনুযায়ী প্রমোশনের সুযোগ কর্মরত ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে।

(খ) শ্রীবীরেন্দ্র লাল চক্রবর্ত্তী, একাউন্টেন্ট ও শ্রীসন্তোষ কুমার চক্রবর্ত্তী, নাজিরগনকে শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার, হেডক্লার্কের সিনিউরিটি ভংগক্রমে পঞ্চায়েত একটেনশন অফিসার পদে প্রমোশান দেওয়া হইয়াছে। উক্ত শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার হেড-ক্লার্ক তাহার পারিবারিক অসুবিধা হেতু প্রমোশনের অনিচ্ছা প্রকাশ করায় এর পরবর্ত্তী সিনিয়ার কর্মচারীগণকে এই প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে

## STARRED QUESTION NO. 603

**By Shri Abhiram Deb Barma.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে জিরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত গাঁওসভাগুলির নির্ব্বাচন এক বৎসর পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে ?

২) যদি সত্য হয় তাহার কারণ ;

উত্তর

১) হ্যাঁ, মহাশয়।

২) গাঁও পঞ্চায়েতের সদস্যদের ও ন্যায় পঞ্চায়েত মণ্ডলের পঞ্চদের পদ, কাল নিম্নলিখিত কারণে ১ বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে,

(ক) সারা ত্রিপুরা ব্যাপী অভূতপূর্ব্ব খরা বর্ত্তমান থাকায়,

(খ) নির্ব্বাচন আয়োজন ও পরিচালনা করার জন্য যেসব সরকারী কর্ম্মচারীর সাহায্য প্রয়োজন তাহারা প্রায় সকলেই খরা পরিস্থিতি মোকাবিলায় নানাহ পরিকল্পনায় যথা, টেষ্টরিলিফ, ক্যাশ প্রোগ্রাম, বিভিন্ন জলসেচ ইত্যাদি রূপায়নে ব্যস্ত থাকায়।

## STARRED QUESTION NO. 712

**By Shri Kalidas Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) এই তথ্য ত্রিপুরা সরকার কি জানেন যে, বিলোনীয়া থেকে বড়পাথারী, রাজনগর, একিনপুর, সিদ্ধিনগর প্রভৃতি অঞ্চলে কোন বাস সার্ভিস না থাকায় জীপ মালিকেরা অতিরিক্ত হারে ভারা আদায় করেন ?

২) ঐ রাস্তায় শীঘ্রই বাস সার্ভিস চালু করা হবে কি ?

উত্তর

১) না।

২) যদি ঐসকল রাস্তায় বাস চালানোর পারমিটের জন্য কোন বাস মালিকের নিকট হইতে আবেদন পাওয়া যায় তাহা প্রচলিত আইন ও নিয়ম অনুযায়ী বিবেচনা করা হইবে।

ANNEXURE—'B'

## UNSTARRED QUESTION NO. 217

**By—Shri Bhadramani Deb Barma.**

প্রশ্ন

১) কোন্ মহকুমায় কতটি Citizenship এর আবেদনপত্র এখনও বিচারাধীন আছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২) ইহাকি সত্য যে M. L. Aদের সুপারিশের পরও আবেদনপত্র ফেলে রাখা হয় ?

৩) Citizenship মঞ্জুর করার কাজ ত্বরান্বিত করা হবে কি ?

উত্তর

১) Citizenship certificate এর আবেদন পত্র কোন্ মহকুমায় কতগুলি বিবেচনাধীন আছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

| | |
|---|---|
| সদর— | ৮৫০ |
| সোনামুড়া— | ৫৩১ |
| খোয়াই— | ১৫৩ |
| ধর্মনগর— | ৪১১ |
| কৈলাসহর— | ২৫ |
| কমলপুর— | ২৫৬ |
| উদয়পুর— | ৪১৬ |
| অমরপুর— | ৯৩ |
| বিলনীয়া— | ৫৩৬ |
| সাবরুম— | ২৬৭ |

২) না, কোন দরখাস্ত ফেলিয়া রাখা হয় না। ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী Citizenship এর আবেদনপত্র আরক্ষা বিভাগের মাধ্যমে তদন্ত করাইতে হয় এবং নির্দ্ধারিত বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৩) হ্যাঁ, ইহা যথাসম্ভব ত্বরান্বিত করা হইতেছে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 297

**By—Shri Samar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সরকারী মোটর ভেহিক্যালস রিপেয়ার করার জন্য ১৯৭২ইং ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭২ কোন্ কোন্ ডিপার্টমেন্ট থেকে বহু সংখ্যক মোটর ভেহিক্যালস রিপেয়ার করতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে, এবং

২) কয়টি বেসরকারী কারখানায় ঐগুলি রিপেয়ার করা হয়েছে এবং কত খরচ হয়েছে ?

উত্তর

১) সঙ্গীয় 'ক' তালিকায় দ্রষ্টব্য

২) সঙ্গীয় 'খ' তালিকায় দ্রষ্টব্য

'ক' তালিকা

| বিভাগের নাম | গাড়ীর সংখ্যা | বিপেশারি' বাবত মোট খরচ |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| ১) এডুকেশন | ১৮ | ন ৫৬,৩৪৪·০০ পঃ |
| ২) ফরেষ্ট | ১৩ | ,, ২৫,৭৭১·৬৭ ,, |
| ৩) ইণ্ডাষ্ট্রিজ | ৫ | ,, ৭,০৬৩·১৮ ,, |
| ৪) ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাই | ১৪ | ,, ৩৩,৪৯৬·৮৪ ,, |
| ৫) পাবলিক রিলেসেন্‌স ও টুরিজম | ১১ | ,, ৩৬,০৪৪·০৩ ,, |
| ৬) ডিরেক্টার অব আর আর | ১২ | ,, ৩৪,৬৪১·১১ ,, |
| ৭) ডিরেক্টার অব ফায়ার সার্ভিস | ১৬ | ,, ৩,৯৯৭·৪২ ,, |
| ৮) ডিরেক্টার অব ওয়েলফেয়ার অব সিঃ কাষ্ট ও সিঃ ট্রাইব | ১ | ,, ৬৬৯·৭৬ ,, |
| ৯) হেলথ সার্ভিস | ৩৩ | ,, ২১,২৭০·৯১ ,, |
| ১০) ডি, এম, ওয়েষ্ট | ১৬ | ,, ৩৭,৭৯৩·৭১ ,, |
| ১১) সেটেলমেন্ট | ৪ | ,, ৪,০৩৯·৭২ ,, |
| ১২) রিহেবিলিটেশান | ১ | ,, ৩৬৯·০০ ,, |
| ১৩) এনিমেল হাসবেনড্রা | ১৭ | ,, ২৩,৮৬১·১৭ ,, |
| ১৪) ওয়েলফেয়ার ফর সিঃ ট্রাইব ও কাষ্ট | ৩ | ,, ৯৭৫·০০ ,, |
| ১৫) কো-অপারেটিভ | - | ,, ৪৬৬·৪৮ ,, |
| ১৬) টাউন এণ্ড কানট্রি প্লেনিং | ১ | ,, ৮৮২·৬৯ ,, |
| ১৭) পঞ্চায়েৎ রাজ | ৫ | ,, ৫,০২১·৯৯ ,, |
| ১৮) প্রিজনস ডিরেক্টরেট | ২ | ,, ৮৪৬·১৪ ,, |
| ১৯) মেন পাওয়ার ও এমপ্লয়মেন্ট | ১ | ,, ৫৩·০০ ,, |
| ২০) সিভিল ডিফেন্‌স | ২ | ,, ৩৮২·৫০ ,, |
| ২১) পাইলট রিসার্স প্রজেক্ট | ১ | ,, ২০০·০০ ,, |
| ২২) ষ্টেটিসটিকেল | ২ | ,, ২,২৬১·৫৮ ,, |
| ২৩) সাবরিজিওনেল এমপ্লয়মেন্ট | ১ | ,, ১৭০·০০ ,, |
| ২৪) লেবার | ২ | ,, ১,১৮৯·৪২ ,, |
| ২৫) চীফ ইলেকটরেল | ১ | ,, ১৫৮·৬০ ,, |
| ২৬) আই, জি, পি, | ৪৫ | ,, ৬,৪৩৭·৫২ ,, |
| ২৭) পি, ডবলিউ, ডি | ১৪৭ | ,, ২,৭৫,২২০·০০ ,, |
| ২৮) এস, এ | ২৩ | ,, ১৮,২৯৯·৪৮ ,, |
| | ৪৮১ | ৫,৯৪,৪০৫·৩১ পঃ |

'খ' তালিকা

| বিভাগের নাম | মোট গাড়ী | বেসরকারী ওয়ার্কসপে খরচ হয়েছে | মোট বেসরকারী কারখানা |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১) ফরেষ্ট | ১৩ | মং ৪,৯৭০·০০ | ১৫ টা |
| ২) ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাই | ২৪ | ৩২,১১৬·৪৭ | ৬ টা |
| ৩) ডিরেক্টার আর, আর | ৮২ | ৩১,৬৪১·১৩ | ১১ টা |
| ৪) পাবলিক রিলেসন্স ও টুরিজম | ১২ | ৫,১৫২·৯৫ | — |
| ৫) ফায়ার সার্ভিস | ৩ | ৪০৮·০০ | — |
| ৬) ওয়েল ফেয়ার অব সি, কাষ্ট ও ট্রাইবস | ১ | ৩ ·০০ | — |
| ৭) হেলথ সার্ভিস | ৫ | ৫,৪৬১·৮৬ | ৫টা |
| ৮) ডি, এম, ওয়েষ্ট | ১৪ | ৩৩,৯১৮·৭২ | — |
| ৯) রিহেবিলিটেশান | ১ | ৩৬৯·০০ | ১টা |
| ১০) এনিমেল হাসবেণ্ড্রী | ৮ | ১,১৮৯·৭৫ | ৩টা |
| ১১) ওয়েলফেয়ার অব সি: কাষ্ট ও ট্রাইব | ৩ | ৯৭৫·০০ | ১টা |
| ১২) কো-অপারেটিভ | ২ | ৪৬৬·৮৪ | ২টা |
| ১৩) পঞ্চায়েত রাজ | ৫ | ৫,০২১·৯৯ | — |
| ১৪) প্রিজনস্ ডাইরেক্টরেট | ২ | ৮৪৬·১৪ | — |
| ১৫) মেন পাওয়ার ট্রেনিং ও এমপ্লয়মেন্ট | ১ | ৮৩·০০ | ১টা |
| ১৬) সিভিল ডিফেন্স | ২ | ৩৮২·৫০ | ১টা |
| ১৭) পাইলট রিচার্স | ১ | ২০০·০০ | ১টা |
| ১৮) চীফ ইলেকটরেল | ২ | ১৫৮·৬০ | ২টা |
| ১৯) আই, জি, পি, | ৪ | ১,৪১১·৯৫ | — |
| ২০) পি, ডব্লিউ, ডি, | ৬৫ | ৭৫,১৫৩·০০ | — |
| ২১) এস, এ | — | ৮,৬৭২·৯২ | ১০টা |
| | ২৪০ | মং ২,১০,৫৭২·৮২ | |



## UNSTARRED QUESTION NO. 670

**By—Shri Purnamohan Tripura**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) কুমারঘাট হইতে কৈলাসহর পর্য্যন্ত কোন সরকারী বাস সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২) থাকলে তা কবে চালু করা হইবে?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Printed by the Superintendent, Government Printing,
Tripura Government Press, Agartala.

TGPA—22-9-73—175.